BIPLABER GAAN BY CHIN CHING - MAI

Bengali Translation of the Chinese Novel
" Song of Ouyang Hai "

অনুবাদ : দীপংকর চক্রবর্তী

প্রথম সংস্করণ
পয়লা অক্টোবর, ১৯৬০

প্রকাশক :
বিভা রায়
পিপলস্ বুক সোসাইটি
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : গৌতম বসু

মুদ্রক :
প্রদীপ ধর
প্রিন্ট-ও-গ্রাফ
৯সি, ভবানী দত্ত লেন
কলিকাতা ৭৩

বিপ্লবের গান

প্রথম অধ্যায়

তুষার-ঝড়ে

কুয়েইইয়াং কাউন্টির পাশ দিয়ে বয়ে চলতে চলতে হঠাৎ উত্তরের দিকে মুখ ফিরিয়েছে চুংলিং নদী। অসংখ্য গিরিখাত আর উপত্যকা পার হোয়ে মিলেছে এসে শিয়াং নদীর নীলাভ জলে। পেছনে ফেলে এসেছে কুয়েইইয়াং পর্বতমালার অনুর্বর ও জনবিরল প্রান্তর। চুংলিঙের উত্তর-পূর্ব দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তরঙ্গায়িত পর্বতমালা। আর দক্ষিণ-পূর্বে মেঘের গায়ে মাথা ঠেকেছে বিরাট নানলিং পর্বতের। এরই একটা পর্বতশৃঙ্গের এক পাশে কোনোরকমে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা কোরে নিয়েছে দশ-বারোটা পরিবার। বহু পরিশ্রমে আর ঘামে বংশ পরম্পরায় তারা ভিজিয়ে এসেছে কিছুটা শক্ত পাথুরে জমি। কাছাকাছি অধিকাংশ জায়গার তুলনায় অনেক বেশি শক্ত এ জায়গাটা, এখানে পাথরের পরিমাণ অনেক বেশি। কাজের অধিকাংশ পরিশ্রমই এখানে বিফলে যায়। লোকেরা তাই প্রচণ্ড অবজ্ঞায় এই জায়গাটার নাম দিয়েছে 'দাঁড়কাকের বাসা'।

১৯৪০ সালের চান্দ্র মাসের তেইশ তারিখ। মেঘের ভারে বিষণ্ণ হোয়ে রয়েছে আকাশ। শীতের সবে শুরু। কিন্তু দাঁড়কাকের বাসায় এর মধ্যেই প্রচণ্ড শীত পড়ে গেছে। ঘোলাটে মেঘের দল উত্তর পশ্চিম দিক থেকে এসে ভীড় জমিয়েছে পাহাড়গুলোর মাথায়। ক্রমশঃ ঘন কালো হোয়ে উঠেছে আকাশ। চারিদিকে ঢাকা পড়ে আছে কুয়াশায়। কয়েকটা কাক দ্রুত ডানা মেলে ফিরে চলেছে তাদের বাসার দিকে। তাদের অনুসরণ কোরে পিছু পিছু চলেছে তাদের আর্ত ডাক।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। ঘূর্ণি হাওয়ায় অবিরত ঝরে চলেছে বরফের অজস্র কুচি। নিঃশব্দে সাদা হোয়ে উঠেছে সব কুড়েঘরের ছাত। মাঠ ভরে গেছে বরফে। রাস্তাঘাট হোয়ে গেছে সব বন্ধ। বরফে ঢাকা দাঁড়কাকের বাসায় সামান্যতম শব্দও নেই, একমাত্র উত্তুরে বাতাসের গর্জন ছাড়া। সব লোকজন তাদের ভাঙা-চোরা কুড়েঘরে হাত-পা গুটিয়ে ঝিমোচ্ছে। শীত-

কালটা চিরকালই এমনি তাদের কাছে, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ধৈর্যের পরীক্ষা।
গ্রামের উত্তর প্রান্তে কাদামাটি আর পাথরে গাঁথা একটা ছোট্ট কুড়েঘর। কুড়েঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট পাইন গাছ। গাছের কাণ্ডটা হাতের আঙুলের মতোই রোগা। ঝোড়ো বাতাসে প্রচণ্ডভাবে দুলে দুলে উঠেছে গাছটা। এই ঝড়ের হাত থেকে তার পরিত্রাণ মিলবে কিনা সন্দেহ।
ঘরের ভেতর ধোঁয়ায়-কালো-হোয়ে যাওয়া দেয়ালের একটা কুলুংগিতে মিট্‌মিট্‌ কোরে জ্বলছে একটা তেলের প্রদীপ। বিছানার দিক থেকে ভেসে আসছে মৃদু আর্তনাদ। ওয়াং হেং-ওয়েনের বৌ'র প্রসববেদনা উঠেছে। দেয়ালের অসংখ্য ফাঁক আর পাতায় ছাওয়া ছাদের ফুটো দিয়ে প্রবল বিক্রমে ঘরে ঢুকে পড়ছে কন কনে উত্তুরে হাওয়া। বিছানা ও হাজার-তালি-মারা মশারির ওপর বিছেয়ে দিচ্ছে হাড়-জমানো বরফের কুচির আস্তরণ। হেংওয়েন বিমর্ষ মুখে বসে আছে উনানের পাশে। বছর চল্লিশ বয়স হবে তার। প্রচণ্ড পরিশ্রমে আর কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার দুঃসহ বোঝায় নুয়ে গেছে তার পিঠ। দুশ্চিন্তায় আর হতাশায় মুখের চামড়া গেছে কুঁচকে, উনুনে কয়েকটা ছোটো কাচের টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে সে ফিরে তাকালো তার প্রসবযন্ত্রণাকাতর বৌ'র দিকে।
"আরেকটা খাবার মুখ বাড়লো!" মনে মনে বললো সে। "এক মৌ-র * দশভাগের তিনভাগ ধানের জমি, আর দু মৌ-এর কিছু কম শুকনো জমি। কী কোরে পাঁচটা লোকের পেট চলে এর থেকে? পরের বছর পর্যন্ত টিকে থাকার উপায়ই বা কী? এই শীতটা পার হওয়াই বা যায় কী কোরে? আকাশের বুড়ো দেবতা নিতান্তই নিষ্ঠুর, এতো তাড়াতাড়ি শীত পাঠিয়ে দিয়েছে।"
"বাবা, আমি পাশের বাড়ী থেকে হু শিং দিদিমাকে ডাকতে যাচ্ছি", তার মেয়ে য়ু য়িং বলে উঠলো। এতোক্ষণ উল্টোদিকে বসে ছিলো সে। বাবার উত্তরের অপেক্ষা না কোরেই দরজা খুলে সে বেরিয়ে পড়লো। একটা দমকা হাওয়া এসে দেয়ালের কুলুংগিতে রাখা ছোট্ট প্রদীপটাকে নিভিয়ে দিলো। গোটা ঘরে ছড়িয়ে পড়লো গাঢ় অন্ধকার।
হেং-ওয়েন উনান থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো নিয়ে প্রদীপটার দিকে এগোলো, তার বৌ বললো, "মিছিমিছিই ওটা জ্বালাচ্ছো। অযথা তেল পুড়িয়ে লাভ নেই। এখনো সময় হয়নি।"

* এক মৌ হচ্ছে এক বিঘার কিছু কম।

"এটুকু তেলের জন্য চিন্তা করছো, গোটা শীতটা তো পড়েই আছে!
প্রদীপটা জ্বালিয়ে হেং-ওয়েন অধৈর্যভরা দৃষ্টিতে তাকালো দরজার দিকে।
"অনেকক্ষণ হোলো গেছে সুং। এখনো ফিরছে না কেন সে? কিছু ধান
বার কোরে আনতে পারলে অন্ততঃ এই কষ্টের মাসটাতে তোমার কিছু খাবার
জুটতো। বয়েস প্রায় কুড়ি বছর হোলো, কিন্তু এখনো ভালো কোরে কোনো
কাজ করতেই শেখে নি ছেলেটা!"
"ওকে পাঠিয়ে কি লাভ হোলো, তাই তো বুঝলাম না। পাড়াপড়শি আত্মীয়-
স্বজন, সবার অবস্থাই খারাপ। কে ওকে ধার দেবে ধান? সবচেয়ে বিপদ
হোয়েছে, খরায় সমস্ত মিষ্টি আলু পর্যন্ত নষ্ট হোয়ে গেছে। কিছুই তৈরী
করতে পারি নি আমরা। আর এই বরফে বুনো লতাপাতাগুলো পর্যন্ত ..."
এক ধাক্কায় দরজা খুলে য়ু-য়িং ঘরে ঢুকলো তার হুং শিং দিদিমাকে নিয়ে।
বুড়ী দিদিমা প্রসূতির মোমের মতো সাদা মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই
মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো হেং-ওয়েনকে, "বুদ্ধিসুদ্ধি তোমার কবে হবে বলো
তো বাছা! বৌটা যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে, আর তুমি একপাত্র জল পর্যন্ত গরম
কোরে উঠতে পারো নি? যাও, পুরুষরা সব এ ঘর থেকে বেরোও।"

হেং-ওয়েন ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে দাওয়ায় দাঁড়ালো। তার বৌ-র মৃদু
আর্তনাদ কানে আসছে। এদিকে অনেক বেশি বরফ পড়তে শুরু করেছে।
তার গায়ের জামা খুব তাড়াতাড়ি বরফে ভরে গেলো। দুশ্চিন্তায় ঝিম্ ঝিম্
করছে তার মাথা। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে।
দ্রুত পায়ের আওয়াজ কানে এলো। খালি হাতে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে
দাঁড়ালো ওয়াং সুং।
"বাবা, আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে", সুং প্রায় কেঁদেই ফেললো।
"ধরে নিয়ে যাচ্ছে! কী জন্য ধরে নিয়ে যাচ্ছে?"
"যুদ্ধে যাবার জন্য!"
"কী বললে?" হেং-ওয়েন কেঁপে উঠলো।
"অঞ্চলপ্রভু প্যান আজ দুপুরে শহরের অফিসে বসে সৈন্যদলে ভর্তির তালিকা
তৈরী করেছে। প্রথমে সে জমিদার লিউর মেজো ছেলেকেও ঢুকিয়ে
নিয়েছিলো। পরে লিউ তাকে চিঠি পাঠাতেই সে মত পাল্টে ফেলেছে।
তার বদলে আমার নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে সেই তালিকায়। প্রথম তিন জনের
মধ্যে আমি আছি।"
হেং-ওয়েনের মাথাটা ঘুরে উঠলো। যেন কেউ মাথায় বাড়ি দিয়েছে হঠাৎ।
আসছে বছর আবহাওয়ায় খুব ভালো হোলেও তার একার পক্ষে সমস্ত চাষবাস
কোরে ওঠা সম্ভব হবে না। সুংকে যুদ্ধে ধরে নিয়ে গেলে তাদের গোটা
পরিবারটাই ধ্বংস হোয়ে যাবে।

"কিন্তু নিয়মে হ্যাঁ, নিয়মে তো লেখা রয়েছে, 'পরিবারের একমাত্র ছেলের যুদ্ধে যাওয়াটা বাধ্যতামূলক নয়' ! তবে ! অফিসারেরা নিয়মকানুনও মানবে না নাকি, যা খুশি তাই করবে তারা !" হেং-ওয়েনের কথাবার্তা কেমন অসংলগ্ন হোয়ে পড়ছে। "আর তুমিওতো একটা হাবা ছেলে ! কেন,' তুমি তো অন্তত, এ নিয়ে তর্ক করতে পারতে !"

"তুমি বুঝতে পারছো না বাবা, আইন-টাইনের কোনো ব্যাপার নেই এতে। এটা আসলে অঞ্চলপ্রভু প্যান আর জমিদার লিউ'র বদমায়েসি ফন্দির ব্যাপার। লিউ এক কাঁড়ি টাকা দিয়েছে প্যানকে, আর তাই প্যান লিউ'র মেজো ছেলের বদলে আমাকে যুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে জোর কোরে।

"তুই ভাবিস না সুং। চিন্তার কী আছে ! ওপরতলার কর্তারা নিয়ম কোরে রেখেছে, 'পরিবারের একমাত্র ছেলের যুদ্ধে যাওয়াটা বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়'। দাঁড়া না অঞ্চলপ্রভুর বদমাসি আমি বের করছি," হেং-ওয়েন ছেলেকে উৎসাহ জোগালো। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও। "জেলার কর্তাদের কাছে যাবো আমি, আরো ওপরে কাউন্টি কর্তাদের কাছে যাবো। প্যানকে আমি ভয় করি নাকি।"

"তুমি ওদের বদমাসি ধরতেই পারো নি বাবা," রাগে গড়্গড় কোরে উঠলো সুং। "প্যান বলেছে, মা'র ছেলে হলেই আমি তখন আর একমাত্র ছেলে থাকবো না। আর আইনে তো লেখাই আছে, 'দু'টি ছেলে থাকলে, একজনকে যুদ্ধে যেতে হবে'।"

"না !" কাতর ও অস্ফুট ধ্বনি কোরে উঠল হেং-ওয়েন। পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো যেন। দুলতে লাগলো আকাশ। বরফের টুকরোগুলো ধারালো ছুরির মতো বিঁধতে লাগলো তার হৃদয়ে। কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো সে। বিদ্রোহের সব আগুন যেন জমে গেলো সহসাই। কালো আকাশের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালো সে। বিড়বিড় কোরে বললো, "দুটি ছেলে থাকলে একজনকে যেতে হবে ! দুটি ছেলে থাকলে একজনকে··· !"

রাত্রির সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ জেগে উঠলো নবজাতকের চিৎকার। তীক্ষ্ম ও কর্ণভেদী। এই অপ্রত্যাশিত শব্দের আঘাতে হঠাৎ নীরব হোয়ে গেলো দুজনেই। বরফের মধ্যে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো তারা।

দরজা ঠেলে বাইরে এলো য়ু য়িং। খুশিভরা কণ্ঠে বললো, "মা'র ছেলে হোয়েছে বাবা। ছোট্টো ভাই হোয়েছে একটা।"

হু শিং দিদিমা দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে বললো, "মিষ্টি খাওয়াবার ব্যবস্থা করো চটপট। আরেকটা ছেলে পেলে এবার। 'যখন ছেলের সংখ্যা দুই, জীবনে আর দুঃখ কই !' এসো, এসো, ভেতরে এসে দেখবে এসো !"

"অনেক উপকার করলে তুমি," অনেক কষ্টে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো হেং-ওয়েন। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জামার বুকের কাছটা এক টানে ছিঁড়ে

ফেললো সে। প্রচণ্ড হতাশায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'আকাশের নিষ্ঠুর দেবতা। 'দুটি ছেলে থাকলে একজনকে যেতে হবে'! ওঃ!'' হাঁটতে চেষ্টা করলো সে। পা পড়ছে না কিছুতেই। মাটি কাঁপছে পায়ের তলায়। চোখে অন্ধকার দেখছে সে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঝোড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড গর্জনে বধির হোয়ে গেছে যেন। সে স্পষ্টই বুঝতে পারলো, নিঃসীম অন্ধকারের গর্ভে তারা সবাই হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রায় অন্ধকার ঘরে তখন মহানন্দে হাত-পা ছুঁড়ছে সদ্যোজাত শিশুটি, যে শিশু জন্ম থেকেই অনাকাঙ্ক্ষিত। কেননা জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই তার সঙ্গী হোয়ে পড়েছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, খিদে এবং কষ্ট।

রাত্রি তখন দশটা। উনুনের চারপাশে গোল হয়ে বসেছে পরিবারের সবাই। একে অন্যের দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাচ্ছে। কারো মুখেই কথা নেই। বাচ্চাটাই শুধু শান্ত হোয়ে ঘুমুচ্ছে মায়ের বুকে।

তখনও বয়ে চলেছে ঝোড়ো হাওয়া। অবিরত ঝরে চলেছে তুষারকণা। বিছানার উপর বসেথাকা মা'র বুক থেকে বেরিয়ে এলো গভীর এক দীর্ঘশ্বাস। যা যা হয়েছে এবং যা যা হোতে চলেছে, সেই চিন্তায় তার চোখ থেকে অবিরত ঝরে পড়া জলে ভিজে যাচ্ছিলো শিশুটি। মাথা নেড়ে হতাশ হোয়ে সে বললে, 'কিছুই আর করার নেই আমাদের! কোনো পরিবার যদি ওকে মানুষ করতে চায়, তবে তাদের হাতেই দিয়েদিতে হবে ওকে। আর সেটা তাড়াতাড়িই কোরে ফেলা দরকার, আমি কিছু কোরে ফেলার—।'

'এর চেয়ে খারাপ সময় কী হোতে পারে আর!' হেং-ওয়েন তার কথার মাঝেই বলে উঠলো। ''কুয়োমিনটাংরা সরকারী ক্ষমতার বলে আমাদের রক্ত শুষে নিচ্ছে, জাপানীরা আবার আক্রমণ শুরু করেছে, জমিদার লিউ তার বাকী খাজনার জন্য চাপ দিচ্ছে, আর অঞ্চলপ্রভু প্যান গায়ের জোরে সৈন্য জোগাড় করছে। এই অবস্থায় আরেকটা পেট চলবে কী কোরে?''

'তাই তো বলছি,' তার বৌ কাঁদতে লাগলো, সকাল হবার আগেই মন্দিরের সামনে ওকে ফেলে দিয়ে এসো। 'বাছা রে, বেঁচে থাকাটা তোর কপালে থাকলে কোনো দয়ালু লোক তোকে বাড়ী নিয়ে যাবে।'

'মা!' য়ু-য়িং কাঁদতে কাঁদতে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো। 'ওকে ওখানে ফেলে এসো না মা, ও মরে যাবে। তার চেয়ে বরং আমাকেই বিক্রি কোরে দাও।'

ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ওর মা বললো, 'তাতে কী লাভ হবে বল! তবুও ওই শয়তানরা জোর কোরবে, দুটি ছেলে থাকলে একজনকে যেতেই হবে যুদ্ধে। কী করবো আমরা বল? আমাদেরও কি ইচ্ছে করছে এ কাজ করতে? ধরে নে, ও জন্মায় নি। ধরে নে তোর মা

দশমাস ধরে ওকে পেটে কোরে রাখে নি। তোর মা'র রক্ত মাংসে ও গড়ে ওঠেনি।'

'মা, মা!'—কর্কশ গর্জন বেরোলে হঠাৎ সুং-এর মুখ থেকে। সে বলতে চাইলো—'নিয়ে যাক ওরা আমাকে, ভাইয়ের বদলে আমিই প্রাণ দেবো যুদ্ধে……।' কিন্তু মা'র চোখে জল দেখে কিছুই বলতে পারলো না সে।

'শুনছো, দেরী হোয়ে যাচ্ছে, কী করবে ঠিক কোরে ফেলো,' হেং-ওয়েনকে লক্ষ্য কোরে বললো তার বৌ।

দুহাতে ভারাক্রান্ত মাথাটা চেপে ধরে বসে ছিলো হেংওয়েন। সমস্ত কথাবার্তাই কানে গেছে তার। কিন্তু কী কোরে সিদ্ধান্তে পৌঁছুবে সে। মন্দিরের সামনে বাচ্চাটাকে এখন ফেলে এলে, ভোর হবার আগেই ঠাণ্ডায় জমে মারা যাবে সে। আর ওটাকে সরাতে না পারলে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে সুংকে। কে আর তখন মাঠে কাজ করবে তার সঙ্গে! বাচ্চাটাকে রেখে দেওয়ার মানে হোচ্ছে সবার অনাহারে মৃত্যু।

হতবাক হয়েই বসে রইলো সবাই। উত্তুরে হাওয়ায় হঠাৎ ভেসে এলো মোরগের ডাক।

'ওগো শুনছো, ভোর হোয়ে যাবে এক্ষুণি। ওকে নিয়ে যেতে হোলে তাড়াতাড়ি করো।'

তবুও নড়লো না হেং ওয়েন। দু'হাতে বাচ্চাটাকে তুলে ধরে তার বৌ তখন সুংকে বললো, 'সুং, ধর তোর ভাইকে। তুই·· তুইই ওকে রেখে আয়।'

'না, আমি পারবো না,' সজোরে মাথা নাড়ালো সুং। এক চুলও নড়লো না সে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো হেংওয়েন। হাত বাড়িয়ে বললো, 'দাও, আমাকেই দাও! ওর জন্য সবাইকে তো না খাইয়ে মারতে পারি না আমরা।' বাচ্চাকে তার মা'র হাত থেকে নিতে গিয়ে কেঁপে উঠলো তার সারা শরীর। ছেলেকে কোলে নিয়ে প্রায়-নিভন্ত প্রদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। চোখের জলে আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেললো বাচ্চার মুখে। গোলাপী গাল দুটো। কালো চুল। চোখ বুজে আছে পরম নিশ্চিন্তে। চাপা একটা আর্ত গর্জন বেরোলো হেংওয়েনের কণ্ঠ থেকে। দাঁতে দাঁত চেপে সে এগিয়ে চললো দরজার দিকে।

'বাবা,' সুং আর যু য়িং পেছন থেকে চেপে ধরলো তার জামা, পা দু'টো জড়িয়ে ধরলো। 'বাবা, ওকে নিয়ে যেও না বাবা!' ওদের দিকে না তাকিয়ে দরজার দিকে জোর করে পা বাড়ালো সে। মা'র দিকে তাকিয়ে কাতর আবেদন করলো যু য়িং, 'মা, তুমি দেখতে পাচ্ছো না, কেমন বরফ পড়ছে বাইরে?'

তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে বসলো তাদের মা। মুখের ভেতর পুরে দিলো কাঁথার একটা অংশ। কান্নার একটা চাপা আওয়াজ বের হোলো তার মুখ থেকে।

পা দুটো জমে যেতে চাইছে হেং-ওয়েনের। ভীষণ ভারী হোয়ে পড়েছে যেন হঠাৎ পা দুটো। কী কোরে বেরোবে সে? কী কোরে পার হবে সামনের মাঠটা? কিন্তু বিকল্প অবস্থার কথা মনে পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলো সে, "যেতে দে আমাকে!" প্রচণ্ড লাথিতে সে দরজা খুলে ফেললো। কনকনে হাওয়ার সঙ্গে একরাশ বরফের কুচি তার কোলের বাচ্চাটার ঘুম ভাঙিয়ে দিলো। তারস্বরে কাঁদতে শুরু কোরলো বাচ্চাটা। প্রতিবাদ জানাতে লাগলো হাত পা ছুঁড়ে।

তার কান্না একটা ছুরির মতো গিয়ে বিঁধলো তার মা'র বুকে। "শুনছো," সে চেঁচিয়ে উঠলো।

থমকে দাঁড়ালো হেংওয়েন। বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকালো তার বৌয়ের দিকে। যেন ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। "একটু দাঁড়াও, একটু। ওকে আরেকটু ঢেকে দিই কিছু দিয়ে।" অজস্র তালিমারা একটা তুলোর জামা দিয়ে সযত্নে সে ঢেকে দিলো তার ছেলেকে।

বাচ্চাটা কিন্তু কেঁদেই চললো। মা হঠাৎ নিজের জামার বোতাম খুলে বাচ্চাটার ছোট্টো মুখে ঢুকিয়ে দিলো একটা মাই। সমস্ত কান্না থেমে গেলো তক্ষুণি। মা পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার ছেলের দিকে। সজোরে বুকে চেপে ধরলো সে বাচ্চাকে। যেন এই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে তাকে ভরিয়ে দেবে তার বুকের সবটুকু দুধ দিয়ে, ভরিয়ে দেবে তার শরীরের সবটুকু রক্ত ও ভালোবাসার উত্তাপ দিয়ে। হঠাৎ বুক থেকে বাচ্চাকে সরিয়ে নিয়ে পাগলের মতো চীৎকার কোরে উঠলো সে, "যাও নিয়ে যাও ওকে। তাড়াতাড়ি!" সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো, আর কিছুক্ষণ তার বাচ্চাকে বুকে রেখে দিলে শেষে আর ছাড়তেই পারবে না ওকে।

দু'হাতে বাচ্চাকে ধরে অসংলগ্ন পদক্ষেপে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো হেংওয়েন। বরফের কুচিতে ঢেকে গেলো তার চোখমুখ। তার শতচ্ছিন্ন জামার ফুটো দিয়ে হাত বাড়াতে লাগলো কনকনে ঠাণ্ডা প্রচণ্ড হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেলো তার মাথার ন্যাকড়ার টুপি। সে এগিয়ে চললো তবু, মাতালের মাতা টলতে টলতে। প্রথমে পথই খুঁজে পাচ্ছিলো না সে। হঠাৎ চোখে পড়লো ছোট্টো পাইন গাছটা। বরফে ঢেকে গেছে একেবারে। গাছের আগাটা শুধু হাওয়ায় নড়ছে।

কিছুটা এগোতেই রাস্তাটার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটা। ঠিক যেন সাদা

একটা কবর। মন্দিরের দরজাটা ঠিক যেন একটা অন্ধকার গুহার মতো। মুখটা হাঁ কোরে আছে, বাবা আর ছেলেকে একই সঙ্গে গিলে খাবার জন্য। একহাতে মন্দিরের বেদী থেকে বরফ সরালো হেংওয়েন। তারপর ছেলেকে সেখানে সযত্নে শুইয়ে রাখলো। তারপরই পিছন ফিরেই দৌড়াতে শুরু করলো। বাচ্চাটা শুয়ে রইলো শান্তভাবেই। হয়তো সে শান্তিপূর্ণভাবে ঘুমিয়েই চলতো। কোনদিনই আর জেগে উঠতো না। কিন্তু হঠাৎ জেগে উঠলো একটা কুকুরের করুণ আর্তনাদ। বরফ ঝরা রাত্রির সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে হোলো খানখান। চমকে জেগে উঠলো বাচ্চাটা। চীৎকার করতে শুরু করলো তারস্বরে। তার কান্নার শব্দে হঠাৎ যেন পাথর হোয়ে গেলো হেংওয়েনের পা-দুটো। যেন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেলো তার।

এই নিয়ে সাতবার সন্তান হলো তার বৌয়ের। তাদের মধ্যে চারটিই মারা গেছে ঠান্ডায় বা অনাহারে। বেঁচে আছে শুধু সুং আর য়ু ম্নিং। কতো মুহূর্ত যে কাটিয়েছে সে আর তার বৌ, তাদের সেইসব মৃত সন্তানদের জন্য! কতো যে চোখের জল ঝরিয়েছে। অথচ এখন বাবা হোয়েও সে ঝড়ো হাওয়া আর নিষ্ঠুর বরফের হাতে তুলে দিয়ে এসেছে তার সদ্যোজাত সন্তানকে!

"আকাশের বুড়ো দেবতা কি ওয়াং পরিবারকেই মুছে দিতে চায় চিরকালের জন্য? গত জন্মে আমার কোনো পাপেরই ফল কি এটা?" মন্দিরের দিকে তাকালো হেং-ওয়েন। একটা রক্তলোলুপ শয়তানের আস্তানা যেন। চমকে উঠলো সে। "কী করেছি আমি। মাথাটাথা খারাপ হোয়ে গেলো নাকি আমার। জীবন্ত সন্তানকে নিজের হাতে বরফের নীচে কবর দিচ্ছি!" বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে তাকালো মন্দিরের দিকে, তাকালো আকাশ থেকে ঝড়ে-পড়া বড়ো বড়ো বরফের টুকরোগুলোর দিকে। পলকের মধ্যেই যে ছুটে গেলো বাচ্চাটার দিকে…

বিছানায় ওপর উপুড় হোয়ে শুয়ে শুয়ে হেং-ওয়েনের বৌ যখন বাইরের তুষার-ঝড়ের মধ্যে স্বামীর পদশব্দ মিলিয়ে যেতে শুনছিলো, তখন তার মানসিক সব দৃঢ়তাই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিলো। তার নিজের হৃৎপিন্ডটাই, নিজের রক্তমাংসের একটা অংশই, সে তুলে দিয়েছিলো ধ্বংসের হাতে। ন'মাস ধরে গর্ভের মধ্যে একটি বিকাশমান শিশুকে লালন-পালন করা খুব সহজ কথা নয়। আর সেই শিশুই যখন জন্ম নিলো, তখন তাকেই তারা ঠেলে দিলো মৃত্যুর দিকে। এসব কথা যতো বেশী ভাবছিলো, ততোই বেশী কষ্ট পাচ্ছিলো সে, ততো বেশী কোরে তাদের সিদ্ধান্তের জন্য অনুতাপ বাড়ছিলো। তার চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়ছিলো জল। চোখের জলের স্বাদে মুখটা বিস্বাদ হোয়ে উঠেছিলো! "ওদের

'দুটি ছেলে থাকলে একজনকে যুদ্ধে পাঠানোর' নিয়মের ফাঁদে ফেলে খুন করছে ওরা আমাদের" চীৎকার কোরে বোলে উঠলো সে। বিছানা থেকে কাঁদতে কাঁদতে গড়িয়ে পড়লো নীচে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলো দরজার দিকে।

প্রচণ্ড এক দমকা হাওয়ার ধাক্কায় হঠাৎ সশব্দে খুলে গেলো দরজা। দৌড়ে ঘরে ঢুকলো হেং-ওয়েন। বুকের মধ্যে জোরে চেপে ধরে রেখেছে সে তার সন্তানকে।

"ধরে নিয়ে যাক ওরা আমাদের, জেলে পুরুক!" গর্জন কোরে উঠলো সে। "মরতে হোলে একসঙ্গে সবাই-ই মরবো আমরা। কোনো দোষ করে নি, আমার ছেলে। ওকে ছুঁড়ে ফেলতে পারবো না আমি। কিছুতেই পারবো না!"

স্তম্ভিত হোয়ে গেলো সবাই। মুখ দিয়ে কথা সরলো না কারো। মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত বাড়িয়ে দিলো তার বৌ। ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছিলো তার। "দাও, ওকে দাও! দাও!" কোনোরকমে সে বললো। অপ্রত্যাশিতভাবে তার হারানো ছেলের সন্ধান মিলেছে যেন। চটপট জামার বোতাম খুলে ছেলেকে বুকে চেপে ধরলো সে।

তখনো প্রচণ্ড গর্জনে বয়ে চলেছে ঝোড়ো হাওয়া। প্রচণ্ড শব্দ তুলে ক্রমাগত ঝরে পড়ছে রাশি রাশি বরফ।

বেশ কয়েকদিন পরে তুষার-ঝড় থামলে অঞ্চলপ্রভু প্যান এলো দাঁড়কাকের বাসায়। দূর থেকে তারা দেখলো প্যানকে। তাদের কুঁড়েঘরের দিকেই আসছে। সন্ত্রস্ত হোয়ে উঠলো তারা। হেং-ওয়েন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো তার দিকে।

"এই যে হেং-ওয়েন। তোমার আর একটা ছেলে হোয়েছে শুনলাম। এতো ব্যস্ত ছিলাম এ ক'দিন, তোমায় অভিনন্দন জানাতে আসবার সময়ই পাচ্ছিলাম না।" দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে গেলো প্যান।

হেং-ওয়েন দরজা আগলে দাঁড়ালো। বললো, "কত্তা, খুবই গরীব আমরা। আরেকটা বাচ্চা হওয়া মানেই কষ্ট বেড়ে যাওয়া। আর ঘরটাও খুব ছোটো আমাদের, খুবই নোংরা। দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত হয় না সেখানে।"

'আরে, ঘাবড়াচ্ছো কেন। সরকারী কর্মচারীদের অতো খুঁৎখুঁতে হোলে চলে না কি কখনো! তার ওপর যুদ্ধ চলছে, জেনারেলিসিমো শুরু করছেন 'নোতুন জীবনের আন্দোলন'।* নোতুন জীবনের পথ দেখাচ্ছে আমাদের এই

---

* ১৯৩৪ সালে চিয়াং কাইশেক চীনে এই দুরভিসন্ধিমূলক আন্দোলন শুরু করেছিলো: উদ্দেশ্য ছিলো, সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতার পুনরুজ্জীবন ঘটানো, যাতে কুয়োমিনটাং-এর স্বৈরাচারী শাসনের সুবিধে হয়, জনগণকে শোষণ করার ও কমিউনিষ্ট-বিরোধিতার কাজ-কারবার ভালোভাবে চলে।

আন্দোলন।" হেং-ওয়েনকে আস্তে কোরে পাশে সরিয়ে দিলো সে। কিন্তু ঘরে ঢুকতে যেতেই পেছন থেকে কে যেন একটা হাত চেপে ধরলো তার।
চমকে পিছন ফিরতেই হুশিং দিদিমা অনুনয়ভরা কণ্ঠে বললো, "কর্তা, দোহাই আপনার, আঁতুর ঘরে ঢুকবেন না। আপনিই বলুন, নোতুন জীবন বা পুরোণো জীবন, যাই হোক না কেন, ওই সব রক্তটক্তের মধ্যে গেলে, আপনার ভাগ্যই তো খারাপ হোয়ে যেতে পারে। আপনার মত বাবুলোকদের কি আর ভবিষ্যতের কথা ভুললে চলে? তার চেয়ে চলুন, আমাদের বাড়ীতে গিয়ে কথাবার্তা হবে।" প্রায় টানতে টানতেই সে প্যানকে নিয়ে গেলো তার বাড়ীতে।
ভনিতা না করে প্যান সোজাসুজি আসল কথায় চলে এলো। "তুমি নিশ্চয় শুনেছো হেং ওয়েন, যে তোমার ছেলে সৈন্যদলে যোগ দেবার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হোয়েছে। তোমার হয়তো খানিকটা অসুবিধা হবে, কিন্তু এই সব অঞ্চলগুলির সামরিক অধিকর্তা নিজেই তাকে সবচেয়ে যোগ্যদের মধ্যে একজন বলে মনে করেছেন। কাজেই, তোমার জন্য আমার আর কিছুই করার উপায় নেই। যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হোয়েছে, তাদের নিয়ে যাবার জন্য কয়েকদিনের মধ্যে সৈন্যাবাস থেকে লোক আসবে।"
কিছু বলার জন্য মুখ খুললো হেং-ওয়েন, কিন্তু কোনো কথাই বেরোলো না মুখ থেকে।
হুশিং দিদিমা প্যানের সামনে এক মগ চা এনে রাখলো। বললো, "আচ্ছা কর্তা আইনে তো আছে, 'পরিবারের একমাত্র ছেলেকে যুদ্ধে যেতে হবে না', তাই না?"
একগাল হেসে প্যান বললো, "ঠিক বলেছো। আইনে এ কথাই বলে। কিন্তু ক'দিন আগে হেং-ওয়েনের বৌয়ের তো আর একটা ছেলে হোয়েছে। 'দুটি ছেলে থাকলে একজনকে যেতে হবে'। আমরা তো আর আইন ভাঙতে পারি না।"
"ছেলে হোয়েছে! সে কি!" ছদ্ম-বিস্ময়ে হুশিং দিদিমা বলে উঠলো "হোয়েছে তো একটা মেয়ে।"
"কী বলছো তুমি?"
"ঠিকই বলছি। ছেলে হবার মতো সৌভাগ্য কি ওদের হবে? একটা মেয়েই হোয়েছে।"
"সত্যি!" চায়ের পাত্র নামিয়ে রেখে প্যান উঠে দাঁড়ালো।
"আমার নিজের হাতে সব করলাম আমি, আমি জানি না! বিশ্বাস না হয় তো দাঁড়ান, আমি নিয়ে আসছি বাচ্চাকে, আপনি দেখুন।"

উষ্মাভরা কণ্ঠে প্যান তাকে বাধা দিলো, "মিছিমিছি গালগপ্পো তৈরী কোরে লাভ কী বোলবে! 'একটি পরিবার আইন ভাঙলে, দশটি পরিবার জেলে যাবে'। সরকারের কাছে খবর গোপন করলে শাস্তিটা একটু বেশিরকমই হয়, সে কথা ভুলো না।"

"আইন ভাঙার কি দায় পড়েছে আমার! আমি বাচ্চাকে নিয়ে আসছি।" ঘর থেকে বেরিয়ে হুশিং দিদিমা ভাবলো, "বাচ্চাকে তো আর লুকিয়ে রাখা যাবে না! আমি সাহস কোরে বাচ্চাকে নিয়ে এলে প্যান ঘাবড়ে যাবে, ভালো কোরে পরীক্ষা কোরবে না।" এবং একটু পরে সে সত্যিসত্যিই বাচ্চাকে নিয়ে এসে হাজির। "দ্যাখো কত্তা, নিজের চোখেই দ্যাখো! তুমি আবার সরকারী লোক। ভালো কোরে দ্যাখো, তারপর গিয়ে রিপোর্ট কোরো।" সে বাচ্চার গায়ের কাঁথা সরাতে লাগলো।

মাথা ঝিম্ঝিম্ করতে লাগলো হেং-ওয়েনের। তবু কোনোরকমে সাহস সঞ্চয় কোরে বললো, "হ্যাঁ, সেটাই ভালো। আমাদের বিশ্বাস না কোরতে চান তো নিজেই দেখুন ভালো কোরে।"

"অ্যাঃ! ছিঃ ছিঃ! শয়তানটা হেগে-মুতে একাকার কোরেছে! ছিঃ ছিঃ! দ্যাখো কত্তা, ভালো কোরে দ্যাখো", দিদিমা বললো।

"গুপ্তচরেরা কি ভুল খবর দিলো আমাকে?" প্যান তখন ভেবে চলেছে। আড়চোখে তাকালো সে শিশুটির দিকে। প্রচণ্ড দুর্গন্ধ! প্রায় বমি এসে গেলো তার। হাত নাড়িয়ে বললো, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

বুড়ী দিদিমা হেসে বললো, "না কত্তা, ভালো কোরে দেখে নাও। সরকারী লোক তোমরা, সরকারী ভাবেই দেখা উচিত সব।"

"মেয়ে তো মেয়ে! অতো আবার দেখার কি আছে?" প্যান এবার হেং ওয়েনের দিকে ফিরলো। 'যাদের টাকা আছে, তারা টাকা দেবে। আর যাদের লোকজন আছে তারা দেবে লোক।' লোক যখন তোমার নেই, তাহলে তোমাকে যুদ্ধকর দিতে হবে। দশ ট্যান* ধান দিতে হবে তোমাকে। কম হলে চলবেনা কিন্তু। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা তো না খেয়ে মরতে পারে না!"

ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে প্যান চলে গেলো। সে দৃষ্টির বাইরে যেতে, হেং-ওয়েন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। হাতদুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা তার, মুখ চোখ ঘামে ভেজা। পায়ে যেন আর দাঁড়াবার শক্তি পেলো না সে। ধপ্ কোরে বসে পড়লো একটা নির্জীব বস্তুর মতো।

"ও কি! বসে পড়লে কেন আবার!"

---

* এক ট্যান হোচ্ছে প্রায় একশো ক্যাটির সমান। অর্থাৎ প্রায় এক মণ পাঁচিশ সের।

"আমি…আমি… ।"

"অহেতুক ভেবে লাভ আছে কোনো? বরং ছেলের জন্য একটা নাম ঠিক করে ফেলো।" দিদিমা তার হাতে শিশুটিকে তুলে দিলো।

ছেলের জন্মের আগে থেকেই তার নাম ঠিক হ'য়ে গেছিলো। গ্রামের কবিরাজই বুদ্ধিটা দিয়েছিলো। বড়ো ছেলের নাম সুং, অর্থাৎ উঁচু পাহাড়। অতএব, ছোটো ছেলের নাম হোক হাই, অর্থাৎ সমুদ্র। পাহাড়ে জল হ'লে জমি উর্বরা হয়, সমৃদ্ধি আসে। একথা মনে পড়তেই হেং-ওয়েন বললো "নাম তো ঠিক হোয়েই আছে, ওয়াং হাই।"

"ওয়াং হাই! ওটা তো ছেলেদের নাম! ওকে মেয়ে সাজিয়েই রাখতে হবে এখন অনেকদিন। কাজেই একটা মেয়ের নাম দিতে হবে ওকে।"

"কিন্তু, কী নাম দেবো তা'হলে?"

"ওর দিদির নাম তো য়ু-য়িং। ওর নাম দিয়ে দাও য়ু-জুং।"

"ওয়াং য়ু-জুং!" ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে এগোলো হেং ওয়েন। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না, খুশি হোয়েছে না খারাপ লাগছে। ছেলেকে দিতে হবে মেয়ের নাম! কী জীবনই যে তাদের! কী বিচিত্র এ দুনিয়া!

পথে নামতেই কাঁদতে শুরু করলো ওয়াং য়ু-জুং। দুনিয়ার মুষ্টিমেয় মানুষের সবটুকু নিষ্ঠুরতা প্রচণ্ড কনকনে হাওয়া হোয়ে শিশুটির দেহের ওপর দিয়ে বয়ে গেলো। খিদে আর ঠান্ডা, অদৃশ্য দড়ির মতোই আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে বাঁধলো তার নবীন জীবনকে।

তার ছোট্টো মুঠি ছুঁড়তে লাগলো সে। কাঁদতে লাগলো তীব্র স্বরে। দাঁড়কাকের বাসার নিঃসঙ্গ প্রান্তরে প্রান্তরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হোতে লাগলো তার ক্রমাগত কান্না।

বিরাট মোটা হোয়ে উঠেছে দরজার সামনেকার সেই ছোট্টো পাইন গাছটা। ওয়াং য়ু-জুং এর বয়স এখন সাত বছর।

বছর দুয়েক আগে কুয়োমিনটাংদের 'বিজয়' সম্পর্কে অনেক গাল-গপ্পো শোনা যেতো। কিন্তু একই সময়ে সেনাবাহিনীর লোক জোগাড় করার ব্যাপারে কড়াকাড়ি বেড়ে গেছিলো অনেক বেশি। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোকদের বাড়ীতে আট দশ জন পুরুষ থাকা সত্ত্বেও, তাদের কাউকেই যুদ্ধে যেতে হয়নি। কিন্তু নুন আনতে পান্তা ফুরোয় যেসব গরীবদের, তাদের পরিবার থেকে এমনকি একমাত্র পুরুষদেরও জোর ক'রে সেনাবাহিনীতে ঢোকানো হোয়েছে সে সময়ে। ছেলেকে মেয়ে সাজিয়েও তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ

ছিলো না। মেয়েদের মতো লম্বা চুল মাথায় দিদির ছেঁড়া জামা-পরা ছোট্টে হাই তাই অসহায়ভাবে ফ্যালফ্যাল কোরে তাকিয়ে দেখছিলো, কীভাবে অঞ্চলপ্রভু তার দাদা সুংকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। সুংকে প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়া হোয়েছিলো সহরের সেনানিবাসে। সেখানে তার মাথার অর্ধেক চুল কামিয়ে দেওয়া হোয়েছিলো, যাতে পালালেই তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাকে তখন না-মানুষ না-দৈত্য কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছিলো। সুং তাই বাড়ী ফিরে পালাবার কোনো চেষ্টাই করে নি। কেননা কোরেও কোনো লাভ ছিলো না। পরে অঞ্চলপ্রভু প্যান আবার এসে সুংকে ধরে নিয়ে গেলো চিরদিনের জন্য। ততোদিনে চিয়াং কাইশেক তার পুরোনো শ্লোগান "আক্রমণকারী শত্রুদের দূর কোরতে হবে" বর্জন কোরে নোতুন শ্লোগান আমদানি করেছিলো: "লাল বিদ্রোহীদের দমন কোরতে হবে"। ওয়াং হাই এসবের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতো না। যেটুকু তার বোধগম্য ছিলো, তা হোচ্ছে এই যে, তারপর থেকে তাকে আর তার দিদিকে তাদের মা'র সঙ্গে দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে কোরে বেড়াতে হোতো।

পরের বছর বাইরে কাজ খোঁজার জন্য তার বাবা গ্রাম ছেড়ে চলে গেলো। কিন্তু বছর ঘুরতেই আবার ফিরে এলো খালি হাতে। সুংকে সেনাবাহিনীতে যাবার হাত থেকে বাঁচাবার বিনিময় হিসেবে যুদ্ধকর দেবার জন্য হেং ওয়েন এর আগে জমিদার লিউ'র কাছে কিছু ধার কোরেছিলো। সেটাই তখন সুদে-আসলে মিলে মোট একশো কুড়ি ট্যানে দাঁড়িয়েছিলো। অঞ্চলপ্রভু আর জমিদার লিউ যখন দেখলো, তাকে নিংড়ে আর কিছু পাওয়া যাবে না, তখনই তারা "লাল বিদ্রোহীদের দমন" করার জন্য সুংকে ধরে নিয়ে গেলো সেনাবাহিনীতে।

ছায়ার মতো হাইদের পরিবারের পিছু পিছু লেগেই থাকলো দুঃখ-কষ্ট আর অনাহার। ঝোড়ো হাওয়া আর তুষারবৃষ্টিকে সাথে কোরে নিয়ে এলো আরেকটা ভয়াবহ শীতকাল। পথঘাট, বাড়ীর ছাত, সব সাদা হোয়ে গেলো বরফে। ছাত থেকে ছুরির মতো ঝুলতে লাগলো সব বরফের টুকরো। যেন দাঁড়কাকের বাসার গরীব লোকদের বুকে বিঁধবার জন্যই।

সুংকে ধরে নিয়ে যাবার পর আরেকটা বোন হোয়েছিলো ওয়াং হাইর। তাদের পরিবারের পাঁচজনই অসহায়ভাবে বসেছিলো উনুনের চারিদিকে। হাইয়ের মা বললো, "গত একবছর ধরে আমাদের সব পরিশ্রমের ফলই চলে গেছে জমিদার লিউর প্রাসাদে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও লাভ হোলো না কোনো। বসে আর কী হবে! আমি বাচ্চাদের নিয়ে বেরোই। দেখি ভিক্ষে-টিক্ষে কিছু মেলে কিনা!"

হেং-ওয়েন মাথা নীচু কোরেই বোসে রইলো। উত্তর দিলো না কোনো। য়ু-মিং

ঘরের কোনা থেকে একটা ঝুড়ি আর একটা লাঠি নিয়ে এলো। বললো, "চলো মা"। গর্জে উঠলো তার বাবা, "না, তুই যাবিনা। বয়স কম হোলো নাকি তোর?
এই বয়সে তুই ভিক্ষে কোরতে বেরোবি? লোকে হাসবে যে!"
"হাসুক। আমার কিছু আসে যায় না!"
"তোর কিছ আসে যায় না!" চটে উঠলো ওর বাবা। কোনো রকমে রাগ চেপে বৌকে বললো, "ওর এখন যথেষ্ট বয়স হোয়েছে। পথে পথে এ রকম ভিক্ষে কোরতে বেরোলে কেউ আর বিয়েই কোরবে না ওকে। এসব ভাবা উচিত।"
"মা," য়ু-য়িং ওর মা'র দিকে তাকালো। তার চোখে জল। "আমি বিয়ে কোরবো না, তোমাদের ছেড়ে...!"
ওর মার চোখও শুকনো রইলো না। "এই নেতুন বছরে তোর উনিশ বছর পূর্ণ হবে। সত্যিই আর দেরী করা যায় না।"
কাঁদতে কাঁদতে য়ু-য়িং বিছানায় গিয়ে মুখ ঢাকলো। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ওর মা। হাইয়ের মাথায় হাত দিয়ে বললো, "চল হাই, আমরা বেরোই।"
য়ু-য়িং হাইয়ের হাতে ঝুড়িটা আর লাঠিটা দিয়ে দিলো। চোখ থেকে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। "ছোটো বোনটাকে রেখে যাও, মা! মাত্র এক মাসের বাচ্চা ও। বাইরে কেমন বরফ পড়ছে, দ্যাখো," সে বললো। তার মা বাচ্চাকে য়ু-য়িং এর হাতে দিয়েই, আবার কী ভেবে ফিরিয়ে নিলো। বললো, 'না, ওকে সঙ্গে নেওয়াই ভালো। ওকে দেখে তবু লোকে কিছু ভিক্ষে দেবে।' ছোটো মেয়েকে কোলে নিয়ে বাইরে বেরোলো মা। পেছনে পেছনে ঝুড়ি ও লাঠি হাতে ওয়াং হাই। "বেশি দেরি কোরো না কিন্তু, মা," য়ু-য়িং পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললো।
এই প্রচণ্ড তুষার বৃষ্টির মধ্যে কোথায় ভিক্ষে কোরতে যাবে তারা? দাঁড়কাকের বাসার সব লোকের অবস্থাই খারাপ। কোনো গ্রামের হাটে-টাটে যেতে পারলে ভালো হোতো। শাটাং এ একটা হাট বসে বটে, কিন্তু প্রায় কুঁড়ি লি* দূরে। কয়েক পা এগিয়ে মা বললো, "চল আমরা বরং লিয়েণ্ডি যাই। ওটা খুব দূরে না।" তাদের গ্রাম থেকে লিয়েণ্ডির দূরত্ব পনেরো লি। পাহাড়ের ওপর দিকে উঠতে লাগলো দুটো অন্ধকার মূর্তি। আগে আগে যাচ্ছে মা বাচ্চা মেয়েকে কোলে নিয়ে। আর মা'র জামার এক প্রান্ত চেপে ধরে পেছনে পেছনে যাচ্ছে হাই। তার চুলগুলো মেয়েদের মতো বড়ো বড়ো। পরণে দিদির ছেঁড়া ও বিবর্ণ জামা।

---

* তিন লি হচ্ছে এক মাইলের সমান।

সাদা বরফের ওপর দু'সারি পায়ের ছাপ পড়ছে। মায়ের পায়ের ছাপ অনেক গভীর। সাত বছরের হাইয়ের পায়ের ছাপ অনেক হালকা। ঘূর্ণি হাওয়া অনুসরণ কোরছে মা আর তার দুই সন্তানকে। ক্রমাগত তুষার বর্ষণে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে তাদের পায়ের ছাপ।
তারা লিয়েঙি শহরে পৌঁছে গেলো অবশেষে। সব দরজা বন্ধ। কেউ নেই রাস্তায়। ক্লান্তভাবে হাই চলেছে মা'র পেছনে পেছনে। কিছু দূরেই জমিদার লিউর বিরাট প্রাসাদ। প্রাসাদের চারিদিক ঘিরে উঁচু দেয়াল। দেয়ালের মাঝে বিরাট লাল দরজা। দেয়ালের গায়ে প্রতিপত্তিশালী লোকজনের দাবা খেলার আর ঘোড়ায় চড়ার ছবি আঁকা। "দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে কোরতে হয় না ওদের?" হাই অবাক হোয়ে ভাবলো। দরজার ওপর লাফ দিতে উদ্যত দুটি পাথরের সিংহ। এ পথ দিয়ে গেলেই ওই সিংহ দুটোকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় হাইর। প্রত্যেক সিংহের মুখের মধ্যে আবার একটা কোরে বল। হাই ভেবেই পায় না, বলগুলো ওখানে গেলো কেমন কোরে। "সিংহগুলোর পিঠে চড়তে পারলে কী মজাই না হোতো!" হাই ভাবলো।
কিন্তু প্রাসাদের কাছাকাছি এসেই হাইর মা একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়লো।
"মা, আমরা বড়ো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিনা কেন?" হাই প্রশ্ন করলো। কাছ থেকে সিংহগুলোকে ভালো কোরে দেখতে চায় সে।
"ওই বিরাট বাড়ীটার কাছাকাছি না যাওয়াই ভালো। ওখানে যারা থাকে, খুবই পাজী লোক তারা। আর ওদের কুকুরগুলোও খুব শয়তান।"
"কিন্তু মা—'
"উঁহু, দুষ্টুমি না কোরে কথা শোন", ওর চুল থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে ওর মা বললো। "তাছাড়া গলির মধ্যে ভিক্ষে মিলবে বেশি।"
হাই আর কথা না বাড়িয়ে মা'র পিছু পিছু চললো। তবু বার বার পেছন ফিরে সিংহগুলোকে দেখতে লাগলো সে।
লিয়েঙির কয়েক ডজন দোকানের মধ্যে একটা মুদিখানা আর একটা কামারের দোকান খোলা ছিলো শুধু। মুদিখানার সামনে গিয়ে হাইর মা ভিক্ষের জন্য হাত বাড়ালো।
"কেটে পড়ো বাবা, কেটে পড়ো," মালিক কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো। "সকাল থেকে এক পয়সার বিক্রি নেই, তার ওপর যতো ঝামেলা!"
অনেকক্ষণ ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলো তারা। এমন কোনো জায়গা মিললো না, যেখানে একটু খাবার বা পয়সা পাওয়া যায়। হাইর ছোট্টো পাদু'টো প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ফুলে লাল হোয়ে উঠেছে। তার মা'র অবস্থাও সুবিধের নয়

বিশেষ। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। চোখে সরষের ফুল দেখছে। একটা বাড়ীর বারান্দায় ধপ্ কোরে বসে পড়লো সে। হাইকে ডাকলো ক্লান্তস্বরে, "এই, এদিকে আয়! পা দুটো গরম করে দি।"
মা'র পাশে এসে বসলো হাই। হাইর পাদুটো জামার ভেতর ঢুকিয়ে গরম কোরতে লাগলো মা। বরফের মতোই ঠাণ্ডা পা দুটো। পায়ের তলা আর গোড়ালির চামড়া ফেটে চৌচির। পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে মা ভাবলো, "বড়লোকের ছেলেরা এই বয়সে ছ-সাত জোড়া জুতোর জুতো পরে ছিঁড়ে ফেলে। আমার হাইর এক জোড়া জুতোও জোটেনি জন্মের পর থেকে।"
সারা শরীর কাঠ হোয়ে এলো তার। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড যন্ত্রণা।
বুকের মধ্যে বাচ্চা মেয়েটা কাঁদতে লাগলো। হয়তো ঠাণ্ডায়। কিংবা হয়তো খিদেয়। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার এক ঝাপটায় দম বন্ধ হোয়ে এলো বাচ্চাটার। কান্না বন্ধ হোয়ে গেলো তার। ভয় পেয়ে তার মা জোরে জোরে তার মুখে ফু দিতে লাগলো, নাম ধরে ডাকতে লাগলো।
"আহা রে!" কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ঠিক উল্টো দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো কামারের দোকানের কামার। হাতে এক মগ গরম জল। হাইর মা'র দিকে তাকিয়ে বললো, "এই শীতের মধ্যে এই বাচ্চাদুটোকে নিয়ে বেরোনো ঠিক হয়নি তোমার। তার ওপর আজ হাটের দিনও না। লোক কোথায়, যে ভিক্ষে পাবে!"
"না বেরিয়ে উপায় কী বলুন! তার হাত থেকে মগটা নিতে নিতে মা বললো।
"এই ঠাণ্ডায় এখানে থাকলে জমে যাবে যে! বরং আমার কামারশালায় এসে বসো। নেহাইয়ের আগুনে একটু গা গরম কোরে নিতে পারবে অন্ততঃ।"
কামারের পিছু পিছু কামারশালায় গিয়ে ঢুকলো তারা। বাচ্চাটা ততোক্ষণে আবার দম নিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। "আমি নিজেই এক বেলা খেয়ে বেঁচে আছি কোনোরকমে। তোমাদের জন্য কী যে করবো!" নেহাইয়ের আগুন খুঁচিয়ে একটা মিষ্টি আলু বের কোরে সে মা'র হাতে দিলো।
এর চেয়ে বেশি কিছু চাইতে পারলো না হাইর মা। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। রাস্তায় মিষ্টি আলুটা হাইর হাতে গুঁজে দিলো সে। "এটা নে হাই।"
"না মা, তুমি খাও।"
"যা বলছি, তাই কর্। গরম থাকতে থাকতে খেয়ে ফ্যাল্। তারপর বাড়ী চলে যা, আমি পরে যাচ্ছি।"
"না মা, আমি না, তুমি বাড়ী চলে যাও আগে। আমি কিছুটা খাবার জোগাড় কোরে তবে যাবো।'

মা'র শরীরটা ভালো ঠেকছিলো না মোটেই। চোখে কেমন ঝাপসা দেখছিলো। ক্রমাগত কেঁদে চলেছিলো কোলের মেয়েটা। ভিক্ষে পাবার কোন সম্ভাবনাও চোখে পড়ছিলো না। ছেলেকে উদ্দেশ্য কোরে মা বললো, "তা'হলে থাক্‌ তুই। কিন্তু বড়লোকদের বাড়ীর আশেপাশে যাবি না। গেলে গরীবদের বাড়ীতে যাবি। আর হ্যাঁ, কুকুরের পাল্লায় পড়িস না।"
জানি।"
হাইয়ের পিঠের কাছে ছেঁড়া চটের বস্তাটা টেনে দিলো তার মা। বললো, "বেশি দেরি কোরিস না। ভিক্ষা না পেলেও মন খারাপ করার কিছু নেই। তাড়াতাড়ি ফিরবি। বুঝলি?"
"হ্যাঁ মা" মাথা নিচু কোরে হাই জবাব দিলো। একটা ভার যেন চেপে আছে তার বুকে। সে চুপিচুপি মা'র ঝুড়ির ভেতর ফেলে দিলো গরম মিষ্টি আলুটা।
ছোট্টো মেয়েটাকে নিয়ে মা অনেকদূরে চলে গেলে হাই মাথা তুললো। দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তার। এতো বড় এই দুনিয়াটা, অথচ তাদের খাবার মেলে না। ভিক্ষে দেবার লোকই মেলে না! কেন এমন হয়? রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবলো, "একটু খাবার পেলেও বোনের জন্যে নিয়ে যাবো আমি।"
অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে চললো সে। বরফের ওপর হাঁটতে হাঁটতে পা জড়িয়ে আসছে, পেট টন্‌ টন্‌ কোরছে খিদেয়। হঠাৎ তার পিঠে এসে পড়লো একটা বরফের গোলা। চমকে পেছনে ফিরলো সে। জমিদার বাড়ীর সদর দরজার পাথরের সিংহদুটো কটমট কোরে চেয়ে আছে তার দিকে। আধখোলা দরজা দিয়ে অনেকগুলো মাথা উঁকিঝুঁকি মারছে। ছেলেদের কথা শুনতে পেলো সে। "সেই নকল মেয়েটা রে।" "ঠিক বলেছিস। ওর দাদাকে যাতে যুদ্ধে যেতে না হয়, সেজন্য ওর বাবা-মা একটা মেয়েলি নাম দিয়েছে ওর।"
হাইয়ের মনে ভেসে উঠলো, দাদাকে জোর কোরে যুদ্ধে ধরে নিয়ে যাবার সেই দৃশ্য। রাগে গা জ্বলে উঠলো তার। দু'হাত ভরে বরফ তুলে গায়ের জোরে সে ছুঁড়ে মারলো আধখোলা দরজার দিকে।
সশব্দে পুরোপুরি খুলে গেলো দরজাটা। দরজা খুলে ছুটে এলো জমিদার-বাড়ীর একদল ছেলে। দামী জামা-পরা মোটা গোলগাল একটি ছেলে রবারের মতো প্রায় গড়িয়ে নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। ওরা সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠলো, "মার ব্যাটা ভিখারীকে!" "ব্যাটা আবার মেয়েছেলে সেজে আছে!" "দেখি, কে আগে ওর মাথায় মারতে পারে!"
চারিদিক থেকে বরফের গোলা ছুটে আসতে লাগলো তার দিকে। এই

অপ্রত্যাশিত নির্যাতনে রাগ আরো বেড়ে গেলো হাইয়ের। সে ঘাবড়ালো না, বা পালিয়ে গেলো না। তার চোখের কোণায় এসে লাগলো একটা গোলা। আক্রমণকারীরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, "চমৎকার! ঠিক লেগেছে!" "আমি আগে মেরেছি! আমি আগে মেরেছি!"

গলার আওয়াজ হাই জমিদার লিউর দশম ছেলেকে চিনতে পারলো। ঝুড়ি আর লাঠিটা ছুড়ে ও ছুটে গেলো তার দিকে। একঝাঁক বরফের গোলাও ঠেকাতে পারলো না ওকে। জমিদার ছেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক লাথি মারলো সে। ধপাস্ কোরে উল্টে পড়লো জমিদার-নন্দন। একমুঠো বরফ তুলে ওর মুখে ঘসে দিলো হাই। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বিরাট কুকুর ছুটে বেরিয়ে এলো দরজা দিয়ে।

"ধর্ ওকে লাকি, ওকে ধর" শুয়ে শুয়েই জমিদারের ছেলে হাঁক দিলো। দাঁত বের করে হাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো লাকি। লাঠিটার জন্য হাত বাড়ালো হাই। কিন্তু তার আগেই তার আগেই তার বাঁ পায়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে কুকুরটা। কেঁপে উঠেই পড়ে গেলো হাই।

ধীরে ধীরে বরফের ওপর উঠে দাঁড়ালো হাই, তার হাঁটু থেকে অনেকটা মাংস তুলে নিয়েছে কুকুরটা। প্রচন্ড রক্ত পড়ছে সেখান থেকে। যন্ত্রণাকে পাত্তা না দিয়ে দুটো বরফের গোলা তৈরী কোরলো সে। "তোরাই ভিখারী! আমাদের চাষ করা ধান নিয়েই তোরা বেঁচে থাকিস, বড়লোকী কোরিস।" সে মনে মনে ভাবলো।

কিন্তু জমিদার বাড়ীর সদর দরজা ততোক্ষণে বন্ধ হোয়ে গেছে। প্রাচীরের ওপার থেকে তার কানে ভেসে এলো জমিদার-নন্দনের বিজয়সূচক উল্লাসধ্বনি। কেউ নেই ওরা। সদর দরজায় শুধু কটমট কোরে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের সিংহ দুটো। ভেংচি কেটে সিংহ দুটোর হাঁ মুখের দিকে সে ছুঁড়ে মারলো বরফের গোলাগুলো। "খুব গর্ব হোয়েছে, না? এমন দিন আসবে, যখন তোদের পিঠে চড়ে বসবো আমি! দেখিস!"

দাঁড়কাকের বাসার দিকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চললো হাই। কিছুটা পরেই পাহাড়ের চূড়ার দিকে একা একা চলতে লাগলো সে। সাদা বরফের উপর স্পষ্ট পায়ের ছাপ ফেলে সে এগোচ্ছিলো। তার বাঁ পায়ের ছাপের পাশে পাশে লেগে থাকছিলো ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত। গভীর যন্ত্রণার ছাপ পড়ছিলো হাইয়ের মুখেও।

বাড়ী ফিরতেই মা জিজ্ঞেস করলো, "হাই, কিছু পেলি?" নিজের ওপর জমিদারের ছেলেদের অত্যাচারের কথা মনে কোরে ঠোঁট ও নাক কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো হাইয়ের। তার ইচ্ছে হোচ্ছিলো, মা'র বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে,

প্রাণ খুলে কাঁদে। কিন্তু মায়ের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত করলো সে। হাতের লাঠিটার ওপর গিয়ে পড়লো তার সব রাগ। ভেঙে দু'টুকরো কোরে ফেললো সে লাঠিটাকে। পরণের জামাটা খুলে ছুঁড়ে ফেললো দূরে। দৃঢ়কণ্ঠে বললো, "আমি আর মেয়েদের জামা পরবো না, মা! ভিক্ষেও করবো না আর!"

"সে কী! কী হোয়েছে? কেউ মেরেছে নাকি তোকে? এদিকে আয় তো দেখি।"

"কাঠ কেটে আনবো আমি। কাঠকয়লা তৈরী করতে সাহায্য করবো বাবাকে! আমি ছোটো বলে তুমি হয়তো ভাববে, আমি এসব পারবো না। কিন্তু এক সঙ্গে অনেক কাঠ বইতে পারি আমি। তুমি দেখে নিও। ভিক্ষা করতে আর যাবোই না আমি।"

তার মা বুঝতেই পারছিলো না, কী হোয়েছে। কিছু না বোলে সে হাইয়ের ছুঁড়ে-ফেলা জামাটাকে তুলে রাখলো। দরজার পাশে সরিয়ে রাখলো ভাঙা লাঠিটাকে। এদিকে হাইর দিদি য়ু-য়িঙের প্রখর চোখে ধরা পড়ে গেছে, হাইয়ের পায়ের রক্তমাখা অবস্থাটা। সে কিছু না বলে মাকে জোর কোরে ঘরে ঢুকিয়ে দিলো।

হাই ততক্ষণে খড়ের গাদার আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। খালি গায়ে কোথেকে একটা জং-ধরা কাঁচি জুটিয়ে তার মেয়েদের মতো লম্বা লম্বা চুলগুলোকে কাটতে শুরু করেছে এক মনে। "কিছুতেই ভিক্ষে করবো না আমি। কাঠ কেটে আনবো তার বদলে," সে মনে মনে ভাবলো। বাবার কুড়ুলটা তুলে নিয়ে সে এগোলো দরজার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে য়ু-য়িং এসে তার পথ রোধ কোরে দাঁড়িয়েছে। হাই বুঝলো, দিদি মনে করেছে, সাংঘাতিক কিছু একটা কোরে বসবে সে। সে তাই চেঁচিয়ে ঘোষণা করলো, "ভিক্ষে করবো না আমি। তাই কাঠ কাটতে যাচ্ছি।"

"হোয়েছে, হোয়েছে!" দিদি বললো। তারপর তার পায়ের কাছে বসে পড়ে ক্ষত স্থানটা যত্ন কোরে পরিষ্কার করতে শুরু করলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো ভাইকে। তার চোখের কোণে টলটল কোরে উঠলো দু'ফোঁটা জল।

বরফ গলতে শুরু কোরলো নিঃশব্দে। ঢেকে গেলো সব পায়ের ছাপ। মুছে গেলো রক্তের সব দাগ। কিন্তু হাইয়ের ছোট্টো মনে যে ঘৃণার ছাপ পড়লো, তা জেগে রইলো গভীরভাবে, দীর্ঘকাল ধরে।

* * * *

দরজার সামনের সেই পাইন গাছটার গুঁড়ি মোটা হোয়েছে আরও। গত এক বছর ধরে ওয়াং-হাই কাঠ কাটছে আর কাঠকয়লা তৈরী করছে।

সুংকে ধরে নিয়ে যাবার পর তিন বছর পার হোয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত কোনো খবরই নেই তার। কিন্তু যুদ্ধে যাবার হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ কর দেবার জন্য যে টাকা ধার করা হয়েছিলো, চক্রবৃদ্ধি হারে তার পরিমাণ বেড়েই চলেছে। গত একবছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার বার্ষিক সুদটাও শোধ দিতে পারে নি হাইরা। আর দেরী নেই বছর শেষ হবার। বছর শেষেই সুদটা দেবার কথা। সেজন্য জমিদার ডেকে পাঠিয়েছিলো হেং ওয়েনকে। জমিদার স্পষ্ট কোরেই জানিয়ে দিলো, সমস্ত বকেয়া সুদ শোধ দিতে না পারলে, হাইদের শেষ জমিটাও, অর্থাৎ পাহাড়ের ওপর রোদ-হাওয়া পাওয়া অংশের আধ মৌ জমিও সে দখল কোরে নেবে।

গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে জমিদার-বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো হেং-ওয়েন। জমিদারের আদরের কুকুর লাকি ঘেউ ঘেউ কোরে তাকে বিদায় জানালো। স্খলিত পদক্ষেপে পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগলো সে। প্রচণ্ড উত্তুরে হাওয়াকেও সে ভ্রূক্ষেপ কোরলো না। সে মনে মনে বললো, "আমি বিক্রি করবো না জমি। না! আমি পারবো না! কিন্তু ধার শোধ করবো কী দিয়ে?" এ প্রশ্নের উত্তর সে পেলো না অনেক ভেবে ভেবেও।

হাঁটতে হাঁটতে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া তার শেষ জমির টুকরোটার কাছে এসে পড়লো সে। জমিটা চোখে পড়তেই থরথর কোরে কাঁপতে লাগলো তার পা। বসে পড়তে বাধ্য হোলো সে। দুমুঠো কালো মাটি হাতে তুলে নিলো। মাটির সোঁদা গন্ধে বুক ভরে গেলো তার। জলভরা চোখে জমিটার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। "বাপ ঠাকুর্দারা নিজের হাতে এ জমি পরিষ্কার করেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এটাকে চাষের উপযুক্ত কোরে তুলেছে। সাত পুরুষ ধরে এ জমি আমাদের। লিউকে এ জমি বিক্রি করলে, বাপ-ঠাকুর্দাকে আর ছেলে-নাতিদের কাছে কী উত্তর দেবো আমি!" পাহাড়ের নীচের উপত্যকায় লিউর বিরাট প্রাসাদটা চোখে পড়লো। দাঁতে দাঁত চাপলো সে। চেঁচিয়ে উঠলো, "শয়তান, নিষ্ঠুর কুত্তা! বিনা চিকিৎসায় মরবি তুই, ধ্বংস হোয়ে যাবি!" দু'হাতে মাটি চেপে ধরলো সে। বিড়বিড় কোরে বললো, "এ জমি বিক্রি করতে পারবো না আমি। কিছুতেই পারবো না।" এর মধ্যেই সে অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে, সে হেরে গেছে, এ জমিতে তার আর অধিকার নেই।

"শেষ হোয়ে গেলো! ছারখার হোয়ে গেলো আমাদের সংসার! আর আমি— আমিই সেটা কোরলাম!"

বছরের শেষ মাসের আঠারো তারিখের বিকেল। সাদা ধোঁয়া উঠে আসছে

দাঁড়কাকের বাসার নীচের পাহাড় থেকে। হেং-ওয়েন তার মাটির ভাঁটিতে কাঠ-কয়লা তৈরী করছে। পরিবারের সবাই-ই কাজে লেগে গেছে। কাঠ কাটছে, বয়ে আনছে। এমন কি হেং-ওয়েনের বৌও পিঠে বাচ্চা মেয়েটাকে বেঁধে নিয়ে পাহাড়ের ওপরকার জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনছে। সেদিন জমিদার-বাড়ী থেকে ফেরার পর থেকে হেং-ওয়েন এই ভাঁটিতেই দিনরাত কাটাচ্ছে। আট বছরের হাই তিরিশ ক্যাটির এক এক বোঝা কাঠকয়লা পিঠে চাপিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মা আর দিদির সঙ্গে হাটে হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারা দিন ধরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হোচ্ছে তার স্পষ্ট কণ্ঠস্বর: "কাঠকয়লা চাই গো, কাঠকয়লা!" কিন্তু আকাশের বৃদ্ধ দেবতা বিশেষ প্রসন্ন নন তাদের প্রতি। । ক'দিন ধরেই বেশ গরম পড়েছে। কাজেই কাঠকয়লার ক্রেতা মেলা ভার হোয়ে পড়েছে। কোনো কোনোদিন চল্লিশ-পঞ্চাশ লি পথ হাঁটাহাঁটি কোরেও কাঠকয়লার গোটা বোঝাটাকেই আবার কাঁধে বয়ে ফিরিয়ে আনতে হোচ্ছে।

উনত্রিশ তারিখ বিকেলে বিছানার তলা থেকে সমস্ত টাকা বের কোরে গুনতে বসলো হেং-ওয়েন। লিউকে যতো টাকা দিতে হবে সুদ বাবদ, তার চেয়ে অনেক কম টাকা সেখানে। সবাই ফ্যাল ফ্যাল কোরে তাকিয়ে রইলো ঝকঝকে টাকাগুলোর দিকে। রাতে ঘুম এলো না কারো চোখেই। এই শয়তানি ধার শোধ করার জন্য গত ক'দিন ধরে এমনকি মিষ্টি আলুর ঝোল পর্যন্ত খায় নি তারা। অথচ আসছে কালই টাকা শোধ দেবার শেষ দিন। কী কোরে জমিটাকে বাঁচাবে তারা!

ঘরে একরাশ খড়ের গাদার মধ্যে গুটিশুটি মেরে শুয়েছিলো হাই। প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিলো মাঝ রাতে। ভাঙাচোরা দরজাটা তার ধাক্কা সামলাতে গিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলছিলো সারাক্ষণ। হাই উঠে একগাদা কাঠ এনে দরজায় ঠেকা দিয়েছে। তারপর আবার খড়ের গাদার ওপর শুয়ে পড়েছে। তার মনে হোলো, দিদি বলছে, "চল হাই, মাছ ধরে আনি। তুই তো টাটকা মাছ খাস নি কোনোদিন!" হাই ভাবলো, "ভালো কথা বলেছে দিদি। মা'র বুকে দুধ নেই। তাই বাচ্চা বোনটা দিনরাত কাঁদে। হুশিং দিদিমা বলেছে, বোনের অবস্থা ভালো না। মাছের ঝোল খাওয়ালে নাকি মা'র বুকে দুধ হবে। বোনটাও তখন দুধ পাবে। আর কাঁদবে না।" তারপর দিদির সঙ্গে গেলো সে ধান খেতে। বানের জলে ভেসে গেছে খেতটা। উরেব্বাবা! কতো মাছ! কতো মাছ! শুধু মাছ চারিদিকে। ওরা দুজনে খুব সাঁতরালো। ধরতে গেলেই মাছগুলি পালিয়ে যাচ্ছে হাত পিছলে। হাই তার পাজামা তুলে বাঁধলো। একটা বড়ো মাছ চোখে পড়েছে। দিলো এক ঝাঁপ। উঃ! ঠান্ডায় জমে বরফ হোয়ে যাচ্ছে পা। তাড়াতাড়ি পা দুটো গুটিয়ে নিলো সে।

অমনি—দড়াম! দরজায় ঠেকা-দেওয়া কাঠের গাদা উল্টে পড়লো হুড়মুড় কোরে।

স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলো হাইয়ের। দেখলো, দেয়ালের এক বিরাট ফুটো দিয়ে অজস্র বরফের টুকরো এসে তার পা দু'টো ঢেকে ফেলেছে। দরজার বাইরে সবকিছু বরফে বরফে ঝক্‌ঝক্‌ কোরছে।

লাফ দিয়ে উঠলো সে। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, "বরফ পড়ছে! মা, দ্যাখো, বরফ পড়ছে! দারুণ বরফ পড়ছে।" "জানি," মা আস্তে জবাব দিলো। "কাল লিয়েণ্ডিতে একটা হাট বসে। অনেক টাকা পাওয়া যাবে।" "ঠিক আছে, তুই ঘুমো," মা'র গলার স্বর আগের মতোই ঠাণ্ডা।

কিন্তু উত্তেজনায় হাইর ঘুম এলো না। কাঠকয়লা বইবার ঝুড়ি গোছাতে শুরু কোরে দিলো। মনে মনে হিসেব কষতে শুরু করলো। "চল্লিশ ক্যাটি কাঠ-কয়লা হাটে নিয়ে যাবো কাল। পথে কয়েকবার বসে নিলেই হবে। ঠিক পেরে যাবো নিয়ে যেতে।" আকাশের দিকে তাকালো। এখনো দেরি আছে ভোর হোতে। খড়ের গাদায় গিয়ে পায়ে খড় বিছিয়ে আবার শুয়ে পড়লো সে। ঠকঠক কোরে কাঁপছে দাঁত। "বরফ পড়্, বরফ পড়্," সে মনে মনে প্রার্থনা করলো। "বেশি বরফ না পড়লে বাবার ধার শোধ হবে না। যতো বেশি বরফ পড়ে, ততোই ভালো, বেশি কাঠকয়লা বিক্রি...." আবার ঘুমিয়ে পড়লো হাই।

লিয়েণ্ডির হাটে চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ধরে গেলো হাইয়ের। সব জায়গায় ঘুরলো সে। কিন্তু কেউ কিনলো না। বছরের শেষদিনে দোকানপাট অধিকাংশই বন্ধ। দোকানের সব বন্ধ দরজায় বিভিন্ন ধর্মীয় বাণী আর সব পৌরাণিক দেব-দেবীর ছবি সেঁটে দেওয়া হয়েছে। লালমুখো যোদ্ধারা সব ঘোড়ায় চড়ে তরোয়াল উঁচিয়ে আছে। কতকগুলো পোষ্টার আবার হাওয়ায় উড়ছে পত্‌ পত্‌ কোরে। জমিদারবাড়ীতে এর মধ্যেই ছেলেরা সব বাজী পুড়িয়ে মজা করতে শুরু করেছে। হাইর কাঁধের বোঝার ওজন যেন আরো বেড়ে গেছে। এমন কি জমিদারবাড়ীর সেই পাথরের সিংহগুলোর দিকে তাকাতেও আর উৎসাহ পেলো না সে।

মোড়ের দোকানগুলোর সামনে একদল বুড়ো বিভিন্ন খাবার সাজিয়ে বসেছিলো। হাইকে দেখেই খাবার কিনবার জন্য হাঁকাহাঁকি শুরু করলো তারা। হাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো। ওরা হেঁকেই চললো। "খোকা, চালের পিঠে নিয়ে যাও ক'টা, বাড়ীতে নোতুন বছরের জন্য।" হাই পাত্তা দিলো না। "এই যে, এই যে, এই যে! বাজারের সেরা তাজা মাছ! ফুরিয়ে গেলো, ফুরিয়ে গেলো!" "মাছ!" চমকে হাই পেছনে তাকালো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। তারপর আবার জোর কোরে পা চালালো।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তার মনে পড়লো সেই কামারের কথা। তাড়াতাড়ি কামারশালার দিকে এগোলো সে। "কামারভাই নিশ্চয়ই সব কাঠকয়লা কিনে নেবে," সে মনে মনে ভাবলো। কাছাকাছি আসতেই তার চোখে পড়লো, কামারশালার সামনে একদল লোক ভিড় কোরে আছে। আর তাদের মাথার ওপর আন্দোলিত হচ্ছে একটা বেত।

"কেটে পড়ো, কেটে পড়ো বাছাধনরা! দেখবার কী আছে এখানে, অ্যাঁ? 'খুন করলে দিতে হয় জীবন, আর ধার করলে শোধ'—এ নিয়ম সবাই তো জানো। অনেকদিন ধরে কামারব্যাটা জমিদার বাবুর টাকা শোধ দিচ্ছিলো না। বললে বিশ্বাস কোরবে না, কামারের ঠাকুর্দার টাকা পর্যন্ত এখনও শোধ হয় নি।" ভিড় ঠেলে এগিয়ে বক্তা গাঁয়ের মোড়লকে চিনতে পারলো হাই।

মোড়ল বলেই চললো, "আজ হোচ্ছে বছরের শেষদিন। জমিদার লিউ কামারের কাছে সব হিসেব বুঝে নেবেন। জমিদারবাবু দয়ার সাগর, তাই কামারশালাটা বাজেয়াপ্ত কোরেই ছেড়ে দিচ্ছেন তিনি। অন্য কেউ হ'লে তো হারামজাদ কামারকেই জেলে পুরে দিতো।" হাই চারিদিকে তাকালো। একটা পুলিশ কামারশালার দরজায় দুটো কাগজের টুকরো সেঁটে দিয়ে সীল কোরে দিলো। কাগজের ওপর কালো কালিতে কী লেখা। আর তার ওপর লাল লাল কয়েকটা ছাপ। ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝেই উঠতে পারছিলো না হাই।

লোকজন ধীরে ধীরে কেটে পড়লো। দরজার সামনে হাঁটুতে মাথা গুঁজে কে একজন বসে আছে! এই শীতের মধ্যে শুধু একটা পাতলা জামা আর পাজামা তার পরণে। চিনতে পেরে এগিয়ে গেলো হাই। স্তম্ভিত হোয়ে ডেকে উঠলো, "কামার ভাই!"

ধীরে ধীরে মাথা তুললো কামার। বললো, "আগুনে গরম হোতে এসেছিলে? কিন্তু দেরী কোরে ফেলেছো যে!" দোকানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, "এসবই এখন অন্য লোকের। তার নাম লিউ!"

"কামারভাই, আমি তোমার জন্য কিছু কাঠকয়লা এনেছিলাম," হাই আস্তে আস্তে বললো।

বিষণ্ন হাসি হাসলো কামার। "কিন্তু আমার যে পয়সা নেই! পরণের এই জামা আর পাজামা ছাড়া আর কিছুই নেই আমার।"

হাইর মনে ভেসে উঠলো, কামারশালার লাল টকটকে আগুন। মনে পড়লো সেদিনের কথা, যেদিন কামার তাদের মিষ্টি আলু খেতে দিয়েছিলো। বরফ-ঝরা এই দিনগুলোতে একমাত্র এই কামারশালাতে এসেই হাত-পা গরম করতো হাই। এবার থেকে তার সেই আশ্রয়ও ঘুচলো। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে সে বললো, "আমার

টাকা চাই না, কামারভাই। কাঠ কেটে বাবার সাথে কাঠকয়লা বানিয়ে নিতে পারি আমি।"

"পাগল! তোর মতো ভালো মন কী সবার আছে! শোন, তুই তাড়াতাড়ি কাঠকয়লা বিক্রি কোরে বাড়ী চলে যা। তোর বাবা নিশ্চয়ই তোর জন্য বাড়ীতে অপেক্ষা করছে।"

কামারশালা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে হাইয়ের মনে হোচ্ছিলো, তার পা দুটো যেন লোহার মতো ভারী হোয়ে উঠেছে। অনেক কষ্টে আবার খাবারের দোকানগুলোর কাছে ফিরে এলো সে। একটু বিশ্রাম নেবার জন্য সে বসলো পথের ধারে। তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠতে লাগলো কামারশালার সামনে সাঁটানো কাগজটার ওপরকার সেই লাল লাল ছাপগুলো।

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এলো অন্ধকার! দোকানঘরগুলোর বন্ধ দরজার আড়াল থেকে ভেসে আসছে জুয়াড়ী আর মাতালদের অসংলগ্ন চীৎকার। ঘরে ঘরে ততোক্ষণে শুরু হোয়ে গেছে আনন্দ-উৎসব। অধীর প্রত্যাশা নিয়ে হাই দাঁড়িয়ে রইলো খাবারের দোকানগুলোর সামনে।

চালের পিঠে বিক্রি করছিলো যে বুড়ো লোকটা, সে সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করলো, "কীরে খোকা, বাড়ী যাসনি এখনো? বাড়ী যা। নোতুন বছরের উৎসব, মজা শুরু কর বাড়ী গিয়ে। সপ্তাহখানেক আগেই উৎসবের সব জিনিসপত্র কেনাকাটা সেরে ফেলেছে বড় লোকেরা। তোর কাঠকয়লা কিনবার পয়সা ক'জন গরীব লোকের আছে বল্?"

"পাঁচ তারিখের পর আবার আসিস্," আরেকজন বললো।

"এখন তো ক'দিন দোকানপাট সব বন্ধই থাকবে," আরেকজন বললো।

হাই ভাবছিলো, "সত্যিই দেরী হোয়ে গেছে। মা ভাবতে শুরু করবে। তার চেয়ে বরং বাড়ী চলে যাই।" আবার কাঁধে বোঝাটা তুললো সে। বাবার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখটা ভেসে উঠলো মনে। চোখের সামনে নেচে উঠতে লাগলো কামারশালার সামনের কাগজের ওপরকার লাল লাল ছাপগুলো। "কিছু পয়সা না পেলে কী কোরে বাড়ী ফিরি আমি?" বুড়ো খাবারওয়ালাদের দিকে ফিরে বললো, "শুনুন। দোহাই আপনাদের, কেউ আমার এই কাঠকয়লাগুলো কিনে নিন। এই টাকা পেলে তবে আমার বাবা তার ধার শোধ করতে পারবে।"

বিষণ্ন মুখে হেসে উঠলো একজন। আমাকেও যদি ধার শোধ না করতে হোতো, তবে কি এই ঠাণ্ডায় এখানে বসে থাকতাম?"

"তবুও কিনুন আপনারা, অনেক সস্তায় দেবো," হাই অনুনয় করলো। পিঠে-বিক্রেতা লোকটা বললো, "তোর অবস্থা দেখে খুবই খারাপ লাগছে আমার।

কিন্তু কী করবো বল্ ? কয়লা কিনবার মতো পয়সাই নেই আমার। তুই বরং এক কাজ কর্। অর্ধেক বোঝা দিয়ে যা আমাকে, আর তার বদলে কয়েকটা চালের পিঠে নিয়ে যা বাড়ীতে।"

"না। চালের পিঠে নিয়ে আমি কী করবো ?"

মাছওয়ালা এগিয়ে এলো এবার। "অতো ভাবছিস কেন? বাকী অর্ধেক বোঝা আমাকে দিয়ে দুটো টাটকা মাছ নিয়ে যা। নোতুন বছরের ভোজে খেতে পারবি।"

মাছ! গত রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে মাছ ধরছিলো সে। মা'র যন্ত্রণাকাতর মুখটা ভেসে উঠলো তার চোখে। কানে বেজে উঠলো খিদের তাড়নায় বোনের চীৎকার। সে মন স্থির কোরে ফেললো। বললো, "আমার শুধু একটা মাছ আর একটা পিঠে দরকার। কিন্তু অন্ততঃ কিছু পয়সা দিন আমাকে। আমার বাবা—!" বুড়ো লোকগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি কোরে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। প্রত্যেকে কিছু কিছু পয়সা তুলে হাইকে দিলো। পিঠেওয়ালা দুটো পিঠে তুলে দিলো তার হাতে। "এবার চটপট বাড়ী ফিরে যা, দেরী হোয়ে যাচ্ছে।"

হাই হাঁটতে শুরু কোরলো। অন্য লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো, "এই শোন্। দুটো মাছ নিয়ে যা।" কৃতজ্ঞতায় চোখে জল চলে এলো হাইয়ের। ছোট্টো দুটো মাছ বেছে নিলো সে।

সবার কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু কোরলো হাই। 'মা'কে খাওয়াতে হবে পিঠে আর মাছ। মা'র বুকে দুধ হোলে ছোট্টো বোনটা আর কাঁদবে না। মাত্র একবছর বয়স বোনটার। অথচ কখনো হাসে না। শুধু কাঁদে।"

অনেক দূরে তার চোখে পড়লো, জমিদার বাড়ীর সদর দরজায় পাথরের সিংহ দুটো কট্‌মট্ কোরে চেয়ে আছে। "এই রে! লিউ জমিদার দেখতে পেলে আমার মাছ আর পিঠে কেড়ে নেবে।" তাড়াতাড়ি একটা গলির ভেতর ঢুকে জামার ভেতরে সেগুলো সে লুকিয়ে রাখলো। তারপর নিশ্চিন্ত মনে চললো বাড়ীর দিকে।

বাড়ী পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঘনিয়ে এলো গাঢ় অন্ধকার। পথে য়ুন্-য়িং একটা প্রদীপ নিয়ে অপেক্ষা করছিলো তার জন্য।

ঘরে ঢুকলো সে। সবাই চুপচাপ। প্রদীপ জ্বালানো হয়নি। ছোট্টো বোনটা বিছানার ওপর বোধহয় ঘুমিয়ে আছে। বাবা তার সেই টাকার থলি হাতে কোরে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মা কেঁদে চলেছে ক্রমাগত। হাই ঘরে ঢুকে বললো, "বাবা, এই যে, কাঠকয়লা বিক্রির টাকা।"

ওর হাত থেকে টাকা নিয়ে গুণে দেখলো হেং-ওয়েন। কপাল কুঁচকে গেলো তার। উঠে দাঁড়ালো। "এই সব পয়সা?"

বাবাকে রাগতে দেখে ঘাবড়ে গেলো হাই।

"তুই এর থেকে পয়সা নিয়ে কিছু কিনে খেয়েছিস? সত্যি কথা বলবি!"

হাই বুঝে উঠতে পারলো না, কী বলবে। আমতা আমতা কোরে বললো, "আমি ..আমি... !"

প্রচণ্ড রাগে মুখ লাল হোয়ে গেলো বাবার। চেঁচিয়ে উঠলো, "তুই জানিস না, ধার শোধ করার জন্য আমাদের অনেক টাকা দরকার? তোকে আমি আজ খুন কোরে ফেলবো। হ্যাংলা কোথাকার!" এক ধাক্কায় হাইকে ফেলে দিয়ে একটা লাঠি তুললো সে।

হাইয়ের মা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো হাইকে। হেং-ওয়েনকে বললো, "ধার শোধ তো আর করতে পারছি না আমরা! গত এক বছরের মধ্যে একটা দিনও পেট ভরে খেতে পারে নি বেচারা। আজকে নোতুন বছরের দিনে ওকে ছেড়ে দাও।"

য়ু য়িং বললো, "ওকে মেরে কি লাভ বাবা? তাতে কি তোমার ধার শোধ হবে? কতোই বা বয়স ওর! কী বোঝে ও?"

ছলছল চোখে উঠে বসলো হাই। মুখ নীচু কোরে বললো, "কেউ কিনলো না আমরা কাঠকয়লা। তখন ভাবলাম, মা'র বুকে দুধ থাকলে বোনকে আর দুধের আভবে কাঁদতে হবে না। তাই, কাঠকয়লার বদলে কিছু খাবার নিয়ে এসেছি।" জামার ভেতরের পকেট থেকে দু'টো ছোটো মাছ আর দুটো পিঠে বাবার দিকে এগিয়ে দিলো সে।

স্তম্ভিত হোয়ে গেলো সবাই তার কথা শুনে। হেং-ওয়েন টলে পড়লো পেছনের দিকে। হাত থেকে লাঠিটা খসে পড়লো তার। টাকার নোটগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে গেলো। নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে গেলো হেং-ওয়েন, বুকে জড়িয়ে ধরলো হাইকে। কোনো কথা বেরোল না তার মুখ দিয়ে। ঠোঁট কাঁপতে লাগলো তার। কোনো দিন খাবার জন্য হ্যাংলামি করে নি হাই। ছোটো বোনের কথাই শুধু ভেবেছে সে। ধীরে ধীরে হেং-ওয়েন বললো, "তুই তো জানিস না হাই, কী বিপদ আমাদের। পাহাড়ের দক্ষিণের সেই আধ-মৌ জমিটাও হারাতে বসেছি আমরা।" হাইয়ের হাতের পিঠে দু'টো দেখিয়ে সে আবার বললো, "এসব খাবার ক্ষমতা কি আছে আমাদের?"

"আমি জানি বাবা," হাই বললো। তার কপালে টপ্‌টপ্ কোরে জল পড়লো কয়েক ফোটা। বাবার গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে চোখের জল। মাছ আর পিঠের দিকে তাকিয়ে সবাই ভাবতে লাগলো সেই আধ-মৌ জমির কথা। নীরবে

কাঁদতে লাগলো য়ু-য়িং। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বিছানায় মুখ লুকোলো মা। বাবাই শুধু মাথা নেড়ে বললো, "জমিটাকে বাঁচাতে পারলাম না আমরা, বাঁচাতে পারলাম না। সুং ফিরে এলে হয়তো কিছু করা গেলেও যেতে পারতো।"

পিঠে দু'টোকে চার ভাগ কোরে খেলো প্রত্যেকে। এটাই তাদের "নোতুন বছরের ভোজ"! মাছদু'টোকে রেঁধে ঝোল করা হোলো। য়ু-য়িং ঝোলের বাটিটা এনে রাখলো মা'র সামনে। "খেয়ে নাও মা।"

মা মাথা নেড়ে বললো, "হাই এদিকে আয়। একটু ঝোল খা।" তবু হাই নড়লো না এক পা-ও। মা আবার বললো, "এদিকে আয় না!" হাই তবু এলো না। হেং-ওয়েন বললো, "গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও।" কয়েকবার ঝোলের বাটিটা মুখের সামনে এনেও আবার নামিয়ে রাখলো মা। এদের ফেলে কী কোরে খাবে সে? বুকে হাত বুলিয়ে মেয়েকে বললো, "আমার দম বন্ধ হোয়ে আসছে। খেতে পারছি না আমি।"

"খেয়ে নাও মা," অনুনয় কোরে বললো য়ু-য়িং। "বুকের দুধ না পেলে বোনটা বাঁচবে কি কোরে?" মা'র হাতে বাটিটা তুলে দিয়ে, বোনকে বিছানা থেকে কোলে তুলে নিলো সে।

"হ্যাঁ, বুকের দুধ না পেলে মেয়েটা বাঁচবে না," মনে মনে ভাবলো মা। "অন্য সবার ছেলেমেয়েরা এ বয়সে হেঁটে চলে বেড়ায়। আর আমার মেয়েটা ঠিকমতো বসতে পর্যন্ত শেখেনি।" জোর কোরে বাটিটা মুখে তুললো সে। হঠাৎ চীৎকার কোরে উঠলো য়ু-য়িং। "মা, দ্যাখো বোন কেমন....।" চমকে উঠলো মা। হাত থেকে খসে পড়ে গেলো ঝোলের বাটিটা। তাড়াতাড়ি উঠে য়ু-য়িঙের কোল থেকে মেয়েকে তুলে নিলো সে।

কেমন বিভ্রান্ত হোয়ে পড়লো সবাই। একবছরের বাচ্চা মেয়েটা ঠান্ডায় জমে শক্ত হোয়ে গেছে।

কয়েকদিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হাই উনুনের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। হাতে তার আধখানা পিঠে। সে স্বপ্ন দেখছিলো, সে যেন মাছ ধরছে ছোটো বোনের জন্য। জ্যান্ত একেকটা মাছ। লাফাচ্ছে। পালাচ্ছে। এসব দেখতে দেখতে তার ঠোঁটের কোণে জেগে উঠছিলো একটুকরো হাসি। বেচারা এখনো জানে না, তার বোনের জন্য কোনোদিন আর মাছ লাগবে না। কোনোদিন আর দুধ খাবার দরকার হবে না তার।

কান্নায় ভরে উঠলো ঘর। বাচ্চার মৃত্যুর জন্য। যে আধ মৌ জমি হাতছাড়া হোয়ে গেলো, তার জন্য। বিভিন্ন সময়ে যে অসংখ্য শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে পরিবারে, সেজন্য।

বিরাট বড়ো বড়ো বরফ পড়তে লাগলো। লাফিয়ে লাফিয়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে। ঢেকে গেলো পাহাড়গুলো। ঢেকে গেলো দাঁড়কাকের বাসা। ঢেকে গেলো হাইদের কুঁড়েঘর।

দূরে পাহারাওয়ালার ঘন্টি মাঝরাতে খবর বয়ে আনলো। বহুদূর থেকে বাজী পোড়ানোর ভেসে-আসা আওয়াজে পুরোণো বছর বিদায় নিলো। এগিয়ে এলো নোতুন বছর।

বাড়ীর সামনে পাইন গাছটার গোড়ায় আরেকটা ঘের যোগ হোলো।

* * * *

১৯৪৯ সালের শীতকালে গত দশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক তুষার-ঝড়ে বিপর্যস্ত হোয়ে গেলো দাঁড়কাকের বাসা। এক ফুটেরও বেশি বরফের চাপে ঝুঁকে পড়লো পাইনগাছের সারি। নুয়ে পড়লো কুঁড়েঘরগুলির ছাউনি। কৃষকরা প্রার্থনা শুরু কোরলো, "হে আকাশের দেবতা, পরিষ্কার কোরে দাও আবহাওয়া।"

আর বাড়ী ফিরলো সুং। সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছে সে। দেশের অন্য এক প্রান্তে ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে কাজ করার পর, সুযোগ পেয়ে কোনো-রকমে কেটে পড়েছে সে। এখনও তিরিশ হয়নি তার বয়স। কিন্তু এর মধ্যেই মাথার চুলে পাক ধরেছে। যেদিন সে ফিরে এলো মাঝরাতে, বাড়ীর সবাই একই সঙ্গে উল্লসিত ও সন্ত্রস্ত হোয়ে পড়লো। দিনরাত তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতো বাবা। পাছে 'পলাতক'কে আবার ধরে নিয়ে যায় অঞ্চলপ্রভু।

মাসখানেক ধরে গুজব রটেছে, কমিউনিষ্টরা নাকি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। সব জায়গায় নীচু গলায় এ নিয়েই ফিসফাস করে বয়স্ক লোকেরা। তাদের কথায় কান দিতে গেলেই, হাইয়ের দিকে কটমট কোরে তাকায় বাবা। বলে, "খবর্দার, ওসবের মধ্যে যাবি না। কী বুঝিস তুই এসবের?" কিন্তু এ নিয়ে চাপা আলোচনা যতো বেশি হয়, ততোই তার কৌতূহল যায় বেড়ে। এই কমি-উনিষ্টরা কারা? এরা কি মানুষ? না, অন্য কিছু?

পাহাড়ের ওপর একদিন বেজে উঠলো দুন্দুভি। ছ-সাতজন সৈন্য নিয়ে দাঁড়কাকের বাসায় এলো অঞ্চলপ্রভু প্যান। এসেই জরুরী কারফিউ জারী কোরলো গ্রামে। বললো, এ অঞ্চলে গোপনে ঢুকে পড়েছে কমিউনিষ্টরা। তাই ঘরে ঘরে তল্লাসী চালাতে এসেছে সে। রাইফেল হাতে দু'জন সৈন্য এসে ঢুকলো হাইদের বাড়ীতে। খুব অবাক হোলো হাই। তাদের বাড়ীতে কমিউনিষ্টরা আসবে কোত্থেকে? গভীর বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে সে সৈন্যদের পিছু পিছু এগোলো। সৈন্যরা কাঠের সিন্দুক আর আলমারি তন্ন তন্ন কোরে খুঁজলো।

ওগুলোর মধ্যে পুরোনো ছেঁড়া জামাকাপড় আর ন্যাকড়ার পুঁটলি দেখে চটে গেলো তারা। অকারণেই ভেঙে ফেললো দুটো মাটির কলসি। তারপর চলে গেলো ঘর ছেড়ে।

খড়ের গাদায় হঠাৎ তাদের কর্কশ হাঁক শোনা গেলো, "একটু নড়লেই গুলি করবো!" খড়ের গাদার ভেতর থেকে সুংকে টেনে বের করলো তারা। হাত পিঠমোড়া কোরে বেঁধে মাঠের দিকে নিয়ে গেলো তাকে। হাইও চললো পিছু পিছু। আরও ডজনখানেক যুবককে ওইভাবে বেঁধে এনেছে সৈন্যরা। প্যান বেত আস্ফালন কোরে বললো, "নিয়ে যাও ওদের।" সবাইকে একটা লম্বা দড়িতে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো সৈন্যরা পাহাড়ের দিকে। শোকে, দুঃখে ও বিক্ষোভে টগবগ করতে লাগলো গোটা গ্রামটা। চীৎকার, কান্না আর আর্তনাদে ভরে গেলো আকাশ-বাতাস।

বাবার পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে হাই ভাবছিলো, "ওরা তো বলেছিলো কমিউনিষ্টদের ধরতে এসেছে! তাহ'লে সুংকে ধরে নিয়ে গেলো কেন ওরা? কেনই বা ধরে নিয়ে গেলো অন্য সবাইকে?" ভেবে ভেবে কিছুতেই এ প্রশ্নের সমাধান করতে পারছিলো না সে।

লিয়েঙি শহরে লিউর প্রাসাদের সামনের প্রাঙ্গনে ভীড় করেছিলো প্রায় শ'খানেক যুবক। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে আসা হোয়েছে তাদের। কেউই তাদের হাতের বাঁধন খুলে দেয় নি। ঘাসের ওপর ঘন হোয়ে বসে নীচু গলায় কথা বলছিলো তারা। প্রাসাদের সামনের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালো জমিদার লিউ। তার পরণে কুয়োমিনটাং সৈন্যাধ্যক্ষের পোষাক। দুদিকে দুজন সশস্ত্র দেহরক্ষী। সে বেশ গম্ভীরভাবে কয়েকবার গলাখাঁকারি দিতেই চুপ কোরে গেলো সবাই। রক্ত-লাল চোখে তাদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে বলে উঠলো লিউ, "ভাইসব, বিশেষ একটা খবর দেবার জন্যই তোমাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। গত ক'দিন ধরে সবাই কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে গুজগুজব করছে। তারা ঠিকই বুঝেছে।" সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠে নাটকীয়ভাবে সে ঘোষণা করলো, "কমিউনিষ্টরা এই অঞ্চলের দিকেই এগিয়ে আসছে।"

বিস্ময়ে বা আনন্দে, যে জন্যই হোক না কেন, যুবকরা চেঁচিয়ে উঠলো। জোরে জোরে সবাই কথা বলতে শুরু করলো নিজেদের মধ্যে।

কয়েকবার গলাখাঁকারি দিয়ে আবার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলো লিউ। গোপন খবর দেবার মতো কোরে বললো, "কমিউনিষ্টরা খুন করে, পুড়িয়ে মারে। সমস্ত সম্পত্তি তারা জোর কোরে দখল করে। বাড়ীর বৌদেরও বাদ দেয় না। অবশ্য বেশিদিন লাগবে না তাদের শায়েস্তা কোরতে। জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেক শিগ্‌গিরই ফিরে আসবেন।"

অবশেষে সে আসল কথায় এলো। "আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন করার জন্য। তোমাদেরকে ভাইসব, যেতে হবে আমার সঙ্গে পাহাড়ের দিকে। তোমাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য পুরস্কার দেবো আমি। প্রত্যেকের পরিবার যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা কোরে দেবো। কোনোই নড়চড় হবেনা আমার কথার। তোমরা আমার কথায় পূর্ণ আস্থা রাখতে পার।"

"ততোদিন আমরা কী খাবো?" একজন সাহস কোরে বলে উঠলো।

"আমরা সবাই ভাগ কোরে খাবো। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এ জন্য আমি খাবার জমাতে শুরু করেছি। আজ থেকে তোমরা সবাই তার থেকে ভাগ পাবে।"

"এই শীতের মধ্যে আমরা তো সবাই জমে যাবো ওখানে," আরেকজন বললো।

"ঘাবড়াচ্ছো কেন? কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাদেরকে তুলোর জামা দেবার ব্যবস্থা করছি আমি। আর তোমাদের পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্বও আমি নিচ্ছি। সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। ঠিক আছে? এই কে আছো, ওদের বাঁধন খুলে দাও। আর যারা আমার সঙ্গে পাহাড়ে যেতে রাজি আছো, তারা ডানদিকে এসে দাঁড়াও।'

বাঁধন খুলে দেওয়া হোলো সবার। কিন্তু সবাই মাথা নীচু কোরে দাঁড়িয়ে রইলো। এক পা-ও নড়লো না কেউ।

ভুরু কুঁচকে আবার বললো লিউ, "তোমাদের ভালোর জন্যই বলছি আমি। এই তো, কমিউনিষ্টরা কাউন্টিশহর দখল করার পর সমস্ত পরিবারের জন্য একটিমাত্র রান্নার বঁটি জুটেছিলো। ওরা এখানে এলে কেউই শান্তিতে থাকতে পারবে না তোমরা।" তবু কোনো সাড়া মিললো না যুবকদের দিক থেকে। আবার বলতে শুরু করলো লিউ, "আর হ্যাঁ, যারা আমার সঙ্গে পাহাড়ে যাবে, আমার কাছে তাদের পরিবারের সমস্ত ঋণ মকুব কোরে দিলাম আমি—টাকা বা ধান, যে ঋণই হোক না কেন। আজ থেকে তাদের কাছে কোনোই পাওনা থাকবে না আমার।"

একপাত্র উত্তপ্ত তেলের মধ্যে যেন জল ঢেলে দিলো লিউ। শ্রোতাদের মধ্যে জেগে উঠলো তুমুল উত্তেজনা, ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠতে লাগলো উত্তেজনার। এতো সত্বেও কিন্তু শ্রোতারা যেখানে ছিলো, সেখানেই রয়ে গেলো। একটিমাত্র যুবক ইতঃস্তত করতে করতে ডানদিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু যখন সে দেখলো, আর কেউ তার দিকে নেই, তাড়াহুড়ো কোরে সে নিজের জায়গায় ফিরে এলো। পাশ থেকে হাঁক দিয়ে উঠলো অঞ্চলপ্রভু প্যান, "ওয়াং সুং! সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছো তুমি! তবু কোন সাহসে তুমি এগিয়ে আসছো না? ডানদিকে এসে দাঁড়াও! এক্ষুনি!"

প্রচণ্ড ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো সুং।

"এখনো বলছি, এদিকে চলে এসো। তোমার বাবার কাছে একশো টাানের চেয়েও বেশি পাওনা জমিদারবাবুর। কীভাবে সেটা শোধ করবে তুমি? এরকম সুযোগ জীবনে আর মিলবে না। গুলি খেয়ে মরবার সাধ হোয়েছে নাকি তোমার?" সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লো প্যান। আদেশ দিলো, "ওকে বেঁধে নিয়ে এসো এখানে।"

লিউ বাধা দিয়ে সুঙের দিকে তাকিয়ে বললো, "না, না, নিজে নিজেই চলে এসো তুমি। ধরে নাও, পাহাড়ের চূড়োর কাছের সেই আধ মৌ জমি তোমাকে আমি উপহার দিলাম।"

হঠাৎ মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো সুং। দুহাতে আঁকড়ে ধরলো মাটি। যাতে পাহাড়ের মতো অটল থাকতে পারে সে। প্যানের হাঁক-ডাকে তার দিকে ছুটে গেলো ক'জন সৈন্য। ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। লাথি মারতে মারতে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলো ডানদিকে।

কোনো যুবক তবু এক পা-ও নড়লো না। দাঁতে দাঁত ঘষলো লিউ। গর্জন কোরে উঠলো, "একটা কথাই বলার আছে আমার। যারা আমার সঙ্গে যেতে চাও, তাদের আমি নিয়ে যাবো পাহাড়ে। আর যারা যাবে না, আইন অনুসারে এখানে গুলি কোরে মারা হবে তাদের।" একথার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য সবার ওপর চোখ বুলিয়ে গেলো লিউ। তার চোখে পড়লো, প্রাসাদের সামনে এই সব যুবকদের বাড়ীর লোকেরা ভীড় জমিয়েছে, দাবী জানাচ্ছে দেখা করবার জন্য। লিউ একজন অনুচরকে নির্দেশ দিয়ে বললো, "ওদের ঢুকতে দাও, মেয়েদের বা একেবারে বাচ্চাদের বাদ দিয়ে, বাকী ছেলেবুড়ো সবাইকে।"

সৈন্যরা দরজা খুলে দিলো। প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়লো সেই সব কৃষকরা। দরজা আবার বন্ধ হবার আগেই হেং-ওয়েন কোনোরকমে ঢুকে পড়েছিলো তাদের সঙ্গে। হাই দরজার বাইরেই থেকে গেলো। সেখানে আকুল হোয়ে কাঁদছিলো মেয়েরা। তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গায়ের সব জোর গলায় এনে চেঁচিয়ে উঠলো হাই, "বাবা, দাদা....!" বিরাট বিরাট দরজায় প্রতিহত হোয়ে ফিরে এলো তার কান্না। আর মুখ হাঁ কোরে তার দিকে কটমট্ কোরে তাকিয়ে রইলো পাথরের সিংহগুলো।

প্রাচীরের চারিদিকে ঢুকবার পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলো হাই। দশ ফুট উঁচু শক্ত ইঁটের প্রাচীর। ভেতরে ঢুকবার সবরকম ফন্দি সে খাটাতে লাগলো। হঠাৎ চোখে পড়লো, পেছনের প্রাচীরের গায়ে একটা ছোট্টো গাছ। সে প্রার্থনা করতে লাগলো, "তাড়াতাড়ি অন্ধকার ঘনিয়ে আসুক। তাহোলে আমি ভেতরে কী হোচ্ছে দেখে আসতে পারবো। মা দুশ্চিন্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে।" পকেটে

কয়েকটা পাথরের ঢিল পরলো সে। লাকির সঙ্গে দেখা হোয়ে গেলে কাজে লাগবে। মনে মনে নিজেকে সে গালাগাল দিতে লাগলো, কুড়ুলটা না নিয়ে আসার জন্য।

চারদিক অন্ধকার হোয়ে এলো। গাছে চড়ে প্রাচীরের ভেতর দিকে নেমে পড়লো সে। এগোতে লাগলো প্রাচীরের গা ঘেঁষে। কিন্তু এতো বিশাল জায়গাটা! তার ওপর কোনোদিনই ভেতরে ঢোকেনি সে। এই ঘন অন্ধকারে কোথায় সে খুঁজবে তার দাদাকে আর বাবাকে?

হঠাৎ পায়ের শব্দ শোনা গেলো পেছনে। সার্চলাইটের আলো এসে পড়লো তার কাছাকাছি। ভয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে রইলো সে নিঃশ্বাস বন্ধ কোরে। কিছু দূরেই দুজন সৈন্য পাহারা দিতে দিতে কথা বলছে।

"শুনেছো? সে বছরে যে লাল ফৌজ বিদ্রোহ করেছিলো, তারা আর এই কমিউনিষ্টরা একই লোক। কাউন্টি শহরের থেকে এদিকেই এগিয়ে আসছে তারা।

"জানি।"

"পালাবার ইচ্ছে থাকে তো এই হোচ্ছে উপযুক্ত সময়," অন্যজন নীচু গলায় বললো।

কিছু দূরে কী যেন নড়ে উঠলো। "কে ওখানে?" চেঁচিয়ে উঠলো সৈন্য দু'জন। রাইফেল হাতে সেদিকেই ছুটলো তারা। এই সুযোগে দৌড়ে সামনের দিকে এগোলো হাই।

ডজনখানেক উজ্জ্বল মশাল আর হ্যারিকেন আলোকিত কোরে তুলেছে গোটা প্রাঙ্গণটাকে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হোচ্ছে লিউ। ভাড়াটে সৈন্যরা জিনিসপত্র বাইরে আনছে। হাতবাঁধা লোকগুলোর অনেকেই হোঁচট খাচ্ছিলো সিঁড়িতে। একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে উঁকি মারলো হাই। "দাদাকে ওখানে বেঁধে রেখেছে!" চীৎকার কোরে ডাকতে ইচ্ছে হোচ্ছিলো তার। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলো না। বাবাই বা গেলো কোথায়। সে অবাক হোয়ে ভাবতে লাগলো।

হঠাৎ তার ঘাড় চেপে ধরলো একটা বিশাল হাত। "আরে, এ ব্যাটা আবার ঢুকলো কী কোরে!" ঘাড় ধরে হাইকে মাটির ওপর তুলে নিলো সেই বিশাল হাতের মালিক। "জেলের ভেতর পুরে দাও ওকে," অন্য একজন বললো। হাই কিছু করার আগেই একটা গাঢ় অন্ধকার ঘরে ছুঁড়ে দেওয়া হোলো তাকে। খানিকক্ষণ পরে ঘরের কোণ থেকে নীচুগলায় কে প্রশ্ন করলো, "কে ওখানে?" বাবার গলার স্বর চিনতে পেরে হাই ডেকে উঠলো, "বাবা!" তারপর অন্ধকারের মধ্যেই হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগোলো।

"কে, হাই?" হেং-ওয়েন চমকে উঠলো। অন্ধকারের মধ্যে হাৎড়াতে লাগলো সে।

"হ্যাঁ বাবা, আমি। তোমায় খুঁজে পেয়েছি—অনেক কষ্টে।"
ছেলেকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলো হেং-ওয়েন। অনুযোগের স্বরে বললো, "তুই এখানে এলি কেন, হাই ?"
"বাড়ীতে মা দুশ্চিন্তায় অস্থির হোয়ে পড়েছে। তাই আমি খবর নিতে এসেছি।"
"কিন্তু!" হতাশায় মাথা ঝাঁকাল হেং-ওয়েন। "কিন্তু দু'জনেই তো জল্লাদের হাতে পড়ে গেলাম!"
বাবার কাছে হাই জানতে পারলো, কমিউনিষ্টরা এদিকে এগিয়ে আসছে। আর তাদের ঠেকাবার জন্য লিউ জোর কোরে লোক জোগাড় করছে। যুবকরা তার সঙ্গে যাক বা না যাক, তাদের মৃত্যু অবধারিত।
"আচ্ছা বাবা, এই কমিউনিষ্টরা কারা ?"
"এরা হোচ্ছে পুরোণো লাল ফৌজের লোক। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে এই গরীব লোকেরা লড়াই করছে। বছরখানেক আগে এ পথ দিয়ে গেছে তারা। বর্শা, রাইফেল আর বড়ো বড়ো তলোয়ার নিয়ে তারা যুদ্ধ করে। লাল নিশান হাতে, লাল ব্যাজ জামায় ঝুলিয়ে, ফুটকি ফুটকি লাল রঙের ঘোড়া চড়ে যখন তারা এগোয়—সে এক চমৎকার দৃশ্য!"
"ওরা তাহোলে জমিদার লিউর সঙ্গে যুদ্ধ করবে ?"
"হ্যাঁ, সে তো করতেই হবে।"
"ও, তাহোলে ওদের ভয় পাবার কিছু নেই!" এতোক্ষণে সে বুঝতে পারলো।
"জানো বাবা, একটু আগে শুনছিলাম, ওরা নাকি কাউণ্টি শহর থেকে এদিকে এগিয়ে আসছে।"
দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার বাবা বললো, "ভয় হোচ্ছে, ওরা হয়তো সময়মতো এসেই পৌঁছুতে পারবে না।"
আর প্রশ্ন করলো না হাই। সে ভাবছিলো, কমিউনিষ্টদের ডানা থাকলে ভালো হোতো, তাড়াতাড়ি এখানে উড়ে আসতে পারতো। সে আর অন্যান্য বন্দীরা মরে গেলে তাদের আর বাঁচাবে কী কোরে।
এদিকে একটি সৈন্য লিউর হাতে একটি বার্তা পৌঁছে দিলো। কমিউনিষ্টদের সামনের সারি এর মধ্যেই শাটাং শহর ছাড়িয়ে চলে এসেছে। এ সংবাদে যেন ভীমরুলের চাকে ঘা লাগলো। জমিদারের অনুচরদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা ও বিভ্রান্তি ফেটে পড়লো। ভয়ে পাণ্ডুর হোয়ে গেলো লিউর মুখ। উদ্‌ভ্রান্ত তার দৃষ্টি। কিছুক্ষণ গুছিয়ে কথাই বলতে পারলো না সে। অবশেষে কিছুটা সামলে নিয়ে সে সৈন্যদের আদেশ দিলো, চাকরদের ঘরে বন্দীদের তালা দিয়ে আটকে রেখে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে। পেছনের দরজা দিয়ে

নিউ পালালো তার লোকজন আর মালপত্র নিয়ে। আগুনের হলকা ও ধোঁয়া উঠতে লাগলো তার প্রাসাদ থেকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই গণমুক্তিফৌজের একটি ইউনিট প্রচন্ড তুষার ঝড়ের মধ্যে এসে পেঁছুলো প্রাসাদের সদর দরজায়।

একজন কোম্পানি কম্যান্ডার চেঁচিয়ে বললো, "দ্বিতীয় প্লেটুন! বন্দীদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করো, আগুন নিভিয়ে ফেলো—তাড়াতাড়ি।" তারপর একদল সৈন্য নিয়ে পলাতক শত্রুর পেছনে ধাওয়া করলো সে।

কান্না, চিৎকার ও উদ্ধার কাজের হাঁকডাক মিশে গিয়ে এক তুমুল অবস্থা সৃষ্টি হোলো সেখানে।

আর ঘরের ভেতর ধোঁয়ায় দম বন্ধ হোয়ে এলো বন্দীদের। চেঁচিয়ে সাড়া দেবার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলো তারা। দুম্‌দাম্‌ কোরে বিস্ফোরণ ঘটছিলো ক্রমাগত। আগুনের উত্তাপ বাড়ছিলো। আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমশঃই এগিয়ে আসছিলো হেং-ওয়েনের দিকে। তা দেখে হেং-ওয়েন হাইকে বুকে চেপে ধরে চেষ্টা করছিলো দেয়ালের সঙ্গে মিশে যাবার। তার মনে বার বার ভেসে উঠছিলো ন'বছর আগেকার সেই ছবি, যখন সদ্যোজাত হাইকে নিয়ে সে চলেছিলো মন্দিরের দিকে, হাইকে বিসর্জন দেবার জন্য। হেং-ওয়েন ভাবছিলো, "সেদিনের সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলো হাই, বরফের মধ্যে শেষ পর্যন্ত তাকে জমে যেতে হয় নি। কিন্তু আজ? আজ কি বাঁচতে পারবে সে?"

দ্বিতীয় প্লেটুনের নেতা চৌ হু-শান চার নম্বর স্কোয়াডকে নিয়ে ততোক্ষণে ঢুকে পড়েছে জ্বলন্ত প্রাসাদের মধ্যে। অবস্থাটা খুব তাড়াতাড়ি পর্যবেক্ষণ কোরে নিয়ে সে খুলে ফেললো তার বারুদের বেল্ট, প্রচন্ড লাথিতে ভেঙে ফেললো জ্বলন্ত ঘরের দরজা, চেঁচিয়ে উঠলো, "এই যে, এখানে!" জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ঢুকে পড়লো সে। ধোঁয়ায় প্রায়-অচেতন হাইকে তুলে নিলো কোলো, তারপর ছুটে বেরিয়ে এলো। হাইকে মাঠের মধ্যে কয়েকবার গড়িয়ে দিয়ে তার জ্বলন্ত জামার আগুন নেভালো। তারপর আবার সে ছুটে গেলো আগুনের মধ্যে অন্যদের বাঁচানোর জন্য।

সকালের মধ্যেই আগুন নেভানো সম্ভব হোলো। কিন্তু হাই তার বাবাকে খুঁজে পাচ্ছিলো না। খুঁজে পাচ্ছিলো না দাদা সুংকেও। অর্ধদগ্ধ জমিদার বাড়ীর সামনের প্রাঙ্গণে বসেছিলো সে। চিন্তার কোনোই থই পাচ্ছিলো না। "কে বাঁচালো আমাকে? কে নেভালো আগুন? জমিদার কি পালাতে পেরেছে? বাবা কোথায়? অত্যাচারী বড়োলোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে গরীবদের যে সৈন্যরা, তারা কি পেঁছে গেছে?"

সামনে একজন লোককে দেখে চেঁচিয়ে ডাকলো হাই । "এই যে পুরোণো পড়শি, শুনুন ! আমার বাবা কোথায় জানেন ?"
লোকটা হাসলো । "পুরোণো পড়শি ? হ্যাঁ, তা ঠিক । যাই হোক, তোমার নামটা কী বলো তো ?"
ভোরের আবছা আলোয় তাকে ভালো কোরে নজর করলো হাই ! লোকটা একজন সৈন্য । কিন্তু এরকম সৈন্য সে দেখেই নি আগে । সাধারণ ধারণায় বেশেই দৌড় মারলো সে । তারপর হঠাৎ আবার থেমে গিয়ে পেছনে তাকালো । লোকটার জামার কলারে লাল ব্যাজ । অনেকটা ছোট্টো নিশানের মতো । তার টুপিতে একটা রক্ত-লাল তারা । তার কোমরে লাল রঙের বেল্ট । "লাল নিশান, লাল ব্যাজ, ফুটকি ফুটকি লাল রঙের ঘোড়া…!" বাবার কাছে শোনা বর্ণনা চোখের সামনে ভেসে উঠলো । "এ লোকটা কি কমিউনিষ্ট ?"
কয়েক পা ফিরে এলো সে ।
কয়েক পা ফিরে এলো সে ।
লোকটা তখন মিটি মিটি হাসতে শুরু করেছ ।
সাহস সঞ্চয় কোরে রুদ্ধশ্বাসে হাই প্রশ্ন করলো, "আপনি কি লাল ফৌজের লোক ? কমিউনিষ্ট ?"
"হ্যাঁ ।" এগিয়ে এসে হাইয়ের হাত ধরলো লোকটা । "আমার নাম চৌ হুশান । কমিউনিষ্ট পার্টি ও চেয়ারম্যান মাও এর নির্দেশে এখানে এসেছি ।"
"আপনারা কি যাদু জানেন ? না হোলে কী কোরে বুঝলেন, আমরা এখানে বিপদে পড়েছি ?"
"যাদু-টাদু কিছুই জানি না আমরা । চেয়ারম্যান মাও বুঝতে পেরেছিলেন কুয়েইইয়াং পাহাড়ের গরীব বন্ধুরা বিপদে পড়েছেন । তাই তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি এ অঞ্চলকে মুক্ত করতে ।"
তাহোলে একজন সত্যিকারের কমিউনিষ্টের সঙ্গে দেখা হোলো তার ! এতো কথা বলার আছে হাইয়ের যে, সে বুঝেই উঠতে পারছিলো না, কী দিয়ে শুরু করবে । তার জানতে ইচ্ছে করছিলো, কে আগুন নেভালো ? কে নিয়ে এলো তাকে আগুনের মধ্যে থেকে ? কিন্তু চৌ'র দিকে তাকিয়ে তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলো সে । দু'হাত বাড়িয়ে চৌ'র বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে, মুখ ঘষতে লাগলো তার বুকে । গলার কাছে কী একটা যেন দলা পাকিয়ে গেছে, কথা বলতে পারছে না সে । তার গাল বেয়ে অবিরাম ধারায় গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল । চৌ তার দুই বলিষ্ঠ হাতে হাইকে চেপে ধরলো বুকে । সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলো, ছেঁড়াজামা-পরা হাই ঠক্‌ঠক্‌ কোরে কাঁপছে । তাড়াতাড়ি নিজের তুলো-দেওয়া সামরিক জ্যাকেটটা খুলে ফেললো সে, হাইয়ের

গায়ে জড়িয়ে দিলো সেটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীর গরম হোয়ে গেলো হাইয়ের।

হাইকে তুলে সদর দরজার একটা রক্তচক্ষু পাথরের সিংহের ওপর বসালো সে। জিজ্ঞেস করলো, "তোমার নাম কী বলো তো ভাই?"

পাথরের সিংহটার ওপর সোজা হোয়ে বসে ছিলো হাই। তার মেয়েলি নাম ওয়াং যু-জুং প্রায় বলেই ফেলেছিলো সে। কিন্তু কোনোরকমে সামলালো সেটা। সে তো এখন একজন কমিউনিস্টের সাথে কথা বলছে। ভাবতেই অনেক জোর পেলো সে। আবেগে কেঁপে উঠলো তার ঠোঁট। এই প্রথম সবার সামনে সে ঘোষণা করলো তার নাম। "ওয়াং হাই!"

জমিদারের প্রাসাদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি বেজে উঠলো, "ওয়াং হাই!"

মাথা সোজা করলো হাই। রক্তলাল সূর্য উঠছে পূব আকাশে। তার প্রথম রশ্মি এসে পড়লো তার দৃপ্ত মুখে।

নীচের দিকে তাকালো সে। সে বসে আছে পাথরের একটা সিংহের ওপর। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো সে। সিংহের হাঁ-করা মুখের মধ্যে বলটাকে হাত দিতে অনুভব করলো। বিচিত্র উল্লাসে সিংহটার মাথায় ঘুষি বসাতে লাগলো সে। জোরে জোরে। "সত্যিই সিংহটার ওপর বসে আছি তো আমি?" লাফিয়ে নীচে নামলো হাই। আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে সিংহটা। মুখ হাঁ-কোরে। রক্তচোখে। আবার লাফিয়ে সিংহের ওপর উঠলো সে। হ্যাঁ, সত্যিসত্যিই!

মাত্র ন'বছর বয়স হাইয়ের। সে বুঝতেই পারছিলো না, দুনিয়া-কাঁপানো কী এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হোচ্ছে।

নীচের প্রাঙ্গণে রাস্তায় তখন হাজার লোকের ভীড়। তাদের মধ্যে বাবাকে ও দাদাকে দেখতে পেলো হাই। সিংহের পিঠে চড়ে সূর্যের দিকে হাত দেখালো সে। চেঁচিয়ে বললো, "বাবা! দাদা! দ্যাখো, আকাশে মেঘ নেই!"

শীতের সূর্যের প্রখর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। ছড়িয়ে পড়লো পাহাড়ে পর্বতে দাঁড়কাকের বাসায়। ছড়িয়ে পড়লো ওয়াং হাইয়ের ওপর। বরফ গলতে শুরু করেছে। গাছ থেকে, ছাত থেকে ঝরে পড়ছে বরফ-গলা জল। মাঠে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে স্বচ্ছ সফেন জল।

ওয়াং হাইদের কুড়েঘরের সামনেকার পাইন গাছটা বরফের ভারমুক্ত হোয়ে সোজা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। রোদে ঝকঝক করছে গাছটার কচি সবুজ পাতা। আকাশের বুকে খাড়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূর্যালোকে

বহু-নির্যাতিত কৃষকেরা গণমুক্তিফৌজের সহযোগিতায় একটি জনসভার আয়োজন কোরে জমিদার লিউর সমস্ত অপরাধ ফাঁস কোরে দিলো। তার বিরাট জমিদারীকে ভাগ কোরে এখন কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে। এদিকে অন্য বহু দায়িত্ব রয়েছে গণমুক্তিফৌজের। তাই তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার জন্য তৈরী হোলো। এ খবর যখন হাই জানতে পারলো, ততোক্ষণে তারা তাদের ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। দৌড়ে এসে একটা জামা নিয়েই আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো হাই। বাড়ীর বাইরে ছুটে বেরোতেই তার ধাক্কা লাগলো চৌয়ের সাথে। তার হাত চেপে ধরে হাই বললো, "আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবো আমি।"

"কিন্তু তার আগে বলো, তুমি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে চাও কেন?"

"বা রে! সৈন্য হওয়া তো ভালো। আমি যেতে চাই তোমাদের সঙ্গে, যুদ্ধ করতে চাই। তুমিই তো সেদিন বলেছিলে, আমাদের হাতে বন্দুক থাকলে এ দুনিয়ার কোন প্রতিক্রিয়াশীলরাই আর বদমাসি করতে পারবে না!"

"কিন্তু তুমি তো খুব ছোটো এখনো। আর কয়েক বছর অপেক্ষা করো। ততোদিনে বন্দুক নিয়ে চলতে পারবে তুমি। আমি তখন এসে তোমায় নিয়ে যাবো। কথা দিচ্ছি।" কথাগুলো খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই বললো চৌ। হাইকে খুবই ভালো লেগে গেছে তার। হাইকে ছেড়ে যেতে একটু খারাপই লাগছে।

"সত্যি বলছো তো?"

"নিশ্চয়ই!" হাইকে কোলে তুলে নিলো চৌ।

বেল্টটা খুলে পরিয়ে দিলো হাইয়ের কোমরে। তার হাতে দিলো লাল সিল্কে জড়ানো একটা কাঠের পিস্তল। সবশেষে, পকেট থেকে বের করলো একটা রঙীন পেন্সিল। "তুমি সব সময়ে একটা পেন্সিলের কথা বলতে। তাই এটা তোমার।"

হাই উপহার নিয়ে চৌয়ের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো।
"চলি তাহোলে। যাবার সময় হোয়ে গেছে।" নিজের সামরিক ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিলো সে। "তোমাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি বড়ো হোয়ে উঠতে হবে।"
চলে গেলো চৌ। তার বিলীয়মান মূর্তির দিকে অপলক চেয়ে রইলো হাই। চোখ ছলছল্ করতে লাগলো তার। "দরজার সামনে পাইন গাছটা কতো লম্বা হোয়ে গেছে! কবে বড়ো হবো আমি?"
অনেক দূরে পাহাড়ের ওপর উঠে আবার পেছনের দিকে তাকাল চৌ। গভীর আবেগভরা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, "হাই, তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে ওঠো।" পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি জেগে উঠলো। মনে হোলো, যেন সব গাছ, সব ঘর, সব পাহাড় আর সমগ্র দাঁড়কাকের বাসা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—"হাই, তাড়াতাড়ি বড়ো হোয়ে ওঠো!"
বড়ো হোতে হবে। তাড়াতাড়ি বড়ো হোতে হবে। প্রতি বছর ক্রমেই লম্বা, আরো বেশি লম্বা হোয়ে উঠেছে দরজার সামনের পাইন গাছটা। এর মধ্যেই বাড়ীর ছাত ছাড়িয়ে গেছে গাছটার মাথা। কিন্তু হাইয়ের বয়স এখন মাত্র ষোলো বছর।
সব সময়ে সে শুধু গণমুক্তি ফৌজে যোগ দেবার কথাই চিন্তা করে। কিন্তু কোনো বছরই তার আর সুযোগ মেলে না। মার্কিণ আক্রমণের বিরুদ্ধে কোরিয়াকে সাহায্য করার যুদ্ধ শুরু হবার দ্বিতীয় বছরে আবার দুন্দুভি বেজে উঠেছিলো তাদের গ্রামে। বিরাট আবেগপূর্ণ বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হোয়েছিলো স্বেচ্ছাসেবকদের। কয়েক বছর বাদেই আবার বেজেছিলো দুন্দুভি। এবার মার্কিণ সৈন্যদের বন্দী করেছে ও যুদ্ধাস্ত্র দখল করেছে যেসব বীর, তাদের স্বাগত জানাবার জন্য। কিন্তু ওয়াং হাই রয়ে গেছে দাঁড়কাকের বাসাতেই। এখনো সময় হয় নি তার।
যুদ্ধ-প্রত্যাগতদের কাছে যুদ্ধের গল্প শুনতে শুনতে মনে মনে বহু সময়েই সে পৌঁছে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। যেখানে প্রচণ্ড নির্ঘোষে গর্জাচ্ছে কামান আর বন্দুক। সে শুধু অপেক্ষাই কোরে চলে। প্রতি বছরই সে ভাবে, এবার নিশ্চয় যুদ্ধে যাবার অনুমতি পাবে সে। কিন্তু তাদের কৃষি ব্রিগেডের নেতা মাথা নাড়েন, "উঁহু, এখনো বয়স কম তোমার। এ বয়সে সেনাবাহিনীতে নেবেই না তোমাকে। তাছাড়া তুমি তো জানো, এখানে কৃষিকাজ করার লোকের অভাব আমাদের।"
"হুঁ!" হাই মনে মনে ভাবে। "কৃষিকাজের জন্য লোক দরকার হোলেই, আমি সবার কাছে বড়ো। কিন্তু যুদ্ধে যাবার কথা উঠলেই, আমি কচি খোকা! ছোট্টো তুং আমার বয়সেই প্লেটুন লিডার চৌয়ের অধীনে কাজ করতে পারে, আর

আমার বেলাতেই যতো দোষ! আসলে আমাকে যেতে দেবারই ইচ্ছে নেই ওদের।"
দাঁড়কাকের বাসার দক্ষিণ-পশ্চিমের পাহাড়টার নাম 'চার অঞ্চলের পাহাড়"। লোকে বলে, ওই পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালে চারটি অঞ্চল আর আটটি কাউন্টি দেখা যায়। হাতে কাজ না থাকলে, হাই অনেক সময় সেই পাহাড়ের চূড়োয় উঠতো। আবছা কুয়াশা ভেদ কোরে চারদিকের সারি সারি পাহাড়, অস্পষ্ট শহর ও গ্রামগুলোর দিকে তাকাতো সে। মনে মনে বলতো, "কবে যে আমি সৈন্য হবো, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়বো দেশের জন্য!" দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকালেই, তার মন যেন ডানা মেলে উড়তে শুরু করতো, পার হোয়ে যেতো চারটি অঞ্চল আর আটটি কাউন্টি, পৌঁছে যেতো যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে অনবরত দুম্ দুম্ কোরে গর্জে উঠছে কামানগুলো। কিছুদিন আগে লিয়েৎশুতে কৃষি উৎপাদকদের একটি উন্নত সমবায় স্থাপিত হয়েছে। শাটাংও পিছিয়ে থাকে নি। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ কোরে দাঁড়কাকের বাসা এবং আশেপাশের গ্রামগুলোও চাইছিলো এগোতে। তাদের সাহায্য করার জন্য একটি ওয়ার্ক-টিম পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো কাউন্টি শহর। বংশের পর বংশ ধরে গরীব লোকেদের বাস দাঁড়কাকের বাসায়। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে সমবায় সমিতিতে যোগ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক পথে যাবার এই বাস্তব সম্ভাবনার কথা শুনে এমন কোনো গরীব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত কৃষক ছিলো না, যে খুশি হয় নি।
স্বভাবতঃই হাইও এ খবর খুব খুশি হোয়ে উঠেছিলো। তাছাড়া, এ ব্যাপারে তার একটা নিজস্ব ফন্দিও ছিলো। "ওয়ার্ক টিমের কমরেডরা এলে, তাদের আমি অনুরোধ করবো, আমার সেনাবাহিনীতে যাবার ব্যবস্থা কোরে দেবার জন্য। এবার হয়তো সুযোগ পেয়েই যাবো আমি।"
যেদিন ওয়ার্ক-টিমের কমরেডদের আসার কথা, সেদিন অনুমতি নিয়ে হাই এগিয়ে গেলো পথেই তাদের স্বাগত জানবার উদ্দেশ্যে। "কেমন লোক হবে তারা?" সে মনে মনে ভাবছিলো। "খোলাখুলি কথাবার্তা বলা যাবে তো? হয়তো তারা নিজে থেকেই বলবে আমাকে—এখানে ঘোরাঘুরি করছো কেন? সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেও তো পারো?" অনেক ভেবে সে নিশ্চিত হোলো, এদের কাছ থেকে সমর্থন পাবার সম্ভাবনা বেশ ভালোই আছে তার।
একজন লোক ছাতা মাথায় আসছিলো সেই পথেই। পিঠে তার ছোটো একটা ব্যাগ। হাই বুঝলো, লোকটি ওয়ার্ক টিম থেকে আসছে। সে দৌড়ে গেলো তার কাছে। কয়েক পা যেতেই সে থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ। প্রচন্ড বিস্ময়ে সে হতবাক হোয়ে গেলো।
"প্লেটুন লিডার চো!"
"ওয়াং হাই, তুমি!"

চৌ চলে যাবার পর বার বার হাই ভেবেছে তার কথা। বহুদিন ধরে সে আশা করেছে, চৌ ফিরে এসে তার সৈন্য হবার ব্যবস্থা কোরে দেবে। আজকে হঠাৎ তার সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে সে তার এতোদিনের জমানো কথা সব ভুলে গেলো। অনেকক্ষণ পরে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সে জিজ্ঞেস করলো, "প্লেটুন লিডার, কোথায় চলেছো তুমি এখন ?"
"ফিনিক্স গ্রামে।"
"ফিনিক্স গ্রাম ! সেটা আবার কোথায় ?"
"আগে যার নাম ছিলো দাঁড়কাকের বাসা। এখানকার কমরেডরা গ্রামের নাম পাল্টাবার যে প্রস্তাব করেছিলেন, কাউণ্টি পার্টি-কমিটি সেটা অনুমোদন করেছে।"
"চমৎকার !" খুশিতে হাই বলে উঠলো। তারপর অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাকালো চৌয়ের দিকে, কৃতজ্ঞ স্বরে বললো, "তুমি, তুমি তো আমাকে নিতে এসেছো ?"
চৌ অবাক হোয়ে তাকালো। এক মুহূর্ত কী ভেবে বললো, "ও !" তারপর হাইয়ের পিঠ চাপড়ে বললো, "বাঃ, এখনো তুমি যোদ্ধা হোতে চাও ! খুব ভালো। খুব ভালো যে কথাটা তুমি ভোলো নি। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য অনেক কাজ করার আছে। দেখছো না, আমি সৈন্য হোয়েও অন্য ব্যাপারে কর্তব্য পালন করতে এসেছি ? কারণ, আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছে। তোমাদের উন্নত সমবায় গড়ার কাজে সাহায্য করবার জন্য কাউণ্টি পার্টি-কমিটি আমাদের পাঠিয়েছে।"
"তোমাকে পাঠিয়েছে !"
"কী, বিশ্বাস হোচ্ছে না ? কিছুদিনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় আর কী ! হুনানকে মুক্ত করার পর সেখানেই ছিলাম আমরা। পশ্চিমের শত্রুদের শেষ করতে খুব কম সময়ই লেগেছিলো। তার পরই কাউণ্টি সরকারকে সাহায্য করার জন্য এখানে পাঠানো হোয়েছে আমাকে।"
সতর্কভাবে তার দিকে তাকালো হাই। ঠিকই বলেছে চৌ। বহুবার ধোয়ার ফলে রং-ওঠা একটা পুরোনো সামরিক জামা তার গায়ে, হাঁটু পর্যন্ত গোটানো নীল প্যাণ্ট, মাথার বিবর্ণ টুপিতে লাল তারাটা নেই। পায়ের ঘাসের চটিটাই শুধু আগের মতো রয়ে গেছে।
পরম আবেগে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে হাই বললো, "প্লেটুন লিডার, তোমার জন্য কতোদিন ধরে অপেক্ষা করছি আমি। বলো, সৈন্যবাহিনীতে যাতে আমি যোগ দিতে পারি, তার ব্যবস্থা কোরে দেবে ! বলো, দেবে ! তুমি সেবার কথা দিয়েছিলে !"
চোখ পিট্‌পিট্‌ কোরে চৌ বললো, "সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। সময় আসুক, নিজেই দেখতে পাবে।"

তৃতীয় অধ্যায়

যুদ্ধের ডাক

পিকিং-ক্যান্টন রেলপথ ধরে দক্ষিণের দিকে এগোচ্ছে একটা ট্রেন। ট্রেন ভর্তি সেই সব তরুণেরা, যারা সদ্য সদ্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। ট্রেন ভরে আছে হাসিতে আর গানে।

একটি তরুণ যোদ্ধা জানলার পাশে বসে আছে। অন্যদের আনন্দোচ্ছ্বাসে সে যোগ দেয় নি। সে হাতে ধরে আছে একটা বই। বইয়ের নাম "তুং সুন-জুই'র কাহিনী"*। সে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো বাইরের গ্রামগুলির দিকে। দ্রুত পেছনে পালিয়ে যাচ্ছিলো গাছপালা আর টেলিফোনের পোস্টগুলো, চোখের নিমেষে অদৃশ্য হোয়ে যাচ্ছিলো সব মাঠ আর গ্রাম। মনে হোচ্ছিলো, দূরের পাহাড়গুলোও যেন ট্রেনের সাথেই ছুটছে, ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে চলেছে।

প্রায় একটা গোটা দিন ধরে ট্রেনে চলেছে তারা। পেরিয়ে এসেছে কতো পাহাড় আর নদী। সামনে রয়ে গেছে আরো বহু। বিরাট প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগলো তরুণ যোদ্ধাটির। ফিস্ ফিস্ কোরে বললো, "সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি!" এক মুহূর্ত কী ভাবলো সে। চোখের ভুরু গেলো কুঁচকে। তারপর একটা নোটবই নিয়ে সে লিখতে লাগলো ঃ

> সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি!
> আজ আমি পরেছি যোদ্ধার বেশ,
> হাতে তুলে নিয়েছি রাইফেল।
> শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমার জন্যই লড়ে যাবো আমি।
> মাতৃভূমি! যুদ্ধের আগুনে পাকাপোক্ত হবো আমি। আমি……

* তুন-সুন-জুই (১৯২৯-১৯৪৯) ছিলেন গণমুক্তি ফৌজের একজন যোদ্ধা। ১৯৪৮ সালের ২৬শে মে চীনের মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা সেতুর ওপর অবস্থিত শত্রুদের দুর্গ ধ্বংস করার দায়িত্ব পড়েছিলো তার ওপর। সেতুর তলায় আত্মগোপন কোরে ডিনামাইট বিস্ফোরণ করার উপযুক্ত কোনো জায়গা না পেয়ে সেতুর গায়ে ডিনামাইট ধরে রেখে বিস্ফোরণ ঘটান তিনি। এবং এভাবে নিজের দায়িত্ব পালন কোরে বীরের মৃত্যু বরণ করেন।

মনের সব কথা লিখে প্রকাশ করতে পারছে না সে। খুব বেশি পড়াশুনার সুযোগই পায়নি সে। মাত্র বছর দেড়েক পড়েছে নৈশ বিদ্যালয়ে। তার ইচ্ছে করছে, অনেক বেশি লেখে যুদ্ধ সম্পর্কে, শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই সম্পর্কে, বীর হোয়ে ওঠা সম্পর্কে। জানালায় মাথা রেখে ভাবতে লাগলো সে।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনিয়ে এলো চারদিকে। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। দূরের পাহাড়গুলোকে দেখাচ্ছে ছায়ার মতো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানলার দিক থেকে মুখ ফেরালো সে। ও খেয়াল করলো যে কমরেডটি দুপুরে সব তরুণ যোদ্ধাদের এতো সাহায্য করছিলো, সবাইকে খাবার এনে দিচ্ছিলো, খাবার কাঠি ও জলের মগ এনে দিচ্ছিলো, সে-ই আবার এখন সবাইকে সাহায্য কোরে বেড়াচ্ছে হাসিমুখে। এক পাত্র গরম জল হাতে সে এসে দাঁড়ালো হাইয়ের সামনে। জিজ্ঞেস করলো, "কী ওয়াং হাই, জল খাবে নাকি ?"

"আপনি আমার নাম জানলেন কী কোরে ?"
"সোজা খুবই সোজা। আমি সব জানতে পারি।"
তার পুরোণো ব্যবহৃত সামরিক পোষাকের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো হাই। বললো, "আমিও সব জানতে পারি।" আপনি আমাদের "স্কোয়াড লিডার।" এক মগ জল তুলে হাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে হেসে বললো, "আমি চেন য়ুলিন। চার নম্বর স্কোয়াড।"

তার হাত থেকে জল নেবার বদলে, তার হাত ধরে টেনে পাশের সীটে বসিয়ে দিলো হাই। জিজ্ঞেস করলো, "স্কোয়াড লিডার, আমরা কোথায় যাচ্ছি ?"
"দক্ষিণে।"
"তা জানি। দক্ষিণের কোন্ জায়গায় ?"
"উঁহু !" চেন মাথা নাড়লো। "সেটা তোমার জানবার কথা নয়। সেখানে পৌঁছুলেই জানতে পারবে।"
"কেন, জানবার কথা নয় কেন ?"
"সামরিক গোপনীয়তার প্রয়োজন।"

"ও !" অনেকক্ষণ অবাক হোয়ে রইলো হাই। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো তার চোখ দুটো। সোজাসুজি উত্তর দেয় নি স্কোয়াড লিডার, কিন্তু "সামরিক গোপনীয়তা" কথা দুটিতে সমস্ত কিছু বোঝা হোয়ে গেলো তার। খুবই উত্তেজিত হোয়ে উঠলো সে। দাঁড়কাকের বাসার সেই পুরোণো জীবন আর নয়, যেখানে কাঠ কাটতে গেলে সবাইকে বলে-কয়েই যাওয়া যেতো। "সামরিক গোপনীয়তা" মানেই যুদ্ধের ব্যাপার ! তার হৃদস্পন্দনের গতি গেলো বেড়ে, বেড়ে গেলো রক্ত-সঞ্চালন। "স্কোয়াড লিডার !" নীচু

গলায় ডাকলো হাই, যেন গোপন কিছু প্রকাশ হোয়ে যাবে এখুনি। "স্কোয়াড লিডার, আমরা কি সমুদ্রের দিকে যাচ্ছি ?"

"হ্যাঁ, কেন ?"

"ও! তাহোলে আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই", খুশিভরা কন্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো হাই। অবাক হোয়ে চেন প্রশ্ন করলো, "দুশ্চিন্তা! দুশ্চিন্তার কী ছিলো আবার ?"

জবাব দিলো না হাই। তার মনে পড়লো, বাড়ী ছেড়ে আসার ক'দিন আগে সম্পাদক চৌয়ের অফিসের ম্যাপে সে কুয়েময় আর মাৎসু খুঁজে বের কোরে-ছিলো। তাদের উন্নত সমবায় এখন রুপান্তরিত হোয়েছে গণ-কমিউনে, আর তার সম্পাদক নির্বাচিত হোয়েছে চৌ হু-শান। অনেক চেষ্টা কোরেও হাই তার উদ্দিষ্ট দ্বীপটি খুঁজে পায়নি ম্যাপে। সে তখন কল্পনাও করতে পারে নি যে, শিগ গিরি সেদিকেই যাত্রা শুরু করবে সে। এখন সে নিশ্চিত হোলো, সমুদ্রতীরে পেঁাছেই দ্বীপটি দেখতে পাওয়া যাবে। কেমন দেখতে সমুদ্র ? চিয়াং কাইশেকের সামনাসামনি যাবার জন্য অধীর হোয়ে পড়েছিলো সে। "শয়তানটাকে শেষ কোরে দেবো আমরা।" এর মধ্যেই তার কানে বাজতে শুরু করেছে কামানের গর্জন। বজ্রমুষ্টিতে সে যেন চেপে ধরেছে চিয়াং কাই-শেকের গলা। জোরে জোরে হেসে উঠলো সে।

"হাসির কী হোলো হঠাৎ ?" চেন অবাক হোয়ে প্রশ্ন করলো।

তবুও উত্তর দিলো না হাই। আগের দিনের ঘটনার জন্যই হাসছিলো সে। ট্রেনে একজন বয়স্ক যোদ্ধাকে সে জিজ্ঞেস করেছিলো, "কমরেড, আমরা কি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছি ?" যোদ্ধাটি উত্তর দিয়েছিলো, "আবোল-তাবোল ভেবে মাথা খারাপ কোরো না।" চলে যেতে যেতে আবার ফিরে এসেছিলো যোদ্ধাটি, হাইকে সমালোচনা করেছিলো অপ্রয়োজনীয় কৌতূহলের জন্য।

"ঠিকই করেছিলো সে," হাই ভাবলে। "সে ভয় করেছিলো, আমি হয়তো 'সামরিক গোপনীয়' কথাবার্তা ফাঁস কোরে ফেলবো। দোষ দেবার কিছুই নেই ওকে। নেতারা তো বলেইছেন, সব সময় কী বলছো, খেয়াল রাখবে। কোথায় যাচ্ছি'জানা থাকলেও, তা নিয়ে গল্প কোরে বেড়ানো ঠিক না। যাই হোক না কেন, 'একটি সামরিক গোপন' খবর…।"

আলোচনার বিষয় পাল্টালো সে। "আচ্ছা স্কোয়াড লিডার, আপনি অনেক যুদ্ধ করেছেন, না ?"

"না "

"না ?" চোখ পিটপিট করলো হাই। "খুবই বিনয়ী লোকটা। ওর স্কোয়াডে থাকতে পারলে ভালোই হবে। শেখা যাবে অনেক কিছু।"

"অবশ্য আমাদের কোম্পানীর কম্যান্ডার অনেক যুদ্ধ করেছেন। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যাইউয়ান অভিযানে দারুণ এক বেয়নেট চার্জ করেছিলেন তিনি। সবাই জানে সে কথা। একের পর এক পাঁচজন শত্রুসৈন্যকে তিনি শেষ করেছিলেন। আরও করতে পারতেন, কিন্তু বেয়নেটটাই গেলো বেঁকে। মোটেই তাতে ঘাবড়ে যান নি তিনি। তারপর তিনি ছুটেছিলেন কামানের সারির দিকে। হাতে ছিলো শুধু একটা ব্যাঙ্গালোর টর্পেডো। প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ কোরে খালি হাতে একটা আগুনের মতো গরম মেশিনগান দখল করেছিলেন তিনি।"

"সত্যি?"

"এখানেই শেষ না। মার্কিণ আক্রমণের বিরুদ্ধে কোরিয়াকে সাহায্য করার যুদ্ধে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ধ্বনিত হোয়েছে তার বীরত্বের কাহিনী। বহু পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। চীনা বা বিদেশী কোনো প্রতিক্রিয়াশীলই তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারতো না। একবার ইর্মাজন পাহাড়ের কাছে এক মার্কিণ সৈনিককে বন্দী কোরে নিয়ে আসছিলেন তিনি। বন্দীটি হঠাৎ দৌড়ে পালাতে শুরু করে। কোম্পানি কম্যান্ডার গুলি করলেন না তাকে, এমন কি পিছু পিছুও ছুটলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এমন এক বিরাট হুঙ্কার ছাড়লেন যে, বন্দীটি ঘাবড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, ভয়ে কাঁপতে লাগলো থর থর কোরে। ওকে তাঁবুতে নিয়ে আসার পরই ও জ্ঞান হারালো। নড়াচড়ার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। ডাক্তার পরীক্ষা কোরেও কোনো ক্ষতস্থান খুঁজে পেলো না। অন্যান্য বন্দীরা বললো, ও ভয়ের চোটে নির্জীব হোয়ে পড়েছে। আমরা যাকে বলি 'ভয়ে জমে যাওয়া,' তাই হোয়েছিলো ওর।

চেনের চমৎকার বর্ণনায় সমস্ত তরুণ যোদ্ধা হাসিতে ফেটে পড়লো।

শুনতে শুনতে অভিভূত হোয়ে পড়লো হাই। "এরকম সাহসী কোম্পানি কম্যান্ডারের ইউনিটে কোনো দুর্বল সৈন্য থাকাই উচিত নয়।" মনে মনে ভাবলো সে, "ওর কাছে শিক্ষা নিয়ে অনেক শত্রুকে শেষ করতেই হবে আমাকে, অনেক পুরস্কার পেতে হবে। এমন সাহসী কোম্পানীতে আমি সুযোগ পেয়েছি—দারুণ ভালো ব্যাপার এটা।"

রাত ঘনিয়ে এলো। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। ক্রমশঃই গতি বাড়াচ্ছে ট্রেনটা। কেন আরও জোরে যাচ্ছে না ট্রেন? অনেক আগে ফ্রন্টে পেঁছুনো যেতো তাহোলে! এসব কথা ভাবতে ভাবতে আবার পকেট থেকে 'তুং সুন-জুই'র কাহিনী" বইটা বের করলো হাই। মলাটে বীর যোদ্ধার ছবি দেখে গভীর আবেগে সে ভাবলো, নয়াচীনের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েও ডিনামাইট ফাটিয়ে-

ছিলে তুমি। আমিও শত্রুদেরকে কামানের গোলায় বিধ্বস্ত কোরে দেবো সমাজতান্ত্রিক চীনের জন্য।"

দুলতে দুলতে চলছে ট্রেন। সমাজতান্ত্রিক চীনের জন্য সাহসিকতার সঙ্গে লড়বার কথা ভেবে চলেছে হাই। ট্রেনের দোলায় চোখ বুজে এলো ধীরে ধীরে। স্বপ্নের মধ্যেই চলে গেলো যুদ্ধক্ষেত্রে। বারবার ভুরু কুঁচকে আসছে। ঘুমের মধ্যেই হাসছে হাই। প্রচণ্ড এক যুদ্ধে লিপ্ত সে এখন। তীক্ষ্ন চীৎকারে আকাশ ফাটালো ট্রেনটা। স্বপ্নের মাঝে হাইয়ের মনে হোলো, সেটা যেন আক্রমণ করার সংকেত-জ্ঞাপক তূর্যধ্বনি।

চীনের দক্ষিণাঞ্চলের একটা ছোট্ট স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়ালো। সবেমাত্র ফর্সা হোয়ে উঠেছে পূব আকাশ। ঘুমন্ত হাইকে ঝাঁকিয়ে জাগালো চেন। বললো, "উঠে পড়ো। এখানেই নামবো আমরা।"

"এসে গেছি।" দুচোখ রগড়ালো হাই। কাঁধে ব্যাগটা চটপট ঝুলিয়ে নিয়ে লাফিয়ে নামলো ট্রেন থেকে। বাঁশি বেজে উঠলো, তরুণ যোদ্ধাদের সারি বেঁধে দাঁড়াবার সঙ্কেত জানিয়ে। কিন্তু হাই যেন শুনতেই পেল না। এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে কাছের পাহাড়ের ওপর গিয়ে উঠলো সে। সমুদ্র দেখবে সে, যে সমুদ্র পার হোয়ে তারা লড়বে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে। সে দেখবে তাদের সৈন্যদের আস্তানা। সামনে যতদূর চোখ যায়, শুধু পাহাড়। নীচে ট্রেনটার ইঞ্জিন ফোঁস ফোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছে।

কিন্তু সমুদ্র কই? কোথায় সব কামানের গর্জন?

হতভম্ব হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে পাহাড়ের চূড়ায়। পাহাড়ে পাহাড়েই এতো দিন কাটিয়েছে সে। এখন সে সৈন্য হোয়েছে। কিন্তু এ মুহূর্তে মনে হোচ্ছে যেন সেই দাঁড়কাকের বাসাতেই রয়ে গেছে সে এখনো। সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে তার। কিছুই ঢুকছে না মাথায়।

পরের দিন প্রাতরাশের পর একটি ছাউনির সামনে লাইন বেঁধে দাঁড়ালো যোদ্ধারা। কোম্পানী হেড কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলো একজন বেশ শক্তসমর্থ লোক। ঘন কালো ভুরু। গালে বড় একটা আঁচিল। এই আমাদের কম্যাণ্ডার। নির্ঘাত এ-ই! হাই ভাবলো। লোকটার চেহারার মধ্যেই যেন বীরত্ব ঝরে পড়ছে। তাদের সামনে এসে থামলো লোকটা। মনে হোলো একটা মূর্তি খাড়া হোয়ে আছে মাটির ওপর।

"কমরেডগণ", লোকটা বললো। কথা বললে বলতে বাঁ হাতটা তুললো সে, ডান হাতটা রইলো কোমরের বেল্টে। "কোম্পানি কম্যাণ্ডার এখানে নেই। আমিও ফিরেছি আজই সকালে। হ্যাঁ, আমার পরিচয় দিই। আমার নাম শেং উ-চুন।"

একজন সৈন্য হেসে উঠলো। লোকটি যেভাবে 'উ-চুন' বললো, শোনালো যেন 'উ-চিন'। 'উ-চিন' মানে পাঁচ ক্যাটি।

"হাসবার কিছু নেই, কমরেড", লোকটি আবার বললো। "ছোটবেলায় আমার নাম ছিলো 'উ-চিন'। আমার মা-বাবা লেখাপড়া জানতেন না। কী নাম দেবেন, ভেবেই পান নি হয়তো তারা। হয়তো তারা কোনো নামই দেননি আমার। আমার চার বছর বয়সেই তারা মারা যান। তাদের ধারের বদলে আমাকেই দখল কোরে নিলো জমিদার। একজন দয়ালু প্রতিবেশী পাঁচ ক্যাটি ধান দিয়ে আমাকে আবার কিনে নেয় তার কাছ থেকে। সেইজন্যই আমার নাম ছিলো 'উ-চিন'। তারপরে আমার পালক বাবা-মা মারা গেলে, পালিয়ে যাই আমি। লাল ফৌজে গিয়ে যোগ দিই। সেখানকার কমরেডরা বলতেন, 'উ-চিন' নামটাই খুব হাস্যকর, এটা পাল্টানো উচিত। কিন্তু আমাদের কম্যাণ্ডার বললেন, ওই নামই থাক, আমার অতীতকে তাহোলে কোনোদিন ভুলবো না আমি। শেষে আমাদের সাংস্কৃতিক দপ্তরের কমরেড আমার নাম পাল্টে রাখলেন 'উ-চুন'। তার মানে হোচ্ছে যোদ্ধা। কমরেডটি নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন, আমি সারা জীবন বিপ্লবের জন্য লড়াই করি?" সৈন্যদের দিকে আঙুল দেখিয়ে উ-চুন আবার বললো, "আমার ধারণা, তোমাদের মধ্যেও অনেকেরই হয়তো বিপ্লবের আগে কোনো নামই ছিলো না, কিংবা থাকলেও পুরো নাম ছিলো না। কাজেই, এ ব্যাপারে আমি আর একা নই?"

হাইর মনে পড়লো, কীভাবে ছোটবেলায় একটা মেয়েলি নাম নিয়ে থাকতে হোতো তাকে। ঠোঁট কামড়ালো সে। লোকটা তার অতীতের অনেক কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। একটা অন্তরঙ্গতার অনুভূতি বোধ করলো সে। "আজকের মতো এখানেই যথেষ্ট। একসঙ্গেই কাজ করবো আমরা। অনেক ভালো কোরে তখন চেনাশোনা হবে আমাদের।"

এরপর শেং সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বললো। বিশেষভাবে সে জোর দিলো, যাতে গাছ কাটার সময় নোতুন যোদ্ধারা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে। এসব কথা হাইয়ের কানে বিশেষ ঢুকছিলো না। সে ভাবছিলো, "লোকটা যদি কোম্পানি-কম্যাণ্ডারই না হয়, তবে কে এ লোকটা?" ঠিক এ সময় স্কোয়াড-লিডার চেন বিরাট এক বোঝা কাঁধে নিয়ে তাদের চার নম্বর স্কোয়াডের কাছাকাছি হয়ে পড়লো। হাই এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা স্কোয়াড লিডার, এই লোকটি কে?"

"কোম্পানি পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার।"

"ও!" হাই আবার শেং-এর দিকে ভালো কোরে তাকালো। না, পলিটিক্যাল

ইন্স্ট্রাক্টার লোকটা খারাপ না। লোকটা নিশ্চয়ই দারুণ যোদ্ধা! এরকম শক্ত সমর্থ চেহারা!

চেন তার চিন্তায় বাধা দিয়ে ডাকলো, "ওয়াং হাই।"

"বলুন।"

"এই নাও, এটা তোমার।"

"কী এটা?"

"তোমার অস্ত্র।" হাইর হাতে একটা কুড়ুল দিলো চেন।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না হাই। "এটা আবার কী ধরনের অস্ত্র?"

"আমাদের কনস্ট্রাকশন বাহিনীতে এটাই তো প্রধান অস্ত্র। এটা ছাড়া খুঁটির জন্য কাঠ কাঠবে কী কোরে?"

এতোক্ষণে হাই কিছুটা বুঝতে পারছে। এ জন্যই পলিটিক্যাল ইন্স্ট্রাক্টার গঠন কাজ সম্পর্কে এতোবার কোরে বলেছিলো। এ জন্যই সে গাছ কাটার সময় নোতুনদের সাবধান হোতে বলেছিলো।

"স্কোয়াড লিডার, গাছ কাটার জন্যই কি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছি আমরা? কামান দাগা শিখতে চাই আমি।"

"কামান দাগা?"

"হ্যাঁ, কামান। সকালে কামান দাগার আওয়াজ শুনেছি আমি।"

"ওঃ হো! কী বোকা তুমি! সেটা তো পাহাড় ওড়াবার জন্য ডিনামাইট ফাটানোর শব্দ!"

"পাহাড় ওড়াবার জন্য?" ভীষণ হতাশ হোলো হাই। কোনো আশা নেই আর! কুয়েময় কোথায়, সে প্রশ্নের উত্তর আর দরকার নেই। মাৎসু যাবারও প্রশ্ন ওঠে না কোনো। কোনো আশা নেই!

তাদের বাহিনী উঠে গেলো পাহাড়ে। সবার সামনে চেন। হাইকে ধৈর্য ধরে সে বোঝালো, কেন গাছ কাটা দরকার তাদের, কেন দরকার পাহাড়গুলো উড়িয়ে দেওয়া। এর পরে তাদের কী করতে হবে, সেটাও বললো।

সবই বুঝলো হাই। কিন্তু মুখ হোয়ে উঠলো অপ্রসন্ন। "চমৎকার!" সে ভাবলো। "এতো কোরে যদিও সৈন্য হওয়া গেলো, কিন্তু কিছুই আর করার নেই। সব শেষ! তুং সুং-জুই সৈন্য হবার দুদিন পরেই বীরত্ব দেখিয়েছিলেন যুদ্ধে। আর আমি! সৈন্য হবার দু'দিন পরে কাঠ কাটছি। ছোটোবেলা থেকেই তো এ কাজ করছি আমি। নোতুনত্বটা কোথায়?" চেনের কথাগুলি ঠিক মেনে নিতে পারছিলো না সে। হঠাৎ একটা নোতুন চিন্তা মাথায় এলো

তার। "এবার বুঝেছি! আমি নিশ্চয়ই সেনাবাহিনীর অন্য কোনো শাখায় চলে এসেছি ভুল কোরে!"

খুবই হতাশ হোয়ে পড়লো হাই। আচ্ছা, তুং সুন-জুই কি এ ধরণের কোনো সমস্যায় পড়েছিলেন কোনোদিন? কীভাবে তিনি এর সমাধান কোরেছিলেন? বইটা বের করার জন্য কাধে ঝোলানো ব্যাগে হাত দিলো হাই। নেই। আনতে ভুলে গেছে। তার বদলে আঙুলে উঠে এলো গত রাতে মা-বাবাকে লেখা চিঠিটা।

"আমি এখন যুদ্ধের ফ্রন্টে", সে চিঠিটা আবার পড়লো। "এখান থেকে দিন-রাত শোনা যাচ্ছে কামানের গর্জন। কোনো পুরস্কার পেলেই তোমাদের জানাবো।" এমন কি, 'নোতুন ধরণের যে অস্ত্র' দেওয়া হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ ছিলো চিঠিতে। রাগ কোরে চিঠিটা ছিঁড়ে দু টুকরো কোরলো সে। হাতের মধ্যে দলা পাকিয়ে কাগজের একটা বলে পরিণত করলো সেটাকে। তারপর মাথার ওপর দিয়ে পেছন দিকে ছুঁড়ে ফেললো।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা লোক হেঁটে যাচ্ছিলো তার পেছন দিয়ে। কাগজের বলটা পড়লো ঠিক তার মাথায়। লোকটা খানিকক্ষণ অবাক হোয়ে গাল চুলকালো। কী ভাবলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এই তো সেই ছেলেটা। সেদিন সে যখন দেশের সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ সম্পর্কে বোঝাচ্ছিলো, তখন এ-ই তো অন্য মনে কী ভাবছিলো! সেইজন্যই পরে স্কোয়াড লিডারের কাছ থেকে কুড়ুল নেবার সময় তর্ক শুরু কোরেছিলো এ। হুঁ!

একটা কথাও না বলে পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার কাগজের বলটা তুলে নিলো। তারপর হেসে পকেটের মধ্যে রাখলো সেটা।

*   *   *   *

অদ্ভুত এক সবুজের সমারোহ বনে বনে। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মাসটা যদিও এপ্রিল, তবু এর মধ্যেই গরম পড়ে গেছে চীনের দক্ষিণাঞ্চলে। প্রতিদিন সকালে কাঁধে কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে পড়তো হাই। ফিরতো প্রায় সন্ধ্যার সময়। কাজের বিচারে কোনোই খুঁত ছিলো না তার। খুঁত ছিলো না বললে বরং সবটা বলা হয় না। নোতুন যোদ্ধাদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণীই ছিলো সে। কিন্তু চিন্তার দিক থেকে, তার চিন্তা ছিলো একান্ত নিজস্ব। আর সেই চিন্তা বাইরে থেকে ধরাটাই ছিলো মুস্কিল।

কাজের বিরতির সময়, বা কাজ শেষ হবার পর, অবধারিতভাবেই সে খুলে বসতো "তুং সুন-জুই'র কাহিনী"। একা একা পাহাড়ের ওপর বসে পড়তো। অসংখ্যবার পড়েছে সে বইটা, কিন্তু তবুও যতো পড়তো, ততই গভীরভাবে

নাড়া খেতো সে। তুং স্যুন জুইর সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার কাহিনী পড়ে খুশিতে ভরে উঠতো তার মন। তুং-এর যুদ্ধ, মেসিনগান দখল, সেবামূলক কাজ, যুদ্ধের নেতৃত্ব—সব কিছু পড়েই উল্লসিত হোতো সে। আর যখন সেতুর তলায় ডিনামাইট ফাটাবার ঘটনাটা পড়তো, তখন তুং-এর ভঙ্গি অনুসরণ কোরে খানিকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ডান হাতটা ওপরের দিকে তুলে দিতো হাই, চেঁচিয়ে উঠতো, "নয়া চীনের জন্য—আঘাত করো!" কিন্তু বইটা বন্ধ করতেই আবার হতাশায় ভরে যেতো তার মন। বিরক্তভাবে ঘাড়ের পেছনটায় চড় মারতো। ভাবতো, "আর ক'বছর আগে কেন জন্মালাম না আমি! তুং-এর কী ভাগ্য ও যুদ্ধের বেশ ক বছর আগেই জন্মেছিলো। তখন যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতো, যুদ্ধ করতেই হোতো তাদের। কিন্তু এখন কোনোই যুদ্ধ নেই। আমারও তাই সুযোগ নেই। সৈন্য আমিও। তবে আমার কাছে যুদ্ধ মানে কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটা। হ্যাঁ, এ কাজেরও অবশ্যই গুরুত্ব আছে। কিন্তু যে কোনো মানুষের জীবনের সামান্য ক'টা বছর এমন কিছু করা উচিত, যা সত্যিই দারুণ ব্যাপার। আমার মতো যারা যুদ্ধ কোরে শত্রুদের শেষ করতে চায়, শত্রুদের অস্ত্র দখল করতে চায়, বীর হোতে চায়, তাদের সুযোগই নেই আজকাল।"

একদিন সন্ধ্যের দিকে বই হাতে পাহাড়ে উঠে বসেছিলো হাই। বইটা খুলবার আগেই স্কোয়াড লিডার চেন ডাকলো তাকে। চেঁচিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে নেমে আসতে বললো চেন। একটু পরেই সিনেমা দেখানো হবে।

দুটো ফিল্ম দেখানো ঠিক হয়েছিলো। প্রথমটা ছিলো তিব্বতের লক্ষ লক্ষ ভূমিদাসের মুক্তির ওপর তোলা একটা তথ্যচিত্র। দ্বিতীয় ছবিটির নাম "স্যাংকুমরিউং-এর যুদ্ধ", কোরিয়ার মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী। বিশেষ আকর্ষণ বোধ করলো হাই। সে নিজে সাম্রাজ্যবাদী আর প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ পায় নি বটে, কিন্তু সিনেমায় এ সব দেখতে পাবে।

দুটো বাঁশ পুঁতে, একটা লম্বা সাদা কাপড় টাঙিয়ে পর্দা তৈরী হোয়েছে সিনেমার জন্য। সিনেমা শুরু হবার আগে মাঠের ঘাসের ওপর বসে গানের পর গান গেয়ে চললো সৈন্যরা।

অবশেষে শুরু হলো সিনেমা। পর্দার ওপর ভেসে উঠলো সাদা ধবধবে বরফে ঢাকা বিরাট বিরাট পাহাড়ের সারি, খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, ঘন অন্ধকার অরণ্য আর দিগন্ত-বিস্তৃত ঘাসের জমি। নীচু অথচ গমগমে গলায় সূত্রধর, যেন হাইয়ের কানে কানে, বলে চললো, "আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে

তিব্বতের এই মালভূমি। একে বলা হয় 'পৃথিবীর ছাদ'। আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার দিক থেকে অসীম গুরুত্ব…।"

লামাদের বিরাট এক স্বর্ণখচিত মন্দির পর্দায় দেখা গেলো। মন্দিরের ভেতর হৃষ্টপুষ্ট চেহারার সব লামারা বসে আছে। আর দূরের এক অন্ধকার নোংরা বস্তি থেকে বেরিয়ে আসছে কাঠির মতো রোগা গরীব তিব্বতীরা। সূত্রধরের গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেলো, "এই সব গরীব তিব্বতীরা বংশের পর বংশ ধরে বাস করছে এখানে, জীবজন্তুর চেয়েও খারাপ অবস্থায়।"

সৈন্যদের মধ্যে কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা সব থেমে গেছে। রাগত স্বরে চেঁচিয়ে উঠছে কেউ কেউ।

এর আগে যতো সিনেমা দেখেছে হাই, তাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মজা পেয়ে হেসেছে সে। কিন্তু এ ছবিটা অন্য রকম। প্রথম থেকেই কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলো সে। যতই দেখছে, ততোই সমস্ত পর্দা ঝাপ্সা হোয়ে আসছে তার চোখের সামনে। সূত্রধরের কথাও ঢুকছে না আর কানে। বারবার চোখ মুছছে সে। কিন্তু কোনো লাভ নেই। আসলে সে চোখের সামনে তার নির্যাতিত তিব্বতীয় ভাইদের দেখতে পাচ্ছিলো না। সে দেখছিলো বরফে-ঢাকা দাঁড়কাকের বাসা। প্রিয়জনদের। সে দেখছিলো তার মাকে লিয়েঞ্চির রাস্তায়, গালের হাড় বেরিয়ে আছে, যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে মুখটা। সে শুনছিলো তার ছোট্ট বোনের কান-ফাটানো কান্নার আওয়াজ। চোখ থেকে অনবরত জল ঝরছিলো তার, গাল বয়ে জল পড়ছিলো ঘাসের ওপর। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিলো না সে।

দেখতে পাচ্ছিলো না সে। দেখার কোনো ইচ্ছেও আর ছিলো না তার। এখনো এমন সব প্রতিক্রিয়াশীল দৈত্যদানবরা এ দুনিয়ায় বেঁচে আছে, যারা মানুষের মাংস খায়। মানুষের রক্ত চোষে। এরা জনগণের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। ঠিক যেমনটি চলেছে তাদের ওপর। ন'টা কঠিন শীতের দিন এসেছে তার জীবনে, তার বাবা-মা'র জীবনে এসেছে পঞ্চাশেরও বেশি। অনাহার আর শীতের কষ্টে পাঁচ পাঁচটি ভাইবোন মারা গেছে তার অকালে। এই কষ্টের জীবনের অস্তিত্ব কোনখানেই থাকা উচিত নয় আর। অনেক আগেই তার বিলোপ ঘটানো উচিত ছিলো। কেন এখনো এমন সব জায়গা থাকবে, যেখানে গরীবলোকেরা নির্যাতিত হোচ্ছে?

ক্রমশঃ বেশি জোরালো ও উত্তেজিত হোয়ে ওঠে সূত্রধরের গলার স্বর, "হাজার বছর ধরে দাসের জীবন যাপন করেছে যে নির্যাতিত জনগণ, তারা আজ ভেঙে ফেলেছে শৃঙ্খল। লক্ষ লক্ষ ভূমিদাস মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে আজ।"

পর্দায় তখন আমাদের সীমান্ত-যোদ্ধারা বরফের ওপর দিয়ে তাড়া কোরে চলেছে শত্রুদের। শত্রুর পিছু পিছু বরফে জমা নদী পার হোলো তারা। সুউচ্চ পাহাড়ে উঠলো। হাইয়ের মনে হোলো, পর্দার ওপর তার সহযোদ্ধারা যেন সোজা তার দিকেই চেয়ে আছে, চেঁচিয়ে ডাকছে—

"ওয়াং হাই, তাড়াতাড়ি করো! কীসের জন্য অপেক্ষা করছো তুমি? এক্ষুণি আমাদের সঙ্গে যোগ দাও কমরেড!"

কোম্পানি হেড-কোয়ার্টারে গণমুক্তিফৌজের দু'জন যোদ্ধা প্রদীপের আলোয় কাজ করছিলো। একজন পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর শেং উ-চুন। অন্যজন কুয়ান য়িং-কুয়েন, কোম্পানির কম্যান্ডার। বছর তিরিশ বয়স তার। শেঙের মতো অতো লম্বা নয়, কিন্তু একই বলিষ্ঠ চেহারা। চাপা মোটা ঠোঁট তাঁর। মাঝে মাঝে একটা তালপাতার পাখা দিয়ে সে মশা তাড়াচ্ছিলো। সে কথা বলতেই গমগম কোরে উঠলো ঘর।

"ক'দিন মাত্র এসেছি আমরা, কিন্তু এর মধ্যেই অজস্র সমস্যা এসে হাজির। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের কনস্ট্রাকশন বাহিনী—।"

"আবার শুরু করলে তো! তার কথায় বাধা দিয়ে শেং বললো, আচ্ছা কুয়ান, তুমি এখন কোম্পানীর কম্যান্ডার, এখনো কি ঠিকভাবে কথা বলতে শিখবে না তুমি?"

"কোম্পানি কম্যান্ডার তো কী হোয়েছে!" মাথার ওপর থেকে টুপিটা খুলে মাথা চুলকাতে লাগলো কুয়ান। তার মাথার পেছনে একটা বিরাট ক্ষতচিহ্ন।

"কোম্পানি কম্যান্ডারের সব সময় অবস্থা বুঝে কাজ করা উচিত। যখন তখন দুমদাম কথা বললে চলে না। অন্যের ওপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে এর।"

"বাঃ! আজ সকালেই রেজিমেন্টাল কম্যান্ডারের সঙ্গে কথা হোচ্ছিলো। আমি বললাম, চক্রান্তকারী প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করবার দরকার হোলে, আমাদের তিন নম্বর কোম্পানীকে ডাকলেই হোলো। যুদ্ধই যদি করতে না হোলো তবে আর বন্দুক বয়ে বেড়ানোর লাভটা কী!" ঘরের দরজাটা এতো জোরে খুলে গেলো যে ছাত থেকে গুড়ো গুড়ো বালি পড়তে লাগলো। হাই ঢুকেই খাড়া হোয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

"ওয়াং হাই! এখানে কী ব্যাপার?" শেং উঠে দাঁড়ালো। বললো, "সিনেমা দেখতে যাওনি? যুদ্ধের ছবি দেখানো হোচ্ছে—'স্যাংকুমরিউঙের যুদ্ধ'।"

তার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সোজাসুজি কুয়ানের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো হাই, "শত্রুরা যখন খুন করছে, পুড়িয়ে মারছে, তখন তা দেখে গণ-মুক্তিফৌজ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় না?"

"নিশ্চয়ই দাঁড়ায়।" কথাগুলো যেন হ্যান্ডগ্রেনেডের মতোই ছুটে গেলো কোম্পানি কম্যান্ডারের মুখ থেকে।
"জনগণকে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হোতে দেখলে, আমারা তাদের বাঁচাই, না বাঁচাই না?"
"নিশ্চয়ই বাঁচাই।"
"শত্রুদের পালাতে দেখলে, আমরা তাদের পেছনে ধাওয়া করি, না করি না?"
"অবশ্যই ধাওয়া করি।"
"ঠিক আছে! তাহোলে, কোম্পানি কম্যান্ডার, আমি তিব্বতে যেতে চাই!" একটা টুল টেনে নিয়ে ধপ কোরে বসে পড়লো হাই।
"কী বললে?" উঠে দাঁড়ালো কুয়ান। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না সে।
হাইও উঠে দাঁড়ালো। "তিব্বতে প্রতিক্রিয়াশীলরা জনগণকে খুন করছে। আমি এটা সহ্য করতে পারছি না। আমি তিব্বতে যেতে চাই। আমি জনগণকে বাঁচাতে চাই, শত্রুকে শেষ কোরে দিতে চাই।"
"কিন্তু আমাদের এখানকার কাজ কী হবে? সব বন্ধ কোরে দেবো আমরা? তিন নম্বর কোম্পানির সবাই এক সঙ্গে চলে যাবো?" কুয়ানের ক্রমাগত প্রশ্নে গমগম কোরে উঠলো ঘর।
একটুও না ঘাবড়ে হাই উত্তর দিলো, "আমি যুদ্ধ করবার জন্যই সৈন্য হয়েছি। যেখানে যুদ্ধ হোচ্ছে, সেখানে এখন যেতে না পারলে, কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাকে? অন্য কেউ গাছ কাটুক। কিংবা, প্রতিক্রিয়াশীলদের শেষ কোরে ফিরে এসে আমি আবার গাছ কাটবো।"
"বাঃ বাঃ!" অধৈর্যভাবে কুয়ান আরো একগাদা প্রশ্নবাণ ছুঁড়তে যাচ্ছিলো। কিন্তু শেং ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই সে নিজেকে সংযত করলো। ঘন ঘন হাতের পাখাটা নাড়াতে লাগলো সে।
"ঠিক আছে। এসো, এ নিয়ে কথা বলা যাক।" হাইকে একটা চেয়ারে বসালো শেং। "আচ্ছা, তোমাদের গ্রামে যখন ধান হয়, তখন কেউ ধান কাটে, কেউ ধান ঝাড়ে, কেউ ধান বয়ে গোলায় নিয়ে যায়। তাই তো? সৈন্যদের কাজেও এমনি শ্রমবিভাগ আছে। শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার দায়িত্ব এখন আমাদের কোম্পানির নেই। আমাদের কাজ এখন সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজে অংশ নেওয়া। আমাদের নেতারা নির্দেশ না দিলে, দুম্ কোরে যুদ্ধে চলে যেতে পারি আমরা?" "ঠিক আছে! আমাদের কোম্পানি না যাক, আমাকে যেতে দেওয়া হোক!" হতাশ হোয়ে কুয়ান বলে উঠলো, "বোঝো!"
"'কোম্পানি কম্যান্ডার!" চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো হাইয়ের! 'কোম্পানি

কম্যাণ্ডার, আপনি সিনেমাটা দেখেন নি। আপনি জানেন না, তিব্বতের জনগণ কেমন কষ্ট পাচ্ছে!"

তার চোখের জল দেখে কুয়ান সংযত হোলো। এক গ্লাস জল তুলে দিলো সে হাইয়ের হাতে। "আচ্ছা, তুমি কি ভাবো, তুমি একাই সেটা জানো? তুমি একাই যেতে চাও সেখানে? আমার নিজের কথাই বলি। প্রথম যখন তিব্বতের জনগণের ওপর এই নির্যাতনের কথা জানলাম, তখন মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলে গেলো আমার। যেতে তো আমিও চাই! আমাদের কোন্ সৈন্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় না?"

"আপনিও যেতে চান?" চোখের জল মুছে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো হাই। "তাহোলে চলুন, দুজনেই যাই আমরা। আপনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন, কেমন কোরে যুদ্ধ করতে হয়। দেখবেন, অনেক শত্রুকে শেষ করবো আমি, ওদের অনেক অস্ত্র দখল করবো!"

তাড়াতাড়ি তাদের কথায় বাধা দিলো শেং। "কোম্পানি কম্যাণ্ডার বলতে চাইছেন যে, আমাদের কোনো যোদ্ধারই জনগণের ওপর নির্যাতনের কথা ভুলে যাওয়া উচিত না। কিন্তু শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের কোম্পানি লড়বে, না অন্য কোনো কোম্পানি লড়বে, সেটা নির্ভর করবে সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর।"

"ঠিক, ঠিক!" কুয়ান বলে উঠলো। "যেমন ধরো, আমাদের কোম্পানিকে এখনো যুদ্ধে যাবার নির্দেশ পাঠান নি নেতারা। কাজেই আমাদের আগের কাজই করা উচিত ঠিকভাবে। বুঝেছো? এ কথা আমার পক্ষেও প্রযোজ্য। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া আমরা কেউই যেতে পারি না সেখানে।'

শেঙের কথার তাৎপর্য বুঝে নিজের ভুল শুধরে নিতে চাইলো কুয়ান।

হাই বুঝলো, আর কথা বলা বৃথা। সে ঘুরে দরজার দিকে এগোলো। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আবার। বললো, "ঠিক আছে। আপনারা অনুমতি না দিলে, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছেই আবেদন জানাবো আমি।"

হাই চলে যেতেই, প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কুয়ান। "সাতাকারের বাঘের মতো তেজ! প্রথম যখন সেনাবাহিনীতে ঢুকেছিলাম, তখন একজন ছিলো আমাদের মধ্যে, ঠিক এরকম। কে বলো তো?"

"কে আবার! তুমি নিজেই সেই মূর্তিমান!" শেং হেসে বললো, "উঃ, সে কথা ভুলবো আমি! কাইউয়ান অভিযানে অংশ নেবার জন্য কী হৈ চৈ-ই না শুরু করেছিলে তুমি।"

"আমি? মোটেই না! এর চেয়ে শৃঙ্খলাবোধ অনেক বেশি ছিলো আমার।"

"রাখো, রাখো! ঠিক এরকমই ছিলে তুমি। তবে আমাদের সময়ের থেকে

আজকের নোতুন যোদ্ধাদের তফাৎ হোচ্ছে, এরা অনেক বেশী ভাবে, এরা অনেক বেশি দূরদর্শী। নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে ভাবতে পারে এরা। আমাদের সময়ে কম্যাণ্ডার কোনোকিছুতে 'না' বললে প্রথমেই সেটা মেনে নিতাম আমরা। পরে ভাবতাম তাই নিয়ে। কিন্তু এখন সে রীতি পাল্টে গেছে। এই দ্যাখো না, একটু আগেই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বেচারাকে ঘাবড়ে দিতে চাইল তুমি। একটুও ঘাবড়ালো ও? দাঁড়াও, একটা জিনিস দেখাই।" শেং নিজের ব্যাগ থেকে হাইয়ের সেদিনকার ছুঁড়ে-ফেলা দোমড়ানো চিঠিটা বের করলো।

"আমরা যখন সেনাবাহিনীতে ঢুকেছিলাম, তখন নিজের গ্রামের জমিদারের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার কথাই শুধু ভাবতাম। কিন্তু দ্যাখো, ওয়ং হাই কতো ব্যাপারে ভাবে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বিশ্ব-বিপ্লব, তুং সুন-জুই আর হুয়াং চি-কুয়াং-এর* কাছ থেকে শিখতে হবে, যুদ্ধে বীরত্ব দেখাবার আগ্রহ—আরো কতো কী।"

দুই সহযোদ্ধা টেবিলের ওপর হাইয়ের চিঠিটা রেখে, ঝুঁকে চিঠিটা পড়তে লাগলো একসঙ্গে।

এদিকে হাই তিন তিনটে আবেদন পাঠালো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। তিনটিরই বক্তব্য এক—আমি যুদ্ধে যেতে চাই। আমাকে তিব্বতে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক।

গত তিন দিন ধরেই, তার কাজ শেষ হবার পর সে দৌড়ে যাচ্ছে কোম্পানি হেডকোয়ার্টারে—তার আবেদনের উত্তর এলো কিনা জানতে। কর্মচারীদের কাছে বারবার কোরে জিজ্ঞেস করতো সে। সব সময় তার এই একই চিন্তা। শেং আর কুয়ান ভেবেই পাচ্ছিলো না, কীভাবে তাকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া যায়, কীভাবে তার মধ্যে সাংগঠনিক চেতনা ও শৃঙ্খলাবোধ সঞ্চার করা যায়। অথচ তার বৈপ্লবিক আগ্রহকেও দমিয়ে দিলে চলবে না। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তার প্রচণ্ড আগ্রহকে যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে গঠন কাজের মধ্যে সঞ্চারিত কোরে দেওয়া যায়, তবে সেটা এক বিরাট বাস্তব শক্তিতে পরিণত হবে।

* হুয়াং চি-কুয়াং (১৯৩০-১৯৫২) ছিলেন মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে কোরিয়াকে সাহায্য করার যুদ্ধে চীনা গণ-স্বেচ্ছাবাহিনীর এক বীর যোদ্ধা। ১৯৫২ সালের ২০শে অক্টোবর স্যামকুমরিউং-এর বিখ্যাত যুদ্ধে শত্রুদের কতগুলো পিল-বক্স ধ্বংস করার দায়িত্ব পড়েছিলো তার ওপর। একটা বাদে সমস্ত পিল-বক্স উড়িয়ে দেবার পর তাঁর সমস্ত হ্যাণ্ডগ্রেনেডই ফুরিয়ে গেলো। অথচ সেই একটা বক্সই তাদের ইউনিটের অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছিলো। তখন তিনি এগিয়ে গিয়ে শত্রুসৈন্যদের মেশিনগানের সামনে বুক পেতে দিয়ে মেশিনটাকে অকেজো কোরে দিয়েছিলেন। এবং এভাবে তার ইউনিট এগিয়ে গিয়ে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছিলো।

রবিবার হাই আবার ছুটে গেলো কোম্পানি হেডকোয়ার্টারে। কেউ ছিলো না সেখানে। কোম্পানি কম্যাণ্ডার ও পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের কোয়ার্টারের দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। ঘরের ভিতর কে কথা বলছে।
"একবার চাল দিলে আর পাল্টানো চলবে না কিন্তু" শেঙের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো হাই।
দরজার একটা ফাঁক দিয়ে ভেতরটা দেখে নিলো সে। শেং আর কুয়ান দাবা খেলছে। বিরক্ত হোলো হাই। ওদেরই কোম্পানির সৈন্য হাই যুদ্ধে যাবার জন্য হন্যে হোয়ে উঠেছে, আর ওরা কিনা নির্বিকার ভাবে দাবা খেলে চলেছে! ফিরেই যাচ্ছিলো সে। হঠাৎ পেছন থেকে শেং ডেকে উঠলো, "কে—ওয়াং হাই, ভেতরে চলে এসো।"
উত্তর দিলো না হাই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।
দরজা খুলে বাইরে এলো শেং হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেলো তাকে। বললো, "আমি জানতাম, তুমি আমাকে খুঁজতে আসবে। এসো, খেলায় সাহায্য করবে আমাকে।" সে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল হাইকে। দাবা খেলায় কোনো উৎসাহ বোধ করল না সে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।
"আরে বোসো বোসো। আজ ছুটির দিন।" আবার তাকে টেনে বসিয়ে দিলো শেং।

কী আর করে হাই! দাবার বোর্ডটার দিকে তাকালো। শেঙের অবস্থাটাই ভালো। সামনের দিকে রয়েছে তার কামানগুলো। বাঁদিকে তার ঘোড়সওয়ারের অবস্থাও ভালো। কুয়ানের হাতীটাকে শেষ করতে পারলেই কুয়ানকে আটকে দিতে পারবে সে। বিপদ শুধু কুয়ানের ঘোড়াটাকে নিয়ে। আস্তাবলে ফিরে আসবার উপক্রম করছে সেটা। তবে ভয়ের কিছু নেই। কারণ শেঙের একটা ঘোড়সওয়ার সেটার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"ঠিক আছে", হাই ভাবলো। "আর তিন চালেই খেলা শেষ হোয়ে যাবে। তখন আমার আবেদনের কথা বলা যাবে।"

"খুব ভালো খেলা জানি না আমি।" সে বললো। "কার চাল এটা?"
"কোম্পানি কম্যাণ্ডারের," শেং জবাব দিলো।

কুয়ান ভুল কোরে একটা সৈন্যকে এগিয়ে দিলো। হাই তক্ষুণি বাঁদিকের ঘোড়সওয়ারটাকে দিয়ে কুয়ানের হাতীটাকে মেরে সেনাপতিকে বন্দী করার চাল দিতে গেলো। কিন্তু শেং তাকে থামিয়ে দিলো। উল্টে ডান দিকে কুয়ানের পথ রুদ্ধ কোরে ছিলো তার যে ঘোড়সওয়ারটা, সেটাকেই এগিয়ে দিতে চাইলো সে।
"বাঃ। এটা কী চাল হোলো!" হাই প্রতিবাদ জানালো।

"পিছু ধাওয়া করতে হবে। যতো ঘোড়সওয়ার পাঠানো যায়, ততই ভালো।" শেং বললো।
কুয়ান সাবধান কোরে দিলো, "একবার চাল দিলে আর পাল্টাতে পারবে না কিন্তু!"
"এতোদিন থেকে দাবা খেলছি, কোনোদিন চাল ঘুরিয়ে দিন নি আমি," শেং হেসে বললো। তারপর "ইয়েলো নদীর ওপারে এগিয়ে দিলো ঘোড়সওয়ারকে।
"বন্দী!" কুয়ান তার ঘোড়াকে আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিলো। শেঙের সেনা-পতির আর নড়াচড়ার উপায় নেই।
জিততে জিততেও একটা ভুল চালের জন্য হেরে গেলো শেং! হাই ভাবলো। বললো, "এটা কি রকম খেলা হোলো?"
"বুঝতে পারলে না?" শেং হাসলো।

"আপনি ঘোড়সওয়ারটাকে না সরালে মোটেই আস্তাবলে ঢুকতে পারতো না কম্যাণ্ডারের ঘোড়াটা। নদীর ওপারে কেন ঘোড়সওয়ারটাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনি? ওপারে তো অনেক সৈন্য ছিলো?"
"আমিও তো তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমিই তো চেঁচাতে লাগলে, 'ধাওয়া করুন, ধাওয়া করুন'! আমি কী করি!"
"আমি? ধাওয়া করতে বলেছি?" হাই অবাক হোলো।
"কিন্তু ঘোড়সওয়ারের উচিত ছিলো হাতির পেছনে ধাওয়া করা, অন্যগুলোর উচিত ছিলো ঘোড়াটাকে ফিরতে না দেওয়া। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট কাজ আছে। দুম্‌দাম্‌ করে চাল দিলেই তো চলবে না। কিছু সৈন্যকে যেমন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য যেতে হবে, অন্যদের তেমনি গঠন-কাজের জন্য এখানে থাকতে হবে। কাজ ভাগ করে নিতে হয় আমাদের। নিজের দায়িত্ব ভুলে যাওয়া উচিত নয় কারো। এই দ্যাখো না একটা ভুল চাল দেবার জন্য আমার সেনাপতি বন্দী হোয়ে গেলো।"
হাই মাথা চুলকালো। কোনো কথা বললো না।
শেং বলে চললো, "দাবা খেলার সমস্ত বোড়ের দিকে নজর রাখতে হবে তোমাকে। যুদ্ধের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। এখানকার সব কাজ ফেলে তিব্বতে চলে যেতে পারি কি আমরা? কখনো পারি না। প্রতিক্রিয়াশীলদের শেষ করা যেমন দরকার ঠিক তেমনি দরকার গাছ কাটা, সেতু তৈরী করা। এসব কাজ বাদ দিয়ে চলতে পারি না আমরা। শত্রুর সৈন্য যাতে আস্তাবলে ঢুকে পড়তে না পারে, সেজন্যই এটা দরকার। ঠিকভাবে বলতে গেলে, দাবার সঙ্গে বিপ্লবী কাজের তুলনাই চলতে পারে না। আমাদের কাজে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব অনেক বেশী। পার্টি যদি শত্রুর ঘোড়ার দিকে নজর দিতে বলে আমাদের, সে

জায়গাতেই পাহারা দিতে হবে আমাদের, এক পা নড়লেও চলবে না। আবার পার্টি যদি বলে, শত্রুদের পিছু ধাওয়া কোরে নির্মূল কোরে দিতে, বন্দুক নিয়ে সে কাজ করতেই ছুটবো আমরা। বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই সব কাজ করবো আমরা। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি বিপ্লবী দায়িত্বই গুরুত্বপূর্ণ।"

"সেটা কি আমি বুঝি না?" যুক্তিসঙ্গত কোনো উত্তর খুঁজেই পেলো না হাই, "কিন্তু যাই হোক, আমি তিব্বতে যেতে চাই।"

"তার মানে, তুমি আসলে সেটা বোঝো না। বুঝলে অন্যরকম ভাবে দেখতে তুমি ব্যাপারটা। যাই হোক, আজ আর না, অন্যদিন এ নিয়ে কথা বলা যাবে তার চেয়ে বরং চলো, ওই উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে বেরিয়ে আসি।"

"কিন্তু পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার, আমার আবেদনের কী হোলো?"

"সে হবে পরে। চলো। একটু হাওয়া খেয়ে এলে ভালই হবে। হয়তো তোমার আবেদন ফিরিয়ে নেবে তুমি।" হাইর হাত ধরে দরজার দিকে এগোলো শেং। কোম্পানি কম্যান্ডারের দিকে ফিরে বললো, "এর মধ্যে দরকারী কোনো কাজ এসে পড়লে তুমি চালিয়ে নিও।"

পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পাথুরে রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিলো শেং আর হাই। বেশ কয়েকবার হাই চেষ্টা করলো তার "আবেদন" নিয়ে কথা বলতে। কিন্তু প্রতিবারই এড়িয়ে গেলো শেং। কখনো সে কোনো গাছ দেখিয়ে হাইকে জিজ্ঞেস করছিলো, সে এই গাছটা চেনে কিনা। হাই বলতে না পারলে, সে সেগুলির নাম বলে দিচ্ছিলো, চিনিয়ে দিচ্ছিলো কোন্ গাছ কী কাজে লাগে, কোন্ লতা থেকে কী ওষুধ তৈরী হয়। হাই কথা না বলে মাথা নাড়ছিলো। ছোটোবেলা থেকেই গাছ কাটতে অভ্যস্ত সে, এখন সেনাবাহিনীতে ঢুকেও সেই কাজই করছে। কাজেই গাছ নিয়ে আলাপ আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছিলো না সে।

হাঁটতে হাঁটতে পথের পাশ থেকে একটা ছোটো লতা তুলে নিলো আবার শেং। "এটা কী, নিশ্চয় জানো?"

এক নজর তাকিয়ে হাই উত্তর দিলো, "মেটে লতা।"

"আমাদের গ্রামে এটাকে বলতো ভাত-লতা বা দয়ালু লতা। কেন জানো? প্রায় প্রতি বছরই দুর্ভিক্ষ লেগে থাকতো, আর তখন এই লতা খেয়ে দিন কাটাতো গরীব লোকেরা। এর জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো।" লতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে গন্ধ শুঁকলো শেং। "জমিদারবাড়ীতে মাংসের মধ্যে কয়েকটা পাতা ফেলে দিতো ওরা। সুন্দর গন্ধ হোতো। কিন্তু ফুল হোয়ে গেলেই জমিদারবাড়ীর লোকেরা আর এর পাতা পছন্দ করতো না।

বলতো, ফুল হোলেই এর গন্ধ চলে যায়। আর আমরা গরীবরা সারা বছর এই পাতা পেলেই বর্তে যেতাম।"

হাইয়েরও মনে পড়লো, ছোটোবেলায় কী রকম লতাপাতা কুড়িয়ে বেড়াতো তারা, খাবার জন্য। পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারকে বেশ কাজের লোক বলে মনে হোলো তার। জিজ্ঞেস করলো, "গ্রামে থাকতে আপনি এই পাতা কুড়িয়ে বেড়াতেন?"

"নিশ্চয়ই। একবার জমিদারের বাগান থেকে এই লতা তুলেছিলাম আমি, তা-ও আবার ফুল হোয়ে যাওয়া। তাতেই জমিদার আমাকে গাছের গোড়ায় বেঁধে চাবুক মেরেছিলো। বলেছিলো, আমি নাকি ওর সব ধান চুরি কোরে নিয়েছি। লাল ফৌজে যোগ দেবার পর নিজেদের অতীতের নির্যাতন বিবৃত করার এক সভায় আমি এই গল্প করেছিলাম। ঘটনাচক্রে, তার ঠিক পরদিনই আমাদের ইউনিটকে যেতে হোয়েছিলো সেই পুরোণো গ্রামে। আর ঠিক তখনই চলেছিলো এক বিরাট সভা। অত্যাচারিত গরীব লোকেরা জমিদারের সব অত্যাচারের বর্ণনা দিচ্ছিলো। আমাদের এখানকার এই কোম্পানী কম্যান্ডার কুয়ান ছিলো সেই ইউনিটে। জমিদারকে দেখতে পেয়েই সে ছুটে গিয়ে মঞ্চে উঠেছিলো, এক ঘুষিতে জমিদারকে শুইয়ে দিয়ে বেধড়ক মার লাগিয়েছিলো। আমাকে খুশি করার জন্য কান্ড করতে গিয়ে সে উচ্চতর নেতৃবৃন্দের কাছে তিরস্কৃত হোয়েছিলো।"

"তিরস্কৃত হয়েছিলো? একটা জমিদারকে মারার জন্য?"

"উদ্দেশ্য তার ভালোই ছিলো, কিন্তু পদ্ধতিটাই ছিলো ভুল। প্রত্যেক বিপ্লবী যোদ্ধাকেই বিপ্লবী শৃঙ্খলা মেনে কাজ করতে হবে। সব সময়েই সাংগঠনিক চেতনা ও শৃঙ্খলাবোধ বজায় রাখতে হবে তাকে। এই তোমার কথাই ধরো। তিব্বতের জনগণের ওপর যেসব প্রতিক্রিয়াশীলরা অত্যাচার চালাচ্ছে, তুমি তাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাও। খুবই ভালো ব্যাপার এটা। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা না কোরে তুমি যদি যাবার জন্য জোর করতে থাকো, সেটা কি সাংগঠনিক চেতনা ও শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় বহন করবে? বলো, তুমিই বলো।"

"আপনিই তো একটু আগে বললেন, এ ব্যাপারে অন্য দিন কথা হবে?" এবার হাই নিজেই চেষ্টা করলো এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে। প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার, আপনি যখন ছোটো ছিলেন, তখন এতো গাছের নাম জানতেন?"

"না। প্রায় বছরখানেক হাসপাতালে থাকতে হোয়েছিলো আমাকে। তখন,

শিখেছি। আমার ভয় হোয়েছিলো, আমি বোধহয় আর সেনাবাহিনীতে ফিরে যাবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবো না। তখন আমি ভেবেছিলাম, গাছ থেকে ওষুধ তৈরী করা শিখে হাসপাতালে কাজে লাগবো। সেজন্য শুয়ে শুয়ে গাছপালা সম্পর্কে পড়তাম। জানো হাই একজন পার্টিকর্মীর পক্ষে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার হোলো পার্টির কাজ করতে না পারা। হাসপাতালে দিনের পর দিন শুয়ে থাকাটা মোটেই মজার ব্যাপার না। সবসময় আমি চাইতাম বেরিয়ে আসতে। ভাবতাম, যাই হোক, কিছু কাজ করতে পারবো পার্টির জন্য। এর চেয়ে আর বেশি আনন্দের কী হোতে পারে একজন পার্টিকর্মীর কাছে? এই যে আমরা এখানে দিনের পর দিন কাঠ কাটছি, সেটা কি কোনো জমিদারের পারিবারিক মন্দির তৈরী করার জন্য! না কোনো যুদ্ধবাজ দালালের বিরাট প্রাসাদ তৈরী করার জন্য? আমরা এটা করছি সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির জন্য। ভেবে দ্যাখো, এর থেকে মহান কী হোতে পারে? যে লোকটা সারা বছর ধরে জঙ্গলে কাজ করছে, সে ভাবছে, তার কাজটা খুবই দরকারী, সমাজতন্ত্রের স্বার্থে। যে লোকটা দিনরাত লাইটহাউসে বসে জাহাজগুলোকে আলোর সাহায্যে পথ দেখাচ্ছে, সে ভাবছে, সমাজতন্ত্রের স্বার্থে তার কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতন্ত্রের স্বার্থে তুমি যে কাজই করো না কেন সেটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।"

হাই মাথা নাড়লো। বুঝতে পারছে সে। "দারুণ এই লোকটা।" সে ভাবলো। "শুধু শক্তসমর্থই না, দারুণ বুদ্ধিমানও। যে ব্যাপারেই কথা বলুক না কেন, ঠিক ঘুরে ফিরে তোমার সমস্যায় চলে আসবে। তিব্বতে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আর।"

পাহাড়ের চূড়োটা দেখিয়ে শেং বললো, "চূড়োটা এখান থেকে খুব বেশি দূর হবে না। চলো, দেখি কে আগে ওপরে উঠতে পারে?"

শেঙের শক্তসমর্থ চেহারা সত্বেও হাইয়ের সঙ্গে পেরে উঠলো না সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাই তাকে ছাড়িয়ে সোজা পাহাড়ের একেবারে চূড়োয় পৌঁছে গেলো।

সামনের দিকে তাকাতেই হাইয়ের চোখের ওপর ভেসে উঠলো এক অসীম সমুদ্র। ঢেউয়ের পর ঢেউ, একটার পর একটা ছুটে আসছে। প্রচন্ড গর্জন তুলে এসে ভেঙে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অজস্র ফেনা। হতবাক হোয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো হাই। সমুদ্র যে এরকম, এটা কখনো ভাবে নি সে। প্রথম এখানে এসে সমুদ্র না দেখতে পেয়ে খারাপ লেগেছিলো তার। এখন অনুতাপ হোচ্ছে, আগে কেন এখানে আসে নি।

অসংখ্য ঢেউয়ের প্রচন্ড গর্জন কানে ভেসে আসছে তার। উদ্দাম হাওয়ায় তার,

সামরিক পোষাক উড়ে যেতে চাইছে। প্রচন্ড চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েই থেমে গেলো সে। মৃদু স্বরে বললো, "সমুদ্র, এই সমুদ্র……!" আর ঠিক তখনই তার মনে পড়লো, তার নামও ওয়াং হাই, অর্থাৎ সমুদ্র। তাকেও হোতে হবে সমুদ্রের মতো, সব সময়ে ছুটতে হবে গর্জন কোরে। থেমে বসে থাকলে চলবে না।
ততোক্ষণে শেং এসে পৌঁছুলো ওপরে। একটা পাথরের ওপর বসলো সে, বিশ্রাম নেবার জন্য। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।
"আপনার শরীর খারাপ লাগছে নাকি?" হাই ব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞেস করলো।
"চমৎকার লাগছে। বয়স বাড়ছে তো! তোমাদের সঙ্গে দৌড়ে পারবো কী কোরে। চারিদিকটা দেখে রাখো। একটু পরে তোমাকে একটা গল্প বলবো।"
অনেকক্ষণ ধরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলো হাই। তারপর ঘুরে পাহাড়গুলো দেখতে লাগলো। নীচে সরু সাদা ফিতের মতো একটা রাস্তা। তাদের তাঁবুগুলো যেন কয়েকটা হলুদ বিন্দু। ধানের ক্ষেতগুলো কচি সবুজ একটা চাদরের মতো। "দাঁড়কাকের বাসার চেয়ে অনেক আগেই ধানের চারা পোঁতে দেয় এখানে," সে ভাবলো। তাদের গ্রামের কাছের সেই "চার অঞ্চলের পাহাড়' থেকেও এরকম দেখা যেতো। তবে সেখানে এতোদূর পর্যন্ত দেখা যেতো না। কিন্তু এখানে চারদিকই যেন সীমাহীন। গোটা চীনদেশ যেন ভেসে উঠছে চোখের সামনে। তাদের সেনাবাহিনীর একটা গানের দু'লাইন গেয়ে উঠলো সে—

বিরাট এবং চমৎকার
আমাদের এই সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি।

একটা পাথরের ওপর সমুদ্রের দিকে মুখ কোরে পাশাপাশি বসলো শেং আর হাই। শেঙের কন্ঠস্বর আর সমুদ্রের গর্জন একই সঙ্গে বাজতে লাগলো হাইয়ের কানে।
"১৮৪১ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের চীনদেশ আক্রমণ করেছিলো। তাদের সঙ্গে ছিলো বহু উন্নত ধরণের বন্দুক আর রাইফেল। তোমাদের গ্রাম যে প্রদেশে, সেই হুনান থেকে এক সৈন্যবাহিনী তাড়াতাড়ি এই সমুদ্রতীরে এগিয়ে চললো তাদের রুখবার জন্য। তখনকার চিং বংশের সম্রাট ছিলো অত্যাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত। তার অনুচররাও ছিলো চরিত্রহীন ও কাপুরুষ। কোনো প্রতিরোধের ব্যবস্থা না কোরেই তারা পালিয়ে গেলো। দিনরাত চলতে চলতে এই সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছুলো যোদ্ধারা। কিন্তু তখন আর দুর্গ তৈরী করার সময় ছিলো না।
"সমুদ্রবক্ষে প্রচন্ড ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তখন এসে গেছে বৃটিশদের পাঁচটা যুদ্ধজাহাজ আর গোটা দুয়েক লঞ্চ। একটা পাহাড়ের বিরাট পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিলো আমাদের সৈন্যরা। শত্রুদের উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে চীনা সৈন্যদের

শুধু ছিলো ঘরে-তৈরী কামান। অস্ত্রশস্ত্র খারাপ হোতে পারে, কিন্তু আমরা প্রচন্ড বিক্রমে লড়েছিলাম আক্রমণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তিন তিনবার বৃটিশ নৌবহরকে হটিয়ে দিলাম আমরা। শত্রুরা চিন্তায় পড়ে গেলো। নোতুন ভাবে আবার তীরের দিকে আক্রমণ চালালো তারা। পাহাড়ের উপর এসে পড়তে লাগলো কামানের গোলা। আমাদের অনেক যোদ্ধা মারা গেলো, অনেকে মারাত্মক আহত হোলো। কিন্তু পিছু হটলো না কেউ। শত্রুদের প্রচন্ড কামানের গোলাকে তুচ্ছ কোরে পাহাড়ের ওপর থেকে গোলা বর্ষণ কোরে চললো তারা। যতো লড়ে, ততোই উৎসাহ বাড়ে তাদের। শেষে এমন অবস্থা হোলো যখন বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ 'মর্ডেষ্টি' প্রায় ঘায়েল হয় আর কি। কিন্তু......।"

"তারপর কী হোলো?" হাই উত্তেজিত হোয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"ঠিক এই সময়ে জোয়ার এলো সমুদ্রে। জোয়ারের জল উঠে পড়লো পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত। যোদ্ধাদের হাঁটু পর্যন্ত জল উঠতে লাগলো। তাদের কম্যান্ডার সবাইকে প্রশ্ন করলো, 'আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো, না পালাবো?' 'আমরা লড়বো'—সবাই এক বাক্যে উত্তর দিলো। কোমর পর্যন্ত জল উঠে গেলো তাদের। তবু শত্রুজাহাজ লক্ষ্য কোরে গোলা ছুঁড়ে চললো তারা। মাত্র তিনটি বাদে সমস্ত কামান জলের নীচে চলে গেলো। গোলন্দাজের অভাব দেখা দিলো। মারাত্মক আহত একজন গোলন্দাজ কোনোরকমে এগিয়ে একে একে তিনটি কামানেই গোলা ভরে ছুঁড়তে লাগলো। তিনটি গোলাই লক্ষ্যভেদ করলো। যুদ্ধজাহাজ 'মর্ডেষ্টি' গেলো ডুবে। কিন্তু আমাদের যোদ্ধারা ....।" থেমে গেলো শেং।

"কী হোলো আমাদের যোদ্ধাদের?" হাইয়ের ব্যাকুল প্রশ্ন।

"আমাদের যোদ্ধারা, চীনের প্রায় এক হাজার শ্রেষ্ঠ সন্তান, পাহাড়ের ওপর থেকে লড়েই চললো। কিন্তু প্রচন্ড জোয়ারের জল এসে তাদের গ্রাস করলো, ভাসিয়ে নিয়ে গেলো তাদের।"

"সেটা কী এই সমুদ্রতীরেই?"

"এই তো সামনেই!" বাঁ হাত দিয়ে শেং কিছু দূরের একটা কালো পাহাড়ের চূড়া দেখালো। "এখানেই যুদ্ধ করেছিলো আমাদের যোদ্ধারা।" সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়টার চূড়াটাকে বারবার ডুবিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলো।

একাগ্রদৃষ্টিতে হাই তাকালো সেই চূড়াটার দিকে। এখানেই আমাদের বীর যোদ্ধারা লড়াই করেছে। আবেগের ঢেউয়ে ভরে উঠলো তার বুক। বাতাস বইতে লাগলো সোঁ সোঁ শব্দ তুলে। ঢেউগুলো এসে ভেঙে যেতে লাগলো পাহাড়ের গায়ে। অত্যন্ত নাড়া খেলো হাই। তাকিয়ে রইলো। ভাবতে লাগলো সেই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের কথা।

"একশো বছর আগে এখানেই বীরের মতো যুদ্ধ চালিয়েছিলেন আমাদের পূর্ব-পুরুষরা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে। আজ এ জায়গাটাকেই আমরা পাহারা দিচ্ছি গণফৌজ হিসাবে।" আবেগে দৃপ্ত হোয়ে উঠলো শেঙের কণ্ঠস্বর। উঠে দাঁড়ালো সে। চোখ হোয়ে উঠলো উজ্জ্বল। দূরে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সে আবার বললো, "ওই দূরেই, আমাদের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির সীমানার মধ্যে-কার সমুদ্রে, প্রায়ই নাক গলাতে আসে মার্কিণ যুদ্ধ-জাহাজগুলো। ক'দিন আগেই আমরা ওদের আবার জানিয়েছি তীব্র প্রতিবাদ। এই নিয়ে আটচল্লিশ-বার প্রতিবাদ জানানো হলো, আটচল্লিশবার আমাদের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে উস্কানি দিয়েছে ওরা। তাহোলে তুমি নিজেই বুঝতে পারছো, কী বিরাট দায়িত্ব রয়েছে আমাদের গণমুক্তিফৌজের ওপর। কে বললে তোমাকে, যে এটা ফ্রন্ট নয়? কে বললো, এটা যুদ্ধক্ষেত্র নয়?"
"পলিটিকাল ইনস্ট্রাক্টর।" হাই বলে উঠলো। আর কথাই বেরোলো না তার মুখ দিয়ে।
"আমাদের সামনে সমুদ্র। পেছনে প্রিয় মাতৃভূমি। এখানে আমরা পাহারা দিচ্ছি মাতৃভূমির দক্ষিণ দুয়ার। হাই, আমরা পাহারা দিচ্ছি পিকিং, পাহারা দিচ্ছি তিয়েন আন মেন, পাহারা দিচ্ছি চেয়ারম্যান মাওকে। এই পাহাড়ের ওপর থেকে চোখে হয়তো পিকিং দেখতে পাচ্ছো না তুমি। কিন্তু তোমার চেতনায় তুমি কি পারছো না অনুভব করতে? কোরিয়ায় মার্কিণ আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আমাদের এক কমরেড ট্রেঞ্চে বসে লিখেছিলো, 'এক ইঞ্চিও পেছনে সরবো না আমরা। কারণ আমাদের পিছনেই রয়েছে তিয়েন আন মেন!' সে তার সমগ্র চেতনা নিয়ে তাকিয়েছিলো পিকিং-এর দিকে। এটা যদি তুমি পারো হাই, তবে দেখবে, পরিষ্কার হোয়ে যাবে তোমার মন। তুমি বুঝতে পারবে, এটাই হোচ্ছে তোমার যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে তুমি তোমার বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করতে পারো।"
কথাটা ঠিকই। যে পাহাড়ের চূড়ায় তারা দাঁড়িয়ে আছে, সেটা তাদের গ্রামের বাছেই সেই "চার অঞ্চলের পাহাড়" থেকে মোটেই বেশী উঁচু নয়। কিন্তু, হাইয়ের মনে হোলো, দৃষ্টি অনেক বেশি দূর পর্যন্ত প্রসারিত হোয়ে গেছে তার। তার মনের আগুনকে উজ্জ্বল কোরে তুলেছেন পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার। অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী হোয়ে পড়েছে তার দৃষ্টি ও চিন্তা। "পলিটিক্যাল ইনস্টাক্টার!" খুব গভীরভাবে ডাকলো হাই। "উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমার সেই আবেদন আমি ফিরিয়ে নিতে চাই।"
"সে কী? তুমি তিব্বতে যাবে না? যুদ্ধ করবে না তুং সুন-জুই'র মতো?"
"আমি আর তিব্বত যেতে চাই না।" বিশেষ জোর দিয়ে বললো হাই, "এখুনি

হয়তো যুদ্ধ কোরে বীরত্ব দেখাতে পারছি না আমি, কিন্তু আমি আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠন কাজের যুদ্ধে তো লড়তে পারছি। ভালো কোরে সামরিক শিক্ষা নিতে পারছি। জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারছি।"

"চমৎকার! আমি জানতাম, তুমি একথা বলবে। তাহোলে এটাই ঠিক হোলো যে, আমি তোমার আবেদনপত্র প্রত্যাহারের জন্য লিখবো। তোমাকে বোঝাবার জন্য আমরা দাবা খেলার ভান করেছিলাম। তুমি বিরক্ত হোয়েছিলে। তোমায় বলেছিলাম, একটু হাওয়া খেলে ভালোই হবে তোমার। তুমি আসতে চাও নি।" শেং হাইয়ের চুলের মুঠি চেপে ধরলো। "এখন কী মনে হোচ্ছে? তোমায় বোকা বানাচ্ছিলাম আমি?"

অপ্রস্তুতভাবে হাসলো হাই।

"হাসির কী আছে বলো? যেহেতু তুমি যুদ্ধ করোনি বা কোনো পুরস্কার পাও নি, অতএব বাড়ীতে চিঠিই লিখলে না তুমি! এটা কি ঠিক? তোমার বাড়ীর লোকেরা তোমার জন্য ভাবছেন।"

"কিন্তু···কিন্তু আমি তো লিখেছি চিঠি।"

"লিখেছো, কিন্তু বাড়ীতে পাঠাও নি। হ্যান্ডগ্রেনেডের মতো ছুঁড়ে ফেলেছো সেটা পাহাড়ের ওপর। আজ সকালেই তোমার বাবার চিঠি পেয়েছি। তোমার সম্বন্ধে খোঁজ করেছেন তিনি।" পকেট থেকে চিঠিটা বের কোরে হাইয়ের হাতে দিলো শেং। "এর পরও তুমি বলবে, চিঠি লিখেছো?"

"আপনি কি বাবার চিঠির জবাব দিয়েছেন?"

"তুমি তো লিখবে না, তাই আমাকেই লিখতে হোলো।" শেং পকেট থেকে হাইয়ের সেদিনকার ছুঁড়ে-ফেলা দুমড়ানো চিঠিটা বের করলো। "এটার থেকে ঠিকানা পেয়ে গেলাম। অবশ্য ভুল আমারই ছিলো। আমি তোমাদের পলিটি-ক্যাল ইনস্ট্রাক্টার, অথচ তোমার মনের মধ্যে কী হোচ্ছে, সেটা আমি ধরতেই পারি নি। যাই হোক, আজই চিঠি লিখবে বাড়ীতে। তোমার মা খুবই চিন্তা করছেন তোমার জন্য।"

"কিন্তু কী লিখবো আমি? কী করেছি, যে লিখবো! কিছুতেই সাফল্য অর্জন করি নি!" হাই মনে মনে বললো।

শেং যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেই বললো, "তোমার এখানকার সৈন্য-জীবন সম্পর্কে লিখবে, তোমার অগ্রগতি সম্পর্কে লিখবে। যোদ্ধা হিসেবে সাফল্য অর্জন করতে হোলে বা বীরত্ব দেখাতে হোলে কী করতে হয়, সেটাই তো এখনো ভালোভাবে বোঝো না তুমি। হ্যাঁ, সবসময়ে তিব্বত যাবার প্রস্তুতিতে অন্য সব কাজকর্মে দায়সারা ভাব তোমায় ছাড়তে হবে। গণফৌজের প্রত্যেকেরই থাকতে হবে সাংগঠনিক চেতনা ও শৃঙ্খলাবোধ। যা খুশি তাই

করতে পারে না সে। শৃঙ্খলাবোধ ঠিকমতো আয়ত্ত না করতে পারলে, ভালো-ভাবে যুদ্ধই করা যায় না। এ নিয়ে পরে অনেক আলোচনা হবে। কিন্তু তাহোলে আজই বাড়ীতে চিঠি লিখছো।" হাইয়ের দুমড়ানো পুরোণো চিঠিটা হাইয়ের হাতে দিয়ে সে আবার বললো, "আর হ্যাঁ, অহংকার ছাড়তে হবে।"
লজ্জা পেয়ে হাই চিঠিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে ঢোকালো। "অ্যাতো ভাবেন পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার আমাদের জন্য!" সে ভাবলো। "সমস্ত ব্যাপারে তার নজর আছে, অথচ কিছুই জানি না আমি। আমি কী ভাবছি, সেটা পর্যন্ত বলে দিতে পারেন উনি। আর আমি কিনা ওর ওপর রাগ করেছিলাম, আমার সমস্যার প্রতি নির্বিকার থেকে দাবা খেলার জন্য। এর পরও সঠিকভাবে চলতে না পারলে, গণফৌজের সৈন্য হিসেবে চরম অযোগ্যতার পরিচয় হবে সেটা।"
হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো হাইয়ের। জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, শুনেছিলাম আমাদের কোম্পানির নেতাদের মধ্যে কে নাকি একজন দারুণ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন যুদ্ধে, বীর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কে তিনি?" অন্যমনস্কভাবে ডান হাতের পোড়া দাগটা চেপে ধরে শেং বললো, "কে বললো তোমাকে একথা?"
"স্কোয়াড লিডার চেন। তিনি নাকি খালি হাতে একটা আগুনের মতো গরম মেশিনগান দখল করেছিলেন, অনেক মার্কিণ সৈন্যকে বন্দী করেছিলেন। একবার নাকি তিনি বিকট এক চীৎকার কোরে এক মার্কিন সৈন্যকে অজ্ঞান কোরে ফেলেছিলেন।"
"বাজে কথা! এরকম কে আছে আমাদের মধ্যে?"
হঠাৎ হাই চেঁচিয়ে উঠলো, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না। আপনিই সেই লোক।"
"আমি"? শেং হেসে উঠলো। "আমাকে দেখে কি এক বিরাট বীর বলে মনে হয়? যুদ্ধের সময় আমি রান্নার স্কোয়াডে ছিলাম। সারা দিন যুদ্ধরত কমরেডদের জন্য এক গুহায় বসে সীম সেদ্ধ করতাম আমরা।"
"তাহলে কে সে?" হাই অবাক হোয়ে ভাবলো। "তার মতো হোতে হবে আমাকে, জনগণের সেবায় তার মতো সাফল্য অর্জন করতে হবে। একজন বিপ্লবী যোদ্ধা বাঘের মতো লড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে। তুং সুন-জুই আর হুয়াং চিং-কুয়াং, দুজনেই ছিলেন জনগণের যোদ্ধা। ওদের মতো হোতেই হবে আমাকে।'
গর্জমান সমুদ্রে জোয়ারের জল বাড়তে লাগলো। হাই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে। ঝোড়ো হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে তাকে। সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির একজন গণফৌজ হিসেবে যে বিরাট দায়িত্ব সেটা তাকে পালন করতেই হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

অগ্রগতির পথে

গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে পরিশোধিত রোদ অজস্র দ্যুখবরণ রশ্মির রূপ নিয়ে এসে পড়ছে ভেজা মাটির ওপর। বিন্দু বিন্দু শিশির পরিবর্তিত হোচ্ছে কুয়াশায়। চারদিক ঢেকে যাচ্ছে কুয়াশায়। নোতুন দিন শুরু হোচ্ছে। পাখিদের প্রভাত সঙ্গীতের সাথে মিশে যাচ্ছিলো একই সঙ্গে অনেকগুলি গাছ কাটার আওয়াজ। একজন তরুণ যোদ্ধা দুহাতে কুড়াল ধরে এক একটা গাছে কোপ দিচ্ছিলো, আর চেঁচিয়ে উঠছিলো, "প্রতিক্রিয়াশীলদের ধ্বংস করো! তিব্বতের জনগণের পাশে দাঁড়াও!" প্রচন্ড আওয়াজ তুলে মাটিতে উল্টে পড়ছিলো বিরাট বিরাট গাছগুলো। ভূপাতিত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে হেসে দু'হাত কচলাচ্ছিলো সে। তারপর আবার এগিয়ে যাচ্ছিলো পরের গাছটার দিকে।

তিব্বতের প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি প্রচন্ড রাগ ফেটে পড়ছিলো তরুণ যোদ্ধাটির মধ্যে। আর একই সঙ্গে তার মনে কাজ করছিলো গাছ কাটার কাজে গৌরব অর্জন করার আকাঙ্খা। তাদের কাজের জায়গার বুলেটিন বোর্ডে তাই প্রায়ই দেখা যেতো তার নাম—ওয়াং হাই। কাজে তার প্রচন্ড উদ্যোগ ও উৎসাহ দেখে তাকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করতো তার কমরেডরা।

'আলো নিভাবার' সঙ্গে সঙ্গে চুপচাপ বিছানার ওপর শুয়ে পড়লো সে। হাত-পা ছড়াতেই মনে হোলো, হাড়ের সব গিঁটগুলো যেন খুলে যাবে। বাঁ পায়ের গোড়ালিটা চুলকাচ্ছিলো। তবু উঠবার ইচ্ছে হোলো না তার। হঠাৎ মনে পড়লো, সে আর তার সহযোদ্ধা ওয়েই মিলে একটা চুক্তি করেছিলো—প্রতিদিন শোবার আগে দুজনেই কুড়িটা কোরে ডন-বৈঠক দেবে। আজকে সে ভুলেই গেছে একেবারে। তাড়াতাড়ি উঠে প্রায়-ঘুমন্ত ওয়েই'র কানে কানে সে বললো, "এই, আজকের কোটা পুরেছে, ডন-বৈঠকের ?"

"না।"

"তবে ওঠো চটপট। দু'জনে একসঙ্গে সেরে ফেলি।"

"উরেঃ বাবা! ভীষণ ক্লান্ত আমি। তার ওপর শেষ রাতে আবার পাহারা দিতে

হবে। আজ থাক।" গড়িয়ে পাশ ফিরে শ্লো ওয়েই।
"এটা কিন্তু আমাদের সংকল্পে দৃঢ়তার পরীক্ষা," হাই মনে করিয়ে দিলো।
"এ মুহূর্তে ডন-বৈঠক দেওয়া সম্ভবই না। একেবারেই না। আজকের মতো বরবাদ আমাদের চুক্তি। একদিন বাদ গেলে ক্ষতি নেই। সংকল্পের দৃঢ়তা তো আর একদিনে হয় না, সময় লাগে। তুমিও বরং ঘুমিয়ে পড়ো।"
"সত্যি, আমারও খুব ক্লান্ত লাগছে।" হাই ভাবলো। "আজ না হয় থাক, কালকে কুড়িবার বেশি ডন-বৈঠক দিয়ে দিলেই হবে।" হঠাৎ বাইরে থেকে একটা কুড়ালে শান দেবার আওয়াজ শুনতে পেলো সে। "স্কোয়াড লিডার কুড়ালে শান দিচ্ছে। আচ্ছা, সে-ও তো ক্লান্ত! তবে!......এখানেই তো একজন বিপ্লবী যোদ্ধার লৌহদৃঢ় সংকল্পের প্রকাশ।" বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো হাই। দাঁতে দাঁত চেপে ডন-বৈঠক দিলো গুণে গুণে কুড়ি বার। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে শুয়ে পড়লো বিছানায়। কিন্তু চোখ বুজতে বুজতেই হঠাৎ মনে পড়লো, "তাই তো! কাঠ বয়ে নেবার জন্য তো লোকের অভাব আছে আমাদের স্কোয়াডে। এ সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে।"
বিছানা ছেড়ে পা টিপে টিপে ঘরের বারান্দায় বেরিয়ে এলো সে।
স্কোয়াড লিডার চেন তখন ঘুমোতে যাচ্ছিলো।
"স্কোয়াড লিডার, একটা কথা আছে।" হাই বললো।
"এ কী! অনেকক্ষণ আলো নিভে গেছে। এখনো কী করছো তুমি, এতো রাতে? তোমার কিছু বলার থাকলে, কাল বলবে।"
"কিন্তু এখন না বললে ঘুমই আসবে না আমার।"
"ঠিক আছে," হাইকে একপাশে টেনে নিয়ে গেলো সে। "বলে ফ্যালো চটপট। আর আস্তে কথা বলো, অন্যরা যেন জেগে না যায়।"
"কাঠ বইবার টিমে লোকের অভাব সম্পর্কে বলছিলাম। অন্য টিম থেকে লোক না এনে উপায় নেই। নাহোলে, সমস্ত কোম্পানির কাজে ব্যাঘাত ঘটবে।"
"হ্যাঁ, নেতারাও এ সম্পর্কে ভাবছেন। কিন্তু মুস্কিল হোচ্ছে, অন্য টিম থেকে কাঠ বইবার টিমে বদলি করার মতো লোক একেবারেই নেই।"
"আমি তো বদলি হোতে পারি। আমাকে বদলি কোরে দিন।"
"সে কী কোরে হবে! তোমার স্বাস্থ্যে ও কাজ পারবেই না তুমি।"
"মোটেই না," হাই চেনের সঙ্গে একমত হোতে পারলো না, "পলিটিক্যাল ইন-স্ট্রাক্টার কি বলেন নি যে, পার্টি সদস্য আর যুব লীগ সদস্যদের সবচেয়ে কঠিন কাজ করতে এগিয়ে আসা উচিত? আমি যুব লীগের সদস্য হবার জন্য আবেদন করছি। আমার কি সেই ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত না?"
লিউ ওয়েই-চেং তখন পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। চেন আর হাইয়ের

কথাবার্তা শুনতে পেয়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেলো সে। বললো, "সে কী। এখনো ঘুমোতে যাও নি তোমরা? আর হাই, তোমার বয়স কম, স্বাস্থ্যও খুব ভালো না। কাঠ-কাটার টিমেই তো ঠিক আছো তুমি। আমরা যারা কাঠ বইবার টিমে আছি, তাদের প্রত্যেকেরই কাঁধ লোহার মত শক্ত। তুমি বইতেই পারবে না এতো কাঠ।"

"কে বললো আমি পারবো না?" হাই ভাবলো, "তোমাদের মতো আমিও একজন বিপ্লবী যোদ্ধা। তোমরা পারলেই আমিই বা পারবো না কেন? সোজা কথা হোচ্ছে, এটা দরকার। তাই যেমন কোরেই হোক, এটা করতে হবে।" ওদের কথার কোনো জবাব না দিয়ে সে তক্ষুনি ছুটলো কোম্পানি হেডকোয়ার্টারের দিকে। কুয়ান আর শেং তখন ঠিক করেছিলো, কী ভাবে টিমগুলিকে আবার নোতুন কোরে পুনর্বিন্যস্ত করা যায়। দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনেই শেং বললো, "নিশ্চয়ই এটা ওয়াং হাই। নির্ঘাত আরেকটা পরামর্শ নিয়ে হাজির হোয়েছে।"

তার কথা শেষ না হোতেই ঘরে ঢুকে পড়লো হাই। "কোম্পানি কম্যান্ডার, আমার একটা পরামর্শ আছে।"

শেং ও কুয়ান পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসে উঠলো। কুয়ান বললো, "কী পরামর্শ বলো।"

"আমি কাঠ-বইবার টিমে বদলি হোতে চাই!"

হাইয়ের পাতলা চোহারার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কুয়ান বলে উঠলো, "একটা বড়ো কাঠের টুকরো যদি তোমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, তখন তুমি কী করবে?"

"জনগণের ক্ষমতাকে কম কোরে দেখাটা মোটেই ঠিক না। বাইরেটা দেখে মানুষের শক্তিমত্তা ঠিক ধরাই যায় না। জানেন, আট বছর বয়সে চল্লিশ ক্যাটি ওজনের মোট বয়ে বেরিয়েছি আমি।"

"তা হোতে পারে, কিন্তু তবুও এ কাজ পারবে না তুমি।"

একথা শুনে আহত হলো হাই। "লিউ আমাকে অপদার্থ ভাবে, কোম্পানি কম্যান্ডারও তা-ই ভাবে," মনে মনে বললো সে। রাগ কোরে শেঙের দিকে তাকালো। "পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর, আমি যখন তিব্বত যেতে চেয়েছিলাম, তখন কী বলেছিলেন আপনি? আপনি কি বলেন নি যে, এ কাজটাও গুরুত্বপূর্ণ, সমাজতান্ত্রিক গঠন কাজটাও আসলে একধরণের যুদ্ধই? আর এখন যখন কাঠ-বইবার টিমে লোক দরকার, আপনি বলছেন, আমি এতে যোগ দিতে পারবো না। এটা কী রকম ব্যাপার!"

হাইয়ের মনের অনুভূতি ভালোভাবেই বুঝতে পারলো শেং। মুখে সে বললো,

"তোমার সমালোচনা আমি মেনে নিচ্ছি। তোমার অনুরোধ সম্পর্কে আরও ভেবে দেখা হবে। তুমি ঘুমোতে যাও।"
"ভেবে দেখার কী আছে। কোম্পানি কম্যান্ডার তো এখানেই আছেন। দুজনে মিলে এক্ষুনি ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারেন। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। আপনারা কী ঠিক করলেন, জেনেই না হয় ঘুমোতে যাবো।" সতিসত্যিই, বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো হাই। যাবার কোনোই ইচ্ছে নেই তার এখন।
"ওর ভেতরের সেই "বাঘটা' আবার বেরিয়ে আসছে", চোখ পিটপিট কোরে বললো কুয়ান, হাসিভরা মুখে। "এরকম তেজ আর দেখিনি আমি!"
শেং তার দাড়িতে আকীর্ণ গালটা চুলকোতে বললো, "আমি দেখেছি। তুমিও এরকম জেদী ছিলে।" তারপর থেমে বললো, "ওকে কাঠ বইবার টিমে যোগ দেবার অনুমতি দেওয়া হোক। তুমি কী বলো?"
"ঠিক আছে। আমি চার নম্বর স্কোয়াডের লিডারকে বলে দেবো, ওর ওপর বিশেষ নজর রাখবার জন্য। ও যেভাবে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাতে যে কোনো সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।" কুয়ান দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। হাঁক দিয়ে বললো, "হাই এখনো দাঁড়িয়ে আছো তুমি? যাও ঘুমোতে যাও।"
হাই নড়লো না নিজের জায়গা ছেড়ে।
"তোমার অনুরোধ আমরা মেনে নিয়েছি। তুমি কাল থেকে কাঠ বইবার টিমে কাজ করবে।"
"সত্যি!" হাই চেঁচিয়ে উঠলো খুশিভরা কন্ঠে। তারপর ঘুরেই দৌড় লাগলো। তার পায়ে পায়ে বিচিত্র শব্দ উঠতে লাগলো শিশির ভেজা মাটিতে।
"ছেলেটা একেবারে যাচ্ছেতাই!" শেং বললো। "আবার খালি পায়ে এসে-ছিলো এখানে।"

কাঁধের ওপর একশো আশি ক্যাটি ওজনের কাঠ নিয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে ছুটছিলো হাই। বেশিবার যাতে মোট বওয়া যায়, সেজন্য সবসময়েই সে শর্ট-কার্ট কোরে সবচেয়ে পাথুরে রাস্তা দিয়ে যেতো। মাত্র তিনমাস সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে সে। এর মধ্যেই তার একেবারে নোতুন জুতোর তলাটা ক্ষয়ে গেছে, একটা বিরাট হাঁ হোয়ে গেছে জুতোয়। সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে তার পা দুটো। অধিকাংশ সময়েই খালি পায়েই থাকতো সে, কাজ করতে করতে চেঁচিয়ে উঠতো, "কমরেডগণ, আরও জোর কদমে কাজ কোরো। ধ্বংসই করতেই হবে প্রতিক্রিয়াশীলদের!"
প্রতিদিনই কোম্পানির বুলেটিন বোর্ড ভরে থাকতো হাইয়ের প্রশংসায়। এতে

স্কোয়াড লিডার একদিকে যেমন খুশি হোতো, আবার সঙ্গে সংগে সংগে চিন্তাও হোতো তার। বহুদিন ধরে সেনাবাহিনীতে আছে সে। কিন্তু হাইয়ের মতো যোদ্ধা খুব বেশি সে দেখেনি। যোগ্যতার ব্যাপারে হাইয়ের তুলনাই হয় না কোনো। কিন্তু যেভাবে বাঘের মতো তেজে সে ঝাঁপিয়ে পড়তো সব ব্যাপারে, তাতে সুষ্ঠুভাবে কাজে সম্পন্ন করার চেয়েও যেন কাজের মধ্যে প্রাণ দিয়ে দেওয়ার ঝোঁকটা বেশি প্রধান হোয়ে পড়তো। এতে খুব তাড়াতাড়িই নিজেকেই খইয়ে ফেলবে হাই। মোটেই খুব ভালো হবে না সেটা। সেজন্য কোম্পানির নেতাদের সে অনুরোধ জানালো, যাতে এরপর থেকে কোম্পানির সমস্ত সৈন্যের সামনে হাইকে আর প্রশংসা না করা হয়, আর সৈন্যদের বুলেটিন বোর্ডেও তার সম্পর্কে প্রশংসাবাণী কম উচ্চারিত হয়। সমস্ত স্কোয়াডের দায়িত্ব রয়েছে হাইকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার ব্যাপারে। আর সেজন্য হাইকে বেশি সমালোচনা করতে হবে, কিন্তু কাজ দিতে হবে কম। একদিন দুপুরে খাবার সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে ব্যারাকে ফিরছিলো হাই। তার অবস্থা দেখে এগিয়ে এলো চেন। নির্ঘাত একটা কান্ড বাধিয়েছে আবার! হাইকে পরীক্ষা কোরে দেখা গেলো, তার ডান পায়ে প্রায় দুইঞ্চি গভীর এক বিরাট ক্ষত। "কীভাবে হোলো এটা?" চেন প্রশ্ন করলো।

"ঠিক বলতে পারছি না।"

"পা কাটলো তোমার, আর তুমিই জানো না?"

"জানলে কি কাটতে পারতো? হঠাৎ খেয়াল করলাম, পায়ে একটু ব্যথা ব্যথা করছে।"

"জুতো কই তোমার?"

"ঘরে, খাটের তলায়।"

হাইয়ের এই অবাধ্যতায় খুবই খারাপ লাগলো চেনের। গম্ভীরভাবে বললো, "কোম্পানি কম্যান্ডার আর পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার তোমাকে বার বার নির্দেশ দিয়েছেন—খালি পায়ে হাঁটবে না। কোম্পানির প্রত্যেকের পক্ষে এ নিয়মবাধ্যতামূলক। তুমি জানো না সেটা?"

হাই নিজের অন্যায় বুঝতে পেরেও বিড় বিড় কোরে বললো, "বাড়ীতে তো জুতো মিলতো না আমাদের, সেখানে তো চিরকাল খালি পায়েই হেঁটেছি।"

"এটা সেনাবাহিনী।......ঠিক আছে, বিকেলে তুমি পুরো বিশ্রাম নেবে, কাজে যাবে না।"

"তেমন কোনো অসুবিধা তো হোচ্ছে না আমার।"

"তা হোক, তবু তোমার পুরো বিশ্রাম আজ।" কোম্পানি কম্যান্ডারের কাছে ছুটে চললো চেন।

কয়েক মিনিট পরেই চিকিৎসা বিভাগের একজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে কুয়ান এসে হাজির হোলো। কর্মীটি হাইয়ের ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে ব্যান্ডেজ বাঁধতে লাগলো। আর গম্ভীর মুখে ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইলো কুয়ান। হাই আড়চোখে কুয়ানের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, "খুবই চটেছেন কোম্পানি কম্যান্ডার। খুব একচোট হবে আমার ওপর।"

ঠিক সেই সময় কিচেন স্কোয়াডের লিডার লি শিয়াং এক পাত্র জল নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো। কুয়ান তাকে ডেকে নির্দেশ দিলো, "তুমি বলেছিলে না, তোমার একজন সাহায্যকারী দরকার? ওয়াং হাইকে সেই কাজের জন্য দেওয়া হোচ্ছে। উনুন সংক্রান্ত ব্যাপারে পুরো দায়িত্ব ওর। তার ওপর নজর রাখবে সব সময়। যেখান সেখান ঘুরে বেড়াতে দেবে না। পরিষ্কার?" লি হেসে সম্মতি জানালো।

কুয়ান উঠে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলো লিকে। ফিস্‌ফিস্‌ কোরে বললো, "ওকে কোনো কাজ করতে দেবে না। অদম্য উৎসাহে হাই নিজের শরীর সম্পর্কে সামান্যতম যত্ন পর্যন্ত নেয় না। পাগলের মতো সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভালোমন্দ কোনো জ্ঞান পর্যন্ত থাকে না ওর। সব সময় নজর রাখবে।" একটু পরেই কুয়ান এক নম্বর প্লেটুনের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো হাই। "খুব বেঁচে গেছি", সে ভাবলো। নীচু গলায় বললো, "আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি খুব এক চোট নেবেন আমাকে।"

ততোক্ষণে কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে কুয়ান। ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জন উঠলো সে, "কী বিড়বিড় করছো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! হ্যাঁ, আজ রাতে ঠিক হবে, তোমার সম্পর্কে কী করা যায়।"

কোম্পানির রান্নাঘরে সিঁড়িতে উনুনে আঁচ দিয়ে নির্জীব হোয়ে বসেছিলো হাই। কী ব্যবস্থা নিতে পারে কোম্পানি কম্যান্ডার? ভেবেই পাচ্ছিলো না হাই। তার পেছনের দিকে চার নম্বর স্কোয়াডের লিডারকে নির্দেশ দিচ্ছিলো কুয়ান। হাই তার গলা শুনতে পেলো, "ঘুরে ফিরে দেখলাম, আমাদের এই পাহাড়ের সব গাছই কাটা হোয়ে গেছে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর শক্তসমর্থ জনতিনেক তরুণ যোদ্ধাকে নিয়ে খাদের মধ্যেকার কাঠগুলোকে রাস্তায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে। আর হ্যাঁ, সাবধান হোয়ে যেন কাজটা করে সবাই। গঠনকাজ কাল থেকেই নিয়মিত শুরু হোয়ে যাবে।"

"কিন্তু কী ব্যবস্থা নেবেন কোম্পানি কম্যান্ডার আমার সম্পর্কে!" হাই বারবার একথাই ভাবছিলো। "নির্ঘাত গঠনকাজ থেকে বাদ দিয়ে দেবে আমাকে। সারাদিন শুধু উনুনের পাশে বসে জলই গরম কোরে যেতে হবে। কিংবা হয়তো পাঠিয়ে দেবে ব্যারাকের কোনো কাজে। আমার অসাবধানতা ও পা-

কাটার ফল ভালোই পাচ্ছি আমি। এখন সেনাবাহিনী থেকেই বাদ না দিয়ে দেয়!"

ঝুঁকে চারদিকে তাকালো সে। কোম্পানি কম্যান্ডার ও আরও অনেকে বিশ্রাম নিচ্ছে শুয়ে শুয়ে। কেউ কেউ গাছের ছায়ায় বসে গল্প করছে। কিচেন স্কোয়াডের নেতা লি একটা বিরাট গামলা সারাচ্ছে। "অনেক কাজ বাকী এখনো। আর আমি অলস হোয়ে বসে আছি? এক কাজ করি। ওদের বিশ্রামের অবকাশে খাদ থেকে কাঠগুলো সরিয়ে ফেলি বরং। কম্যান্ডার ধরতেই পারবে না। হ্যাঁ এটাই ভালো হবে। কাল থেকে তো নোতুন কাজ শুরু হোয়ে যাবে।" আর দেরী করলো না হাই। উনুনের মধ্যে অনেকগুলো শুকনো ডাল গুঁজে দিয়ে কিচেন স্কোয়াড-লিডারের চোখ এড়িয়ে গিয়ে হাজির হোলো খাদের কাছে।

পঞ্চাশ ষাটটা বড়ো বড়ো কাঠ পড়ে আছে অগোছালো হোয়ে। খালি পায়ে কাজ শুরু কোরে দিলো সে। এক একবার কাঠগুলো রেখে আসে, আবার ফিরে আসে। "আরও তাড়াতাড়ি করতে হবে।" মনে মনে সে ঠিক করলো। "কাজটা শেষ করেই আবার চটপট উনুনের পাশে ফিরে যেতে হবে।"

কাঠ বয়েই চলেছে সে। ইতিমধ্যে কতো সময় চলে গেছে, খেয়ালই নেই। তখনো প্রায় অর্ধেক কাঠ রয়ে গেছে। "এবার ফিরে যাওয়াই ভালো। না হোলে আবার মুস্কিলে পড়তে হবে।" কিন্তু তবু যেতে পারলো না সে "এই কাঠটা অন্ততঃ রেখে আসি। এটা রেখেই ঠিক চলে যাবো........।"

আবার কাঠ বইতে লাগলো সে। বিশ্রাম শেষ হবার বাঁশি বেজে উঠলো দূরে। "এখন না ফিরলেই সত্যিসত্যিই দেরী হোয়ে যাবে।" তখন আর দশ-বারোটা মাত্র কাঠ বাকী। "পায়ে মোটেই কষ্ট হোচ্ছে না আমার। কাজেই, এ ক'টা কাঠ ফেলে যাবার মানেই হয় না কোনো। রাতে আমার ব্যবস্থা হবে, কম্যান্ডার বলেছেন। সেটা এমনিতেও হবে, ওমনিতেও হবে। তার চেয়ে কাজটা সেরে ফেলাই ভালো। তারপর না হয় ব্যবস্থা যা হবার, তা হবে।"

দাঁতে দাঁত চেপে অনেক বেশি দ্রুত গতিতে কাঠ বইতে লাগলো সে। শেষ কাঠটা কাঁধে কোরে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে কাজ শেষ করার খুশিতে ভরে উঠলো তার মন। তার মনে পড়লো পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের উক্তি—"পার্টির জন্য কাজ করার চেয়ে বেশি আনন্দের কিছুই হোতে পারে না আর। সেটা ঠিক। জনগণের স্বার্থে শ্রম করা মানেই ভালো কাজ! যতো খাটা যায়, ততোই খুশিতে ভরে ওঠে মন।" খুশিতে গুণগুণ কোরে যোদ্ধাদের প্রিয় একটা গান গাইতে লাগলো সে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে। তার গলার গান বন্ধ হোয়ে গেলো। গজ দশেক দূরে কুয়ান দাঁড়িয়ে আছে। তার দু'চোখ ঝরে পড়ছে

রাগ। মনের প্রচন্ড বিক্ষোভ ফুটে উঠেছে তার মুখে। কাঠ নামিয়ে রেখে কোম্পানি কম্যান্ডারের দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত হাসি হাসলো হাই। কিন্তু কুয়ানের মুখভঙ্গির কোন পরিবর্তন না দেখতে পেয়ে মুখ থেকে হাসি মুছে গেলো তার। মাথা নীচু করলো সে।
প্রচন্ড রাগ হোয়েছিলো কুয়ানের। তাঁর এতোদিনের সৈনিক জীবনে এমন অবাধ্য সৈন্য আর দেখে নি সে। কিন্তু রাস্তার পাশেই স্তূপীকৃত কাঠগুলো দেখতে পেয়ে সমস্ত রাগ জল হোয়ে গেলো তার। হাইয়ের দিকে ভালো কোরে তাকালো সে। খালি পা। পায়ে ব্যান্ডেজের চিহ্নমাত্র নেই। কাদাজলে এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় পায়ের ক্ষতস্থান সাদা হোয়ে বেরিয়ে আছে। দুপুরের বিশ্রামের সময়ের মধ্যেই তিনজন সৈন্যের একটা গোটা বিকেলের কাজ সেরে ফেলেছে হাই। নিজের মনের এই অনুভূতি ঢাকবার জন্যেই যেন গর্জে উঠলো কুয়ান, "এখনো তুমি তোমার বাঘের তেজ দেখাচ্ছো, তাই না?"
"আমি... !"
একটু থেমে নিজেকে সংযত করলো কুয়ান। তারপর আবার গর্জে উঠলো, "আমার পিঠে চাপো, তোমায় বয়ে নিয়ে যাবো আমি। পরে তোমার ব্যবস্থা হে'চ্ছে।"
"কিন্তু কম্যান্ডার...... !"
"কথা না বাড়িয়ে যা বলছি তা করো। কী কোরে হেঁটে যাবে তুমি? কাদায় পা ফুলে উঠেছে তোমার। তার ওপর কাটা জায়গায় আবার বালি ঢুকলে পচে উঠবে পা।" গলার শিরা ফুলে উঠলো কুয়ানের। "কী দাঁড়িয়ে কেন এখনো? আমার পিঠে চেপে পড়ো।"
কথা না বাড়িয়ে কুয়ানের পিঠে চেপে পড়লো। আবেগের উষ্ণতায় মন ভরে উঠেছে তার। তার বলতে ইচ্ছে করছিলো, "আমাদের কম্যান্ডারের পিঠে চড়ে কিছুতেই যেতে পারবো না আমি।" লাফিয়ে নেমে পড়তে ইচ্ছে করছিলো তার। কিন্তু কোনো কথা বলতে বা নড়াচড়া করতে সাহসে কুলোলো না তার। ডাক্তারখানায় এসে হাইকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলো কুয়ান। তারপর এগিয়ে চললো যেখানে কাজ হোচ্ছে, সেদিকে। তিনজন যোদ্ধা খাদ থেকে কাঠ তুলবার জন্য যাচ্ছিলো। তাদের থামালো কুয়ান, বললো, "আর দরকার নেই তোমাদের, নিজের নিজের স্কোয়াডে চলে যাও।"
"কী ব্যাপার?" শেং এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো।
"আর কী। হার ছেড়ে দিয়েছি আমি।" হাসিমুখে কুয়ান বললো, "এরকম আর কয়েকজনকে পেলে এই গঠনকাজে আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি বেড়ে যেতো আমাদের। বসে বসে জল গরম করতে বয়েই গেছে ওর। ও এতোক্ষণ ধরে

খাদ থেকে কাঠগুলো একা একা তুলেছে।"
"ওয়াং হাই! আবার সে……!"
"তাছাড়া আবার কে! সত্যিই বাঘের মতো তেজ ওর! এরকম বাঘ কোম্পানিতে জনকয়েক থাকলে আর ভাবতে হোতো না!"
"উঁহু, ঠিক হোলো না কথাটা। কোম্পানির প্রত্যেকেরই বাঘের মতো তেজ থাকা দরকার।" খুশি ঝরে পড়লো শেঙের কথায়।
"শুধু বাঘের মতো তেজ থাকলেই কিন্তু চলবে না।" হঠাৎ গম্ভীর হোয়ে গিয়ে গাল চুলকোতে চুলকোতে শেং বললো অন্যমনস্কভাবে। অন্য কী যেন একটা ভাবতে লাগলো সে।

*　　　*　　　*　　　*

পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ শুরু করতে গিয়ে নোতুন এক বিপত্তির সম্মুখীন হোয়ে পড়লো হাইদের কোম্পানি। প্রায় বারো পাউন্ড ওজনের এক প্রকান্ড হাতুড়ী *দিয়ে ঠুকে ঠুকে বিরাট বিরাট সব ষ্টিলের পেরেক পোঁতা হোচ্ছিলো পাহাড়ের গায়ে, ডিনামাইট ফাটাবার জন্য গর্ত তৈরী করবার উদ্দেশ্যে। হাতুড়ীর প্রত্যেকটি আঘাত সোজাসুজি এসে পড়বে পেরেকের ঠিক মাথায়। হাতুড়ীর আঘাত আস্তে হোলে কোনো লাভ নেই। আবার পেরেকের ঠিক মাথাতেই জোরে জোরে অতো বড়ো হাতুড়ী দিয়ে পেটানোটাও নিতান্ত সহজ কথা নয়। নবাগত ক'জন সৈন্য তাই বিরাট হাতুড়ীটা দেখে ঠিক ভরসা পাচ্ছিলো না। তাদের মতো নবাগতরা যতো তাড়াতাড়ি কাজটা আয়ত্ত করতে পারবে, তার ওপরেই নির্ভর করবে, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গঠনকাজের কর্মসূচী শেষ করা যাবে কিনা। সেজন্য ঠিক হোলো, হাতুড়ী ব্যবহার করার পদ্ধতিটা হাতে কলমে সবার সামনে কোরে দেখানো হবে। এতে নবাগতদের ভয় কেটে যাবে, অভিজ্ঞ লোকদের কাজের পদ্ধতি তাদের মনে আস্থা সঞ্চার করবে।
রাতে খাবার পর বিশ্রামের সময় ওয়েই য়ু-য়ো একটা সামরিক সমস্যার খেলা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলো। হাই এসেই ওর হাত ধরে টান দিলো, "এই, চলো, হাতুড়ীর কাজটা দেখে আসি।"
"অসম্ভব। এই সমস্যার সমাধান না কোরে কিছুতেই উঠতে পারবো না আমি।"
"আরে চলো, চলো। এখুনি ওদিকে শুরু হোয়ে যাবে।"
"তুমি যাও, আমি পরে যাচ্ছি। সামরিক এই সমস্যাটা সমাধান করতে হোলে মাথা ঘামাতে হবে এখন।"

* স্লেজ হাতুড়ি (Sledge Hammer)

"রাখো, রাখো। এখন তোমার কর্তব্য হাতুড়ী ব্যবহারের পদ্ধতিটা ভালো কোরে খেয়াল করা, তা নিয়েই মাথা ঘামাতে হবে এখন।" জোর কোরে ওয়েইকে হাত ধরে নিয়ে এলো সে বাইরে। মাঠের মধ্যে অতোক্ষণে অভিজ্ঞ সৈনিকেরা বিরাট এক লোহার হাতুড়ী নিয়ে কাজের প্রদর্শনী শুরু কোরে দিয়েছে। তাদের চারিদিকে গোল কোরে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে দর্শকরা। লোহার ওপর সজোরে আঘাতে আগুনের ফুলকি ছিটকে আসছে। হাতুড়ীর বাড়ির তালে তালে গান গাইছে যোদ্ধারা। নবাগতরা সব অবাক হোয়ে গেছে কান্ডকারখানা দেখে। তারা সবাই বলাবলি করছে, "দারুণ লোক এরা। সৈন্যদল বিপ্লবী হোলে কী কান্ডটাই না কোরে ফেলা যায়।"

নবাগত কোনো যোদ্ধাকে এবার আহ্বান জানালো কুয়ান, হাতুড়ী নিয়ে একবার চেষ্টা চালাবার জন্য। লাফিয়ে সামনে এগিয়ে এলো হাই। "আমি একবার দেখি চেষ্টা কোরে।"

"তুমি?" যে লোকটির হাতে হাতুড়ী ছিলো সে চমকে গেলো হাইকে এগিয়ে আসতে দেখে। "এর আগে এ কাজ করেছো কখনো?"

"না", হাতে হাত ঘষে নিয়ে হাতুড়ীটা বাগিয়ে ধরতে ধরতে হাই উত্তর দিলো।

"কিন্তু...!" যোদ্ধাটি একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলো। হাইয়ের উৎসাহ ও নির্ভীকতার কথা কোম্পানির সবারই জানা ছিলো। কিন্তু তাই বোলে হাতুড়ীর কাজ! যে যোদ্ধাটি পেরেকটি ধরে আছে, হাতুড়ীটা একবার ফস্কে গিয়ে তার হাতের ওপর পড়লে আর দেখতে হবে না!

হ্যাঁ, তবুও হাই একবার চেষ্টা চালাবেই। কিন্তু কার এতো সাহস যে পেরেক ধরে থাকবে? প্রত্যেকে চোখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করলো। কারো সাহস হোলো না এগিয়ে আসবার। তা দেখে ওয়েই হেসে ফেললো। বললো, "হাই জন্মেছে বাঘের মাসে। বাঘের মাসে জন্মানো অন্য কেউ কোম্পানিতে থাকলে, তবে ওর জুটি মিলতো।"

কুয়ান কটমট কোরে তাকালো ওর দিকে। বললো, "কেন তুমি? তুমি আছো কী করতে?"

"আমি! আমার জন্ম ইঁদুরের মাসে।" চট কোরে নিজেকে গুটিয়ে নিলো ওয়েই।

খানিকক্ষণ কী ভাবলো কোম্পানি কম্যান্ডার। তারপর বিরাট লম্বা একটা সাঁড়াশি এনে হাইয়ের সামনে পেরেকটাকে দূর থেকে চেপে ধরলো। বললো, "চালাও!"

গায়ের জোরে হাতুড়ীটা তুলে ঘা বসালো হাই। পরপর তিনবারই ফস্কালো সে। হাতুড়ীটা পেরেকটার মাথায় পড়লো না। সাঁড়াশিটাই বরং বেঁকে গেলো

খানিকটা। দর্শকদের হাসি হাইয়ের কাছে খুব সুখকর ঠেকলো না। কুয়ান হাইকে আশ্বাস দিয়ে বললো, "উঁহু, শুধু গায়ের জোরেই চলবে না। তুমি বরং আরেকটু দ্যাখো। এর পর কে আসবে?"

এগিয়ে এলো লিউ ওয়েই-চেং। বললো, "অনেকদিন অভ্যেস নেই। দেখি একবার চেষ্টা কোরে।" হাতুড়ীটা তুলে কয়েকবার ঘুরিয়ে নিলো সে। তারপর পর পর বেশ কয়েকবার শক্ত হাতে ঠিক পেরেকের মাথায় ঠিকভাবে ঘা মেরে থামলো। হাততালি দিয়ে উঠলো সবাই!

"বাঃ, খারাপ কিছু নয় তো! অভিজ্ঞদের মতোই।" কুয়ান তাকে উৎসাহ দিলো।

"অনেকদিন অভ্যেস নেই। প্রায় বছর দুয়েক হাতুড়ী পেটানোর কাজ করেছি আমি। এক সঙ্গে একশো ঘা তো কিছুই না।" লিউ হাসি মুখে জানালো। একপাশে দাঁড়িয়ে হাই তখন ঠোঁট কামড়াচ্ছে, "ইস্! নিতান্তই একটা হাবা আমি, কোনো কাজই ঠিকমতো পারি না! ও যখন ঘা মারলো, পেরেকগুলো যেন গান কোরে উঠলো। আর আমি? একবারও পেরেকটাতে লাগাতে পারলাম না পর্যন্ত। কোম্পানির এখন ভীষণ দরকার হাতুড়ীর কাজ জানা লোক। গায়ের জোর কম নেই আমার, কিন্তু তবুও আমি পারলাম না!" লিউর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো সে। "ওর মতো যদি পারতাম আমি! কেমন হাতুড়ী তুলেই বসিয়ে দিচ্ছে। এরকমই তো হওয়া উচিত একজন বিপ্লবী যোদ্ধার। আমাকে শিখে নিতেই হবে সব কিছু। লিউ পারলে আমি কেন পারবো না?" সংকল্পে উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো তার চোখমুখ। কিন্তু কী কোরে সে এতো দক্ষ হোয়ে উঠবে? হ্যাঁ, এ প্রশ্নের একটাই জবাব হোতে পারে। অভ্যেস করতে হবে। কিন্তু কে আর সাহস কোরে তার সঙ্গে পেরেক ধরবে? আর তাছাড়া অন্যের কাজের সময়ে ভাগ বসানোটাও ঠিক না। হাই ঠিক করলো, লিউর কাছ থেকেই শিক্ষাটা নেবে।

কিন্তু লিউ মোটেই খুব সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলো না। "এতে বিশেষ ক্ষমতা লাগে," লিউ গর্বের সঙ্গে বললো, রাতারাতি শেখা যায় না এসব কাজ। তিনমাস অভ্যেস করার পর তবে আমি পেরেছি।" তার অহংকারী কথাবার্তায় হাই খানিকটা বিরক্তই হোলো। মুখ বুজে তবু সব হজম করলো হাই। শুধু তাই না। রোজ সে লিউর সঙ্গে জুটি বাঁধতে শুরু করলো। লিউ যখন হাতুড়ী চালাতো, তখন সে পেরেক ধরতো, যাতে খুব কাছ থেকে ঘা মারার কায়দাটা লক্ষ্য করতে পারে। কয়েকদিন লক্ষ্য করার পর তার মনে হোলো, সে যেন খানিকটা ধরতে পেরেছে।

এদিকে ওয়েই হাতুড়ির কাজ অভ্যেস করার এক নোতুন পন্থা আবিষ্কার কোরে ফেললো হাইয়ের জন্য। ব্যারাকের কিছু দূরে সে একটা দাগ এঁকে দিয়েছিলো।

আর ষ্টোর হাউস থেকে যোগাড় করেছিলো একটা বিরাট ওজনের হাতুড়ী। হাই যখনই সময় পেতো, তখনি ছুটে যেতো সেখানে, ছোট্টা চকের দাগটার ওপর হাতুড়ির ঘা দেওয়া অভ্যেস করতে। এতে কিছুদিনের মধ্যেই যেমন তার হাতের জোর বাড়লো, তেমনি বাড়লো তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঘা মারার ক্ষমতা। ওয়েই-এর কোনো বারণ না শুনে ক্রমাগত অভ্যেস করতো সে। যখন তার হাতদুটো প্রচন্ড যন্ত্রণায় অবশ হোয়ে পড়তো, তখনই কেবল থামতো সে। এর ফলে ক'দিন পরেই তার হাত দুটো ফুলে উঠলো, লাল হোয়ে রইলো। রাতে বিছানায় শুলেই প্রচন্ড যন্ত্রণা শুরু হোতো। এবং তার ফলে প্রতিদিন কুড়িটা কোরে ডন বৈঠক দেবার পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি ভাঙতে হোতো প্রায়ই। সে হাতের ফুলে ওঠা মাংসপেশী জড়িয়ে রাখতো একটা ভিজে তোয়ালে দিয়ে। মুখেও গুঁজে দিতো তোয়ালে, যাতে তার গোঙানি অন্যের কানে না যায়।

স্কোয়াড লিডার চেন ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছে, দুপুরে বিশ্রামের সময় বা বিকালে খেলাধুলার সময় হাইকে পাওয়া যাচ্ছে না। একদিন খাবার সময় সে লক্ষ্য করলো, হাই ঠিকমত কাঠি ধরতে পারছে না। কুচকাওয়াজের সময়েও হাই ঠিকমতো হাত নাড়তে পারছে না, বারবার চেষ্টা কোরেও সে ব্যর্থ হোচ্ছে। চেন নিশ্চিত বুঝলো, নির্ঘাৎ হাই একটা কিছু বাধিয়ে বসেছে। অবশেষে একদিন পুকুরে স্নানের সময়ে তার চোখে ধরা পড়লো, হাইয়ের হাত দুটো ফোলা আর লাল। সে হাইকে জল থেকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করলো, "কী হোয়েছে হাতে?"

হাই একটু বিব্রত হাসি হেসে বললো, "এই.......অভ্যেস করতে গিয়ে হোয়েছে।" তারপর চেনের পীড়াপীড়িতে সে তার সংকল্পের কথা খুলে বললো, তার অভ্যেসের কায়দাটাও বললো। অনুরোধ জানালো, "আপনি আমার সঙ্গে পেরেক ধরবেন? দেখবেন হাতুড়ির একটা ঘা-ও ফস্কাবে না।"

"এতো ফুলেছে হাত, যন্ত্রণা হয় না?"

"কয়েক ঘা, মাত্র কয়েক ঘা। এতে ব্যথা লাগবে না।"

সংকল্পে উজ্জ্বল হাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চেন রাজী হোয়ে গেলো।

হাই উৎসাহভরে হাতুড়ীর ঘা মেরেই চললো চেনের হাতের পেরেকটাতে।

চেন খুব বেশি হৈ চৈ শুরু করায় সে থামতে বাধ্য হোলো।

"আমাদের স্কোয়াডে এর পরই আমি সুযোগ চাই হাতুড়ীর কাজে," হাই অনুরোধ জানালো। তারপর আবার বললো, "এক কাজ করা যাক বরং। আপনি এ কাজে আমার জুটি হোয়ে যান। কোম্পানির কেউই পারবে না আমাদের সাথে। ব্যাটালিয়নের সবারই এখন তাড়াতাড়ি একারে হাতুড়ীর কাজ শিখে ফেলা উচিত। আর ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডার তো বোলেই দিয়েছেন যে

কাজটা মোটেই খুব কঠিন না। কোম্পানির সমস্ত পুরোণো ও নোতুন সৈন্যদের এ কাজে ডেকে আনবো আমরা। তারপর দেখা যাবে, কোন্ কোম্পানি জিততে পারে। সবাই মিলে চেষ্টা করলে এ ব্যাপারে কোনো সমস্যাই থাকবে না আর।" তারপর কী ভেবে হাই আবার জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, আমাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে কে প্রতিনিধিত্ব করবে?"

"খুব সম্ভব লিউ ওয়েই-চেং।"

"আমার নামটাও দিয়ে দেবেন। একবার চেষ্টা করতে দিন আমাকে। আমি কথা দিচ্ছি আমাদের কোম্পানি বা স্কোয়াডের নাম ডোবাবো না। প্রতিযোগিতা কেন করি আমরা? প্রত্যেককে কাজে উৎসাহ দেবার জন্যেই তো? লিউ পারলে আমি পারবো না কেন? আমার মতো রোগা চেহারার কেউ লিউ-এর মতো শক্তসমর্থ চেহারার কারোর মতো কাজ করতে পারলে, সবাই-ই খুব উৎসাহ পাবে।"

"তোমার হাতের ব্যথা কমুক তো, তারপর দেখা যাবে। আর হ্যাঁ, তুমি এখন তোমার অভ্যেস ক'দিন বন্ধ না রাখলে, আমি কোম্পানি কম্যান্ডারকে রিপোর্ট করবো।"

"না, না, কিছুতেই না। আমি কথা দিচ্ছি ক'দিন বিশ্রাম নেবো। বিশ্রামের সময় বা খেলার মাঠে আমায় না পেলে রিপোর্ট কোরে দেবেন।"

হাইয়ের উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো চেন।

কাজের জায়গাতেই হাতুড়ীর কাজের প্রদর্শনী শুরু হোলো। ব্যাটালিয়ানের বিভিন্ন কোম্পানির সব সৈন্যরা গোল কোরে ঘিরে দাঁড়ালো। ব্যাটালিয়ানের নেতারাও সবাই হাজির। এদিনের হাতুড়ীটা আরও বড়ো, প্রায় আঠারো পাউন্ড ওজনের।

এক নম্বর কোম্পানির চ্যাং প্রথমে শুরু করলো। প্রথমে সংক্ষেপে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে নিয়ে সে হাতুড়ি তুলে নিলো। একাদিক্রমে একশো পঞ্চাশটা ঘা মারলো সে। দর্শকরা হর্ষধ্বনি কোরে তাকে অভিনন্দন জানালো। দুই নম্বর কোম্পানির প্রতিনিধিও মোটামুটি ভালো ফল দেখালো। একশো ত্রিশটাঘা বসালো সে।

তিন নম্বর কোম্পানির লিউ ওয়েই-চেং এবার এগিয়ে এলো। মাঠের মাঝখানে পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকের দর্শকদের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। হাতুড়ির কাজে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা বেশ গলা চড়িয়ে সে শোনালো সবাইকে। তার গর্বিত ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো, সে এক নম্বর ও দুনম্বর কোম্পানির চেয়ে ভালো ফল দেখাবার আশা রাখে। লিউ যে একজন নবাগত যোদ্ধা, ব্যাটালিয়ান কম্যান্ডারকে একজন সে খবর জানালো। ব্যাটালিয়ান

কম্যান্ডার ঘাড় নেড়ে তার খুশির ভাব প্রকাশ করলো। তারপর লিউকে ইঙ্গিত করলো শুরু করার জন্য।
দু'বার হাত-পা ছুড়লো লিউ। তারপর চটপট ক'বার ডন-বৈঠক দিয়ে নিলো। তারপর ধীরে ধীরে গভীর আস্থার সঙ্গে হাতুড়ীটা তুলে নিলো হাতে।
"………পঁচানব্বই, ছিয়ানব্বই……," একজন গুণে চললো।
"একশো উনচল্লিশ, একশো চল্লিশ…… ।"
সে একশো পঞ্চাশে পৌঁছুতেই, অনেকে বললো, সে আর পারবে না। অন্য কেউ কেউ বললো, না, এখনো দম আছে ওর।
"……একশো আটানব্বই, একশো নিরানব্বই, দু'শো।"
হাতুড়ি নামিয়ে রাখলো লিউ। সারা শরীর তার ঘামে ভিজে গেছে। নিজের কোম্পানির মাঝে গিয়ে দাঁড়ালো সে। চারিদিক থেকে অভিনন্দন আর হর্ষধ্বনি জেগে উঠলো। এক ও দুই নম্বর কোম্পানির প্রতিনিধিরা এসে জড়িয়ে ধরলো লিউকে। কে যেন বলে উঠলো, "দারুণ অভিজ্ঞতা ওর! কার ক্ষমতা ওকে হারায়?"
ব্যাটালিয়ান কম্যান্ডার তিনজনের কাজের দোষ-গুণ ব্যাখ্যা কোরে বোঝাবার জন্যে এগিয়ে এলো সামনে। হাই তাড়াতাড়ি চেনকে কানে কানে বললো, "স্কোয়াড লিডার, আমার নাম ডাকুন। আমি একবার চেষ্টা কোরে দেখি।"
"লিউ দু'শো পর্যন্ত উঠেছে।"
"তাতে কী হোয়েছে! একবার চেষ্টা করতে দোষ কী?"
কিন্তু চেন হাইয়ের ওপর এ ব্যাপারে আস্থা রাখতে পারছিলো না। তাই সে মুখ খুললো না।
চেনের নীরবতা দেখে হাই চিন্তিত হোলো। "আমি কি পারবো না? কেন পারবো না! না! এক্ষুণি কে যেন বললো, 'দারুণ অভিজ্ঞতা ওর! কার ক্ষমতা ওকে হারায়?' তার মানে অন্য যাদের অভিজ্ঞতা নেই, তারা কাজে আস্থাই পাচ্ছে না কোনো। কাজেই চেষ্টা কোরে ওদের উৎসাহ দেওয়া উচিত।"
"রিপোর্ট!" ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো সে। "কম্যান্ডার, আমি একবার চেষ্টা কোরে দেখি।" সবাই তার সাহসে অবাক হোয়ে গেছে দেখে সে আবার বললো, "কোনো অভিজ্ঞতাই নেই আমার। তবু একবার চেষ্টা কোরে দেখতে চাই আমি।"
"হ্যাঁ, ঠিকই, হাই ভালো ফল দেখাতে পারলে, নোতুন যোদ্ধারা সবাই খুব উৎসাহ পাবে," ব্যাটালিয়ান কম্যান্ডার ভাবলো। তারপর জোরে বললো, "ঠিক আছে। শুরু কোরে দাও।"

হাই ছুটে গিয়ে হাতুড়ীটা তুললো। চারিদিকের যোদ্ধারা হকচকিয়ে গেছে। তাদের 'বাঘ' কি আজ হাস্যাস্পদ হবে সবার সামনে? উৎকন্ঠায় ভরে উঠলো চেনের মন। যে যোদ্ধাটি পেরেক ধরছিলো, হাইকে দেখেই পেরেক নামিয়ে রেখে কেটে পড়লো। হেসে উঠলো সবাই। হাই ভেবে পেলো না কী করবে। উত্তেজনায় আর লজ্জায় সে হাতুড়ীটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

"আমি ধরছি," কুয়ান এগিয়ে এসে পাথরের ওপর পেরেকটা ধরলো। তারপর মাথা তুলে হাইয়ের দিকে তাকাতেই, হাইয়ের মনে হোলো, কোম্পানি কম্যান্ডার যেন বলছে, "চালাও 'বাঘ', আমি আছি তোমার সাথে।"

কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো হাই। শুরু করার জন্য ব্যাটালিয়ান কম্যান্ডারের ইঙ্গিতের অপেক্ষা না রেখেই বিশাল হাতুড়ীটা তুলে পেরেকের ওপর ঘা বসাতে লাগলো সে। পেরেকের ওপর ক্রমাগত এসে পড়তে লাগলো হাতুড়ীটা।

"নাঃ, গায়ে জোর আছে হাইয়ের," একজন যোদ্ধা মন্তব্য করলো, "তবে তাড়াতাড়ি ওর দম ফুরিয়ে আসছে। পঞ্চাশ পেরোতে পারবে না বোধ হয়।"
"উনপঞ্চাশ, পঞ্চাশ, একান্ন......।" তখনও হাতুড়ীর ঘা বসিয়ে যাচ্ছে হাই। হাতুড়ীর প্রত্যেকটা আঘাত পড়ছে আগেরটার চেয়ে বেশি জোরে। আরেকজন মন্তব্য করলো, "সত্যিই বাঘের মতো তেজ ওর। অবশ্য একশো ছাড়াতে হোচ্ছে না তাই বোলে।"
"একশো, একশো এক, একশো দুই...।" হাইয়ের প্রতিটি আঘাত জোরে জোরে তো বটেই, বেশ দ্রুতগতিতেই পড়ছে এখনো। পেরেকটা ধরে থাকতে থাকতে কুয়ানের হাত টনটনিয়ে উঠতে শুরু করেছে এর মধ্যেই।
একশো সত্তর পার হবার পর, হাইয়ের মনে হোলো, আর পারছে না। আঠারো পাউন্ড ওজনের হাতুড়ীটার ওজন যেন বহুগুণ বেড়ে গেছে! গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ঘা মারতে হোচ্ছে। "না, আর পারা যাচ্ছে না।" তখনো সে ঘা মেরে যাচ্ছে বটে, কিন্তু গায়ের জোর কমে এসেছে। গতিও আসছে কমে।
"জোর কদম চালাও, হাই," ওয়েই ভীড়ের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, "গতি কমে গেলে চলবে না এখন।"
"ঠিক বলেছো," পাশের থেকে আরেকজন বলে উঠলো, "যারা জীবনে কোনো-দিন হাতুড়ী ধরে নি তারা একবার দেখে নিক।"
"আর দশবার হোলেই লিউকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে হাই।"
এসব কথা যতো কানে আসতে লাগলো হাইয়ের, ততোই যেন গায়ের জোর বেড়ে যেতে লাগলো তার। লিউকে হারাতেই হবে। পেরেক ধরে আছে

কুয়ান। তার প্রতি প্রচণ্ড আস্থা নিয়ে। তার এই আস্থার যোগ্য হোতেই হবে তাকে। দুশো ছাড়াতেই হবে।

"...একশো নিরানব্বই, দুশো, দুশো এক... !" দর্শকদের উত্তেজনা বাড়তে লাগলো। "সারা জীবনে এরকম দেখিনি আমি," অবাক হোয়ে একজন বললো। "আর ও যখন মাঠে নেমেছে, নিশ্চয়ই বেশ বুঝে শুনেই নেমেছে।" এদিকে চেন গভীর বিস্ময়ে আনন্দে তাকিয়ে আছে।

যে গুণছিলো, সে যখন জোরে জোরে চেঁচিয়ে বললো, "দুশো ত্রিশ", তখন কেমন নীরবতা নেমে এলো সবার মাঝে। প্রত্যেকেই তখন দাঁতে দাঁত চেপে আছে, হাতুড়ীর প্রতিটি ঘা-র সঙ্গে তাদের হৃদয় আন্দোলিত হোচ্ছে, হাইয়ের সঙ্গে সবাই তখন একাত্ম হোয়ে গেছে। অনেকেই, প্রায় নিজেদের অজান্তেই, ফিস্‌ফিস্‌ কোরে গুণে চলেছে, "দুশো পঁয়ত্রিশ, দুশো ছত্রিশ ... !"

পেরেকটা চেপে ধরে থাকতে থাকতে হাত টন্‌টন্‌ করা সত্ত্বেও কুয়ান গভীর সহানুভূতিতে হাইয়ের দিকে তাকিয়েছিলো। হঠাৎ তার মনে হোলো, হাইয়ের মধ্যেকার সেই 'বাঘটা' যেন আরও বেশি তেজী হোয়ে উঠেছে, হাইয়ের প্রতিটি আঘাত যেন বেশি জোরালো হোয়ে উঠেছে। তার ভয় হোতে লাগলো, নিজে অত্যধিক তেজ দেখাতে গিয়ে হাই নিজেকে ক্ষইয়ে ফেলবে, অসুস্থ হোয়ে পড়বে। চোখের ইঙ্গিতে সে হাইকে থামবার জন্য ইঙ্গিত করলো। হাই কিন্তু তার ইঙ্গিতের উল্টো মানে কোরে, তার আঘাতের জোর ও গতিই দিলো বাড়িয়ে।

দুশো পঞ্চাশ পার হোতেই, ব্যাটালিয়ান কম্যাণ্ডার হাইকে থামবার জন্য অনুরোধ জানালো। কিন্তু হাইয়ের তখনও বেশ দম ছিলো। বিশাল হাতুড়ীটা যেন হঠাৎ হালকা হোয়ে গেছে। যন্ত্রের মতো তখন সে শুধু হাতুড়ীর ঘা মেরে যাচ্ছে। "থামো", কুয়ান এবার চেঁচিয়ে উঠলো।

"আর ত্রিশটা।" হাই এতো তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে রাজী নয়। ঠন্‌ ঠন্‌ ঠন্‌ ঠন্‌...... ! ক্রমাগত পেরেকের ওপর এসে পড়তে লাগলো বিশাল হাতুড়ীটা। ক্রমাগত ছিটকে যাচ্ছে আগুনের ফুলকি। সবাই তাকিয়ে আছে গভীর বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো কোরে। অনেকেই হাইকে উৎসাহ দিচ্ছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। গণনাকারী ঘোষণা করলো, "দুশো আশি।" হাই হাতুড়ী নামিয়ে রাখলো মাটিতে। তার মনে হোলো, আরও কিছুক্ষণ চালানো যেতো।

সমস্ত সৈন্যরা এসে হাইকে ঘিরে ধরলো। চেন এক পাত্র ঠাণ্ডা জল এগিয়ে দিলো তার দিকে। ওয়েই কোথা থেকে একটা তালপাখা জোগাড় কোরে তাকে হাওয়া করতে লাগলো, তার দিকে একটা তোয়ালে এগিয়ে দিলো।

"তাহোলে দেখা যাচ্ছে, হাতুড়ীর কাজকে এতো ভয় করার কোনো যুক্তিই নেই," একজন চেঁচিয়ে বললো। আরেকজন বললো, "ওয়াং হাই আমাদেরই মতো।

সে পারলে আমরাও পারবো!" ব্যাটালিয়ান কম্যান্ডার হাত তুলে সবাইকে থামালো। তারপর হাইকে বললো, "তুমি বলেছিলে, তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাহোলে কী ভাবে এটা হোলো?"
হাই নম্রস্বরে উত্তর দিলো, "হাতুড়ীটাকে আমি মনে করেছিলাম একটা অস্ত্র, আর পেরেকটা যেন চিয়াং কাই-শেকের মুন্ডু। এটা ভাবতেই গায়ে যেন জোর পাচ্ছিলাম আমি। যতো সময় যাচ্ছিলো, ততোই যেন জোর বাড়ছিলো!"
"চমৎকার! চমৎকার পদ্ধতি।" ব্যাটালিয়ান কম্যান্ডার তাকে অভিনন্দন জানালেন। "শত্রুদের কথা মনে রাখলে, দু'শো আশিটা হাতুড়ীর ঘা তো কিছুই না! ব্যাটালিয়ানের প্রত্যেক কমরেডের, পুরোণো ও নোতুন সবারই, এটা শেখা উচিত।"
"ঠিক। কমরেড ওয়াং হাইয়ের কাছে আমাদের শেখা উচিত!" সমস্ত সৈন্যরা চেঁচিয়ে উঠলো।
কিন্তু তবু হাই মনে মনে খুঁতখুঁত করছিলো। তার গোপন ট্রেনিং-এর সময় সে এক দমে তিনশোরও বেশি বার কাঠের গুঁড়টার ওপরকার চকের দাগে হাতুড়ীর আঘাত করেছে। আর আজ সে তিনশোও ছাড়াতে পারলো না!
হাইকে হাওয়া করতে করতে লিউয়ের দিকে হেসে তাকালো ওয়েই। "কী হোলো? দৃঢ়তা থাকলে রোগা শরীরেও কী করা যায়, দেখলে তো?" হাই গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।
এবং এই প্রথম তার মনে হোলো, তার শরীরের সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে গেছে।

* * * *

দক্ষিণ চীনে আগষ্ট মাসের সূর্য হোয়ে ওঠে আগুনের মতো। প্রচন্ড রোদের তাপে দুপুরের মধ্যেই শুকিয়ে ওঠে গাছের পাতা। তার ওপর এই প্রচন্ড গরমকে আরো অসহ্য কোরে তোলে কাকের একটানা বিরক্তিকর কর্কশধ্বনি।
ব্যারাকে হাই একা এখন। একটা পেনের পেছনের দিকটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে উজ্জ্বল চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছিলো সে। আসলে নিজের চিন্তাকে বিশ্লেষণ কোরে লিখে রাখতে চাইছিলো। প্রত্যেকেই কাজের জায়গায় চলে গেছে। কিন্তু কোম্পানি কম্যান্ডার তাকে আজকেও ব্যারাক পাহারা দেবার নির্দেশ দিয়েছে, তার ভুলত্রুটিগুলি খুঁজে বের করতে বলেছে। আসল ঘটনাটা ছিলো এরকম: আগের দিনও হাইয়ের ওপর দায়িত্ব পড়েছিলো ব্যারাকের অর্থাৎ ব্যারাক পাহারা দেবার ও পরিষ্কার করার, চারদিকে খেয়াল রাখার। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগে না হাইয়ের। কাজেই এ কাজটা তার খুব পছন্দসই নয়। তাছাড়া তাদের কোম্পানিতে পাহাড় ভাঙার দায়িত্ব যাদের ওপর রয়েছে, তাদের মধ্যে হাই

হোচ্ছে একজন প্রধান উদ্যোগী কর্মী। তাদের কাজের ক্ষেত্রে সম্প্রতি কিছু সমস্যার উদ্ভব হোয়েছে। আর সে কারণেই হাইকে তাদের দরকার। অনেকগুলি ডিনামাইট পাহাড়ের গর্তের গভীরে গিয়ে ঠিক মতো ফাটছে না। তাছাড়া, লিউ এখন রয়েছে এক নম্বর প্লেটুনে—ফলে তাদের কাজ অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিউদের প্লেটুন এখন সবচেয়ে বেশি দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। হাইদের টিমকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছে তারা। এমতাবস্থায় কী কোরে চুপচাপ ঘরে বসে থাকে হাই। স্কোয়াড লিডারকে সে অনেক কোরে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলো যে, ব্যারাকের কাজে যে কেউ থাকলেই হোলো। কিন্তু স্কোয়াড লিডার কিছুতেই শুনতে রাজী নয়। হাই গিয়ে তাই হাজির হোলো সোজাসুজি কোম্পানি হেডকোয়ার্টারে।

"কম্যান্ডার, আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

"আচ্ছা, এতো বক্তব্য তুমি কোত্থেকে পাও বলো তো? ক'দিন অন্তরই একের পর এক বক্তব্য নিয়ে তুমি হাজির হও! এখন আমি একটু ব্যস্ত। কাল এসো, তখন তোমার বক্তব্য শোনা যাবে।"

কম্যান্ডারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো হাই। কোনো উত্তর দিলো না। কুয়ান একটু অবাক হোলো। "ছেলেটা কখনো চেপে থাকতে পারে না," সে ভাবলো, "আমি কি ওকে ঘাবড়ে দিলাম নাকি?" "কী ব্যাপার? কী হোলো তোমার? আমি ওকথা বলেছি বলেই তোমার বক্তব্য চেপে যাবে নাকি তুমি?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"কে বললো আমি চেপে যাবো?" একটু চটেই বললো হাই, "আপনি আমাকে বলতে না দিলে আমি ব্যাটেলিয়ান কম্যান্ডারের কাছে যাবো, রেজিমেন্ট কম্যান্ডারের কাছে যাবো।"

"এই তো চাই!" কুয়ান খুশি হোয়ে বললো। "প্রতিটি সৈনিকের এরকম হওয়া দরকার—কোনো প্রস্তাব মাথায় এলেই সংগঠনের সামনে উপস্থিত করা উচিত। এভাবেই আমাদের কাজের প্রতি আমরা দায়িত্বশীল মনোভাব গড়ে তুলতে পারি। যাই হোক, শুনি তোমার প্রস্তাব।"

হাই বুঝতে পারলো, কোম্পানি কমান্ডার তাকে পরীক্ষা করছিলো। সে বোঝানোর সুরে বললো, "বলেছিলাম যে একজন সৈন্য তো ঘুরে ঘুরে ব্যারাকের চারিদিকে পাহারা দিচ্ছেই, অন্য কারও আর সেখানে থাকার দরকার কী? আমার বক্তব্য হোচ্ছে, আমাকে এ কাজ ছেড়ে অন্যদের সঙ্গে কাজ করতে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক।"

"উঁহু, তোমার এই অনুরোধ আমি মানতে পারছি না।" কুয়ান গম্ভীরভাবে

বললো। ধীরে ধীরে লোহার শিরস্ত্রাণটি মাথায় পরলো সে। "এটা সৈন্যদল। সব সময় আমাদের সতর্ক প্রহরা রাখা দরকার। এখন খুব একটা গণ্ডগোল কিছু নেই বলে আমাদের ঢিলে দিলে চলবে না। এই লোহার শিরস্ত্রাণটির কথাই ধরো না কেন। প্রতিটি মুহূর্তে, পাহাড়ে কাজ করার সময়, আমার মাথার ওপর নিশ্চয়ই পাথর এসে পড়ছে না। তবু এটা পরে থাকাটাই নিরাপদ। কবে আমার মাথায় এসে পড়বে, তার অপেক্ষায় থেকে এটাকে যদি মাথায় চাপাবার সিদ্ধান্ত আমি করি, তবে যখন সত্যিসত্যিই পাথর এসে মাথাটা ছাতু কোরে দেবে, তখন করবার কিছুই থাকবে না আর। তুমিই বলো, ঠিক বলিনি আমি?"

"না, মানে আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহোলে অন্য কেউ ব্যারাকের দায়িত্বে থাকুক। তাহোলে তো আপত্তি নেই?"

"আমি জানি, তুমি দু'দণ্ড স্থির হোয়ে থাকতে পারো না। কিন্তু হাই, গতবারের সেই ব্যাপারটার হিসেব-নিকেশ এখনো বাকী রয়ে গেছে। সেকথা মনে রেখো।" আর কথা না বাড়িয়ে কুয়ান যেদিকে কাজ চলছে, সেদিকে হাঁটা দিলো।

হাই আর কোনো উপায় না দেখে ব্যারাকে ফিরে এলো। প্রথমে ব্যারাকের ভেতরটা পরিষ্কার করলো সে। বইগুলো ঝাট দিলো। স্কোয়াডের সবার র ইফেলগুলো পরিষ্কার করলো। তারপর খড় পাকিয়ে দড়ি বানিয়ে উঠোনে সেটাকে টাঙালো, ভিজে জামাকাপড় মেলবার জন্য। এসব কাজ কোরে সে তাকালো আকাশের দিকে। সূর্য তখনো মাথার ওপরে ওঠেনি। অর্থাৎ, এখনো গোটা বিকেলটা পড়ে আছে।

দরজার পাশে বসে অন্যমনস্কভাবে একটুকরো খড়ের দড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে হাই। হঠাৎ তার মনে পড়লো—পাহাড়ের গর্তের ভেতর অনেক সময় জল জমে থাকায় ডিনামাইটগুলো ঠিকমতো ফাটে না। এর ফলে কাজ ব্যাহত হয় বহু সময়েই। কিন্তু সেই গর্তগুলোর মধ্যে খড়ের দড়ি ঢুকিয়ে দিলে দড়িতে জল শুষে নেবে, ফলে ডিনামাইটগুলো ঠিকমতো ফাটবে। পরীক্ষা কোরে ঠিক বোলে প্রমাণিত হোলে, একটা বিরাট সমস্যার সমাধান হোয়ে যাবে। লাফিয়ে উঠে কাজের জায়গার দিকে ছুটতে শুরু করলো হাই।

সেখানে পৌঁছেই কাজে নেমে পড়লো সে। অন্যান্য সৈনিকদের এবং টিম-লিডারের সঙ্গে তার পদ্ধতিটা নিয়ে আলোচনা শুরু করলো। তার সমস্ত চিন্তা এখন শুধু একদিকেই—পরীক্ষা কোরে দেখতে হবে, এভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা। তার এই ব্যস্ততার মধ্যে সে ভুলে গেলো সব কিছু। ভুলে গেলো তার ব্যারাকের কাজ। ভুলে গেলো "হিসেব-নিকেশ" চুকিয়ে দেবার ব্যাপারে কুয়ানের সতর্কতা।

তার পরীক্ষা সফল হোলো। প্রত্যেকে গভীর আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

অভিনন্দন জানাতে লাগলো। সে-ও অন্যদের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে কাজ করতে লাগলো। তারপর কাজের শেষে সবার সঙ্গে ফিরে চললো ব্যারাকের দিকে। লিউকে খুঁজে বের কোরে এই নোতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলো সে। কিন্তু কথা শুরু হোতে না হোতেই এসে হাজির হলো একজন সংবাদবাহক, তার দিকে চেঁচিয়ে উঠলো, "কোম্পানি কম্যান্ডার হেড-কোয়ার্টারে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

নোতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যই নিশ্চয় এই ডাক—হাই ভাবলো। তাড়াতাড়ি সে হেডকোয়ার্টারের দিকে ছুটলো। হেডকোয়ার্টারের দরজা পেরিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই হাঁক দিয়ে উঠলো কুয়ান, "এক্ষুনি গিয়ে তোমার রাইফেলটা নিয়ে এসো। আমি সেটাকে পরীক্ষা কোরে দেখতে চাই।" "সামান্য একটা অস্ত্র পরীক্ষা কোরে দেখবার জন্য এতো হাঁকডাকের কী মানে হয়?" হাই মনে মনে বললো। ধীরে ধীরে ব্যারাকের দিকে এগিয়ে চললো সে। তার রাইফেল সম্পর্কে বিশেষ চিন্তার কিছু দেখতে পেলো না সে। তাদের স্কোয়াডের মধ্যে তার রাইফেলটাই সবচেয়ে ঝকঝকে, পরিষ্কার। কিন্তু এ কী। যেখানে অস্ত্র থাকে, সেখানে অন্য সবার অস্ত্রই সারি সারি সাজানো আছে, অথচ ৫৬০৮৮-৭৪ নম্বর রাইফেলটা, অর্থাৎ তার নিজেরটাই, চোখে পড়লো না হাইয়ের।

"স্কোয়াড-লিডার, আমার রাইফেলটা কোথায় বলতে পারেন?"

"আমি কী কোরে বলবো? আজ ব্যারাকের দায়িত্বে তো আমি ছিলাম না।"

চেনের কথাগুলো যেন একটা গোপন অর্থ বহন করলো। উদ্বিগ্ন হোয়ে সারা ঘরে ভালো কোরে খুঁজতে লাগলো হাই, দরজার আড়াল আর বিছানার তলাটাও বাদ দিলো না। "কমরেডস্, আমার রাইফেলটা দেখেছো কেউ?" হাইয়ের কণ্ঠে উদ্বেগ ঝরে পড়ছে। "৫৬০৮৮৭৪ নম্বর। দেখেছো কেউ?"

"না তো", সবার একই উত্তর।

"একজন সৈনিকের পক্ষে সবচেয়ে দরকারী, সবচেয়ে অপরিহার্য অস্ত্র হোচ্ছে তার রাইফেল। একজন সৈনিক তার সেই রাইফেল হারিয়ে ফেলেছে, এমন আজব কথা আমি জীবনে শুনি নি।" বলতে বলতে ওয়েই আর তার হাসি লুকোতে পারলো না, তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

"আরে ঘাবড়াবার কী আছে? আজ ব্যারাকের দায়িত্বে যে ছিলো, সে-ই তো এর জন্য দায়ী। তাকে জিজ্ঞেস করছো না কেন?" হুয়াং পরামর্শ দিলো।

"কিন্তু……মানে……!" হাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

চেন এগিয়ে এলো, "হাই, রাইফেল হারানোটা খুবই গুরুতর ব্যাপার।"

"হ্যাঁ, জানি। সেইজন্যই ভাবছি।" হাই একদৃষ্টিতে তাকালো স্কোয়াড লিডারের দিকে। চেনের মুখে সান্ত্বনা বা আশ্বাস, এমন কি হাসি দেখতে পেলেও

বোঝা যাবে, গোটা ব্যাপারটাই একটা রসিকতা। কিন্তু চেনের রোদে-পোড়া মুখে ছিটেফোটা হাসিও খুঁজে পেলো না হাই।
"তুমি তো খুব মজার ছেলে! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেই রাইফেল খুঁজে পাবে নাকি? চটপট কোম্পানি হেড কোয়ার্টারে গিয়ে রিপোর্ট করো।"

"রিপোর্ট! কম্যান্ডার, আমার রাইফেলটা খুঁজে পাচ্ছি না।"
"ব্যারাকে যে দায়িত্বে ছিলো, তাকে পাঠিয়ে দাও এখানে।"
হাই জায়গাটা ছেড়ে নড়লো না এক পা-ও।
"কী হোলো?"
"আমিই আজ ব্যারাকের দায়িত্বে ছিলাম।"
"ওঃ, চমৎকার!" কুয়ান চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলো। "ব্যারাকের দায়িত্বে থাকলে কী কী করতে হয়?"
"ব্যারাক সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হয়, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ওপর নজর রাখতে হয়, পাহারা দিতে হয়।"
হাইয়ের এই চটপট জবাবে কুয়ানের মেজাজ খারাপ হোয়ে গেলো। "তুমি তোমার এই দায়িত্ব কীভাবে পালন করছো?"
"খুবই খারাপভাবে।"
"নির্দিষ্ট কোরে বলো।"
"একটা রাইফেল হারিয়েছি। এর আগে আপনার কাছে আসার জন্য বিনা অনুমতিতে জায়গা ছেড়ে এসেছি।"
"তুমি জায়গা ছেড়ে আসার অনুমতি চাইলেও অনুমতি পাও নি। তবু তুমি অন্য জায়গায় গেছিলে কেন?"
"দুর্বল প্রহরা, সাংগঠনিক চেতনার নীচু মান।"
"আর কিছু?"
"এ-ই সব!"
"ব্যস?" কুয়ান ঠোঁট কামড়ালো। ভাবলো, "নিয়মানুবর্তিতার অভাব ওয়াং হাইয়ের পুরোণো সমস্যা। চার নম্বর স্কোয়াড-লিডারের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রথম দিন এখানে এসেই সে নিখোঁজ হোয়ে গিয়েছিলো। ট্রেন থামতে না থামতেই হাই পাহাড়ের ওপর থেকে কুয়েময় দ্বীপ দেখবার জন্য ছুটে গেছিলো। তারপর, সে প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করার জন্য তিব্বত যাবার দাবী জানালো। ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে সব সময়ে প্রস্তুত। সে সময়ে আমি ঠিকভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারি নি। আজকে সে আবার ডিনামাইট ফাটানোর সমস্যা সমাধানে জন্য ডিউটি ছেড়ে চলে গেছিলো। সেখানকার টিম-লিডারের অভিমতে,

সমস্যাটির চমৎকার সমাধান করেছে হাই। ভেবেছিলাম, হাই সেটাকে একটা অজুহাত হিসাবে খাড়া করবে। কিন্তু সেটা সে করেনি। খুবই ভালো লক্ষণ।" কুয়ান দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হালকা হোলো। মনে আর কোনো রাগ নেই তার। দরজার আড়াল থেকে ৫৬০৮৮৭৪ নম্বর রাইফেলটা বের কোরে টেবিলের ওপর রাখলো।

"কিচেন স্কোয়াডের একজন কমরেড ব্যারাকের পাশ দিয়ে কাজের জায়গায় খাবার নিয়ে যাচ্ছিলো। ব্যারাকের দায়িত্বে কাউকে দেখতে না পেয়ে, অন্য একজনের ওপর খাবার পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিয়ে, সে সেখানেই ক'ঘন্টা পাহারা দেয়। তারপর চলে আসার সময় একটা রাইফেল সে নিয়ে আসে। ঘটনাক্রমে সেটাই তোমার রাইফেল। তার ইচ্ছে ছিলো ব্যারাকের দায়িত্বে থাকা কমরেডটিকে একটু শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য এটা শিক্ষা দেবার একটা ভালো পদ্ধতি মোটেই নয়। কিন্তু ধরা যাক, সে যদি তোমার জায়গায় পাহারা না দিতো, আর সেই ফাঁকে কোনো পাজী লোক ঢুকে পড়তো, তখন কী ক্ষতি হোতে পারতো, ভাবো। যাও, এ সম্পর্কে ভেবে দ্যাখো। আমি পরে তোমার সঙ্গে হিসেব-নিকেশ করবো।"

সন্ধ্যাবেলায় নাম ডাকার সময় কুয়ান কোম্পানির সমবেত সেনাবাহিনীর সামনে ভাষণ দিলো। প্রথমেই সে স্থানীয় হেডকোয়ার্টারের পক্ষ থেকে ডিনামাইট ফাটাবার সমস্যার ব্যাপারে ওয়াং হাইয়ের প্রচন্ড উদ্দীপনাপূর্ণ কাজের জন্য অভিনন্দন জানালো। সামগ্রিক গঠনকাজে এটা কীভাবে সাহায্য করছে, সেটার ওপর বেশি গুরুত্ব দিলো সে। এবং তারপর নিজের পোষ্ট ছেড়ে যাবার মতো নিয়মানুবর্তিতার অভাবের জন্য হাইকে প্রচন্ড সমালোচনা করলো সে। সব-শেষে বললো, "কিন্তু নিজের দায়িত্বে অবহেলার অপরাধ ঢাকার জন্য হাই পাহাড়ে ডিনামাইট ফাটাবার ব্যাপারে তার কৃতিত্বের কথা বলবার চেষ্টা করে নি। এটা খুবই ভালো ব্যাপার। এ ব্যাপারে তার কাছ থেকে শেখা উচিত আমাদের।"

বক্তৃতা শেষ কোরে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলো কুয়ান। এবং ওয়াং হাই ছাড়া আর সবাইকে চলে যেতে বললো। হাই অস্বস্তিভরে কোম্পানি কম্যান্ডারের সঙ্গে 'হিসেব-নিকেশ'-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। হাইকে প্যারেড গ্রাউন্ডের এক কোণায় নিয়ে গিয়ে কুয়ান নিজে বসে পড়লো ঘাসের ওপর। হাইকেও টেনে বসালো। জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা হাই, তোমার নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে তোমার নিজের কী ধারণা?" "দুর্বল নিয়মানুবর্তিতা।" 'শুধু দুর্বল নয়, খুব দুর্বল। এটা তোমার অনেকদিনের সমস্যা। কিন্তু তুমি এ নিয়ে বিশেষ মাথাই ঘামাও না। অবশ্য এ ব্যাপারে আমারও দোষ আছে। প্রথম

থেকেই এ নিয়ে খেলাধুলি কথা বললে, এরকম হোতো না। যাই হোক, আজ তোমায় একটা গল্প শোনাবো আমি।" হাই অবাক হোয়ে মনোযোগের সঙ্গে তার দিকে তাকালো।

"এটা সেই কোরিয়ার যুদ্ধের সময়কার ব্যাপার। একটি ছোট্টো বাহিনীর ওপর নির্দেশ ছিলো, রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি শত্রুদের ঘাঁটির খুব কাছাকাছি গিয়ে লুকিয়ে থাকার, তারা যাতে অতর্কিত আক্রমণে শত্রুদের শেষ কোরে সে জায়গাটা দখল করতে পারে। পরের দিন ভোরেই শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ শুরু হবার কথা।"

"কতোক্ষণ লুকিয়ে থাকতে হোয়েছিলো তাদের?"

"প্রায় চব্বিশ ঘন্টা। অতোক্ষণ ধরে লুকিয়ে থাকাটা খুবই বিপজ্জনক ছিলো। এটা সফল হোলে, পরের দিনের আক্রমণে বিজয় ছিলো নিশ্চিত। একজন লোক ধরা পড়লেই ব্যর্থ হোয়ে যাবে। কমরেডরা আলোচনা কোরে ঠিক করলো, কেউ বুলেটে আহত হোলেও নড়বে না। এবং এভাবে কয়েকশো লোকের একটি বাহিনী শত্রুদের ঘাঁটির সামনে লুকিয়ে রইলো। এক ঘন্টা, দু'ঘন্টা দশ ঘন্টা চলে গেলো। সময় আর কাটতে চায় না। একটা লোকও নড়াচড়া করছে না। শত্রুরা ধরতেই পারলো না যে, তাদের নাকের ডগার সামনেই একটা বিরাট 'টাইম বোমা' লুকোনো রয়েছে। কিন্তু দুপুরের দিকে হঠাৎ শত্রুদের একটি বোমা এসে পড়লো একজন সৈনিকের কাছে। যেসব গাছপালা দিয়ে সে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলো, সেগুলিতেই আগুন লেগে গেলো। প্রথমে বেশি আগুন ধরে নি। একবার মাটিতে গড়াগড়ি দিলেই সে আগুন নেভানো যেতো, কিন্তু সে ভেবে দেখলো, তার সামান্যতম নড়াচড়াতেই শত্রুরা সাবধান হোয়ে পড়তে পারে, এবং তাদের সর্বাত্মক আক্রমণের পরিকল্পনাই বানচাল হোয়ে যেতে পারে। কাজেই সে একটুও নড়াচড়া না কোরে নিশ্চল হোয়ে বসে রইলো। যাদের পক্ষে রয়েছে এরকম সব যোদ্ধা, তাদের গোপন বাহিনীকে কী কোরে ধরবে শত্রু? পরের দিন আমাদের যোদ্ধারা ব্যাপক আক্রমণ শুরু করার কুড়ি মিনিটের মধ্যেই বিজয় অর্জন করলো। সেই মহান যোদ্ধাটির নাম—"

"চিউ শাও-ইউন," আবেগে চেঁচিয়ে উঠলো হাই।

"ঠিক ধরেছো। এই হোচ্ছে পার্টি ও জনগণের স্বার্থের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের মডেল, নিয়মানুবর্তিতার এক সর্বোচ্চ নিদর্শন। এর সঙ্গে তুলনা কোরেই নিজেদের বিচার করতে পারি আমরা।"

কুয়ান তাকিয়ে দেখলো, হাই মাথা নীচু কোরে ভাবছে। "দ্রুতগামী ঘোড়াকে চাবুক মারার দরকার হয় না, ভালো ঢোল বাজাবার জন্য দরকার হয় না জোরে ঘা মারার," কুয়ান মনে মনে ভাবলো। "হাইয়ের মতো যোদ্ধাকে মাঝে মাঝে

ভুল সম্পর্কে সচেতন কোরে দিলেই হোলো।" কুয়ান উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ তার হাত চেপে ধরলো হাই। বললো, "আপনি কী বলতে চান, বুঝেছি। এবার থেকে নিজেকে ঠিক পাল্টে ফেলবো আমি। ……কিন্তু আমার মুস্কিল হোচ্ছে, আমি চুপচাপ থাকতে পারি না কিছুতেই। কী করা যায় বলুন তো ?" কুয়ান হাসলো। "খুব সোজা। তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্য কাল তোমাকে আবার ব্যারাকের ডিউটি দেওয়া হোলো। এখন ফিরেই স্কোয়াড লিডারকে একথা জানিয়ে দেবে।" একটু হেসে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে সে আবার বললো, "মূল কথা হোচ্ছে, মতাদর্শগতভাবে সমস্যাটির সমাধান করা, এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা। কালকে মনোযোগ দিয়ে এ ব্যাপারে চিন্তা করো তুমি। যখন বুঝবে, সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হোয়ে গেছে, তখনই সে সম্পর্কে লিখে ফেলবে, পরে আমাকে সেটা দেখাবে।"

কাছেই একটা গাছে বোসে একটা কাক কখন থেকে অবিরাম কর্কশকণ্ঠে ডেকে চলেছে। হাই পেনটা নামিয়ে একটা ঢিল তুললো, ছুঁড়ে মারলো গাছটার দিকে। গাছটার ওপর বিরাট শব্দ কোরে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঢিলটা, কাকটাও থেমে গেলো হঠাৎ। কিন্তু পেনটা তুলে নিয়ে আবার লিখতে শুরু করার আগেই কাকটা নোতুন উদ্যমে আবার চীৎকার কোরতে শুরু করলো। এবার যেন আরও জোরে। "দূর হ, দূর হ," সটে উঠে হাই তাড়া দিলো। "সারাদিন এখন এখানে বোসে তোর ডাক শুনতে হবে আমাকে!"
দুটো খালি বালতি নিয়ে যাচ্ছিলো কিচেন স্কোয়াডের নেতা লি শিয়াং। হাইয়ের বিরক্তিভরা মুখ দেখে সে পেছনে লাগলো, 'কাজের জায়গায় সব জলই ফুরিয়ে গেছে। হাই, তুমি আমার হোয়ে সেখানে দু'বালতি জল পৌঁছে দেবে ?"
'ঠিক আছে, এখুনি দিচ্ছি," হাই উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু তার দায়িত্বের কথা মনে পড়তেই বসে পড়লো আবার।
"কী হোলো, যাবে না ?" লি হেসে জিজ্ঞেস করলো।
"কেটে পড়ো বলছি, আমার পিছনে লাগতে এসো না," হাই ওকে ভয় দেখালো। তারপর হেসে বললো, "আমার মূল সমস্যা হোচ্ছে, নিয়মানুবর্তিতার অভাব। কোম্পানি কম্যাণ্ডারের অনুমতি ছাড়া এক পা-ও নড়ছি না আমি এখান থেকে।" "খুব ভালো কথা। কালকের তুলনায় অনেক ধৈর্য বেড়েছে তোমার।" লি চলে গেলো।
সূর্যটা যেন শিকড় গেড়ে বসেছে আকাশে। দিনটা যেন শেষই হোচ্ছে না আজ। 'উঁহু, এটা ঠিক হোচ্ছে না,' হাই মনে মনে বললো। চিউ শাও-

ইউন আক্রমণের সাফল্যের জন্যই চিন্তা করেছিলো। কতোক্ষণ ধরে লুকিয়ে থাকতে হোচ্ছে, সে নিয়ে মাথা ঘামায় নি। তার মানে মতাদর্শগতভাবে সমস্যাটিকে এখনো ঠিক ধরতে পারছি না আমি। আজকের দিনটা যদি এক বছর ধরে চলে থাকে, তবুও মন খারাপ করা উচিত হবে না আমার।"

দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্দে হাইয়ের চিন্তায় বাধা পড়লো। কান খাড়া কোরে শুনলো সে। মনে হোচ্ছে, পাহাড়ের ওপাশের গ্রামের কৃষকেরা যেন চেঁচিয়ে কী বলছে। এতো দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

"গতকাল হোলে আমি ছুটে গিয়ে দেখতাম, কী ব্যাপার," হাই ভাবলো। "কিন্তু আজ আমার কাজ ছেড়ে নড়ছি না আমি, যাই হোক না কেন।"

"কে আছো, বাঁচাও....বাঁচাও বাঁধ ভেঙে গেছে, বাঁচাও"...কৃষকদের সম্মিলিত চীৎকারের কিছু কিছু কানে আসতে লাগলো হাইয়ের। ঢাক বাজতে লাগলো আরও জোরে জোরে।

"কী? বাঁধ ভেঙে গেছে?" হাই খানিকটা এগিয়ে গেলো। আরও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে এখন। পাহাড়ের ওপাশের বাঁধের একটা অংশ ভেঙে গেছে। সাহায্যের জন্য আকুলভাবে ডাকছে কৃষকেরা।

"এরকম অবস্থায় পড়লে কী করতেন চিউ শাও-ইউন? কী করতেন তুং শুন-জুই? এখানেই বসে থাকতেন? না, নিশ্চয়ই না। জনগণের বিপদে সাহায্য করার জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই যেতেন ছুটে। আমাকেও যেতে হবে।"

হাই ছুটে রান্নাঘরের কাছে গেলো, চেঁচিয়ে লিকে বললো, "স্কোয়াডলিডার, আমার হোয়ে ব্যারাকের দিকে একটু চোখ রাখবে।" লি'র উত্তরের জন্য অপেক্ষা না কোরে, যেদিন থেকে চীৎকার আসছে, সেদিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো হাই।

বাঁধের ভাঙা জায়গা দিয়ে জল ছুটে আসছে প্রচণ্ড বেগে। চার পাশের মাটির প্রাচীর ভিজে উঠেছে, যে কোনো মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে; আর তাহোলে নীচের দশ-বারোটা কুঁড়েঘরের চিহ্নই থাকবে না কোনো। কয়েকজন বুড়ো লোক ছাড়া কেউ নেই, সবাই গেছে দূরের মাঠে চাষ করতে। হাই পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে আর দেরী করলো না, জামাকাপড় পরেই বাঁধের ভাঙা জায়গাটায় লাফিয়ে পড়লো। বুড়ো লোকেরা হাতে হাতে খড় ও পাথর এগিয়ে দিতে লাগলো তাকে। সেগুলো আর নিজের একশো ক্যাটির কিছু বেশি ওজনের শরীরটা দিয়ে বাঁধের ভাঙা জায়গাটায় ঠেকা দিলো হাই, রুদ্ধ করলো জলের প্রবাহ। তারপর ভাঙা জায়গাটা পুরোপুরি মেরামত হোয়ে গেলে, চারপাশের ভিজে-ওঠা মাটির দেয়াল সরিয়ে নোতুন কোরে দেওয়াল তুললো তারা। বিপদ কেটে গেলো।

ক্লান্ত পদে হাই যখন তাঁবুতে ফিরলো, তখন সূর্য পশ্চিমে চলে পড়েছে।"
"আমি আমার চিন্তাকে লিখে উঠতে পারিনি, নিজের পোষ্ট ছেড়ে এসেছি,"
সে ভাবছিলো। "লি হয়তো ব্যারাকের দিকে নজর রাখার সময়ই পায়নি,
হয়তো আবার চুরি গেছে আমার রাইফেল। তার মানে, আবার সমালোচনার
মুখোমুখি হতে হবে আমাকে। হয়তো শাস্তিও পেতে হবে।" পেছনে
তাকিয়ে বাঁধটার দিকে তাকালো হাই। বিপদ থেকে মুক্ত কুঁড়েঘরগুলি
অস্তমান সূর্যের আভায় লাল হোয়ে উঠেছে। মন ভরে উঠলো তার। "তা
হোক, ঠিক কাজই কোরেছি আমি," সে আপন মনে বলে উঠলো।
"কী ঠিক কাজ করেছো তুমি?" হঠাৎ পেছন থেকে বজ্রগম্ভীর স্বর ভেসে
এলো।
চমকে পেছনে তাকালো হাই। কয়েক হাত দূরেই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে
আছে কুয়ান, আর তার পাশে পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার শেং। দুজনের একাগ্র
দৃষ্টি তার দিকে।
"কম্যান্ডার! পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার! আমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত।"
"কীসের শাস্তি? কী কোরেছো তুমি?" কুয়ান প্রশ্ন করলো।
"আমি আবার নিজের পোষ্ট ছেড়ে গিয়েছিলাম, নিয়মানুবর্তিতার বোধ এখনও
ঠিক হয়নি আমার।"
"তাহোলে গত রাতে তোমার সঙ্গে যে এতো কথা বললাম, তা সবই ব্যর্থ
হোলো।" কুয়ান গর্জে উঠলো। "তোমাকে চিউ শাও-ইউনের গল্প বোলে
কী লাভ হোলো বলো তো?"
"আমি...আমিও অবশ্য যাবোনা ভেবেছিলাম—"
"কেন যাবেনা ভেবেছিলে?" কুয়ান আবার গর্জে উঠলো। "যাওয়াটা খুবই
জরুরী ও ঠিক ছিলো। কাল তুমি ভুল কোরে, ভাবলে ঠিক কাজ করেছো।
আজ আবার ঠিক কাজ করলে তুমি, অথচ ভেবে নিলে, এটা খুব ভুল হোয়েছে।
কী ব্যাপার বলোতো?"
"আমি ঠিক কাজ কোরেছি?" উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো হাইয়ের চোখ।
"নিশ্চয়ই। নিয়মানুবর্তিতা ও জনগণের স্বার্থরক্ষার মধ্যে কোনো বিরোধই
থাকতে পারে না। আমাদের সৈন্যদের আমরা কেন নিয়মানুবর্তিতা শেখাই?
যাতে তারা অনেক ভালো ও সুশৃঙ্খলভাবে জনগণের সেবা করতে পারে,
সেজন্যই তো! জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন শৃঙ্খলার বাঁধনে তাদের
হাত-পা বেঁধে নিশ্চল কোরে রাখলে, কী উপকার হবে জনগণের?"
হাই হাসিমুখে বললো, "আমিও ঠিক একথাই ভেবেছিলাম।"
"কচু ভেবেছিলে! স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, চিউ-শাও-ইউনের কাজের মর্মবস্তু

তুমি ধরতেই পারোনি। গোটা গল্পটা আবার নোতুন কোরে বোঝাতে হবে তোমাকে।"

"খুব হোয়েছে." শেং এতোক্ষণে প্রথম কথা বললো। "ও বরং ফিরে গিয়ে প্রস্তুত হোক, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিক। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকুক।"

"কী ব্যাপার পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর ?" হাইয়ের কাণ্ঠে স্পষ্ট উদ্বেগ।

"তুমি শাস্তি নেবার কথা বলেছিলে না!" শেং হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো। হাইয়ের সম্পর্কে তার খুশির ভাব সে চেপে রাখতে পারছিলো না।

"যে কোনো শাস্তি আমি নিতে রাজী আছি, কিন্তু... কিন্তু কোম্পানি ছেড়ে চলে যাবার শাস্তি বাদে। সে শাস্তি মেনে নিতে পারবো না।"

"এর পরের বছর থেকে আমাদের বাহিনীতে নিয়মিত সামরিক শিক্ষা দেওয়া শুরু হবে। তারই প্রস্তুতিতে যে প্রারম্ভিক সামরিক শিক্ষা দেওয়া হবে, তুমি তার জন্য নির্বাচিত হোয়েছো। কী? মেনে নিতে রাজী আছো এ শাস্তি?"

এক সঙ্গে হেসে উঠলো সবাই। "সত্যি সত্যি সামরিক শিক্ষা নিতে যেতে পারবো আমি ?" হাইয়ের এখনো যেন পুরোপুরি বিশ্বাস হোচ্ছে না।

"সত্যি! কাল সকালেই তোমাকে নোতুন জায়গায় যেতে হবে। রাতে আবার আসবো আমি তোমার তাঁবুতে, আরও কিছু কথা বলার আছে। তুমি ততোক্ষণে গিয়ে প্রস্তুত হোয়ে নাও।"

"এক্ষুনি যাচ্ছি", নেতাদের অভিবাদন জানিয়েই দৌড় দিলো হাই। হাওয়ায় তার জামা উড়তে লাগলো।

আসন্ন সন্ধ্যার কুয়াশার মাঝে ক্রমবিলীয়মান সেই মূর্তির দিকে খুশিভরা চোখে তাকিয়ে রইলো কুয়ান আর শেং।

"একেই বলে ভালো যোদ্ধা," কুয়ান বললো। "অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে টগবগ কোরে ফুটছে। এক মিনিট চুপচাপ কাজ ছেড়ে থাকতে পারেনা ছেলেটা। যেখানে কাজ, সেখানেই হাই। যেখানে বিপদ দেখবে, সেখানেই ছুটে যাবে।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো শেং। তারপর গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ধীরে ধীরে বললো, "ঠিকই বলেছো। তবে ওর প্রতিটি পদক্ষেপকে আরও শক্ত ও আত্মবিশ্বাসী কোরে তোলা দরকার।"

* * * *

বিশেষ সামরিক শিক্ষা শেষ কোরে ফিরে আসার পর হাই চার নম্বর স্কোয়াডের লিডার মনোনীত হোলো। বেশ কিছু দিন অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড উদ্যমে খুব কম সময়ের মধ্যেই নিজের স্কোয়াডের সমস্যাগুলি বুঝে নিলো সে।

ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সে তার স্কোয়াডের সৈন্যদের খুব ঘনিষ্ঠ হোয়ে পড়লো। তারাও নিজেদের দায়িত্ব বুঝে উদ্যম নিয়ে কাজ করতে লাগলো।
এই সময় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অগ্রগামী যোদ্ধাদের নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হোলো প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে। ব্যাটেলিয়ান থেকে ঠিক হোলো, বেয়নেট চালানোর কৌশল দেখানোর জন্য তিন নম্বর কোম্পানির অর্থাৎ হাইদের কোম্পানি থেকে একজন ভালো স্কোয়াড-লিডারকে পাঠানো হবে এই সম্মেলনে। কোম্পানির পার্টি কমিটিতে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হোলো। কমিটির অধিকাংশ সদস্যই এই সম্মেলনে হাইকে পাঠাবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করলো। সমগ্র কোম্পানির মধ্যে সে-ই সবচেয়ে ভালো বেয়নেট চালাতে পারে। একজন শুধু লিউ ওয়েই চেঙের নাম প্রস্তাব করলো। বেয়নেট চালানোর ব্যাপারে সে হাইয়ের মতো অতো দক্ষ না হোলেও সম্প্রতি সে এ ব্যাপারে দ্রুত উন্নতি কোরেছে। হাইয়ের চেয়ে সে শক্ত সমর্থও বেশি। লিউয়ের নাম প্রস্তাব কোরে সে বললো, "হাই বড়ো বেশি রোগা। আর তাছাড়া, সব ব্যাপারেই বড়ো বেশি সমালোচনা করে। সম্মেলনে এরকম ব্যবহার করলে, কেউ তার সম্পর্কে ভালো ধারণা করবে না।"
"সমালোচনা করাটা কখনও দোষের ব্যাপার হোতে পারে না," বললো কোম্পানি পার্টি কমিটির সম্পাদক শেং। "নেতৃত্বকে সাহায্য করার এবং কাজের উন্নতি ঘটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ যদি প্রতিনিয়ত সমালোচনা করে, তবে সেটা বিপ্লবের প্রতি তার সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের কথাই সূচিত করে।"
"তাহোলে ঠিক আছে, ওয়াং হাই-ই যাক।"
শেং জানতে চাইলো, অন্য কারো আর কিছু বলবার আছে কিনা। সবাই মাথা নাড়লো। শেং তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলো, "আমি প্রস্তাব করছি, লিউকেই পাঠানো হোক। প্রথম থেকে তার কাজকর্ম চমৎকার, আর তার সাম্প্রতিক মতাদর্শগত অগ্রগতিও বেশ সন্তোষজনক। বিশেষ কোরে নিজের দাম্ভিকতা দূর করার ব্যাপারে সে খুবই সফল হোয়েছে। আর ওয়াং হাই? তার সম্পর্কে অনেক ভেবে দেখেছি আমি। এটা ঠিক যে, সে-ও একজন খুবই চমৎকার কমরেড, কিন্তু সবাইকে হারিয়ে দেবার মনোভাব থেকে সে সব কিছুতেই একটু বাড়াবাড়ি কোরে ফেলে। কাজেই আমার মনে হয়, ওকে এই সম্মান দিলে, ফল বরং খারাপই হোতে পারে। একথা ঠিক যে, বাস্তব পরিস্থিতির কথা চিন্তা না কোরে তিব্বত যাবার জন্য গোঁ ধরে বসলেই, তার সমস্ত বিপ্লবী গুণের কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। আবার তাই বোলে সে ভালোভাবে কাজ করছে বলে তার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাটাও ভুলে যাওয়া

ঠিক হবে না। বিশেষ কোরে সে যখন পার্টির সদস্য হবার জন্য আবেদন জানিয়েছে, তখন তার ছোটোখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিও আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। আর তার আরও বেশি বিপ্লবীকরণের ব্যাপারে আমরা যদি সত্যিই যত্ন নিতে চাই, তবে অন্যদের চেয়ে তার কাছেই বেশি প্রত্যাশা করতে হবে আমাদের।"

কুয়ান এ কথা মেনে নিতে পারলো না, "কিন্তু সে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি করেছে। সে অন্যদের ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টাই শুধু করে না, সত্যিসত্যিই ছাড়িয়ে যায়। এটা খুব সহজ কাজ নয়। সত্যি কথা বলতে কী, যেসব যোদ্ধা বাজে কাজ কোরেও কেয়ার করে না, সমালোচিত হবার পরও নিজের ভুল শুধরে নেয় না, তাদের আমার ভালো লাগে না। আমি তাই প্রস্তাব করছি, ওয়াং হাইকেই পাঠানো হোক। 'ঢাক ভালো হোলে বেশি পেটাতে হয় না'। ওকে শুধু ভুলটা ধরিয়ে দাও, ও ঠিক শুধরে নেবে। ওর বদলে অন্য কাউকে পাঠালে ওর উৎসাহকেই দমিয়ে দেওয়া হবে।"

"কিন্তু কমরেড কুয়ান, উৎসাহেরও সঠিক মতাদর্শগত ভিত্তি থাকা উচিত। তুমি ওপর ওপর ভাব দেখাও, যেন ওয়াং হাই সম্পর্কে তুমি খুবই কঠোর। সামান্য ব্যাপারেও তুমি গলা চড়াও, চোখ পাকাও। আসলে কিন্তু তুমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছো। যোদ্ধা যতো বেশি ভালো, আমাদের দাবীও হবে ততো বেশি। এভাবেই তার অধিকতর বিকাশের পথে আমরা সাহায্য করতে পারি। 'ঢাক ভালো হোলে বেশি পেটাতে হয় না,' এ প্রবাদবাক্য সব সময়ে খাটে না। ভালো ঢাক বেশি জোরে ঘা দিলে সেটা কি আরও অনেক বেশি জোরে বাজবে না?"

কুয়ান হাসলো, 'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, আমি তার সম্পর্কে দরকার মতো কঠোর হোতে পারি না?''

"কঠোর তুমি হও, তবে সেটা ওপর ওপর, ভেতরে ভেতরে তুমি তার সম্পর্কে দুর্বল। পার্টি কমিটির সভাগুলিতে তুমি তার ভুলত্রুটির উল্লেখ খুব কমই কোরে থাকো।"

"তা অবশ্য ঠিক," কুয়ান মাথা নেড়ে স্বীকার করলো।

"এটা অবশ্য আমার নিজের অভিমত। এ ব্যাপারে সবার মতই শোনা উচিত," শেং বলে চললো। "ওয়াং হাই তার স্বাভাবিক শ্রেণী-চেতনা অনুযায়ী কাজ করে। সে কেন বিপ্লবের পক্ষে কাজ করতে এসেছে, সেটা সে মোটামুটি বোঝে। কিন্তু একজন সচেতন সর্বহারা বিপ্লবী হোয়ে উঠতে হোলে, চেয়ারম্যান মাও আমাদের যেমনটি হোয়ে উঠবার জন্য শিখিয়েছেন, সেরকম হোতে গেলে—তাকে প্রচন্ড সংগ্রাম চালাতে হবে। আর সেকাজে তাকে

সাহায্য করবার জন্য আমাদের পার্টি ইউনিটকে অনেক বেশি উদ্যোগী হোতে হবে।"

খানিকক্ষণ কী ভাবলো কুয়ান। তারপর বললো, "শেঙের সঙ্গে আমি একমত। সামরিক সম্মেলনে লিউকেই পাঠানো উচিত আমাদের। এতে হাইয়ের উৎসাহে ভাঁটা পড়বে কিনা সেটা —"

"সেটা নির্ভর করবে, আমরা কীভাবে এটা করবো, তার ওপর," শেং কুয়ানের কথা শেষ করলো। "ঠিকভাবে করতে পারলে, তার উদ্যোগে ভাঁটা তো পড়বেই না, বরং তাহোলে তাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো আমরা।" এর পর চার নম্বর স্কোয়াডের একজন কমরেডের দিকে তাকালো সে। বললো, "চেন নেই। আপনারাই এখন হাই সম্পর্কে খেয়াল রাখুন। তার সঙ্গে আরও কথা বলুন।"

কমরেডটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও শেঙের প্রস্তাব সম্পর্কে একমত হোল। কুয়ান বললো, "এটা ভালোই হোলো। হাই পার্টির সদস্য পদের জন্য আবেদন জানিয়েছে। এ ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া থেকে তার সম্পর্কে বুঝতে আরও সুবিধে হবে।"

কঠিন পরীক্ষা শুরু হোলো হাইয়ের।

কুয়ান যখন ঘোষণা করলো যে, লিউ সামরিক সম্মেলনে যাবার জন্য নির্বাচিত হয়েছে, তখন হাই মাথা নীচু কোরে বসে রইলো, কথা বললো না কোনো। পরে স্কোয়াডের সভায় যখন এ ব্যাপারটি আলোচনার জন্য উঠলো, তখনও হাই প্রায় নীরব দর্শকই হোয়ে রইলো।

প্যারেডগ্রাউন্ডে জেগে উঠলো প্রচণ্ড হুংকার। লিউ ও আরও কয়েকজন যোদ্ধাকে বেয়নেট চার্জ শেখাচ্ছিলো কুয়ান। প্রাদেশিক রাজধানীতে সামরিক সম্মেলনে লিউকে শুধু শিখলেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বেয়নেট চার্জ করার দক্ষতাও দেখাতে হবে। মোটের ওপর তার অভিজ্ঞতার প্রমাণ সেখানে দিতেই হবে। বিশেষ বর্মে আচ্ছাদিত হোয়ে এবং মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে লিউ লড়ছিলো। শক্ত-সমর্থ চেহারা তার। চমৎকার দেখাচ্ছিলো তাকে। একের পর এক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দিচ্ছিলো সে। নোতুন লড়াইয়ের সংকেত দিলো কুয়ান। ছোট্টো হুয়াং নিজেই নিজেকে ঘোষক নির্বাচিত কোরে ফলাফল ঘোষণা কোরে যাচ্ছিলো—"এক—শূণ্য।" "দুই—শূণ্য।" "তিন—শূণ্য। আরেকজন ঘায়েল। কে লড়বে এর পর ?"

"কোম্পানি কম্যাণ্ডার। এবার কোম্পানি কম্যাণ্ডারকেই লড়তে হবে," একজন

দাবী তুললো। কুয়ান হাত নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো, "না, না, অনেকদিন অভ্যেস নেই।"

"কমরেডস্," একজন প্লেটুন লিডার চেঁচিয়ে উঠলো, "কোম্পানি কম্যান্ডারকে জোর কোরে নামাতেই হবে লড়াইয়ে। কাইয়ুয়ান অভিযানে উনি তিনজন শত্রুসৈন্যকে বেয়নেট দিয়েই শেষ করেছিলেন। আপনারা কি ওর সেই বীরত্বের চিহ্ন দেখেন নি?" হাত দিয়ে সে কুয়ানের ঘাড়ের গভীর ক্ষতচিহ্নটা দেখালো।

'কে বললো তোমাকে ওসব বাজে কথা?" কুয়ান লাল হোয়ে উঠলো। "আমি নিজেই সেদিন ঘায়েল হোয়ে যেতাম, যদি না আমাদের পলি—।"

তার কথায় বাধা দিয়ে পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার শেং বলে উঠলো, "আমি নিজের চোখে দেখেছি। তিনজন না, সাড়ে তিনজন লোককে ঘায়েল করেছিলো সে। শেষের লোকটার তো পেটই গিয়েছিলো ফুটো হোয়ে, কোনোরকমে পেট চেপে ধরে সে পালিয়েছিলো।"

"চলে আসুন কম্যান্ডার, লড়তেই হবে আপনাকে," চারদিক থেকে সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।

কুয়ান বর্ম পরতে পরতে ভাবলো, বাঁ দিকটাকে অরক্ষিত রেখে দেওয়া লিউয়ের অভ্যেস। বহুবার বলা সত্বেও ও এ ব্যাপারে সতর্ক নয়। বাঁ দিকে দু' একটা খোঁচা খেলে সতর্ক হতে বাধ্য হবে।" কুয়ানের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো শেং। কুয়ান শেংকে আস্তে আস্তে বললো, "পারবো কিনা বুঝতে পারছি না।"

রাইফেল হাতে নিয়ে ঠিক হোয়ে দাঁড়ালো কুয়ান। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো লিউর দিকে, লিউর প্রথম আঘাতের অপেক্ষায়। লিউ জানতো কম্যান্ডারের দক্ষতার কথা। খানিকক্ষণ ভেবে নিয়েই সে আঘাত হানলো। কুয়ান ঠিক এর প্রত্যাশায় ছিলো। সে একটু সরে গিয়ে আঘাতটা এড়ালো, তারপরই উল্টো আঘাত হানলো লিউর বাঁ-পাঁজরে। "এক—শূণ্য," ঘোষক হুয়াং চেঁচিয়ে উঠলো।

"পুরোণো চাল ভাতে বাড়ে," সমবেত যোদ্ধারা চেঁচিয়ে উঠলো, "একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা দুজন নবাগতের সমান।"

কিন্তু কুয়ান দ্বিতীয় রাউন্ডে বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না। কয়েকবার আঘাত ও প্রতি-আঘাত চালাবার পরই লিউ তাকে হারিয়ে দিলো।

হুয়াঙের স্বর শোনা গেলো, 'এক—এক! দারুণ জমেছে। এই রাউন্ডে ফয়সালা হোয়ে যাবে।"

তৃতীয় রাউন্ডে কেউই প্রথমে এগোলো না। দুজনেই দুজনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে গোল হোয়ে ঘুরতে ঘুরতে অন্যের আঘাতের অপেক্ষা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ এবকম চলার পর হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো কুয়ান! সারা পৃথিবী যেন কেঁপে উঠলো। তাতে ঘাবড়ে গিয়ে লিউ থমকে দাঁড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গে কুয়ান আঘাত হানলো লিউর বাঁ-পাঁজর লক্ষ্য কোরে। লিউ কোনোক্রমে সেটা এড়াতে পারলো। কিন্তু লিউ যতোই এগিয়ে যায় আঘাত হানবার জন্য, কুয়ানকে আর ছুঁতে পারে না। অগত্যা সে-ও ছাড়লো এক প্রচণ্ড হুঙ্কার, আর সঙ্গে সঙ্গে আঘাত হানলো কুয়ানকে লক্ষ্য কোরে। কুয়ান দেখলো, আর পরিত্রাণ নেই। অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে-ও হানলো উল্টো আঘাত। দুজনে একই সঙ্গে ঘায়েল হোলো।

প্রচণ্ড খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে হাততালি দিলো দর্শকরা।

ঘোষক হুয়াং পড়লো ফাঁপরে। "এটা কীরকম হোলো! কী কোরে গুণবো আমি! হঁ্যা, ঠিক আছে। দেড়—দেড়। দুজনেই সমান। ড্র।"

মুখ থেকে বর্ম খুলে ফেললো কুয়ান। বললো, "না, আমিই হেরে গেছি। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর ওপর প্রথম আঘাত হানার ওপর জোর দিতে বলি আমরা। ট্রেণিং-এর সময়েও সেভাবেই বিচার হওয়া উচিত। শেষ রাউণ্ডে লিউই সেটা করেছে। সে আমার চেয়ে বেশি বলিষ্ঠভাবে বেশি জোরে আঘাত হেনেছে। ঘাবড়ে না গিয়ে ঠিকমতো আঘাত হেনেছে। নিজের বাঁ দিক সম্পর্কে সে দুর্বল হোলেও, আমি সে সুযোগ নিতে পারি নি। কাজেই সে জিতে গেছে। আর হঁ্যা, সেবার যুদ্ধে আহত না হোলে, তোমাদের পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার তোমাদের এখন দেখাতে পারতো, বেয়নেট চার্জ কাকে বলে। কাইয়ুয়ান অভিযানের সময়ে আমাদের গোটা ডিভিসানে তার প্রশংসা শোনা যেতো। সেবার ও না থাকলে, আমার মুন্ডুটাই উড়ে যেতো। এখনো, আমার মনে হয়, চেষ্টা করলে শেং লিউকে হারিয়ে দিতে পারে।"

"কী ব্যাপার, আমাকে হাস্যাস্পদ বানাতে চাও নাকি?" শেং জানতে চাইলো। "লিউ সত্যিই খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করেছে," একজন বলে উঠলো। আরেকজন বললো, "লিউকে হারানো অতো সোজা না। কম্যাণ্ডারই ওর কাছে হেরে গেলো!"

"এক মিনিট দাঁড়াও। দেখি কাউকে পাওয়া যায় কিনা, যে লিউকে হারিয়ে দেবে," বলেই কুয়ান ব্যারাকের দিকে ছুটলো। হাই তখন ঘরে বসে পড়ছিলো। কুয়ান বললো, "চটপট উঠে পড়ো তো, লিউর সঙ্গে তোমাকে লড়তে হবে।"

"আমি ভালো বেয়নেট চালাতে পারি না," হাই বই থেকে মুখ না তুলেই বললো।

"এটা কী ধরণের ব্যবহার? তোমার সাহায্য ওর দরকার। ও সব সময়েই বাঁ দিকটা অরক্ষিত কোরে রাখে। বাঁ দিকটায় ঠিকমতো আঘাত হানতে পারলেই ও ঘায়েল হোয়ে যাবে। ফলে বাঁ দিক সম্পর্কে সতর্ক হোতে ও বাধ্য হবে। চলে এসো!"

"কিন্তু—!"

"বাজে অজুহাত ছেড়ে চলে এসো।"

প্যারেড গ্রাউন্ডে তখন জোর গবেষণা চলছে—কার এতো সাহস, লিউর সঙ্গে লড়তে আসবে! এমন সময় কুয়ানের সঙ্গে সারা দেহ বর্মে আচ্ছাদিত কোরে একজন যোদ্ধা এসে দাঁড়ালো সেখানে। ভীড় ঠেলে ঠিক মাঝখানে গিয়ে সে সোজা হোয়ে দাঁড়ালো। লিউর চেয়ে একটু বেঁটে ও রোগা হোলেও, তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছিলো, সে-ও যথেষ্ট জোর রাখে। তার মুখে বর্ম থাকায় কেউ তাকে চিনতে পারলো না।

যোদ্ধাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। "কে এটা?" "যে-ই হোক, সাহস আছে বলতে হবে।"

"প্রস্তুত?" হুয়াং হাঁক দিলো। তারপরই শুরু করার সংকেত দিলো।

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়ালো লিউ। দেখে মনে হচ্ছিলো, কেউ তাকে নড়াতে পারবে না। প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকিয়ে কোথায় আঘাত হানবে, সেটা ঠিক করতে সে সময় নিচ্ছিলো। হঠাৎ বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র গতিতে তার বাঁ দিকে আঘাত হানলো তার প্রতিদ্বন্দ্বী। এক আঘাতে লিউ ঘায়েল।

"চমৎকার!" হুয়াং চেঁচিয়ে উঠলো। "এক—শূণ্য!"

দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হোতেই আঘাত হানলো লিউ। ক্ষিপ্র গতিতে সরে গিয়ে সেই আঘাত এড়ালো তার প্রতিদ্বন্দ্বী। তারপর লিউকে একটু সময় না দিয়েই, বুলেটের মতো উল্টে আঘাত হানলো লিউয়ের বাঁ দিকে। মনে হোলো, যেন একই সঙ্গে দুটো বেয়নেট ছুটে গেলো। আবার ঘায়েল হোলো লিউ।

"দুই...দুই—শূণ্য!" ঘোষক হুয়াঙের স্বরে উত্তেজনা।

দুই রাউন্ডেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী এতো সহজে অবলীলাক্রমে জিতে গেলো দেখে প্রচন্ড অবাক হোলো লিউ। খুব সতর্ক হোয়ে শুরু করলো সে। প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রথম আঘাতটা শরীরে নিয়েও স্থির হোয়ে রইলো। কী যেন ভাবলো তার প্রতিদ্বন্দ্বী। তারপর প্রচন্ড শক্তিতে আঘাত হানলো লিউর বেয়নেটে। যন্ত্রণায় হাত অবশ হোয়ে গেলো লিউর। ততোক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বীর বেয়নেটের

খোঁচা এসে আবার লেগেছে তার বাঁ পাঁজরে। আবার সে ধরাশায়ী হোলো।

"তিন—শূন্য! চমৎকার! যার জোর বেশি, তার চেয়েও বেশি জোরের লোক তাহোলে থাকে!" হুয়াং খুশিভরা কণ্ঠে বললো। "দারুণ ব্যাপার," ওয়েই বলে উঠলো, "এতো ভালো বেয়নেট চার্জ জীবনে দেখিনি আমি।" দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে এসে দাঁড়ালো কুয়ান। "ঠিক আছে। এখন আলোচনা কোরে দেখা যাক, ব্যাপারটা কী। লিউ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যেকটা আঘাতই হেনেছে তোমার বাঁ দিকে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—।" তার কথা শেষ হবার আগেই লিউর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যারাকের দিকে রওনা দিলো।

অন্য সবার মতো পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার শেং-ও লিউর প্রতিদ্বন্দ্বীর দক্ষতায় চমৎকৃত হোয়ে গেছিলো। কিন্তু লিউ ও কুয়ানকে ফেলে সে যখন ব্যারাকে চলে গেলো, সে আর সামলাতে না পেরে, চেঁচিয়ে উঠলো, "বোঝো! আমাদের মতাদর্শগত শিক্ষার কী অবস্থা!"

ব্যারাকে ফিরে হাই বর্ম ও শিরস্ত্রাণ খুলতে খুলতেই শেং এসে হাজির। শেং বললো, "হাই, তোমার বেয়নেট চার্জ বেশ ভালোই বলতে হবে।"

হাই শুকনোভাবে হাসলো।

"কিন্তু এ ধরণের ব্যাপার আমরা চাই না," শেঙের কণ্ঠে উত্তেজনা। "আমাদের বেয়নেট চার্জ অভ্যেস করার উদ্দেশ্যই হোচ্ছে, একে অন্যের কাছে শিখবে ও উন্নতি করবে। কে কাকে হারাতে পারলো, সেটা কখনোই মূল ব্যাপার হোতে পারে না। আর তাছাড়া, কে এই লিউ ওয়েই-চেং? সে তো তোমারই কমরেড, তাকে আমাদের কোম্পানি সবার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছে। সমগ্র কোম্পানির সে প্রতিনিধি, তোমারও। তার কোনো দুর্বলতা খুঁজে পেলে, আমরা সেটা তাকে ধরিয়ে দিয়ে ভুল শুধরে নিতে সাহায্য করবো, না তোমার মতো তিন-তিনবার সে-ই দুর্বল জায়গায় খোঁচা মেরেই, কোনো কথা না বলে চলে আসবো?"

"আমি—!"

"এটা ঠিক যে, বেয়নেট চালানোর ব্যাপারে সে তোমার মত দক্ষ নয়। কিন্তু ত্রুটিগুলি শুধরে দেবার ব্যাপারে তোমার ব্যবহার কি সমর্থনযোগ্য? সে সামরিক সম্মেলনে যাচ্ছে আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবার জন্য। তাকে সাহায্য করা মানে তার কাজকে সাহায্য করা, সম্মেলনকে সাহায্য করা। তোমাকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় নি বলে তুমি বিরক্ত হয়েছো, আর সেজন্যই এটা ধরতে পারছো না। তোমার হয়তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি আমি। কিন্তু হাই, তোমার আজকের ব্যবহার দেখে

মনে হোচ্ছে 'প্রতিনিধি' কথাটির তাৎপর্যই তুমি বোঝো না। তুমি এটাকে শুধু একটা সম্মানের ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছো। সেজন্য বেয়নেট লড়তে গিয়ে লিউর ত্রুটিগুলি শুধরাবার ব্যাপারে তুমি সামান্যতম চিন্তাও করো নি। আর এটাকে একটা সম্মানের ব্যাপার বলে ধরে নিলেও, এটার জন্য আমাদের লালায়িত হোয়ে ওঠার কোনো যুক্তি নেই। আমরা পরস্পারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবো পার্টির প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে, সর্বান্তঃকরণে জনগণের সেবা করার ব্যাপারে। সম্মানের লোভে আমাদের কমরেডদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাটা কখনোই ঠিক না।"

পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের এতো উত্তেজনা কখনো দেখে নি হাই। আর এতো তীব্র আলোচনার মুখোমুখিও সে কোনোদিন হয় নি। শেঙের কথা থেকে সমস্যাটির গুরুত্ব সে ধরতে পারছিলো, কিন্তু সমস্যাটিকে তখনো পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারছিলো না।

শেং বলে চললো, "কাইয়ুয়ান অভিযানের সময়ে আমাদের বর্তমান কোম্পানি কম্যান্ডার—সে তখন সদ্য সদ্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে—আর তার একজন কমরেড শত্রুদের একটা ভারী মেসিনগান দখল করেছিলো। সে সময়ে এটা ছিলো একটা দারুণ কৃতিত্বের ব্যাপার। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তারা সেটা দখল করেছিলো। পরে যখন প্রশ্ন করা হোলো, তাদের মধ্যে কে সেটাকে প্রথমে দখল করেছে, কেউই আর নিজের কৃতিত্বের কথা স্বীকার করে না, একে অন্যের কৃতিত্বের কথাই শুধু বলে। কেউই প্রথমে দখল করার জন্য পুরস্কার নিতে রাজী হোলো না। কেন জানো? কারণ, 'চলো নানকিং, বন্দী করো চিয়াং কাইশেককে'—চেয়ারম্যান মাও-এর এই মহান আহ্বান তাদের কাছে অনেক বড়ো ছিলো, দশটা পুরস্কারের চেয়েও। চীনের মুক্তিই ছিলো তাদের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্যই তারা সেনাদলে যোগ দিয়েছে, প্রাণপণ যুদ্ধ করেছে, আহত হয়েছে, পুরোপুরি সেরে উঠবার আগেই আবার গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধে। আর আজ? তাইওয়ান বাদে সমগ্র দেশকে আমরা মুক্ত করেছি, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলছি, কমিউনিজমের মহান লক্ষ্য আমাদের অগ্রগতির পথকে আলোকোদ্ভাসিত কোরে তুলছে। সেদিনের সেই যোদ্ধাদের তুলনায় আরও বেশি উঁচু মান অর্জন করতে হবে আমাদের, অনেক বেশি দূরদর্শী হোতে হবে।"

মাথা নীচু কোরে বসে রইলো হাই। কথা বললো না।

শেং তা দেখে বলে চললো, "আমি তোমাকে আগেও বলেছি, সমস্যায় পড়লেই সামগ্রিক পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করবে। তোমাদের স্কোয়াডের কোনো

ভালো কাজে কোম্পানির অন্যান্য যোদ্ধারা যদি অনুপ্রাণিত হয়, তবে তোমার কি দায়িত্ব নয়, যারা পিছিয়ে আছে তাদের সাহায্য করা, যাতে আরো বেশি অনুপ্রেরণা সঞ্চার করা যায়? কোনো কমরেড যখন কমিউনিজমের স্বার্থে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাতে চায়, তখন লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তার প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি কথা সেই মহান আদর্শের স্বার্থে পরিচালিত হয়। তার কোনো কথা বা কোনো কাজই যেন পার্টির মহান আদর্শের বিরোধিতা না করে। এ সম্পর্কে তোমার ভাবা দরকার। তুমি জানো, লিউর দুর্বলতা আছে। কিন্তু সেগুলো তাকে ধরিয়ে দেবার ও শুধরে দেবার সামান্যতম চেষ্টাও না কোরে তুমি তাকে তিন রাউন্ডেই হারিয়ে দিলে, তারপর কেটে পড়লে। এটা কি ঠিক? এভাবেই কি আমাদের কাজকে আমরা উন্নত করতে পারি?"

লিউর সঙ্গে লড়তে গিয়ে হাই তিন তিনবার তাকে আঘাত দিয়েছে। ঠিক কোন্ জায়গায় আঘাতগুলো লেগেছে, তা তার জানা ছিলো না। কিন্তু এখন সে নিজে ঠিক কোন্ জায়গায় আঘাত পাচ্ছে, সেটা সে স্পষ্টই বুঝতে পারছিলো। কেননা, পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের প্রতিটি কথাই তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিঁধছিলো। সে গভীর আন্তরিকতা নিয়ে ভাবছিলো, "আমি ভুল করেছি। বিরাট ভুল করেছি আমি। কোম্পানি কম্যান্ডার আমাকে কমরেড লিউর সঙ্গে বেয়নেট চার্জ অভ্যেস করতে বলেছিলো। পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার আমার প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে ভেবে দেখতে বলেছিলো। তাহোলে কেন তিন রাউন্ড লড়েই চলে এলাম আমি? কেন চলে আসার সময় ভেবে দেখলাম না, এটা ঠিক করেছি কিনা? একেবারে বোকা আমি। ছোটোখাটো ব্যাপারেই এরকম করছি আমি, আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কী করবো....।"
ভুরু কোঁচকালো হাই। তারপর মনকে দৃঢ় করলো। মনে মনে ভাবলো: "ঠিক আছে। এরপর থেকে প্রতিটি কাজ করার আগে ভেবে দেখতে হবে আমাকে নিজেকে। পরিবর্তন করতে পারবো আমি।" ধীরে ধীরে মাথা তুললো সে। পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারকে তার এই অনুভূতির কথা সে খুলে বলবে। কিন্তু এ কী! পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার কখন ঘর ছেড়ে চলে গেছে! কোম্পানির কেরাণী ঘরে ঢুকলো। "পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার কোথায় গেলেন আবার? একটু আগে তোমার সঙ্গে কথা বলছিলেন না?"

হাই অবাক হোলো। "হাঁা, কিন্তু হঠাৎ কখন চলে গেছেন........।"

"এই বয়সে আমার সঙ্গে এই লুকোচুরি খেলার কী মানে হয়!" এক তাড়া কাগজ বের করলো সে। "ব্যাটেলিয়ান থেকে এই ফর্মগুলো পাঠানো

হয়েছে। সবাইকে এগুলো পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু 'পুরস্কার ও সম্মান'-এর ঘরে পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার কিছুই লিখতে রাজি হচ্ছেন না। কোম্পানি কম্যাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি বললেন, পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার অন্ততঃ পাঁচটা পুরস্কার তো পেয়েইছেন, কিছু বেশিও হোতে পারে। পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টারের কাছ থেকেই জেনে নিতে বললেন। কিন্তু যতোবারই জিজ্ঞেস করতে যাই, বেমালুম হাওয়া হোয়ে যান।"

মনে মনে বিরাট এক ধাক্কা খেলো হাই। তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মস্তিষ্কে এসে জমা হোলো, হৃৎপিণ্ডটা দপ্‌দপ্‌ করতে লাগলো। "উঃ! কী বোকা আমি! কাইয়ুয়ান অভিযানে কোম্পানি কম্যান্ডারের সঙ্গে যে কমরেডটি সেই মেসিনগানটা দখল করেছিলো, সেটা আর কেউ নয়—আমাদের পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার! পুরস্কার দিতে চাইলেও এরা নিতে রাজী নয়! উঃ! কী মূর্খ আমি!"

তখনো হাই অস্বস্তিতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলো, কিছুতেই ঘুমাতে পারছিলো না। ঠিক সেই সময়ে তৃতীয়বার মোরগের ডাক শোনা গেলো। গত এক বছর বা তার চেয়েও কিছু বেশি সময় ধরে সে যে যে ব্যাপারে লিউর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে, সেই সব কথাই ভাবছিলো সে—কুস্তি, হাতুড়ির প্রতিযোগিতা, শুয়োরের খাবার সংগ্রহ, গতকালের বেয়নেট লড়াই—সব মনে পড়ছিলো তার। বিচার কোরে দেখছিলো, এসব ব্যাপারে কোন্‌ পথ সে নিয়েছে। যেহেতু সে ইয়ুথ লীগে যোগ দিয়েছে, বিভিন্ন ব্যাপারে মডেল যোদ্ধা হিসেবে তার স্বীকৃতি জুটেছে, নানারকম পুরস্কার পেয়েছে, অতএব সে ধরেই নিয়েছিলো যে সে একজন বীর হোয়ে পড়েছে। আসলে, একের পর এক ভুলই সে কোরে চলেছে।

আত্মগ্লানিতে মন ভরে উঠলো তার। জঘন্য ব্যাপার! চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন মহান ও সরল হবার জন্য, কমিউনিজমের মহান আদর্শে নৈতিকভাবে বলীয়ান হবার জন্য, স্থূল স্বার্থবোধ বিসর্জন দেবার জন্য। আর সেখানে আমি কী হোয়ে পড়ছি!" তার মনে হোলো, তার প্রতি কোম্পানি কম্যান্ডার ও পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টারের বিশ্বাসের মর্যাদা সে রাখতে পারে নি, কমরেড লিউ ওয়েই-চেঙের বিশ্বাসেরও সে অমর্যাদা করেছে। বালিশের তলা থেকে একটা ছোট্টো বই সে বের করলো। মলাটেই তুং শুন-জুই'র ছবি, হাতে এক বাক্স ডিনামাইট। অসংখ্য প্রশ্নের ঢেউ উঠতে লাগলো তার মনে। "সত্যিকারের বীর হোতে গেলে কী করতে হবে আমাকে? কেমন লোক তারা? আমি কি সত্যিই বীর হোতে পারবো?" প্রশ্নগুলির স্পষ্ট উত্তর

সে যেন পাচ্ছিলো না। তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত হোলো—তার এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও প্রশ্নের কথা খোলাখুলিভাবে জানতে হবে পার্টিকে। এ ব্যাপারে পার্টির সমালোচনা ও সহযোগিতা একান্তই দরকার। বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো সে। উপুড় হোয়ে বৈদ্যুতিক টর্চের আলোয় একটা কাগজের ওপর খস্ খস্ কোরে লিখতে শুরু করলো। পার্টি কমিটির কাছে তার আত্ম-সমালোচনার চিঠি লিখবে সে ঃ

"আজকে আমি বুঝতে পারছি যে, একজন কমিউনিস্টের যে রকম হওয়া উচিত, আমি এখনো তার থেকে অনেক, অনেক দূরে……।'

ইতিমধ্যেই আরও দু'বার মোরগের ডাক শোনা গেছে। পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার শেঙের চোখেও ঘুম নেই। বিভিন্ন সময়ে নিজের আদর্শগত অগ্রগতি সম্পর্কে হাই যে সব সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পার্টি-কমিটির কাছে পেশ করেছে, টেবিলের সামনে বসে সেগুলোই পড়ছিলো শেং। "ছেলেটার বয়স মাত্র উনিশ," শেং ভাবছিলো। "সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করার ব্যাপারটা এখনো হাই ঠিক আয়ত্ত কোরে উঠতে পারে নি। সব ব্যাপারেই সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। আর তার বয়সে সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক। কম্যান্ডার তাকে লিউর সঙ্গে বেয়নেট লড়তে বলেছিলো বলেই সে লড়েছিলো· নিজের ইচ্ছায় সে লড়তেই চায় নি। আর এখানেই তার ভুল হয়েছে। মাত্র এক বছরের কিছু বেশি সময় সে সেনাবাহিনীতে এসেছে। এতো কঠোরভাবে তাকে সমালোচনা করাটা কি ঠিক হোয়েছে? সেকি ঠিকভাবে নিতে পারবে এটা? তার 'বাঘের তেজ' এতে নিস্তেজ হোয়ে পড়বে না? তার উৎসাহ দমে যাবে না তো? সে কি এতে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে? প্রশ্নগুলির উত্তর না পেয়ে শেং অত্যন্ত অস্বস্তিতে ভুগছিলো। হঠাৎ বাইরে প্যারেডগ্রাউন্ড থেকে ভেসে এলো হুংকার-ধ্বনি। চমকে বাইরে তাকালো পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার। ভোরের আবছা আলোয় সে দেখলো, দুজন যোদ্ধা বেয়নেট লড়াই অভ্যেস করছে। দুজনের মধ্যে যে একটু বেঁটে, সে মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে কীসব আলোচনা করছে। তারপর আবার চলছে লড়াই। স্পষ্টভাবে তাদের না দেখতে গেলেও শেং চিনে ফেললো ভোরের এই দুই যোদ্ধাকে। আর যে প্রশ্নগুলির উত্তর না পেয়ে সে সারা রাত অস্বস্তিতে ভুগেছে, তবুও মেলে নি উত্তর, সেই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজেই এবার পেয়ে গেলো সে।

"ভোর হোয়ে গেছে, !'' চমকে উঠলো শেং। টেবিল-ল্যাম্পটা নিভিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। জানালায় দাঁড়িয়ে লড়াইয়ে রত যোদ্ধা দু জনকে দেখতে

দেখতে গভীর এক আনন্দে ভরে উঠলো তার মন। একজন সর্বহারা রাজনৈতিক কর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব হোচ্ছে, সঠিকভাবে পার্টির লক্ষ্য ও নীতিসমূহকে কার্যকরী করা, প্রতিটি কাজে পার্টির উদ্দেশ্য সামনে তুলে ধরা। পার্টির নেতৃত্বে কমরেডদের ক্রমাগতভাবে ও দ্রুতভাবে উন্নতি করতে দেখলেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয় তার। দরজার কাছে এগিয়ে ভোরের ভিজে বাতাস দুই ফুসফুসে ভরে নিলো সে। গভীর আনন্দের সঙ্গে দেখতে লাগলো, কীভাবে বেঁটে যোদ্ধাটি একটা ছোটোখাটো বাঘের মতো লাফাচ্ছে।

"হ্যাঁ, এই হোচ্ছে যাকে বলে সত্যিকারের ভালো যোদ্ধা...চিন্তাশীল যোদ্ধা," নিজের অজান্তেই কথাগুলি শেঙের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

পঞ্চম অধ্যায়

শক্ত হাড় এবং অনুগত হৃদয়

প্রখর সূর্যতাপে জ্বলে পুড়ে উঠছে পৃথিবী। গাছের পাতার আড়ালে বসে কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার কোরে চলেছে নাম-না জানা সব পাখী। গ্রীষ্ম এসে গেছে। সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার পর এটা ছাইয়ের দ্বিতীয় গ্রীষ্ম। ঠিক এ সময়টাতেই চীনের জনগণ লিপ্ত হোয়ে পড়লো নোতুন এক সংগ্রামে।

চীনের ষাট কোটি জনগণ এবং তাদের পরম আস্থাভাজন গণমুক্তিফৌজের সেনারা প্রচণ্ড সাহস ও উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো এ যুদ্ধে। তাদের কানে তখন বাজছে চেয়ারম্যান মাওয়ের উদাত্ত আহ্বান—আত্মনির্ভরশীল হও, দেশের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করো)

সে দিন সকালে 'সম্মিলিত আক্রমণ'-এর মহড়ার জন্য কুয়ান তার কোম্পানির যোদ্ধাদের নিয়ে এগিয়ে চলেছিলো একটা পাহাড়ের চূড়ার দিকে। এটা ছিলো প্রতিটি কোম্পানির সমন্বয়ে গোটা ডিভিশনেরই এক সামগ্রিক সামরিক মহড়ার প্রস্তুতিপর্ব। হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কোরে কুয়ান উঁচুতে তুলে ধরেছিলো তার সংকেতজ্ঞাপক পতাকা। সেকেণ্ডের কাঁটাটা নির্ধারিত সময় ঘোষণা করতেই, কুয়ান নামিয়ে নিলো তার সংকেতজ্ঞাপক পতাকা। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড গর্জনে তিন-তিনটে লাল আগুনের গোলা ছুটে গেলো আকাশের দিকে। যোদ্ধারা ছুটে গেলো সামনে। শুরু হোলো ঘন ঘন বিস্ফোরণ। আক্রমণের ঘোষণা জানিয়ে অনবরত বেজে চললো বিউগল। বেয়নেট উঁচিয়ে ধরে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে পড়লো যোদ্ধারা!

হঠাৎ শোনা গেলো একটা দ্রুতগামী ঘোড়ার ব্যস্ত পায়ের আওয়াজ। পাহাড়ের একেবারে তলা থেকে হেঁকে উঠলো আগুয়ান এক ঘোড়সওয়ার, "কম্যান্ডার কুয়ান, এক্ষুনি মহড়া বন্ধ কোরে তাঁবুতে চলে আসুন। জরুরী নির্দেশ!"
"কী ব্যাপার!" কুয়ান গর্জে উঠলো তার জবাবে।

ততোক্ষণে ঘোড়সওয়ারটি কুয়ানের সামনে এসে পড়েছে। ঘোড়া থেকে নেমেই কুয়ানের হাতে সে গুঁজে দিলো লিখিত নির্দেশ। তারপর এক লাফে

আবার উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে। জোর কদমে ফিরে চললো তার ঘোড়া। ঘোড়ার পায়ের শব্দ ছড়িয়ে পড়লো পাহাড় থেকে পাহাড়ে।
নির্দেশটি পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে গেলো কুয়ানের, ঠোঁটে ঠোঁটে চাপলো সে। অল্পবয়সী বিউগ্‌ল-বাদকটির দিকে তাকিয়ে হেঁকে উঠলো সে, "থামাও!" অবাক হোয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো ছেলেটি। বিউগ্‌লটা তুললো মুখের কাছে, খানিকটা ইতস্তত করলো, তারপর আবার নামিয়ে নিলো সেটা।
"শোনো! গোটা কোম্পানিকে মহড়া বন্ধ কোরে এক্ষুনি ফিরে আসবার জন্য নির্দেশ পাঠাও।" হাতের সংকেতজ্ঞাপক পতাকাটা সজোরে আন্দোলিত কোরে কুয়ান বললো। প্রচন্ড রাগ ঝরে পড়ছে তার ভাবভঙ্গিতে।
বিউগ্‌লে এক্ষুনি ফিরে আসার জরুরী নির্দেশ পেয়ে সমগ্র কোম্পানি অবাক হোয়ে গেলো।
তাঁবুর দিকে সারি বেঁধে ফিরে চললো তিন নম্বর কোম্পানির সমস্ত সৈন্য। সাধারণ সৈন্যরা তাদের স্কোয়াড-লিডারদের দিকে তাকাচ্ছে. স্কোয়াড-লিডাররা তাকাচ্ছে প্লেটুন লিডারদের দিকে, আর প্লেটুন লিডাররা চেয়ে আছে কম্যান্ডারের দিকে—প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে অন্যদের মুখভঙ্গি থেকে সিদ্ধান্তের এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের কারণ খুঁজে বের করতে। কী হোলো হঠাৎ।
কুয়ান লিখিত নির্দেশটা বের কোরে আবার পড়লো কয়েকবার। খুবই সংক্ষিপ্ত নির্দেশ: "সমস্ত মহড়া বন্ধ কোরে ফিরে এসো, জরুরী দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত থাকো।" এ থেকে কারণ বোঝা সম্ভব নয় কিছুতেই। "এই বার্ষিক সামরিক মহড়া হঠাৎ বন্ধ কোরে দেবার মতো কী ঘটতে পারে?" কুয়ান ভেবেচিন্তেও কিছু ধরতে পারছে না। "সৈন্যবাহিনীতে সিদ্ধান্তের দ্রুত পরিবর্তন প্রায়শঃই ঘটে থাকে। 'শত্রুরা কৌশল পাল্টালে, আমরাও পাল্টাই।' কিন্তু আজকের এ ব্যাপারটা খুবই আকস্মিক। আজ সকালেও রেজিমেন্ট থেকে সে এক নির্দেশবার্তা পেয়েছে। তাকে এবং পার্টি-কমিটির প্রত্যেককে কোম্পানির পরবর্তী স্তরের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হোয়েছে তাতে। আর এটুকু সময়ের মধ্যেই পাল্টে গেলো সিদ্ধান্ত!" কুয়ানের মনে হোলো, "একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই এরকমটা ঘটে থাকে। তার মানে, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে!"
অগ্রসরমান তিন নম্বর কোম্পানির দিকে একটা সামরিক গাড়ী ছুটে এলো।
"তিন নম্বর কোম্পানি?" একজন পাকাচুল সেনাধ্যক্ষ জানতে চাইলেন।
"কমিশার!" কুয়ান ছুটে এলো। "আমরা হঠাৎ..."
"উঁহু, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আজগুবি চিন্তা কোরে লাভ নেই কুয়ান।

মহড়ার অনেক সময় পরে পাওয়া যাবে। শুধু তোমাদের কোম্পানি না, সমগ্র সৈন্যবাহিনীকেই এখন জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"

"জরুরী অবস্থা .... !" হাই অবাক হোয়ে তাকালো।

"সামরিক প্রয়োজনে খুব তাড়াতাড়ি একটা রেললাইন তৈরী করতে হবে আমাদের। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, আধুনিক সংশোধনবাদী পান্ডা ক্রুশ্চভের নির্দেশে সমস্ত রুশ 'বিশেষজ্ঞ' হঠাৎ আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেছে, সমস্ত নক্সা এবং যন্ত্রপাতিও তারা সঙ্গে নিয়ে গেছে। কাজেই, বুঝতে পারছো, ব্যাপারটা খুব সাধারণ নয়—যুদ্ধের মতোই জরুরী। কিন্তু সমস্ত কমরেডদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এতেই আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না। প্রতিটি কমিউনিষ্টকে, প্রতিটি বিপ্লবী যোদ্ধাকে এখন শক্ত থাকতে হবে, কারণ...." কমিশার একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন, "কারণ সমস্ত নির্মাণকাজে এখন পুরোপুরি নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে আমাদের। রুশ সংশোধনবাদীরা যদি যন্ত্রপাতি না পাঠায়, আমরা নিজেরাই তৈরী কোরে নেবো সে সব। এই পর্যন্ত আমি বুঝি। আমাদের নেতৃবৃন্দ এই পর্যন্তই আমাদের জানিয়েছেন। মোট কথা, এক জীবন-মরণ যুদ্ধে আমরা ব্যাপৃত হোচ্ছি আর এজন্য আমাদেরকে সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হবে।"

কমিশারের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য থেকেই কুয়া পরিস্থিতির অপরিসীম গুরুত্ব বুঝতে পারলো। তার কানে তখনো বাজছে কমিশারের কথাগুলো—"আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না। প্রতিটি কমিউনিস্টকে, প্রতিটি বিপ্লবী যোদ্ধাকে এখন শক্ত থাকতে হবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে আমাদের।" পথের পাশেই পড়ে ছিলো বিরাট এক পাথর। এক লাফে তার ওপর উঠে গায়ের জোরে চেঁচিয়ে উঠলো সে, "কমরেডগণ, সামনের দিকে—দৌড়ে!"

সামনের পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, "কমরেডগণ সামনের দিকে দৌড়ে!"

খুব কম সময়ের মধ্যেই গোটা কোম্পানি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নোতুন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হোলো। কুয়ানের কাছে বিভিন্ন স্কোয়াড থেকে দৃঢ়-সংকল্প হোয়ে কাজ কোরে যাবার সিদ্ধান্তের অনুলিপি আসতে লাগলো অনবরত। হাই এসে পৌঁছুলো কোম্পানি হেডকোয়ার্টারে চার নম্বর স্কোয়াডের লিডার হিসাবে। সঙ্গে তার দুটো চিঠি। একটা তাদের স্কোয়াডের সিদ্ধান্ত; অন্যটি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদের জন্য তার তৃতীয় আবেদনপত্র।

"ঠিক সময়ে এসেছো তুমি," কুয়ান তার হাত থেকে কাগজ দু'টি নিয়ে বললো। "সব ঠিক আছে?"

"সবাই প্রস্তুত।"

"কালকে একটা গাড়ী যাবে হাসপাতালে। তুমি সেটায় চড়ে হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হবে। পার্টি-কমিটি আশা করে, তুমি পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবে, এবং দ্রুত আরোগ্যলাভ করবে। ঠিকমতো বিশ্রাম নেবে।"

"কম্যাণ্ডার!" আহত বিস্ময়ে হাই চেঁচিয়ে উঠলো।

"নির্দেশ পালন করা উচিত তোমার," কুয়ান গম্ভীরস্বরে বললো। "তুমি এখন একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা, স্কোয়াড-লিডার। ডাক্তারের সঙ্গে তোমার অসুখ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে আমাদের। তোমার অন্ত্র যে রকম ফুলেছে, যে কোনো মুহূর্তে সেটা বিপজ্জনক হোয়ে পড়তে পারে। হাসপাতালে গিয়ে সেটা সারিয়ে চলে এসো। আমরা তোমার জন্য বিশেষভাবে অপেক্ষা করবো।"

হাই কিছু বলতে চাইলো। কিন্তু কুয়ান তাকে সুযোগ না দিয়ে কাজপত্রগুলি হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো। বললো, "আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত। বেশি কথা বলার সময় নেই। ব্যাপারটা ভেবে দেখো। তুমি যদি এর যথার্থতা বুঝতে পারো তবে কাল গাড়ীতে উঠে বসবে হাসপাতালে যাবার জন্য। আর যদি সেটা তুমি বুঝতে না পারো, তবে তোমার হাত-পা বেঁধে ঝোলায় পুরে গাড়ীতে চাপিয়ে দেওয়া হবে তোমাকে। মোট কথা, যেতে তোমাকে হবেই।" কথা শেষ কোরেই কুয়ান বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

"এরকম একটা জরুরী অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়াটাই কি আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ?" হাই নিজেকে প্রশ্ন করলো। "উঁহু!" নিজের মনেই মাথা নাড়লো সে। "এই জরুরী কাজে অংশ নিতেই হবে আমাকে। তাছাড়া, স্কোয়াড-লিডার হিসেবে আমার কাজের অনেক ত্রুটী আছে এখনো। ক'দিন আগে আমাদের স্কোয়াডে যে নোতুন সৈন্যটি এসেছে, সেই কাও য়ি-চুং এখনো নিজের মেজাজে চলে। আমাদের স্কোয়াডে কোনো সহকারী স্কোয়াড-লিডারও নেই। এখন যদি হাসপাতালেই গিয়ে ভর্তি হই আমি, তবে আমাদের স্কোয়াডের কাজকর্ম চলবে কী কোরে? কাও'র সমস্যারই বা সমাধান করবে কে?" এ সময়ে স্কোয়াড ছেড়ে চলে যাবার সামান্যতম উৎসাহও সে পাচ্ছে না। তার এখন থাকা দরকার। কিন্তু কোম্পানি কম্যাণ্ডারও এ ব্যাপারে খুব একরোখা। কী করা যায় এখন।

কোম্পানির স্বাস্থ্য বিভাগের একজন কর্মীকে গিয়ে ধরলো হাই। কিন্তু বিশেষ সুবিধে হোলো না তার কাছে। তখন সে গেলো ডাক্তারের কাছে। যথাসাধ্য ব্যাপারটা বোঝালো তাকে। ডাক্তার তার উত্তরে শুধু জানালো, কাল সকালে

অনেকেই হাসপাতালে ভর্তি হোতে যাচ্ছে, হাই বরং তাদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েই যাক্। ……যাদের সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে, তাদের সবার সঙ্গে দেখা করলো হাই, যা বলার আছে, সব বললো। কিন্তু সবই নিষ্ফল হোলো। ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ মনে সে নিজের স্কোয়াডে ফিরলো।

"স্কোয়াড-লিডার, আমার একটা অভিযোগ আছে"—দরজা দিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই কথাগুলো তার দিকে ছুটে এলো। কাও তার বাঁধা-ছাদা বিছানার ওপর বসে।

"বলে ফেলো।"

"কখন যাত্রা শুরু করবো আমরা?" কাও কথা বলতে বলতে বিছানাটার ওপর চড় মারলো। "ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসব বেঁধে-ছেঁদে বসে আছি আমরা, কখন যাবো তার ঠিক নেই, মিছিমিছি দুপুরের ঘুমটাই মাটি হোলো। ইচ্ছে কোরে সবাই যদি এমন ঝামেলায় ফেলে আমাদের, তবে চলে কেমন কোরে?"

"আমরা ঠিক কখন রওনা দেবো, তা ঠিক করবেন আমাদের ঊর্ধ্বতন নেতারা।" হাই কাটা কাটা জবাব দিলো। "আমরা সমস্ত জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁদে বসে আছি, কারণ সেটাই আমাদের করতে বলা হয়েছে। আর তোমার দুপুরের যে ঘুম মাটি হোয়েছে, বিপ্লব তোমার সেই ঘুমের জন্য বসে থাকতে পারে না।"

"স্কোয়াড লিডার, আপনি চটে যাচ্ছেন। আমি শুনেছি, যে নিজের সমস্যা সমাধান করতে পারে না, বা অন্য কাউকে নিজের বক্তব্যের যথার্থতা বোঝাতে পারে না, সে-ই অযথা মেজাজ হারিয়ে ফেলে। এবং এটা হোচ্ছে দুর্বলতার লক্ষণ!" কাও আপন মনে মন্তব্য করলো।

ঘরের এক কোণে বসে ছিলো ওয়েই। সে আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলো, "তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো কমরেড কাও? আমাদের পরিস্থিতি কেমন গুরুত্বপূর্ণ, সে কি তুমি বুঝতে পারছো না? আমাদের নেতারা যদি আমাদের প্রস্তুত থাকতে বলেন, তবে প্রস্তুত থাকাটাই আমাদের কর্তব্য। এটাই হোচ্ছে ন্যূনতম রাজনৈতিক চেতনা, যেটা আমাদের প্রতিটি সৈন্যের কাছে প্রত্যাশা করা হয়।"

কাও বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। "রাজনৈতিক চেতনা? আচ্ছা।" নিজের মনেই হেসে উঠলো সে।

হাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। তার ভয় হোচ্ছিলো, সে আর সহ্য করতে না পেরে কাও'র ওপর হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ ঘটনা থেকে তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হোলো—এখন চার নম্বর স্কোয়াড ছেড়ে যাওয়া কিছুতেই ঠিক হবে না তার পক্ষে। এই জরুরী অবস্থায় থাকতেই হবে তাকে এখানে। তাকে যদি এজন্য

সমালোচনার সম্মুখীন হোতে হয়, এমন কি শাস্তিও যদি পেতে হয়, তবু এই জরুরী কাজে সে অংশ নেবে।

সন্ধ্যে থেকেই ঝম্ ঝম্ কোরে বৃষ্টি শুরু হোলো। কড়কড় কোরে বাজ পড়ছে, মাঝেমাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোটা ছাত আর তাঁবুর ওপর এসে পড়ছে। পাহাড়ের চূড়ার চারদিকে ঘন কালো হোয়ে জমে আছে মেঘ।

এর মধ্যেই নির্দেশ এলো, যাত্রা শুরু করার। সঙ্গে সঙ্গে গোটা কোম্পানি রওনা দিলো লক্ষ্য অভিমুখে।

প্রায় মাঝরাতে, পাঁচ-ছ ঘণ্টা চলার পর, পেছন থেকে একটি ছায়ামূর্তি কুয়ানের দিকে এগিয়ে এলো। ছায়ামূর্তিটির ডাক শোনা গেলো, "কম্যাণ্ডার!"

"কে ওখানে?" বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার আওয়াজ ছাপিয়ে কুয়ান হেঁকে উঠলো।

ঠিক সেই সময়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। বিদ্যুতের আভায় কুয়ান দেখলো, তার সামনে ওয়াং হাই। "তুমি!" কুয়ান চমকে উঠলো।

মুখ থেকে বৃষ্টির জল মুছে হাই জবাব দিলো, 'কম্যাণ্ডার, আপনি আমাকে সমালোচনা করুন, শাস্তি দিন, যা খুশি করুন। কিন্তু আমাদের বাহিনীর সঙ্গে আমাকে যাবার অনুমতি দিন, একসঙ্গে কাজ করতে দিন। যুদ্ধের মতোই জরুরী এই পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে হাসপাতালে চুপচাপ শুয়ে থাকা সম্ভব নয়।"

কুয়ান কথা বলার ভাষা খুঁজে পেলো না। "এই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ও আমাদের সঙ্গে চলে এসেছে।" কুয়ান অবাক হোয়ে ভাবলো। "ওর এতো আগ্রহ, এতো উদ্দীপনা, কী কোরে ওকে ফেরৎ পাঠাই! কিন্তু সামনে যে কী কষ্ট ও বিপদ আসছে, কে বলতে পারে? ও অসুস্থ। ও কি এই অসুস্থ শরীরে সে সব সহ্য করতে পারবে? ওকে আসতে দেওয়াটা কি ঠিক হবে?"

"আমার জন্য কারো কোনো অসুবিধা হবে না, কমাণ্ডার। কাজের জায়গায় আমাকে না হয় ব্যারাকেই ডিউটি দেবেন......কিন্তু আমাকে ফিরে যেতে বলবেন না কম্যাণ্ডার, আমি......আপনি নির্দেশ দিলে আমি অবশ্য ফিরে যাবো, কিন্তু ...আমাকে যেতে অনুমতি দিন কম্যাণ্ডার!"

অন্ধকারে কুয়ান কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। কিন্তু হাইয়ের গলার স্বরে সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো, হাইয়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

শেং এতোক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবার সে শান্ত কণ্ঠে বললো, "কমরেড কুয়ান, আমার মনে হয়, ওকে আমাদের সঙ্গে আসবার অনুমতি দেওয়া উচিত। গন্তব্য জায়গায় পৌঁছে কোম্পানির ডাক্তারই না হয় ওকে পরীক্ষা কোরে চিকিৎসা করবে।"

"ঠিক আছে, গন্তব্য জায়গায় পেঁৗছেই তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবো আমি," হাসি লুকিয়ে কুয়ান বললো।

"ঠিক আছে, কম্যাণ্ডার!" প্রচণ্ড আনন্দে এক লাফ দিলো হাই। তার পায়ে ছিটকে কাদা-জল এসে লাগলো কুয়ানের গায়ে। সেদিকে খেয়াল না কোরে হাই দৌড় দিলো তার নিজের স্কোয়াডে যোগ দেবার জন্য।

সেদিকে তাকিয়ে কুয়ান আর শেং হেসে উঠলো। তারপর কুয়ান হাঁক দিলো, "এই যে হুয়াং। সবাই বড্ডো চুপচাপ। তুমি বরং একটা গান ধরে দাও।"

"আমি গাইবো আজ," শেং পথের এক পাশে সরে এসে বললো। তারপর অগ্রসরমান সৈন্যবাহিনীর দিকে মুখ কোরে খোলা গলায় গাইতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে সুর মেলালো প্রতিটি সৈন্য–

জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী ক্রীতদাস
শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস···

কমিউনিজমের মহান আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য জীবন-মরণ লড়াই চালিয়ে চলেছেন যতো বিপ্লবী, বছরের পর বছর ধরে তাদের চেতনায় নাড়া দিয়ে এসেছে সর্বহারাদের এই বিপ্লবী সঙ্গীত। প্রচণ্ড বিপজ্জনক আক্রমণের মুখোমুখি হোয়ে, শত্রুর নৃশংস ছুরির সামনাসামনি দাঁড়িয়ে, যে কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে, এই গান উদ্দীপনা জুগিয়েছে তাদের হৃদয়ে—পুরোণো পচা গলা পৃথিবীকে ধ্বংস কোরে শোষণহীন নোতুন পৃথিবী গড়ে তোলার লড়াইয়ে তারা যে বিজয় অর্জন করবেনই—তাদের এই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় ও দুর্বার কোরে তুলেছে।

নোতুন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসরমান হাইদের বাহিনীর এই উদাত্ত ও বলিষ্ঠ গানে কেঁপে উঠলো অন্ধকার আকাশ, কেঁপে কেঁপে উঠলো আশপাশের পাহাড়গুলো। ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত-কাদা সবকিছুকে অগ্রাহ্য কোরে এগোতে লাগলো যোদ্ধারা। হঠাৎ বিদ্যুতের এক ঝলকানি হাইয়ের উৎফুল্ল মুখ আরো উজ্জ্বল কোরে তুললো। শেং-এর পায়ে পা মিলিয়ে সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে সোজা এগিয়ে চললো হাই।

* * * *

দু'দিন ধরে ক্রমাগত বর্ষণের পর বৃষ্টি থামলো। কিন্তু আকাশ তখনো মেঘে মেঘে অন্ধকার। আকাশে কোথাও নীল আভার ছিটে ফোঁটাও নেই।

হাইদের বাহিনী একটা খরস্রোতা পাহাড়ী নদী পার হোয়ে এগোচ্ছে। প্রচণ্ড

বৃষ্টির মধ্যে কাদার ওপর দিয়ে জোর কদমে এগিয়ে সবাই এখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। অসুস্থ হাই'র সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত হোয়ে পড়ছে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপকেই মনে হোচ্ছে, আগের পদক্ষেপটির চেয়ে বেশি কষ্টকর।

সামনের দিক থেকে একজন ঘোড়সওয়ার জোর কদমে এসে হাজির হোলো। ব্যাটেলিয়ান হেডকোয়ার্টার থেকে এক জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছে সে। সামনে আরও এগিয়ে যে জায়গাটা, সেখানে সমস্ত কোম্পানি কমান্ডারদের এক জরুরী সভা। হাইদের বাহিনী এখন যেখানে আছে, সেখানেই বিশ্রাম করবে এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবে।

রাস্তার পাশে ভিজে মাটি ও কাদার মধ্যেই বসে পড়লো সব যোদ্ধারা। নিজের স্কোয়াডের সবাই আছে কি না, মিলিয়ে দেখতে শুরু করলো হাই। সবার জামাকাপড়ই ভিজে সপ্‌সপে। প্রায় প্রত্যেকের পায়েই পড়েছে ফোস্কা। হাইকে এগিয়ে আসতে দেখেই ওয়েই তাড়াতাড়ি বর্ষাতি দিয়ে নিজের ফোস্কাপড়া পা-টা ঢেকে ফেললো। তার এই কাজ হাইয়ের নজর এড়ালো না। "খুব কষ্ট হোচ্ছে, না?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"মোটেই না, বেশ ভালো আছি," জোর কোরে মুখে হাসি টেনে ওয়েই জবাব দিলো। "প্রায় দেড় বছর সেনাবাহিনীতে ঢুকেছি আমি। এটাই আমার সহজ, সবচেয়ে সহজ অভিযান। তুমি বরং অন্যেরা কেমন আছে, খোঁজ নাও।" ওয়েই'র এই আচরণে আবেগে আপ্লুত হোয়ে উঠলো হাইয়ের মন। কতো তাড়াতাড়ি নিজেকে পাল্টে ফেলেছে ছেলেটা। এই কিছুদিন আগেও সে বিশেষ কোনো কাজে বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারতো না—কখনো পড়ছে, কখনো সামরিক সমস্যা নিয়ে তৈরী খেলায় মেতে আছে। আর আজ সে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণাকেই হাসি মুখে মেনে নিচ্ছে, কেননা বিপ্লবের স্বার্থেই এটা করা দরকার। যৌথ-স্বার্থের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থকে কতো সহজে বিসর্জন দিয়েছে সে। তাদের বিপ্লবী সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যই এটা। এগিয়ে চলার সময়ে এগিয়েই চলতে হবে। শত বাধা-বিঘ্ন বা পায়ের ফোস্কা, কিছুই ঠেকাতে পারবে না তাদের। ওয়েই'র ব্যবহারে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির এই বিপদের দিনে নিজের ভূমিকা পালন করতে সে পুরোপুরি প্রস্তুত। প্রত্যেকেই এই জরুরী পরিস্থিতিতে নিজের দায়িত্বকে পালন করার জন্য সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসেছে।

কিছু না বলে ওয়েই'র জিনিষপত্রে বোঝাই ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিলো সে। তার কমরেডদের কারো বোঝাকে সামান্য একটু হালকা করতে পারলেই সে খুশি স্কোয়াড লিডার হিসেবে। এখনো বেশ খানিকটা পথ যেতে হবে তাদের।

"আচ্ছা, বলতে পারেন, লোকের পায়ে ফোস্কা পড়ে কেন ?" নবাগত যোদ্ধা কাও নিজের পা-টা চেপে ধরে প্রশ্ন করলো।

"দীর্ঘ অভিযানে নোতুন জুতো পরাটাই বোকামি। তুমি আর আমি, দুজনে ঠিক সেই ভুলটাই করেছি। তার ফল আমাদের ভোগ করতে হোচ্ছে। আগের থেকে ভেবে-চিন্তে কাজ না করলে এরকমটাই হোয়ে থাকে।"

"বা রে! এতে নোতুন জুতো পরার প্রশ্নটা আসে কোত্থেকে?" বিজ্ঞের মতো মুখভঙ্গি কোরে কাও বললো। "ফোস্কা পড়ে, কারণ পায়ের তলা আর মাটির সঙ্গে বেশি বেশি ঘর্ষণ হোচ্ছে। এর একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়ালেই পায়ের চামড়া আর মাংস আলাদা হোয়ে যায়। আর এ দুয়ের মধ্যে যে নোতুন জিনিসটা জন্ম নেয়, সেটাই হোচ্ছে ফোস্কা।"

ওয়েই মুখ বাঁকালো। "বোঝো! 'কলেজ-পড়া' পণ্ডিত এলেন! ঘুরিয়ে নাক না দেখালে আর পাণ্ডিত্য কোথায়!"

"কিন্তু এটাই হোচ্ছে বিজ্ঞান। সব জিনিষেরই একটা সীমা থাকে। কেউই একসঙ্গে ০·১৩২ গ্যালনের বেশি খাবার একসঙ্গে খেতে পারে না, কেননা পেটে তার বেশি জায়গাই নেই। পায়ে হেঁটে অভিযানের সময়েও, একাদিক্রমে খুব বেশি যাওয়া যায় না। এই নির্দিষ্ট সীমা ছাড়ানো মানেই হোচ্ছে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা, আর তার জন্য তোমাকে কষ্ট পেতেই হবে।"

"আমি তোমার কথা মানতে পারলাম না," হাই এগিয়ে এসে বললো। "তোমার যুক্তি অনুযায়ী আমাদের পার্টির 'লংমার্চ'ও* তাহালে অবৈজ্ঞানিক। আর তাছাড়া লংমার্চের সময় জনমানবশূন্য মরুভূমির মধ্যে লালফৌজ ০·১৩২ গ্যালন খাবারই বা পাবে কী কোরে? কাজেই তারা বুনো লতা খেয়েছে, ঘাস খেয়েছে, এমনকি কোমরের চামড়ার বেল্ট পর্যন্ত সিদ্ধ কোরে খেয়েছে। কিন্তু তবুও তারা লড়েছে, বিজয় অর্জন করেছে। সে সময়েও লালফৌজের প্রতিটি সৈন্যের পায়ে অসংখ্য ফোস্কা পড়েছিলো। তা নিয়েই তারা পঁচিশ হাজার লি পথ হেঁটে পার হোয়েছে।"

"তা ঠিক, কিন্তু...." কাও উত্তর খুঁজে পেলো না।

"কয়েকটা ফোস্কা আমাদের অগ্রগতিকে থামাতে পারে না। পা ভেঙে গেলেও, লড়াই করার জন্য দরকার হোলে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে

* ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং কাই-শেকের বিরাট সৈন্যদল কর্তৃক চারিদিক থেকে পরিবেষ্টিত হবার পর লালফৌজ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে চিয়াং-এর সেই অবরোধকে ভেঙে ফেলে, এবং কিয়াংসি মুক্ত অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু কোরে ২৫০০০ লি অর্থাৎ প্রায় ৮০০০ মাইল পথ পেরিয়ে শেষে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উত্তর শেনসিতে এসে পৌঁছোয়। এই অভিযানের নামই 'লং মার্চ'।

এগোবো। এটাই হোচ্ছে বিজ্ঞান। অতীতে লালফৌজ সেই বিজ্ঞানের সাহায্যেই বিজয় অর্জন করেছে। আজকের যুদ্ধে জয়লাভ করতে হোলেও আমাদের সেই বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে।"
"ঠিক আছে, আমি মেনে নিচ্ছি। আপনার বিজ্ঞান আমার বিজ্ঞানের চেয়ে বেশি বিজ্ঞানসম্মত।"
সবাই হেসে উঠলো। হাই নিজের ব্যাগ থেকে এক টুকরো সাবান বের কোরে কাওর হাতে দিয়ে বললো, "তোমার জুতো থেকে ধুলোবালি বের কোরে নিয়ে জুতোর ভেতর দিকে আর মোজার তলায় এই সাবানটা ভালো কোরে ঘসে দাও। এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আমার হয়তো জানা নেই, কিন্তু এতে কাজ হবে। মাটির সঙ্গে পায়ের তলার বেশি ঘর্ষণ হোচ্ছে, চামড়া থেকে মাংস আলাদা হোয়ে যাচ্ছে—শুধু এসব নিয়েই হৈচৈ করলে কোন উপকার হবে না।"
এর মধ্যেই হঠাৎ বেজে উঠলো বিউগল, আবার যাত্রা শুরু করার সংকেত জানিয়ে। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে আবার যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হোয়ে পড়লো। হঠাৎ ছুটে এলো কুয়ান, হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললো, "কমরেডগণ, আমরা পৌঁছে গেছি। এখানেই আমাদের থামতে হবে।"
সবাই-ই অবাক হোলো। চারিদিকে ভালো কোরে তাকিয়ে দেখলো। জায়গাটা দুটো পাহাড়ের মাঝখানে। যতোদূর চোখ যায়, কোথায়ও কোনো গ্রাম বা কুঁড়েঘর চোখে পড়ে না। দূরে পাহাড়ের গা থেকে একটা খরস্রোতা নদী নেমে এসেছে। এই জনমানবশূন্য ফাঁকা পাথুরে অঞ্চলে তাদের থাকতে হবে? কোথায় থাকবে তারা?
কুয়ান ততোক্ষণে শেংকে বোঝাতে শুরু করেছে, "হেডকোয়ার্টার থেকে এখানেই কাজ করার নির্দেশ এসেছে। এই নীচু জমিতে রেল লাইন বসাবার উপযোগী একটা উঁচু বাঁধ বানাতে হবে আমাদের। সময় খুব কম। আঞ্চলিক সামরিক হেডকোয়ার্টার আশা করছে, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রেল লাইন বসাবার ব্যবস্থা করতে পারবো আমরা।"
রাস্তা দিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলো একটা ট্রাক। গাড়ীর রেডিয়েটারে জল ভরবার জন্য পাহাড়ী নদীটার কাছে এসে থামলো গাড়ীর ড্রাইভার। গাড়ী থেকে নামতেই কুয়ান, শেং আর তাদের পিছু পিছু হাই গেলো এগিয়ে।
"আপনি ট্রাকে কোরে কী নিয়ে যাচ্ছেন কমরেড?" কুয়ান প্রশ্ন করলো।
"ট্রাকের ত্রিপল তুললেই দেখতে পাবেন!" বেশ বোঝা গেলো ড্রাইভারের মেজাজ ভালো নেই। কুয়ান ত্রিপলটা তুললো। কতকগুলো জং-ধরা বিরাট যন্ত্র। যন্ত্রের গায়ে রুশ ভাষায় কী সব লেখা।

"এগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? কাজে লাগবে না এসব?" হাই জানতে চাইলো।

"বলা নেই, কওয়া নেই, সব রুশ বিশেষজ্ঞ আর ইঞ্জিনিয়াররা দেশে ফিরে গেছে, সমস্ত নক্সা আর দরকারী যন্ত্রপাতিও নিয়ে গেছে সঙ্গে। এসব জং-ধরা অকেজো লোহার স্তূপ নিয়ে কী করবো আমরা? কারখানায় মিছিমিছি অনেকখানি জায়গা এগুলো নষ্ট করেছিলো।" বলতে বলতে ড্রাইভারের মেজাজ আরও চড়ে গেলো। "ব্যাটারা ভাবে, ওরা দয়া না করলে আমরা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি না!"

হাইয়ের মেজাজও খারাপ হোয়ে গেলো। কুয়ান বা শেং আর কথা বাড়ালো না। ব্যাপারটা সবার কাছেই পরিষ্কার হোয়ে গেছে। ড্রাইভার গাড়ীতে উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো, "আপনারা কিছুদিন অপেক্ষা করুন কমরেড। দেখবেন, কিছুদিনের মধ্যে নিজেরাই সব যন্ত্রপাতি তৈরী কোরে ফেলবো আমরা!"

"ঠিক বলেছেন কমরেড," শেং বললো। "দেখবেন আমরাও নির্ধারিত সময়ের আগেই এখানে রেল লাইন পেতে ফেলবো। আপনারা চীনেই তৈরী সব যন্ত্র ট্রেনে কোরে নিয়ে আসতে পারবেন এখানে।"

ট্রাক ছেড়ে দিলো। কুয়ানের মনে পড়লো কমিশারের কথাগুলো। সে চেঁচিয়ে বললো, "আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না!"

সেই জনমানবশূন্য পাহাড়ী অঞ্চলেই হাইদের কোম্পানি আস্তানা গাড়লো। রেলকর্মীরা এবং গরীব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত কৃষকদের সন্তানরা গণমুক্তি বাহিনীর যোদ্ধা হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে [illegible]দের অপরিসীম সাহস এবং [illegible] হৃদয়। তারা যেটা বানাচ্ছে, সেটা হোচ্ছে একটা রেলওয়ে লাইনের একটা ক্ষুদ্র অংশের জন্য মাটির বাঁধ। বাধাবিঘ্ন জয় কোরে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য গোটা দেশ জুড়ে যে বিরাট উদ্যোগ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হোচ্ছে, তার তুলনায়, কিংবা দেশের প্রতিটি প্রান্তে চলেছে সমাজতন্ত্র গড়ার যে বিরাট কাজ, তার তুলনায় এদের কাজ আর কতোটুকুই বা! কিন্তু হাইদের কোম্পানির সামনে এই কাজেরই গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম, এ কাজ ঠিকভাবে শেষ করার পথে বাধাবিঘ্নও ছিলো অসংখ্য। কাজ শুরু করার আগেই বাধা এসে পড়লো।

রেল লাইনের জন্য পাথরের ভিৎ গড়তে হোলে, প্রথমেই নিচের সব কাদা ও ভিজে মাটি সরিয়ে ফেলা দরকার। কিন্তু এজন্য দরকারী সব যন্ত্রপাতি এখনো এসে পৌঁছোয় নি। এমন কি দরকার মতো কোদাল পর্যন্ত পাওয়া গেলো না। সামান্য যে কটা পাওয়া গেলো, তা দেখে কোম্পানি কোয়ার্টার-মাস্টারের মুখ

গম্ভীর হোয়ে গেলো। স্কোয়াড-লিডাররা নিজের নিজের স্কোয়াডের জন্য কোদাল নেবার জন্য এসে হাজির হোলে, প্রতিটি স্কোয়াডের ভাগে মাত্র দু'টি কোরে কোদাল জুটলো। প্রত্যেককে এই দিয়েই কোনোরকমে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য সে অনুরোধ জানালো। শেষ দু'টি কোদাল নিয়ে হুই যখন নিজের স্কোয়াডের দিকে এগোচ্ছে, তখন পথেই তার দেখা হোলো লিউর সঙ্গে। লিউ এখন এক নম্বর স্কোয়াডের লিডার। হুইকে দেখেই সে বললো, "এই যে বাঘ, কোদাল পেলে কোত্থেকে?" হাই ভালো কোরেই জানে যে, কোয়ার্টার-মাস্টারের কাছে আর একটাও কোদাল নেই। একটু ভেবে সে বললো, "তোমাকেই তো আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার স্কোয়াডের জন্য এ দুটো নিয়ে আসছিলাম নাও তোমার জিনিষ।" লিউর হাতে কোদাল দু'টো তুলে দিলো সে। লিউ তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সেই কোদাল দু'টো নিয়ে নিজের স্কোয়াডে ফিরে গেলো।

কোদাল দু'টো দিয়ে দেবার পর হুইদের স্কোয়াডের জন্য যন্ত্রপাতি বলতে থাকলো শুধু দু'টো শাবল। কিন্তু কাজের বর্তমান স্তরে শাবল দিয়ে বিশেষ কোনো কাজ হবে না। তার স্কোয়াডের সবচেয়ে বলিষ্ঠ কমরেডদের সঙ্গে আলোচনায় বসলো হাই, সমগ্র পরিস্থিতিটা তাদের বুঝিয়ে দিলো। সবাই মিলে ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি বের করলো এরা। তারপর স্কোয়াডের সমস্ত যোদ্ধা মগ, টিনের কাপ আর খুন্তি নিয়ে ভিজে মাটি আর কাদা সরানোর কাজে নেমে পড়লো।

স্বভাবতই এর ফলে কাজ এগোচ্ছিলো খুব ধীরে ধীরে। এতে অধৈর্য হোয়ে হুই নরম মাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে কাদা সরাতে শুরু করলো। ওই হাতেই সে এককালে লাঠি তুলে নিয়েছে জমিদারের কুকুরকে পেটাবার জন্য, জ্বালানি কাঠ কেটেছে, উনুন ধরিয়েছে, কাস্তে চেপে ধরেছে। সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির স্বার্থে তার কড়া-পরা হাতেই সে তুলে নিয়েছে বন্দুক, সজোরে হেনেছে কুড়ুলের আঘাত। আজ যখন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতক রুশ আধুনিক সংশোধনবাদীরা সমাজতান্ত্রিক চীনকেও তাদের অনুসৃত পুঁজিবাদী পথে নিয়ে যাবার বদমাইসি ফন্দি আঁটছে, তখন হাত জোড় কোরে ক্রীতদাসের মতো নতজানু হোয়ে দয়া ভিক্ষা করতে যায় নি তারা সেই মৎলববাজদের কাছে, বরং কাদার মধ্যে নেমে পড়েছে, প্রচণ্ড পরিশ্রমে কাদা জল আর নরম মাটি সরাতে ব্যস্ত হোয়ে পড়েছে, যাতে সমাজতান্ত্রিক চীনের সর্বহারা বিপ্লবী লাল পতাকাকে আরো উঁচুতে তুলে ধরা যায়।

নোংরা মাটিতে তার হাতের আঙুলগুলো অসাড় হোয়ে এলো, জলে-কাদায় ভিজে ভিজে ফুলে উঠলো হাতের থাবা, কিন্তু তবুও সে থামলো না। এবং

এভাবে মুঠোয় মুঠোয়, মগে মগে, ঝুড়িতে ঝুড়িতে হাইদের স্কোয়াড উঠিয়ে ফেললো কাদা। বিরাট এক আস্তরণ, জমির এক অংশ থেকে সরিয়ে ফেললো জল।

খানিকটা পিছিয়ে পড়া পদ্ধতিই ছিলো সেটা। কিন্তু তাদের চিন্তা ছিলো সবচেয়ে অগ্রসর, সবচেয়ে মহান, কেননা তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছিলো সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, তারা লড়াই করছিলো বিপ্লবের স্বার্থে। আজকের দিনের এইসব সাহসী বীরদের সাথে কীভাবে তুলনা চলতে পারে সেই সব চাকচিক্যময় যুবকদের, যারা ব্যস্ত ইলেকট্রনিক জাজ সঙ্গীত শুনতে, রক এন্ড রোল নাচতে? কারো কারো কাছে, স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈষয়িক পরিতৃপ্তিই একমাত্র সুখ। কোনোরকমে জীবনরক্ষার তাগিদে, বন্ধু বলে এমন কি শত্রুদেরও গলা জড়িয়ে ধরে তারা, বিকিয়ে দেয় সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ। আবার অনেকের কাছে, সুখের একমাত্র অর্থ—কাজ ও সংগ্রাম। এতে দুঃখ-কষ্ট অনেক বেশিই ভোগ করতে হয় তাদের, কিন্তু তবুও সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের স্বার্থে লড়াই করার জন্য তারা সানন্দে স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

"উঁচুতে তুলে ধরো বিপ্লবের লাল পতাকা! কাজ করো! চালাও সংগ্রাম!"

হাইয়ের এই শ্লোগান তাদের সমগ্র নির্মাণ-কাজেরই শ্লোগানে পরিণত হোলো। চার নম্বর স্কোয়াড থেকে যে ধ্বনি উঠেছিলো, তা ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র কোম্পানিতে। সমস্ত প্রান্তর জুড়ে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হোতে লাগলো—

"উঁচুতে তুলে ধরো বিপ্লবী পতাকা! কাজ করো! চালাও সংগ্রাম"

দুপুরের কর্মবিরতির সময় এক নম্বর স্কোয়াডের লিডার লিউ কী একটা কাজে এসে হাজির হোলো চার নম্বর স্কোয়াডের কাজের জায়গায়। সে হাইকে শুধু হাতে কাদা তুলতে ব্যস্ত দেখলো। তাদের গোটা স্কোয়াডের কারো কাছে একটাও কোদাল চোখে পড়লো না লিউর। আসল ব্যাপারটা এতোক্ষণে ধরা পড়লো তার কাছে। হাইকে একপাশে টেনে আনলো সে। "তুমি কী পেয়েছো বলো তো?" আঙুল দিয়ে সে হাইয়ের কাদামাখা হাত দেখালো।

"কী আবার পেয়েছি? কিছুই না।"

"এই যে!" হাইয়ের হাতে একটা কোদাল গুঁজে দিলো লিউ। "তোমাদের স্কোয়াডের সঙ্গে আমাদের স্কোয়াডের একটা প্রতিযোগিতা চলছে। কিন্তু এই বৈষম্যমূলক পরিস্থিতিতে আমরা জিততে রাজী নই।"

'এসব কী কথাবার্তা হোচ্ছে!" হাই লিউর হাতে কোদালটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো। "কী তফাৎ হবে এতে? হয় আমাদের, না হয় তোমাদের স্কোয়াডকে হাত দিয়ে মাটি খুঁড়তেই হোচ্ছে। কারো না কারো একটু বেশি অসুবিধে হবেই। এ নিয়ে হৈচৈ করার কী আছে বলো তো?"

"তা অবশ্য ঠিক," আবেগে লিউর কণ্ঠ রুদ্ধ হোয়ে এলো। দু'হাতে অনেকক্ষণ ধরে সে জড়িয়ে রইলো হাইয়ের কাদামাখা হাত। কুস্তি খেলা, কাঠ বওয়া, হাতুড়ির প্রতিযোগিতা বা বেয়নেট চার্জ—কোনো সময়েই এতো বেশি ঘনিষ্ঠতা ও উষ্ণতার সঙ্গে মিলিত হয় নি তাদের দু'জোড়া হাত। বর্তমান পরিস্থিতিতে দুজনেই স্পষ্ট বুঝতে পারলো তাদের অতীত ত্রুটি—অনেক গভীরভাবে তারা আজ বুঝতে পারলো প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান প্রভৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য। তারা স্পষ্টই বুঝলো, কেন পরস্পরের 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র সঙ্গে কাঁধে কাঁধ ও হাতে হাত মিলিয়ে যুদ্ধে নেমেছে তারা। তাদের ওপর যে দায়িত্ব পড়েছে, অপরিসীম তার গুরুত্ব, একই তার উদ্দেশ্য। বিশ্বাসঘাতক সংশোধনবাদীদের তারা দেখিয়ে দেবে, নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কী তারা গড়তে পারে। এভাবে সারা দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণের মনে তারা জাগিয়ে তুলবে আস্থা ও উল্লাস।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। সেদিনকার মতো কর্মবিরতি ঘোষিত হোলো। ওয়েই ছুটে এলো হাইয়ের কাছে, রিপোর্ট করলো, খানিকটা জায়গা জুড়ে কাদা ও জল ঠিকভাবে পরিষ্কার করা হয় নি।

"কে কাজ করেছিলো সে জায়গায়?" হাই জানতে চাইলো।

"কাও। এ ধরণের কাজ আগে কোনোদিন করে নি সে। যতো দরকারী যন্ত্রপাতির অভাব তো আছেই, তার ওপর তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে গিয়ে...," আমতা আমতা কোরে ওয়েই বললো।

মাথা নীচু কোরে পাশেই দাঁড়িয়ে রইলো কাও। কোনো কথা বললো না।

"এভাবে দায়সারা কাজ করলে তো চলবে না আমাদের," হাই কাওয়ের দিকে তাকিয়ে বললো। "এখানে যে রেললাইন বসবে, সেটা যাতে টিকে থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কাজেই গুণগত বিচারকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে।"

"কী করা যায় তাহোলে?" একজন যোদ্ধা প্রশ্ন করলো।

"আবার করতে হবে কাজটা," হাই জবাব দিলো।

"কিন্তু আজকে আর কখন করা যাবে ওটা? কালকে আবার প্রথম থেকে শুরু করলেই হবে ও জায়গাটায়।"

হাই আকাশের দিকে তাকালো। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। "ঠিক আছে। কোম্পানি কম্যাণ্ডারকে এ সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে," সে চিন্তিত স্বরে বললো।

একজন যোদ্ধা নীচু গলায় বললো, "কিন্তু স্কোয়াড-লিডার, আজকের কাজের

হিসেব তো হোয়েই গেছে। রাতে এর ওপর ওয়ার্কপয়েন্ট দেওয়া হবে। আজকে বরং এ সম্পর্কে রিপোর্ট করার দরকার নেই। কাল কর্মবিরতির সময় বরং এ কাজটা শেষ কোরে ফেলবো আমরা।"

"কাও, এ সম্পর্কে তুমি কী বলো?" হাই জিজ্ঞেস করলো।

"আমার মনে হয়....মনে হয়, আপনার আজই রিপোর্ট করা উচিত," কাও বিমর্ষ স্বরে বললো। "আমার দোষেই আমাদের স্কোয়াডের রেকর্ড খারাপ হোয়ে গেলো। আমি ভেবেছিলাম, তাড়াতাড়ি কোরে কাজ শেষ করাটাই আসল, তাহোলেই বেশি ওয়ার্কপয়েন্ট পাবো আমরা। তারপর দরকারী যন্ত্রপাতি নেই, কাজেই একটু-আধটু কাদা-জল থেকে গেলেও কিছুই আসে যায় না—এটাই আমি ভেবেছিলাম। এখন বুঝছি, এভাবে দেখাটা ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয়।"

"ঠিক বলেছো। আমরা সমাজতান্ত্রিক গঠনের কাজ করছি, কাজেই কোনো দায়সারা কাজ করলে চলবেই না আমাদের। তাছাড়া, ওভাবে কাজ কোরে বেশি গৌরব অর্জন করার চিন্তাধারাটাই পুরোপুরি ভুল।" যদিও অন্যদের উদ্দেশ্য কোরে কথাটা বললো হাই, আসলে কিন্তু নিজেকেই সে সতর্ক কোরে দিলো।

আর বিশ্রাম না নিয়েই হাই কোম্পানি-হেডকোয়ার্টারে ছুটলো। কম্যান্ডার ও পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টরকে সব ব্যাপার খুলে বলার পর সে ঘোষণা করলো, "কাল কোনো কর্মবিরতির সময় এই ত্রুটি আমরা শুধরে দেবো।"

টেবিলের ওপর রাখা তালিকাটার দিকে তাকিয়ে কুয়ান বললো, "তাহোলে আজকের কাজের জন্য কতো ওয়ার্কপয়েন্ট দেবো তোমাদের?"

"কতো আর দেবেন, শূন্য দেবেন। আজকের তালিকায় সব স্কোয়াডের নীচে আমাদের থাকা উচিত। এতে আমরাও শিক্ষা পাবো, গোটা কোম্পানিও সতর্ক হবে।"

"আজ লিউদের স্কোয়াড কিন্তু প্রায় ত্রিশ ঘন মিটার কাদা পরিষ্কার করেছে। ওদের সঙ্গে তোমাদের কাজের একটা প্রতিযোগিতা চলছে না?" শেং হেসে জানতে চাইলো।

"সেকথাও ভেবেছি আমরা। যেটা সত্য, সেটাকে মেনে নেওয়াটাই ঠিক। বিপ্লবের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে আমাদের সৎ ও বিনয়ী হোতেই হবে। যে কাজ আমরা ঠিকমতো করতে পারিনি, সেজন্য গৌরব দাবী করা ঠিক হবে না। আমাদের যদি আজ আধ ঘন মিটার পরিষ্কার করার গৌরবও দেওয়া হয়, তবুও আমাদের মনে হবে, আমরা সমাজতন্ত্রকে ঠকাচ্ছি।"

হাইয়ের এই আচরণে খুবই খুশি হোয়ে উঠলো পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর।

স্পষ্টতঃই ছেলেটা নিজের বা নিজেদের স্কোয়াডের গৌরবের লোভ ছাড়তে পেরেছে, সঠিক পথ ধরেই এখন এগোচ্ছে সে। সামনের দিকে এটা একটা বিরাট পদক্ষেপ তার পক্ষে। অনেক আঁকা-বাঁকা ও সংকীর্ণ গিরিখাত পার হোয়ে শেষে বিস্তীর্ণ এক হ্রদে এসে পড়লে, একটা ছোট্ট নৌকা যেমন সামনের দিকে তরতর কোরে এগোতে পারে, হাইয়েরও এখন ঠিক সেই অবস্থা—সামনের দিকে পাল তুলে এগিয়ে যাবার মতো অবস্থায় পৌঁছে গেছে সে।

* * * *

ঘন কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। এতো নীচে নেমে এসেছে মেঘের পুঞ্জ যে প্রায় মাটি ছুঁয়ে ফেলার উপক্রম। গোটা আকাশটা যেন একটা উল্টোনো ফুটন্ত কড়াই, টগবগ কোরে ফুটছে। ঘূর্ণি হাওয়া তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে খড়কুটো আর গাছের পাতা। দূরে বাজ পড়ার আওয়াজ। প্রচণ্ড এক ঝড়ের প্রস্তুতিতে আবহাওয়া থমথমে।

এর মধ্যেই প্রায় বারো মিটার উঁচু হোয়ে উঠেছে রেললাইনের মাটির বাঁধ। এক এক ইঞ্চি কোরে এটাকে তৈরী করেছে যোদ্ধারা আর উদ্বিগ্ন হোয়ে নজর রেখেছে পাহাড়ী নদীর দুরন্ত স্রোতের ওপর, আকাশে ঘনিয়ে আসা মেঘের ওপর। কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে কি আজ? বিকেল চারটের মধ্যে দিনের আলো নিভে এলো। ঝাপসা হোয়ে এলো চারদিকের পাহাড়গুলো। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ কোরে তাঁবুতে ফিরে এলো কর্মীরা। পাঁচটার মধ্যেই চারদিক গাঢ় অন্ধকার।

পাহাড়ী নদীটার থেকে কিছুটা দূরেই একটা সাময়িক চালাঘর তুলে সেখানে রাখা হোয়েছে কিছু যন্ত্রপাতি। আজকেই একটা নৌকোয় কোরে সেগুলো আনা হোয়েছে, সামরিক উৎপাদনের কারখানায় সেগুলোকে নিয়ে যাওয়া হবে। আবহাওয়ার অবস্থা পার্টি কমিটির জরুরী ডাক এলো, চালাঘরের দেওয়ালে সব ফুটো বন্ধ করার জন্য ত্রিপল দিয়ে সেটাকে ঢেকে দেওয়া হোলো। চালাঘরটাকে আরো শক্ত করার জন্য চার দিকের খুঁটিগুলো নোতুন কোরে পোতা হোলো, দড়ি দিয়ে টেনে বাঁধা হোলো সেগুলো। এসব শেষ কোরে শুতে শুতে প্রায় এগারোটা বেজে গেলো সবার।

খুব সম্ভবতঃ অতিরিক্ত ক্লান্তির জন্যই শেং-এর আহত ডান হাতটায় যন্ত্রণা হোচ্ছিলো। বর্ষার দিনেই এরকম হয় তার। "এটা সহ্য করা উচিত," নিজের মনে বললো শেং। "বিশেষ জরুরী পরিস্থিতি এখন। সামান্য যন্ত্রণায় কাতর হোয়ে বিছানা নেবার সময় নেই এখন।"

ঘূর্ণি হাওয়া খানিকটা কমে এলেও, দূরে ক্রমাগত বাজ পড়ার কড়কড়

আওয়াজের বিরাম নেই। অন্ধকার আকাশের বুকে মাঝেমাঝেই চাবুকের মতো ক্রমাগত দাগ কেটে যাচ্ছে বিদ্যুতের রুপোলি ঝলকানি। তবে বৃষ্টি শুরু হয় নি এখনো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকালো হাই। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো খানিকটা অস্বস্তি নিয়েই।

শেষ রাতে প্রায় দুটোর সময় বৃষ্টি শুরু হোলো। প্রথমে ফোটা ফোটা। রাতের পাহারায় দায়িত্ব প্রাপ্ত যোদ্ধারা শক্ত মাটির ওপর টপ্ টপ্ বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো। ক্রমশঃই বৃষ্টির আওয়াজ বাড়তে লাগলো। আকাশ যেন ফুটো হোয়ে গেছে, অজস্র ধারায় জল পড়ছে। চমকে ঘুম থেকে উঠে একজন যোদ্ধা দেখলো, তাদের তাঁবুর মধ্যে প্রায় এক ফুট জল দাঁড়িয়ে গেছে। জুতোগুলো জলের স্রোতে কোথায় যে ভেসে গেছে, তার ঠিকানা নেই।

হঠাৎ জেগে উঠলো এক প্রচণ্ড গর্জন—যেন দশ হাজার বুনো ঘোড়া একসঙ্গে জোর কদমে ছুটতে শুরু করছে। পাহাড়ী ঢল নেমেছে। দেখতে দেখতে জলের প্রচণ্ড স্রোতে রেললাইন বসাবার মাটির বাঁধে এক বিরাট ফাটল তৈরী হোলো। চারদিক অন্ধকার। জলের স্রোত। বৃষ্টির আর জলের আওয়াজ মিলে উঠেছে প্রচণ্ড এক ঐক্যতান। কিছুই পরিষ্কার দেখা বা শোনা যাচ্ছে না। তবুও যোদ্ধারা প্রাণপণ চেষ্টা কোরে চললো জলের ঢল আটকাবার জন্য।

প্রায় হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে হাই কম্বল আর মশারিগুলোকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করছিলো। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা সে, তবু চেপে ধরছে, হাতের কাছে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা-ই। সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির ক্ষতি যতোটা কমানো যায়।

দূর থেকে একটা চীৎকার ভেসে এলো যেন! ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির আওয়াজের মধ্যে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। হাতের জিনিষগুলো রেখে দিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলো সে। বাজের প্রচণ্ড গর্জন ভেদ কোরে নদীর পার থেকে ভেসে এলো পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টারের কণ্ঠস্বর—"কমরেডগণ…কমিউনিষ্ট-রা ও যুবলীগের সদস্যরা…যন্ত্রপাতি রাখার চালাঘর….কমরেডগণ…. !"

"যন্ত্রপাতি রাখার চালাঘর? তাই তো!" চেঁচিয়ে সাড়া দিলো হাই, তারপর জল ভেঙে দৌড়ে এগোতে লাগলো চালাঘরের দিকে।

ক্রমাগত বৃষ্টিতে পাহাড়ী ঢলে নদীতে বান ডেকেছে, বানের জল এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে চালাঘরটার ওপর। একপাশে নুয়ে পড়েছে সেটা। কয়েকটা খুঁটি উপড়ে গেছে! দড়ি গেছে ছিঁড়ে। তেমন বড়ো আর একটা ঢেউ এলেই চালাঘরটা আর যন্ত্রপাতিগুলোর আর খোঁজ পাওয়া যাবে না!

হাই যখন সেখানে গিয়ে পেঁছিলো, তখন বুক পর্যন্ত জল উঠে গেছে। চরম সঙ্কট মুহূর্ত সেটা। গায়ের জোরে হাঁক দিলো হাই, "কমরেডগণ, চালাঘর

ভেসে যাচ্ছে!"

কিছুক্ষণের মধ্যেই কুয়ান এবং আরও অনেকে দৌড়ে এসে হাজির। দৌড়ে চালাঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো তারা, একের পর এক টেনে বের করতে লাগলো সেই সব ভারী ভারী যন্ত্রগুলো। জল প্রায় গলা পর্যন্ত, স্রোতের টানও প্রচণ্ড। তার মধ্যেই ধীরে ধীরে সেগুলি নিয়ে চললো উঁচু জমিতে।

ক্রমশঃ জল বাড়ছে। স্রোতের বেগও বাড়ছে। ক্রমশঃ নুয়ে পড়েছে চালাঘরের ছাত। খুঁটিগুলোও ভেঙে পড়বার উপক্রম।

"আমাদের আরও তাড়াতাড়ি করা দরকার, কমরেড। সবাই লাইন কোরে দাঁড়াও, হাতে হাতে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি কাজ এগোবে," শেং চেঁচিয়ে বললো। তারপর আবার যোগ করলো, "আমি এক নম্বর। তাড়াতাড়ি চলে এসো সবাই।"

পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারকে সাধারণতঃ নীচু গলায় আস্তে আস্তে কথা বলতেই শুনেছে হাই। কিন্তু আজ ঝড়-বৃষ্টি-বাজের আওয়াজ ছাপিয়ে বারবার বেজে উঠছিলো শেং-এর গলার গর্জন। অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করছিলো হাই। তাই তো! এই তো সেই গর্জন, কাইয়ুয়ানের যুদ্ধে শত্রুদের কাছ থেকে মেশিনগান কেড়ে নেবার জন্য যে রকম গর্জন উঠেছিলো, যে গর্জন শুনে একজন মার্কিণ সৈন্য কোরিয়ার যুদ্ধে হতভম্ব হোয়ে সংজ্ঞা হারিয়েছিলো! এতোদিনে সে যেন প্রথম খেয়াল কোরে দেখলো শেং-এর সোজা লম্বা চেহারা, ঘন কালো ভুরু, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত দুর্বল ডান হাত। তার মনে ভেসে উঠলো অসংখ্য সে সব রাতের কথা, যখন গভীর রাতেও শেংকে সে দেখেছে জানালার ধারে বসে বিভিন্ন কাগজপত্র ও রাজনৈতিক রিপোর্টের মধ্যে ডুবে থাকতে। ...হ্যাঁ, এই সে! অবশ্যই এ সে, যে বীরের কথা হাই বারবার শুনেছে, পড়েছে, দিনরাত যার বীরত্বের কথা সে ভেবেছে, যার মতো হোতে চেয়েছে—এই সে! এতোদিন হাই তার পাশে পাশে ছিলো।

দৌড়ে শেং-এর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, বললো, "আমি দু'নম্বর।"

"আমি তিন," আরেকজন ঘোষণা করলো।

"আমি চার..."

সবাই চটপট দাঁড়িয়ে পড়লো পর পর। হাতে হাতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো ভারী যন্ত্রগুলো।

প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় বেশ কয়েকবারই দুলে দুলে উঠছিলো হাই। তার মনে হচ্ছিলো, মাটির মধ্যে পা ডুবিয়ে দিতে পারলে ভালো হোতো। একটা বেশ ভারী যন্ত্র পাশের যোদ্ধাটির হাতে তুলে দিতে দিতে সে বললো, "সাবধানে ধরো, এটা বেশ ভারী।"

যন্ত্রটা হাতে নিয়ে লিউ উত্তর দিলো, "তোমার অসুস্থ শরীর নিয়ে অসুবিধে হোচ্ছে না তো ?"

"ও, তুমি !" হাই লিউয়ের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বললো, "অসুবিধে আবার কী ? একদিকে পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার, আরেক দিকে তুমি—আমার অসুবিধে কীসের ? আকাশটাও যদি মাথার ওপর নেমে আসে, তবুও আমরা ফের ঠেলে ওপরে পাঠিয়ে দিতে পারবো সেটাকে !"

সত্যিই তাই। স্রোতের প্রচণ্ড বেগ বা অন্য কোনো শক্তিই গণমুক্তি বাহিনীর যোদ্ধাদের নড়াতে পারছিলো না। কিন্তু যন্ত্রগুলির প্রত্যেকটিই ছিলো ভারী। যোদ্ধারাও পড়ছিলো ক্লান্ত হোয়ে। ক্লান্তির বোঝায় ক্রমশঃ কমে আসছিলো তাদের কাজের গতি। এদিকে শেং-এর ডান হাতের যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়ছিলো, ছড়িয়ে পড়ছিলো সারা দেহে। তার মনে হোচ্ছিলো নোতুন কোরে যেন আবার ভেঙেছে তার হাতটা। সে স্পষ্ট বুঝলো, আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। নিজেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও উৎসাহ দেবার জন্য সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, "কমরেড, এখন একটা গান হোলে কেমন হয় ?"

"চমৎকার হয়, খুব ভালো হয় !" সবাই সমস্বরে বলে উঠলো।

একের পর এক গান গেয়ে চললো হুয়াং। সুরে সুর মেলালো সবাই। প্রচণ্ড বর্ষণ ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হোতে লাগলো তাদের বলিষ্ঠ গানের সুর। প্রচন্ড বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যেন নোতুন সাহস ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত হোতে থাকলো।

আর মাত্র কয়েকটা যন্ত্র বাকী এখন। দূরের পাহাড় থেকে আবার ভেসে এলো প্রচণ্ড এক কল্লোল-ধ্বনি। পাহাড়ী স্রোতের আরেকটা ঢল নামছে। লাইনের সব শেষে ছিলো কুয়ান। সেই প্রথমে শুনতে পেলো এই গর্জন। শুনেই সে বুঝলো, লক্ষণ ভালো নয়। চেঁচিয়ে উঠলো সে, "কমরেড ! সাবধান ! প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাত চেপে ধরো !" লিউ তৎক্ষণাৎ তার ডান হাত দিয়ে দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরলো হাইয়ের বাঁ হাত। হাতে যেন বেশি জোর পেলো হাই। শেং-এর দিকে হাত বাড়ালো সে। শেং-এর হাত পাওয়া গেলো না। চকিতে সে বুঝলো, পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার সেখানে নেই। "সবাই এগিয়ে এসো এদিকে !" চালাঘর থেকে প্রচণ্ড একটা চীৎকার ভেসে এলো।

বিদ্যুতের আলোয় হাই দেখতে পেলো, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে শেং পতনোন্মুখ চালাঘরটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। কয়েকজন যোদ্ধা দৌড়ে সেদিকে এগোতেই জলের এক বিরাট ঢেউ তাদের মাথা পর্যন্ত ছাপিয়ে বেরিয়ে গেলো। বিদ্যুতের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে গেলো চালাঘরটা আর তার সঙ্গে শেং-এর ঋজু দেহটা।

"পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার!" ঝড়ের মধ্যে বেজে উঠলো হাইয়ের সুতীব্র চীৎকার।
"পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার!" চেঁচিয়ে উঠলো সবাই।
কোনো সাড়াশব্দ মিললো না।
"পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার!" গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলো হাই। জবাবে খল্ খল্ কোরে হেসে উঠলো শুধু ঘূর্ণিবাত্যা। ঝম্ ঝম্ কোরে পড়তে লাগলো বৃষ্টি। কল্ কল্ কোরে বয়ে গেলো নদীর স্রোত। শেং-এর কোনোই সাড়াশব্দ মিললো না।
চারিদিক থেকে ছুটে এলো সবাই। অনেকগুলো হাত তুলে ধরলো চালাঘরের ভূপাতিত ছাত, অন্যেরা তার তলা থেকে টেনে বের করলো শেং-এর অচেতন দেহ।
নষ্ট করা চলতে পারেনা একটা মুহূর্তও। এক্ষুণি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। "ওকে আমার পিঠে তুলে দাও," কুয়ান বললো। প্রচণ্ড স্রোত আর নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে অন্যান্য যোদ্ধাদের সহায়তায় শেংকে তাঁবুর দিকে বয়ে নিয়ে চললো কুয়ান।

সকাল হোলো। বৃষ্টি থেমে গেছে ততোক্ষণে। জলও নেমে গেছে। রেল-লাইনের জন্য তৈরী মাটির বাঁধের ত্রিশ মিটারের মতো অংশ ধ্বসে গেছে। ভেসে গেছে চালাঘরটাও। কিন্তু অধিকাংশ যন্ত্রপাতিই বাঁচানো গেছে। পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার ছাড়া আহতও হয়নি আর কেউ।
বিছানার শুয়ে আছে শেং। এখনো জ্ঞান ফেরে নি তার।
হাই অনেক আগেই তার স্কোয়াডের যোদ্ধাদের নিয়ে ভেসে-যাওয়া জিনিসপত্রের খোঁজে বেরিয়েছে! তারা যখন ফিরলো, তখন কোম্পানি হেডকোয়ার্টারের সামনে প্রচণ্ড ভীড়। ভেতরে রয়েছে ডাক্তার, নার্স আর রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার। প্রত্যেকের চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, শেং-এর অবস্থা গুরুতর। ডাক্তার বেরিয়ে এসে রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডারের কানে কানে বললো, "ডান হাতটা পুরো ভেঙে গেছে। ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণ হোচ্ছে। থুতুর সঙ্গেও রক্ত উঠছে। ফুসফুসের কোনো শিরা বোধহয় ছিঁড়ে গেছে।"
একটা ঠাণ্ডা অনুভূতিতে হাইয়ের শিরদাঁড়াটা যেন শির্ শির্ কোরে উঠলো। তার সারা শরীর যেন ঠাণ্ডা হোয়ে এলো। মাথার টুপিটা দু'হাতে দুমড়াতে দুমড়াতে সে বিড়বিড় কোরে বললো, "পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার...... !"
জরুরী চিকিৎসায় থুতুর সঙ্গে রক্ত ওঠা বন্ধ হোলো। রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডারের নির্দেশে অ্যাম্বুল্যান্সের খোঁজে লোক পাঠানো হোলো। শেংকে বিশ্রাম করতে দেবার জন্য সবাই সরে এলো সেখান থেকে।

ততোক্ষণে আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু করছে। হাই খেতে পারলো না ছালো কোরে। কোম্পানি হেডকোয়ার্টারের দরজার বাইরে অধীরে হোয়ে পায়চারি করতে লাগলো সে।

ঘরের ভেতর শেং তখন বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে। পাণ্ডুর মুখ তার। উত্তেজিত পদক্ষেপে সারা ঘরে পায়চারি কোরে চলেছে কুয়ান। জোরে জোরে বলছে, "ওই প্রচণ্ড গর্জন শুনেই তোমার বোঝা উচিত ছিলো, আবার পাহাড়ের ঢল নামছে। ঐ সময়ে তোমার কিছুতেই...!" প্রচণ্ড উত্তেজনায় কুয়ান কথা শেষ করতে পারলো না।

"খুবই বিপজ্জনক মুহূর্তে ছিলো সেটা। তার মধ্যে অনভিজ্ঞ সব কমরেডদের ফেলে কী কোরে সরে আসি আমি?" খানিকটা জোর দিয়েই শেং বললো। স্বাভাবিক স্বরে কথা বলবার চেষ্টা করছিলো সে।

"আমি সে কথা বলি নি। তোমার ডান হাত আগে একবার সাংঘাতিকভাবে ভেঙেছে......এই দুর্বল হাত নিয়ে...!"

"তাতে কী হোয়েছে? কমরেড কুয়ান, তুমি নিজে যদি এ অবস্থায় পড়তে, তাহোলে কী করতে? আগেরবার আমি আহত হবার পর আমার জন্য কী না করছে পার্টি! আমার সমস্ত রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে, লিখতে-পড়তে শিখিয়েছে। শারীরিক দুর্বলতার জন্য কোনো শারীরিক পরিশ্রমের কাজ পর্যন্ত করতে দেয়নি আমাকে। বন্দুক বহন করার অসুবিধের জন্য শুধু রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব দিয়েছে। সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হোয়েছে—যাতে আমি সেরে উঠি, যাতে—বিপ্লবের স্বার্থেই যদি না লাগলো, তবে কী লাভ হবে আমার হাত বা জীবন দিয়ে? আজ বিপ্লবের এই সংকটময় মুহূর্তে আমার সমস্ত শক্তিকে যদি বিপ্লবের স্বার্থে না লাগাই, তবে কী দরকার আমার আরোগ্যলাভের? তবে আমার সুস্থ ডান হাত দিয়েই বা কী করবো আমি?"

উত্তরে কিছুই বলতে পারলো না কুয়ান। সে শুধু ভাবছিলো, 'ঠিকই বলেছে শেং। ঠিক কাজই করেছে সে। যে কোনো কমিউনিস্টই এই কাজ করতো। গত ক'বছর ধরে শেং ছিলো আমাদের কোম্পানির পার্টিকমিটির জীবন্ত প্রতীক। কোরিয়ার যুদ্ধে তার ডান হাত যখন সাংঘাতিক রকমের জখম হোলো, তখনও সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধে, শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়েছে, তাদের শেষ করেছে। এমন কি শত্রুদের বন্দী পর্যন্ত করেছে। পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার হবার পর থেকে সে সবার কাছে মডেল হোয়ে উঠেছে, সব সময়ে সামনের সারিতে পাওয়া গেছে তাকে, পার্টিকমিটির সমস্ত সদস্যদের মধ্যে সে অনবরত জাগিয়ে তুলেছে উদ্যোগ ও উদ্দীপনা। কতোবার সে বলেছে, "এখনো পর্যন্ত অসংখ্য খেটে-খাওয়া মানুষ নিপীড়িত ও শোষিত হোচ্ছে এ দুনিয়ায়, তাই

ক্রমাগত আমাদের চালিয়ে যেতে হবে বিপ্লব। সারা দুনিয়ায় আমরা প্রতিষ্ঠা করবো কমিউনিজম। "আমার পক্ষে এটা বিরাট গর্বের কথা যে এমন একজন কমিউনিস্ট যোদ্ধাকে আমি গত দশ বছর ধরে পাশে পাশে পেয়েছি। এমন কি আজকেও, সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলি রক্ষা করার ব্যাপারে সে আমাদের সবার সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কিন্তু আর বোধহয় যুদ্ধক্ষেত্রে পাশাপাশি পাওয়া যাবে না তাকে···!" আবেগে উদ্বেগে কুয়ান বিহ্বল হোয়ে পড়লো, আর সেটা লুকোবার জন্য সে অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

শেং কিন্তু তার অবস্থা বুঝে ফেললো। ধীর শান্ত কণ্ঠে সে বললো, "ছিঃ, কমরেড কুয়ান! মন খারাপ করা সাজে না তোমার। এমন কিছুই হয় নি আমার। দেখবে, খুব তাড়াতাড়িই সেরে উঠেছি আমি। আবার আমি ফিরে আসবো আমাদের তিন নম্বর কোম্পানিতে, একসঙ্গে কাজ করবো আমরা। যুদ্ধ যদি শুরু হয় আবার, আমরা আবার যুদ্ধে যাবো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, দখল করবো আরও অনেক অনেক মেসিনগান।" কুয়ানকে হালকা কোরে দেবার জন্য জোরে হেসে উঠলো সে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড কাশির ধাক্কা থামাবার জন্য হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো।

কুয়ান তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এগিয়ে দিলো তার দিকে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শেং আবার সুরু করলো, "অবশ্য এর ঠিক উল্টোটাও ঘটতে পারে, আর সেজন্যও আমি প্রস্তুত। তাতেই বা কী আসে যায়! আমার জন্যও জুটে যাবে কোনো না কোনো একটা কাজ। ধরা যাক্, জঙ্গল পাহারা দেবার কাজ, লাইট হাউসে আলো দেখাবার কাজ—এ সব কিছুই কি বিপ্লবের স্বার্থ সিদ্ধ করে না? বিপ্লবের প্রতি একাগ্রতা থাকলে এক হাতেই অনেক কাজ করা যায়।" ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিলো শেঙের। কুয়ান তার হেলান দেবার বালিশটা আরও উঁচু কোরে দিলো। অনেক চেষ্টার পর স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলতে পারলো শেং। তখনো কিন্তু তার গলার স্বরে উৎফুল্লতা। "এমন যদি হয় যে, আমার প্রাণ বাঁচানো গেলো না—তাতেই বা কী হোয়েছে? প্রত্যেককে তো একদিন না একদিন মরতেই হবে। সত্তর-আশি বছর বাঁচলেই দীর্ঘ জীবন হয় না, কুড়ি বা ত্রিশ বছরের মাত্রেই সংক্ষিপ্ত জীবন নয়। সত্যি কথা বলতে কি, একটা ব্যাপারেই কেবলমাত্র দুঃখ রয়ে গেলো। আমার সাংস্কৃতিক মান ছিলো নীচু, মতাদর্শগত অগ্রগতিও ছিলো খুব ধীরগতি। ফলে পার্টি আমাকে পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের কাজ দিলেও, সে দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারি নি আমি, অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে আমার কাজে। কাজেই এক্ষুণি এ কাজ থেকে সরে যেতে পারি না আমি।" শেং-এর কথায় বেজে উঠলো আত্মপ্রত্যয়ের সুর, "আমি অবশ্যই

আবার ফিরে আসবো আমাদের কোম্পানিতে। আমার দায়িত্ব ভালোভাবে সম্পন্ন কোরে যেতেই হবে আমাকে। তার আগে আমি সরে যেতে পারি না—কিছুতেই।" দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শেং-এর কথা শুনতে শুনতে আবেগে উদ্বেল হোয়ে উঠলো হাই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে।

"কে ওখানে? ওয়াং হাই নাকি?" সচকিত হোয়ে উঠলো শেং। "ভেতরে এসো।"

আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো হাই। কান্না-ভেজা কণ্ঠে গোটা কোম্পানির অনুভূতিকে কথায় রূপ দিলো সে, "পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার, আমরা সবাই অপেক্ষা কোরে আছি, কবে আপনি সেরে উঠবেন?"

মৃদু হাসিতে মুখ ভরে উঠলো শেং-এর, "একেবারে পাগল! তোমাকে না সবাই 'বাঘ' বলে ডাকে? একজন বিপ্লবী যোদ্ধা কি এতো সামান্য ব্যাপারে কখনো চোখের জল ফেলে? হ্যাঁ, শোনো, যা কিছু ভেসে গিয়েছিলো, সব খুঁজে পাওয়া গেছে তো? আহত হয় নি তো কেউ?"

"আমরা সবাই ভালো আছি, পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার। আপনি খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন। আমরা দ্বিগুণ কাজ করবো এবার থেকে, নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ শেষ কোরে ফেলবো। আপনি শুধু......"

"এই তো চাই! এভাবেই তো কাজ করতে হবে।"

দূর থেকে গাড়ীর হর্ণ শোনা গেলো। "অ্যাম্বুল্যান্স বোধ হয়।" কুয়ান দেখবার জন্য বাইরে বেরিয়ে গেলো।

শেং বাঁ হাত দিয়ে বালিশের তলা থেকে একটা কাগজ বের করলো। হাই কাগজটা চিনতে পারলো, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার জন্য তার আবেদনপত্র। উজ্জ্বল চোখে শেং তাকালো হাইয়ের দিকে, বললো, "পার্টি তোমার আবেদন গ্রহণ করেছে, এক বছরের জন্য সাময়িক সদস্যপদ দেওয়া হোচ্ছে তোমাকে। খবরটা তোমাকে দেবার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। অর্থাৎ এখন তুমি পার্টি সদস্য।"

"পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার!" হাই গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ডান হাতটা তুললো ওপরের দিকে। "কমরেড, কমিউনিস্ট ওয়াং হাই পার্টিকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে—আমি যতোদিন বাঁচবো, জনগণের সেবা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কোরে যাবো। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমি পার্টির স্বার্থে—বিপ্লব, জনগণ ও সমাজতন্ত্রের স্বার্থে লড়াই চালিয়ে যাবো।"

দরজার বাইরে অ্যাম্বুল্যান্স এসে থামলো। শেং বললো, "পার্টি-কমিটির নির্দেশে এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করার কথা ছিলো আমার। কিন্তু এখন আর সময় নেই। সব সময় মনে রাখবে, একজন কমিউনিস্ট তার

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে পার্টির জন্য লড়াই করে। সে যখন প্রাণ দেয়, তখনও সেটা পার্টির স্বার্থেই দেয়। আজকের দিনের জটিল ও জীবন-মরণ সংগ্রাম আমাদের কাছে ঠিক এটাই দাবী করে। আমাদের আগের যুগের কমিউনিস্টরা তাঁদের সারা জীবন ধরে লড়াই চালিয়ে গেছেন। আমাদের যুগের, এবং এর পরের আরো বহু যুগের কমিউনিস্টদের দায়িত্ব, তাঁদের সেই লড়াইকে বিরাম-হীনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তথাকথিত কোন 'ব্যক্তিগত সুখ' বা 'বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে' লোভ নেই আমাদের। একজন কমিউনিষ্টকে কখনো শুধু তার নিজের কথা ভাবলেই চলবে না, গোটা দেশের কথা ভাবতে হবে তাকে, ভাবতে হবে গোটা দুনিয়ার কথা। সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির জন্য এরকম লক্ষ লক্ষ লোক দরকার। এই দায়িত্বের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলে তবেই সে 'কমিউনিস্ট' হবার যোগ্যতা অর্জন করে, একমাত্র তখনই সে দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের মুক্তির প্রতীক হোয়ে উঠতে পারে। আজকের দিনে দেশে দেশে কিছু কাপুরুষ ঘৃণ্য জীব নিজেদের 'কমিউনিস্ট' বলে দাবী করে, যদিও 'কমিউনিস্ট' হবার সামান্যতম যোগ্যতাও তাদের নেই।"

একদৃষ্টিতে শেং-এর দিকে তাকিয়ে তার প্রতিটি কথা নিজের মনে গেঁথে নিচ্ছিলো হাই। শেং ঝুঁকে পড়ে সামনের টেবিল থেকে কতকগুলো বই তুলে বললো, "এখানে 'মাও সেতুঙের নির্বাচিত রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড আছে। তোমার পার্টিতে যোগ দেওয়া উপলক্ষ্যে এগুলোই হোচ্ছে আমার উপহার। আমাদের পার্টি-কমিটি তোমাকে যে কথা বলার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলো, সে সব কথাই এগুলোর মধ্যে পাবে তুমি। হাই, চেয়ারম্যান মাও-এর লেখা পড়বে খুবই মনোযোগ দিয়ে, বাস্তব সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে। এগুলো পড়লে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ হোয়ে উঠবে, দুনিয়াকে বুঝতে শিখবে, আর একমাত্র তখনই পুরোণো দুনিয়াটাকে পাল্টানো সম্ভব হবে। চেয়ারম্যান মাও-এর শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করবে সব সময়ে, সব সময়ে লড়াই চালিয়ে যাবে।"

পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের হাত থেকে বইগুলো তুলে নিলো হাই, মলাটের ওপরে আগুনের অক্ষরে লেখা শিরোনামার দিকে তাকিয়ে রইলো গভীর আবেগে। শেং বলে চললো, "লড়াই যেখানে সবচেয়ে বেশি তীব্র, সেখানেই সব সময়ে ছুটে যেতে চেয়েছো তুমি, 'বীর যোদ্ধা'-র গৌরব অর্জন করতে চেয়েছো। হাই, আমার মনে হয়, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ লড়াই আসছে সামনে। সাহসের সঙ্গে সে সব লড়াইয়ে অংশ নিতে হবে তোমাকে। আর আমার ধারণা, সেটা তুমি ঠিকই পারবে।" গভীর আন্তরিকতা ঝরে পড়ছে শেং-এর প্রতিটি কথায়। "কিন্তু বর্তমানে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হোচ্ছে, লড়াই শুরু হবার আগে তার জন্য তোমার প্রস্তুতি। ভেবে দ্যাখো। এখনই আমাদের লড়তে হবে সাম্রাজ্য-

বাদের বিরুদ্ধে, আধুনিক সংশোধনবাদ-সহ সব রকমের বুর্জোয়া চিন্তাধারার বিরুদ্ধে, লড়তে হবে আমাদের সব ত্রুটি ও দুর্বলতার বিরুদ্ধে। এসব করতে হোলে, দৃঢ় হোয়ে উঠতে হবে আমাদের, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সব কিছুকে দেখতে শিখতে হবে। সবচেয়ে বেশি দরকারী ও জরুরী যে কাজটা আমাদের করতে হবে, সেটা হোচ্ছে, নিজেদের চিন্তার ক্ষেত্রেই বিজয় অর্জন করতে হবে। আর এ কাজটা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করার চাইতে কোনো অংশেই বেশি সহজ নয়।"

"সেদিন আমাদের পার্টির পাঠচক্রে আপনি বলেছিলেন, বুর্জোয়া চিন্তাধারাকে ধ্বংস কোরে সর্বহারা চিন্তাধারা অর্জন করার জন্য প্রচন্ড সংগ্রাম চালানো দরকার," হাই বললো।

"ঠিক বলেছো, প্রচন্ড সংগ্রাম চালানো দরকার।" একটু থেমে মাও সেতুঙের রচনাবলীর দিকে আঙুল দেখিয়ে শেং আবার বললো, "মাও সেতুং চিন্তাধারাই হোচ্ছে সেই মহান পথপ্রদর্শক, এই লড়াইয়ে জয়লাভ করতে হোলে যা আমাদের সাহায্য করবে। যে কমরেড সব সময় সব কাজে মাও সেতুং চিন্তাধারাকে প্রয়োগ করবে, যে সব সময় পার্টির স্বার্থ চিন্তা করবে, যে অধ্যবসায়ের সঙ্গে জনগণের সেবা করবে এবং কখনো দুনিয়ার নিপীড়িত জনগণের কথা ভুলবে না, যে মুখে যা বলবে, কাজে ঠিক সেটাই করবে—সে-ই হোচ্ছে আজকের দিনের বীর। আমরা যখন বলি, তুং-শুন-জুই'র কাছ থেকে শেখো তখন তিনি ক'টা মেডেল পেয়েছিলেন বা ক'বার সম্মানিত হোয়েছিলেন—তার ওপর আমরা জোর দিই না। আমরা জোর দিই তার চিন্তাধারার ওপর, যার সাহায্যে তিনি কমিউনিজমের স্বার্থে কামানের গোলার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হোতেও ভয় পান নি। সেই চিন্তাধারা আমরাও শিখতে চাই। লংমার্চের সময় চ্যাং শু-তে* নীরবে তাঁর দায়িত্ব পালন কোরে গেছেন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও মারা যান নি তিনি, মারা গেছেন গাছ চাপা পড়ে। তবুও পার্টি তাঁর মৃত্যুকে একই রকম বিরাট ক্ষতি মনে করেছিলো কেন? কারণ, কতোটা অবদান রাখলেন বা কটা মেডেল পেলেন—একজন বিপ্লবীর পক্ষে এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হোচ্ছে জনগণের সেবায় তিনি কতখানি মনপ্রাণ দিয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাই এই মুহূর্তে তোমার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ

* চ্যাং শু-তে ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন বীর যোদ্ধা। ১৯৩৩ সালে তিনি বিপ্লবের স্বার্থে আত্মনিয়োগ করেন এবং 'লং-মার্চ'-এ অংশ গ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে তিনি সব সময়ে জনগণের সেবায় একাগ্রতা দেখাতেন। ১৯৪৪ সালে উত্তর শেন্‌সিতে কমরেডদের জন্য রান্নার প্রয়োজনে জ্বালানি কাঠ জোগাড় করতে গিয়ে তিনি গাছ চাপা পড়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষ্যে আয়োজিত শোকসভায় কমরেড মাও সেতুং যে ভাষণ দেন, সেটাই পরে "জনগনের সেবা করো" নামে প্রকাশিত হয়।

হবে, তুং শুন-জুই, চ্যাং শু-তে প্রভৃতি বীর কমিউনিস্ট যোদ্ধাদের মহৎ গুণ-গুলিকে ঠিকভাবে বোঝা এবং আয়ত্ত করা।" দু'জন নার্সকে নিয়ে কুয়ান ঘরে ঢুকলো। সাবধানে শেংকে তুলে নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সের দিকে এগোলো তারা। তার মধ্যেই শেং কুয়ানকে বললো, "কমরেড কুয়ান, বাঁধের ভেঙে-পড়া জায়গাটা খুব তাড়াতাড়ি সারিয়ে ফেলা দরকার। নির্ধারিত সময়ের আগে কাজ শেষ করতেই হবে আমাদের।"

অ্যাম্বুল্যান্স ছেড়ে দিলো। 'মাও সেতুঙের রচনাবলী' হাতে নিয়ে সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো হাই। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য চিন্তা জাগছে তার মনে—"পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার! আপনি আজ চলে গেলেন। কিন্তু আমার জন্য আপনি রেখে গেলেন এমন এক অফুরন্ত শক্তির উৎস, যার সবটা কোনোদিনই হয়তো আয়ত্ত কোরে উঠতে পারবো না আমি। প্রত্যেক কমিউনিস্টকে, প্রত্যেক বিপ্লবীকে হোতে হবে আপনার মতো। আজকে আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত। এটা যুদ্ধের সময় নয়, যে শত্রুদের পাহারা দেবার দুর্গ ধ্বংস করতে গিয়ে প্রাণ দেবে কেউ, বা নিজের বুক দিয়ে শত্রুর মেশিনগানকে অকেজো কোরে দেবে। এখন আমাদের প্রত্যেককে আপনার মতো 'কমিউনিস্ট' নামের যোগ্য হোয়ে উঠতে হবে, হোতে হবে পার্টির জন্য নিঃস্বার্থ, সাহসী ও মডেল কর্মী! কোনো মেডেল বা সম্মানের দরকার নেই, আপনার মতো হোতে পারলেই বীর হওয়া যাবে।" পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টারকে নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সটা এর মধ্যেই দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। কিন্তু হাই তার সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলো এক উজ্জ্বল পথ—বীরত্বের ও বিপ্লবের পথ, যে পথ দিয়ে মাথা উঁচু কোরে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে কমিউনিস্ট শেং।

*　　　　*　　　　*

পাহাড় দু'টোর মাঝখান দিয়ে সোজা এগিয়ে গেছে উঁচু মাটির বাঁধ। তার ওপরে সদ্য-বসানো ইস্পাতের রেললাইনটা ঝক্‌ ঝক্‌ করছে রোদের আভায়। কয়েকদিনের মধ্যেই এ পথ দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করবে।

হাই একা একা চলেছিলো রেললাইন ধরে। মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ছিলো সে, একপাশে সরে গিয়ে মাটির ওপর লাফাচ্ছিলো। তার ভয় হোচ্ছিলো, সব জায়গায় মাটির বাঁধটা হয়তো যথেষ্ট শক্ত নয়। নিজের ছেলেমানুষিতে হাসি পাচ্ছিলো তার। তবু নিজেকে সে পুরো দোষ দিতে পারছিলো না। শিগ্‌গিরই তার নিজের হাতে বসানো রেললাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করবে। হাজার হাজার টন ওজনের মাল ও যন্ত্রপাতি নিয়ে এ পথ দিয়েই ট্রেন এগিয়ে যাবে প্রতিরক্ষা উৎপাদন কেন্দ্রের দিকে, যেটা পুরোপুরি ভাবে নিজেদেরই

উদ্যোগে তৈরী হোয়েছে। এজন্য কী কোরে উদ্বিগ্ন না হোয়ে পারে সে!
কিছু দূরেই একজন বুড়ো রেলশ্রমিক লাইনের পাশে গর্ত খুঁড়ছিলো। হাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো, "এখানে কী খুঁড়ছেন ঠাকুরদা?"
"সাইনবোর্ডের খুঁটি পোতার জন্য গর্ত খুঁড়ছি।"
"দাঁড়ান, আমি খুঁড়ে দিচ্ছি।" শ্রমিকটির হাত থেকে শাবলটা নিলো সে। তারপর সাইনবোর্ডটাকে খুঁটির সঙ্গে আটকাবার পর সে পড়লো: "বাঁধের ওপর গোরু-ঘোড়া চরানো নিষিদ্ধ।"
"ব্যাপারটা কী?" হাই জানতে চাইলো।
"বাঁধের ওপর গোরু-ঘোড়া চরানো চলবে না।" শ্রমিকটি উত্তর দিলো।
"কী হবে তাহোলে?"
"অনেক সময় গোরু-ঘোড়ার শক্ত ও পিছল শরীরের ধাক্কা খেয়ে সাংঘাতিক ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।"
"সাংঘাতিক দুর্ঘটনা?"
"হ্যাঁ, লাইনচ্যুত হোয়ে যেতে পারে ট্রেন।"
হাই মাথা দুলিয়ে বললো, "যাঃ! আপনি ঠাট্টা করছেন। আমি কিছু বুঝি না ভেবেছেন, না?"
"তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কোরে কী লাভ বলো! সত্যি সত্যি সাংঘাতিক দুর্ঘটনা হোয়ে যেতে পারে। স্বাধীনতার আগে আমি ক্যান্টন-হ্যাংকো লাইনের একটা ষ্টেশনে কুলির কাজ করতাম। সেখানে একবার একটা ট্রেন একটা মোষকে গিয়ে ধাক্কা মারে। ফলে ইঞ্জিন ছাড়াও সাতটা কামরা লাইনচ্যুত হয়। বহু লোক মারা গেছিলো, আহতও হোয়েছিলো কয়েকশো লোক।"
হাই তবু ঠিক বিশ্বাস কোরে উঠতে পারছিলো না। "সামান্য একটা গোরু বা ঘোড়ার ধাক্কায় অ্যাতো বড়ো একটা ট্রেন……!"
"মিথ্যে গাল-গল্প ছড়িয়ে কী লাভ আমার! চল্লিশ বছর ধরে রেলে কাজ করছি আমি। নিজের চোখে যদিও ওই একবারই মাত্র দেখেছি আমি এ ধরণের ঘটনা, কিন্তু আরও সাত আটটা এ রকমের দুর্ঘটনার কথা শোনা আছে আমার।"
বুড়ো শ্রমিকটির চোখ-মুখ দেখে হাই আর অবিশ্বাস করতে পারলো না। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে সে এবার বললো, "তাহোলে তো লোকজনের খুব সাবধান থাকা উচিত এ সম্পর্কে!"
"তা তো থাকাই উচিত। এই অঞ্চলে এটাই প্রথম রেললাইন। কাজেই চাষীরা এ সম্পর্কে ঠিক জানে না বা বোঝে না। গোরু-ঘোড়ারা খুব তাড়াতাড়িই ঘাবড়ে যায় ট্রেনের সামনে পড়লে। কাজেই চাষীরা ঠিকমতো খেয়াল না করলে যে কোনো সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।" হাত দিয়ে সাইনবোর্ডটা দেখিয়ে

সে আবার বললো, "এ রকম বহু সাইনবোর্ড বসাচ্ছি আমরা এ পথে। তাছাড়া প্রত্যেক কমিউনকে এ সম্পর্কে জানানো হবে, যাতে তারা সভা ডেকে সমস্ত চাষীদের এটা ভালো কোরে বুঝিয়ে দেয়।"
"ঠিক আছে।" আরও কতকগুলো সাইনবোর্ড হাতে তুলে নিলো হাই।
"চলুন, আমি আপনাকে সাহায্য করছি।"
"আরে না, না, কোনো দরকার নেই। অনেক লোক আমাদের। ওই তো খানিকটা এগিয়েই—।"
"স্কোয়াড লিডার! ওয়াং হাই!" দূরে থেকেই ওয়েই'র ডাক শোনা গেলো। হাই বুড়ো শ্রমিকটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চললো। "কী কান্ড! লোহার এতো বড়ো রেল ইঞ্জিনও ঘোড়া-গোরুর ধাক্কায় লাইন থেকে সরে যেতে পারে!" সে ভাবছিলো। "রেললাইন বসানোই বেশ কঠিন কাজ। আর বসানো হবার পরও সতর্ক রাখতে হয়, যাতে দুর্ঘটনা না হয়।" প্রায় অদৃশ্য বুড়ো শ্রমিকটির দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে একবার ফিরে তাকালো হাই।
ওয়েই ততোক্ষণে দৌড়ে হাইয়ের কাছে চলে এসেছে। "কম্যান্ডার তোমাকে খুঁজছেন।"
"কী ব্যাপার!"
"ঠিক বলতে পারছি না। মনে হয়, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন।" সেই ঝড়ের রাতে হাই যখন কোম্পানির সঙ্গে চলে এসেছিলো, তখন কুয়ান বলেছিলো, কাজের জায়গায় পৌঁছে বোঝাপড়া হবে। কোম্পানির ডাক্তারের কথামতো চিকিৎসা করার ব্যাপারে বিশেষ গাফিলতি দেখিয়েছিলো হাই, বিশ্রাম নেবার জন্য নেতৃবৃন্দের নির্দেশও মানে নি ঠিকমতো। তারপর কয়েকমাস কেটে গেছে। এতোদিনে সেই 'বোঝাপড়া' করার সময় এসেছে। হাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তাঁবুর দিকে এগোলো।
তার জন্য তাঁবুর দরজাতেই অপেক্ষা করছিলো কুয়ান। হাইকে দেখেই সে বলে উঠলো, "জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। হাসপাতালে যেতে হবে।"
"ঠিক আছে!" আর কথা না বাড়িয়ে হাই ভেতরে গিয়ে জিনিসপত্র গোছাতে লাগলো।
"শোনো, এদিকে এসো," কুয়ান আবার হাঁক দিলো। সে আশা করেছিলো, হাই এ নিয়ে আবার গাই-গুঁই শুরু করবে। কিন্তু সে বিনা বাক্য-ব্যয়ে কথাটা মেনে নেওয়ায় কুয়ান খুবই অবাক হোয়ে গেলো। "তোমার কোনো আপত্তি আছে এ ব্যাপারে?"
"না তো!"

'কোনো অনুরোধ ?''
"হ্যাঁ, মানে……।" একটু ইতস্তত: করলো হাই, তারপর সে সব ঝেড়ে ফেলে বললো, "না, কম্যান্ডার।"
"বেশ। তোমার উন্নতি হোচ্ছে !" কুয়ান হাসলো। তারপর বললো, "তোমার হোয়ে আমিই না হয় একটা অনুরোধ করছি। কাল রেললাইনের উদ্বোধন পর্যন্ত হাসপাতালে না গেলেও চলবে তোমার। তুমি কী বলো ?"
হাই সন্দেহের সঙ্গে কুয়ানের দিকে তাকালো। সে বুঝে উঠতে পারছিলো না, কুয়ান তাকে নিয়ে মজা করছে কিনা। তারপর মন স্থির কোরে বললো, "আমি ওই নিয়ে অনুরোধ করার ব্যাপারে ঠিক সাহস পাচ্ছি না।"
"বা চমৎকার! কী ব্যাপার বলো তো ছোকরা ? এতো সুবোধ বালক তো কোনোদিন ছিলে না তুমি! যাই হোক, রেললাইন দিয়ে কাল সকালেই প্রথম ট্রেন চলতে শুরু করবে।"
"কাল সকালেই! সত্যি ?" হাইর কণ্ঠে উত্তেজনা।
"হ্যাঁ, এইমাত্র হেড-কোয়ার্টার থেকে ফোন কোরে জানিয়েছে।"
হাই আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। চীৎকার করতে করতে সব তাঁবুতে খবর দিয়ে বেড়াতে লাগলো সে, "কমরেডগণ, ঠিক সময়ের আগেই ট্রেন চালাতে পেরেছি আমরা, আগেই পেরেছি।"
প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। সমস্ত তাঁবুতে বিপুল উল্লাসের ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো।

পরের দিন সকাল। হাইদের বাহিনীর সমস্ত যোদ্ধা বাঁধের ওপর গিয়ে হাজির হোয়েছে। চারদিকে লাল পতাকা ও ফেস্টুন উড়ছে, ঢাক-ঢোল এবং ড্রাম বাজছে। বিরাট এক তোরণ তৈরী হোয়েছে রেললাইনের ওপর। দু'দিকেই বিরাট বিরাট অক্ষরে লেখা হোয়েছে:

> "পুরোপুরি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সোজা সামনের দিকে
> এগিয়ে চলবে লোহার বিরাট রথ—
> আকাশে ওড়াও লাল নিশান, চলো বিপ্লবের পথে—
> সব কিছুই জনগণের জন্য।"

তোরণের ঠিক মাথার ওপরে লেখা হোয়েছে:

> "শক্ত হাড় এবং অনুগত হৃদয়।"

ক্রমাগত বেজেই চলেছে ঢাক-ঢোল আর ড্রাম। কিন্তু ট্রেনের এখনো দেখা নেই। সবাই অপেক্ষা করছে অধৈর্য হোয়ে। রেললাইনে কান পেতে আছে ওয়েই। তার বক্তব্য—এভাবে ট্রেনের শব্দ দূর থেকেই নাকি শোনা যায়।

"কী? শোনা যাচ্ছে কিছু?" কয়েকজন অধৈর্য হোয়ে জানতে চাইলো।
"চুপ চুপ। হৈ চৈ করলে কী কোরে শোনা যাবে।" গম্ভীর মুখে ওয়েই সবাইকে ধমকে উঠলো। "যাও তো, লাইন থেকে সব সরে যাও।"
অনেকেই সরে গেলো। কেউ কেউ আবার খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, "সত্যিই কি কিছু বোঝা যায় এভাবে?"
ওয়েই মুখে কিছু না বলে তাদের ইঙ্গিত করলো চুপ কোরবার জন্য। তারপর ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে থাকলো লাইনে, যেন আঠা দিয়ে তার কান সেঁটে দেওয়া হোয়েছে লাইনের সঙ্গে। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চীৎকার করলো সে, "সাবধান! সাবধান! ট্রেন আসছে। ট্রেন আসছে।"
সবাই বকের মতো গলা বাড়িয়ে পূর্ব দিকে তাকাতে লাগলো, ট্রেন দেখবার আশায়। পাঁচ মিনিট চলে গেলো। দশ মিনিট। তবুও ট্রেনের দেখা নেই।
"কী ব্যাপার। ট্রেনের কি হোলো?" সবাই চেঁচাতে শুরু করলো।
"কিন্তু এটা তো হবার কথা না।" ওয়েই একটু সরে গিয়ে বলতে লাগলো, "আমি স্পষ্ট শুনলাম, মোটাসোটা একজন ষ্টেশনমাষ্টার একটা ছোট্টো পতাকা নাড়িয়ে হাঁক দিয়ে বললো, 'ট্রেনটা চলুক।' স্পষ্ট শুনলাম আমি।"
"তবে রে!" সবাই হৈ চৈ কোরে উঠলো। সবাই বুঝলো, ওয়েই তাদের ঠকিয়েছে। "ব্যাটা শুধু ট্রেনের শব্দই শোনে নি, ষ্টেশনমাষ্টারের কথা আর পতাকা নাড়ার আওয়াজ পর্যন্ত শুনেছে। ধরো চ্যাংড়াকে, ঝাড় দাও।"
ওয়েই ততোক্ষণে ছুটে নাগালের বাইরে চলে গেছে।
কুয়ান হাইকে ডেকে নিয়ে একপাশে বসলো। জিজ্ঞেস করলো, "তাহোলে হাসপাতালে যেতে সত্যিই কোনো আপত্তি নেই তোমার?"
"না, কম্যাণ্ডার।"
"বাঁচা গেলো! কমিশার কয়েকবারই আমাকে খবর পাঠিয়েছেন এ সম্পর্কে। পলিটিক্যাল ইন্‌স্পেক্টার চলে যাবার পর কাজের ভারে এতো ব্যস্ত ছিলাম আমি, যে এ ব্যাপারটা মনেই ছিলো না। যাই হোক, হাসপাতালে গিয়ে ভালো কোরে বিশ্রাম নাও, শরীরটাকে ঠিক কোরে ফেলো। বিপ্লবের স্বার্থে অনেক কাজ করার আছে এর পর।"
"হ্যাঁ, কম্যাণ্ডার।"
"বিশ্রাম নেবার ব্যাপারে কোনো গাফিলতি করবে না। কোম্পানির ব্যাপারে এখন তোমাকে ভাবতে হবে না। আর হ্যাঁ, পুরোপুরি সেরে না উঠে ফিরতে পারবে না। মনে থাকবে?"
"হ্যাঁ কম্যাণ্ডার। শরীরটাকে তাড়াতাড়ি ঠিক কোরে ফেলতে হবে।

পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার যাবার আগে চেয়ারম্যান মাও-এর রচনাবলীর তিনটে খণ্ড দিয়ে গেছেন আমাকে। সেগুলি আমি সঙ্গে নিচ্ছি। ওগুলো ছাড়াও অনেক কিছু শেখবার আছে আমার।"

"ঠিক বলেছো। হাসপাতালের দিনগুলোকে ঠিকভাবে কাজে লাগাবে। কমিউনিজমের জন্য লড়াই করার সংকল্প থাকলেই যথেষ্ট নয়, কীভাবে লড়াই করতে হয়, সেটাও শিখতে হবে আমাদের। লড়াই কী ভাবে করতে হবে, বিপ্লবকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এ সব কিছুর সঠিক পদ্ধতিরই সার সঙ্কলন করেছেন চেয়ারম্যান মাও তাঁর রচনাবলীতে। সেগুলো ঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারলে বিপ্লবী কাজকর্ম করবার ব্যাপারে কোনো বাধা-বিঘ্নই আর থাকবে না। আর সে ব্যাপারে গাফিলতি হোলে গণমুক্তিবাহিনীর একজন সাধারণ যোদ্ধার দায়িত্বও পালন করা যাবে না। আর হ্যাঁ, শোনো···।" বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলো কুয়ান।

"বলুন, কম্যাণ্ডার।"

অনেকক্ষণ থেমে কুয়ান বললো, "হ্যাঁ, হাসপাতালে গিয়ে পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার সম্পর্কে একটু খোঁজ নেবে। খোঁজ নেবে, সে আবার আমাদের কোম্পানিতে ফিরে আসতে পারবে কিনা।"

প্রায় দু'মাস হোলো, শেং হাসপাতালে গেছে। গোটা কোম্পানি এখনো তার অভাব বোধ করে। বেশ কিছুদিন আগে কোম্পানির কয়েকজন প্রতিনিধি হাসপাতালে শেংকে দেখতে গিয়েছিলো। ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার তাদের জানিয়েছেন, শেংকে এখনো অনেকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। এমন কি সেরে ওঠার পরও সামরিক বাহিনীতে কাজ করার মতো শারীরিক সামর্থ্য তার থাকবে না। তার স্বাস্থ্য কোনোদিনই আর সামরিক বিভাগের কর্মব্যস্ততার উত্তেজনা ও চাপের ধকল সইতে পারবে না। এসব কথা শোনার পরও কোম্পানির কমরেডরা তার ফিরে আসার আশা একেবারে ছেড়ে দেয় নি। তারা এখনো অপেক্ষা কোরে আছে সেই দিনটির জন্য, যে দিন তাদের পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার হাসপাতাল ছেড়ে আবার তাদের মাঝে ফিরে আসবে।

"ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম," বেদনাময় সহানুভূতির পরিবেশটা পাল্টানোর জন্য কুয়ান হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, "কোম্পানির পার্টি-কমিটি তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে একটি সম্মানসূচক মেডেল দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্মিলিত কাজের জন্য আরেকটি মেডেল পাবে তোমাদের স্কোয়াড। ব্যাটেলিয়ান পার্টি-কমিটি এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেছে। দু'য়েকদিনের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে এটা ঘোষণা করা হবে।"

"কম্যান্ডার!" হাই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "আমি—।"

"আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর শুভ সংবাদটি তোমার বাড়ীতেও জানিয়ে দেওয়া হবে।"

"না কম্যাণ্ডার, না। সেটা করবেন না।"

দু'বছরের মধ্যে এ নিয়ে তিনবার পুরস্কৃত হোলো হাই। প্রথম দু'বার তার বেশ আনন্দই হোয়েছিলো। নিজেকে বেশ ভালো বলেই মনে হোয়েছিলো তখন। একে 'লড়াইয়ের বীর' হবার পথে এগোনোর সুস্পষ্ট লক্ষণ বলে মনে করেছিলো সে। কিন্তু এখন কেমন অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো সে। "কী এমন করেছি আমি যে, পুরস্কারের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলাম?" সে ভাবছিলো। "কেন পার্টি আমাকে বারবার সম্মানিত করছে? পলিটিক্যাল ইন্‌ষ্ট্রাক্টার, কোম্পানি কম্যাণ্ডার বা অন্য বহু কমরেডদের সঙ্গে তুলনাই চলতে পারে না আমার। ওয়েই, লিউ প্রভৃতি সব কমরেডরাই আমাদের দায়িত্ব শেষ করার জন্য আপ্রাণ খেটেছে। প্রত্যেকেই ভেবেছে, অনেক জোড়া কোরে হাত-পা থাকলে ভালো হোতো, তাহোলে বিপ্লবের জন্য আরও বেশি কাজ করা যেতো। বহু লোকের বহু ঘাম ঝরেছে এই রেললাইন পাতার জন্য। এদের মধ্যে একজন হিসেবে বিশেষ কী আর করেছি আমি? একা একা কাজ করতে হোলে, আধ হাত রেললাইনও হয়তো বসাতে পারতাম না আমি। বিশেষ কোরে স্কোয়াডলিডার হিসেবে তো মোটেই ভালো কাজ করতে পারি নি আমি, কমরেড কাও-এর ভুল-ত্রুটী শোধরাবার কাজটা পর্যন্ত সঠিকভাবে করতে পারি নি। সত্যিকারের কমিউনিষ্ট হোয়ে উঠতে হোলে এখনও অনেক কিছু করতে হবে আমাকে।"

তার বার বার মনে হোচ্ছিলো, কার বুকে কটা মেডেল ঝোলানো আছে, তা দিয়ে একজনের যোগ্যতার বিচার হোতে পারে না—তার বিচার হবে, বিপ্লবের স্বার্থে তুমি কতোটা বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছো, তা দিয়ে। আর তাছাড়া, বুকে মেডেল ঝুলিয়ে সং সেজে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য এ মেডেল দেওয়া হয় না, এটা দেওয়া হয়, যাতে তুমি আরও বেশি বোঝা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যেতে উৎসাহী হোয়ে ওঠো, তার জন্য। যারা তোমাকে মেডেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তারা নিশ্চয়ই আশা করেন যে, তুমি আরও ভালো ভাবে কাজ করবে। কুয়ান দেখলো, হাই মাথা নীচু কোরে কী ভেবে চলেছে। "হাই, রেলের ইঞ্জিন একটা দারুণ ভালো জিনিস," সে বললো। কিন্তু সেই ইঞ্জিনটা যদি গাড়ীর অন্যসব কামরাগুলোকে পিছনে ফেলে একা একাই এগিয়ে চলে, তবে কিন্তু তাতে লাভ হয় না কোনো। একজন কমিউনিস্টের, একজন স্কোয়াড-লিডারের মূল দায়িত্বই হোচ্ছে, তার সমস্ত কমরেডদের সঙ্গে নিয়ে এগোনো।"

হাই কম্যান্ডারের এই সমালোচনার কারণ খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারলো। নীরবে সে মাথা নাড়লো।

ঠিক এমনি সময় রাশি রাশি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধীরগতিতে এগিয়ে এলো একটা লম্বা ট্রেন। প্রচন্ড নিনাদে বেজে উঠলো হাজার হাজার ঢাক-ঢোল-ড্রাম, মাথার ওপরে নেচে উঠলো অসংখ্য লাল পতাকা, গর্জে উঠলো হাজার কন্ঠের স্লোগান। লাইনের দু'ধারে জমায়েত লোকেরা যেন এক উত্তাল সমুদ্র।

ট্রেনের ড্রাইভার ইঞ্জিনের বাইরে মুখ বের কোরে সতর্কভাবে ধীরে ধীরে লাইনের ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এলো ট্রেনটা। তার সতর্ক ভঙ্গি উপস্থিত প্রত্যেকের মাঝে সঞ্চারিত হলো। সবাই নিশ্চল হোয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো। তাদের নিজেদের হাতে বসানো রেললাইনের ওপর দিয়ে ট্রেনটা এগোচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের মনে হোচ্ছে, যেন তাদের হৃদয়ের ওপর দিয়েই এগিয়ে আসছে সেটা। মাটির বাঁধটা শেষ পর্যন্ত ট্রেনের ভার বইতে পারবে তো?

ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চললো ট্রেন। প্রত্যেক যোদ্ধার হৃদয় থেকে নিঃসারিত হোলো প্রচন্ড উল্লাসের এক অনুভূতি। তাদের শ্রমের ফল অবশেষে সমাজতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত হোলো। প্রত্যেক বিপ্লবীর কাছে এটাই হোচ্ছে বিরাট আনন্দ। ট্রেনটা বিরাট বিরাট যন্ত্রে বোঝাই। সেগুলোর ওপর মুদ্রিত ঝকঝকে অক্ষরগুলো পড়তে লাগলো হাই।

পিকিং কারখানা

শেনিয়াং কারখানা

সাংহাই কারখানা⋯⋯

ট্রেনের ওপর থেকে কিছুতেই চোখ ঘোরাতে পারছিলো না হাই। ঐ কাজের জায়গায় আসার প্রথম দিনের কথা ভেসে উঠলো তার মনে। বিদেশী নাম-লেখা অকেজো সব যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে একটা ট্রাক এসে হাজির হোয়েছিলো। নিজের হাসি চাপতে পারলো না সে। তোরণের ওপরকার বিরাট বিরাট অক্ষরগুলোর দিকে তাকালো। সোনালী রঙে লেখা অক্ষরগুলো রোদে আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে। "খারাপ জিনিসকে ভালো জিনিসে পরিণত করার একটা চমৎকার উদাহরণ এটা," সে বিড়বিড় কোরে বললো। "তোমার কথাগুলো কী অদ্ভুত সত্যি, চেয়ারম্যান মাও! তোমাকে পেয়েছি আমরা। আমাদের আর ভয় পাবার কিছুই নেই। তোমার সর্বহারা বিপ্লবী চিন্তাধারা আমাদের পথ দেখাচ্ছে! আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না।"

অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে সঙ্গে হাইও প্রচন্ড আনন্দে চিৎকার করছিলো। হঠাৎ তার চোখে পড়লো, তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কাও। একটু আগেই কম্যান্ডার তাকে 'রেল ইঞ্জিন' হোয়ে ওঠা সম্পর্কে যা বলেছিলো, সেটা মনে পড়তেই তার

সমস্ত আনন্দের মধ্যে যেন একটা হুল ফুটলো। তক্ষুণি চুপ কোরে গেলো সে। তার মনে হোলো, অন্যান্য যোদ্ধাদের পাশাপাশি দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ যেন মাঝপথে থেমে পড়েছে কাও। আর সে নিজে 'রেলের ইঞ্জিন' হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হোয়েছে। কিন্তু তবুও সমালোচনার বদলে পার্টি তাকে সম্মান জানিয়েছে। একজন স্কোয়াড্রনলিডার হিসেবে নিজের দায়িত্ব মোটেই ঠিকভাবে পালন করতে পারে নি সে। কীভাবে তার প্রতি পার্টির আস্থার উপযুক্ত হোয়ে উঠবে সে? কীভাবে তার প্রতি পার্টির আশাকে সে পরিপূর্ণ কোরে তুলবে?

ধীরে ধীরে গতি বাড়ালো ট্রেনটা। নোতুন তৈরী প্রতিরক্ষা উৎপাদনের কারখানার দিকে ছুটতে লাগলো। ট্রেনের গতির ছন্দের তালে তালে যেন রক্ত ছুটতে লাগলো হাইয়ের দেহের ধমনীতে ধমনীতে। "প্রত্যেক কমিউনিস্টকে হোয়ে উঠতে হবে এক একটা 'রেলের ইঞ্জিন'," সে ভাবলো। "একমাত্র সেভাবেই কমিউনিস্ট আদর্শকে যথাযথভাবে রূপায়িত করতে পারি আমরা! দূরে কোরে ফেলতে হবে আমার সব ত্রুটি-বিচ্যুতি। অনেক দায়িত্ব ফেলে গেলাম আমি এখানে। ফিরে এসেই এগুলোকে পালন করতে হবে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

রেলের ইঞ্জিন

গোটা কোম্পানিতে এক নোতুন আবহাওয়া বিরাজ করছে। পার্টি আহ্বান জানিয়েছে, "শোষণ কী, তা না বুঝলে বিপ্লবকেও বোঝা যাবে না।" সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সমগ্র চীনদেশ জুড়ে গণমুক্তিবাহিনীর মধ্যে শুরু হোয়েছে "দু'টি স্মরণ করার এবং তিনটি পরীক্ষা করার" আন্দোলন।* শেং চলে যাবার পর পার্টি-কমিটির নোতুন সম্পাদক নির্বাচিত হোয়েছিলো কুয়ান। এই নোতুন আন্দোলনের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে যোদ্ধাদের বোঝানোর দায়িত্বও এসে পড়েছিলো কুয়ানের ওপর। কুয়ান এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার পর প্রতিটি যোদ্ধাই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে-যাওয়া তাদের অতীত জীবনের তিক্ততার স্মৃতিকে নোতুন কোরে স্মরণ করেছিলো। এ সম্পর্কে তাদের প্লেটুনে আলোচনার দায়িত্ব এসে পড়েছিলো হাইয়ের ওপর, কেননা তার অতীত জীবন ছিলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ড্রিলের মাঠে নোটবুক হাতে ইতস্তত: পায়চারি করছিলো হাই। সে ভেবেই পাচ্ছিলো না, কোথা থেকে শুরু করবে।

চীন গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর মাত্র দশ বছর কেটেছে। কিন্তু বিরাট পরিবর্তন এসেছে এরই মধ্যে! বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসেছে। শুধু তাই নয়। কমিউনের সদস্য হিসেবে প্রতিটি কৃষকই পেয়েছে রাজনৈতিক অধিকার। কমিউনের ছোটো-বড়ো প্রতিটি ব্যাপারেই এখন প্রশ্ন তুলতে পারে সে, পরিচালনায় অংশ নিতে পারে। গণ-কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় এই প্রথম হাই'র

---

* গণফৌজ গড়ে তোলা সম্পর্কে চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারার আলোকে ১৯৬১ সালে চীনের গণমুক্তিবাহিনীতে একটি নোতুন বিশুদ্ধিকরণ আন্দোলন শুরু হোয়েছিলো। দু'টি 'স্মরণ' ছিলো: শ্রেণী-শোষণ (পুরোনো সমাজ এবং শোষকশ্রেণী কর্তৃক শ্রমজীবি জনগণকে শোষণ) এবং জাতীয় নির্যাতনের (সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও নিপীড়ন)। তিনটি 'পরীক্ষা' ছিলো: প্রতিটি যোদ্ধার শ্রেণী-অবস্থান, সংগ্রামী চেতনা এবং দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠার পরীক্ষা। এই বিশুদ্ধিকরণ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে চীনের গণমুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের শ্রেণী-চেতনা ও লড়াইয়ের ক্ষমতা উন্নত হোয়েছিলো, সর্বহারা বিপ্লবী লাইন আয়ত্ত কোরে আরো বেশি জংগী হোয়ে উঠেছিলেন যোদ্ধারা। ১৯৬৬-৬৯ সালের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে যোদ্ধাদের এই সর্বহারা বিপ্লবী চেতনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো।

মা তার সমর্থিত প্রার্থীর নামের পাশে গোল একটা চিহ্ন দিয়ে ভোট দিতে পেরেছে। অতীতে কে ভাবতে পেরেছিলো একথা?...... কিন্তু অতীতের শোষণের তিক্ততা বর্ণনা করার সভায় এসব কথা বলতে চায় না সে।
ড্রিলের মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পায়চারি কোরেই চললো সে। কিছুতেই সে ঠিক করে উঠতে পারছে না, কোত্থেকে শুরু করবে।
চঞ্চল হোয়ে পায়চারি কোরেই চললো সে। তার পায়ের তলার মাটি নরম ও পিছল। সে নীচের দিকে তাকালো। মাঠের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সে। মাঠের এ অংশটা অপেক্ষাকৃত নীচু হওয়ায়, বৃষ্টির জল জমে জমে নরম হোয়ে রয়েছে এখানকার মাটি। ভিজে মাটির ওপর স্পষ্ট হোয়ে ফুটে উঠেছে তার জুতোর ছাপ। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে ভেসে উঠলো, তাদের গ্রাম 'দাঁড়কাকের বাসা' থেকে লিয়েংশি পর্যন্ত পনেরো লি পথে বরফের ওপর ফুটে ওঠা তার ছোটো ছোটো পায়ের রক্ত মাখা ছাপগুলোর কথা। মনে পড়লো তার সেই কষ্টের ছেলেবেলার দিনগুলির কথা, যখন মা'র সঙ্গে শহরের পথে পথে ভিক্ষে করতে যেতে হোতো তাকে। তার মনে পড়লো তার মা'র মুখে জমে-থাকা কান্নার ছবি, ছোট্টো বোনটির সুতীব্র কান্নার আওয়াজ, কাঁদতে কাঁদতে তার নিজের বসে-যাওয়া কন্ঠস্বর...... ।
এসব কথা লিখে ফেলবার জন্য নোটবুকটা খুললো হাই। কিন্তু কী ভেবে সে আবার বন্ধ কোরে রাখলো সেটা। বারো বছরেরও বেশি সময় পার হোয়ে গেছে সেইসব ঘটনাগুলোর পর। কিন্তু সব কিছু এখনো স্পষ্ট জ্বল জ্বল করছে তার মনে, যেন মাত্র গতকালের ঘটনা। চোখ বুজলেই সব কিছু ভেসে ভেসে উঠছে তার স্মৃতিতে। হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যাবে সেই দিনগুলিকে। কী দরকার লেখার? কতো আর লিখবে সে?
হাইদের ক্লাবঘরে সবাই এসে জড়ো হোয়েছে। এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। দেওয়ালে কারা যেন লিখে রেখেছে সব ক্রুদ্ধ শ্লোগান। অতীতের তিক্ত স্মৃতির থেকে টুকরো টুকরো সব ঘটনা। বেঞ্চের ওপর সার বেঁধে বসে আছে যোদ্ধারা। সবার মনই অতীতের চিন্তায় ভারাক্রান্ত।
সবার সামনে মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালো হাই। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে নিজের শৈশবের দিনগুলির নির্যাতনের কাহিনী বলে চললো সে। তার জন্মের পরের মুহূর্তে প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে কীভাবে তাকে বিসর্জন দেওয়া হোচ্ছিলো, সেটা দিয়েই সে শুরু করলো। সে বলে চললো, কীভাবে তার নামকরণ হোলো, কীভাবে মেয়ে সেজে থাকতে হোতো তাকে, কীভাবে তার দাদাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হোলো সেনাবাহিনীতে, কেন ভিখারীর মেয়ে বলে তার দিদির বিয়ে করার লোক মিলছিলো না। সে বললো জ্বালানি কাঠ তৈরী করার জন্য তাদের,

প্রাণান্তকর চেষ্টার কথা, লিউ জমিদারের প্রাসাদের সেই হিংস্র কুকুরটার কথা, জমিদার বাড়ীর শয়তান লোকগুলোর কথা। বলতে বলতে যন্ত্রণায় বার বার বিকৃত হোয়ে উঠলো তার মুখ। তার বলার মাঝে বার বার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে লাগলো একেক জন যোদ্ধা।

"নোতুন বছরের ভোরেই ছোট্টো বোনটা মারা গেলো। সকাল হোতেই আমাদের জমিটা দখল কোরে নিলো জমিদার লিউ, তারপর বাবাকে হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলো শহরের একটা বাড়ির দেওয়ালে। মানুষের মাংস রান্না কোরে খেলে জমিদারের ছেলের অসুখ সারবে, এই কথা শুনে নিজের হাত থেকে মাংস কেটে পাঠালো মা। তবেই বাবা ছাড়া পেলো। ...সবশুদ্ধ ন'টি সন্তান হোয়েছিলো মা'র, তাদের মধ্যে পাঁচজনই না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিলো ছোটোবেলার যেটুকু আমার মনে পড়ে, আমাদের গ্রাম 'দাঁড়কাকের বাসা' মুক্ত হবার আগে পর্যন্ত, 'পেট পুরে খাওয়া' বলতে কী বোঝায়, প্রচণ্ড শীতে 'গরম হওয়া' বলতে কী বোঝায়, এসব আমাদের জানা ছিলো না। খিদে পেলে পেট পুরে জল খেতাম। ঠাণ্ডায় জমে গেলে খড়ের গাদার নীচে ঢুকে পড়তাম কোনোরকমে প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখতাম আমরা। কমিউনিস্ট পার্টি না থাকলে আর পাঁচটা ভাই-বোনের মতো অনেক আগেই শুকিয়ে মরতে হোতো আমাকে ......।"

হাই'র কথা শুনতে শুনতে সবারই মনে ভেসে উঠতে লাগলো নিজের নিজের সব তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে লাগলো কেউ কেউ আবার প্রচণ্ড রাগে ঘুষি মারতে লাগলো বেঞ্চের ওপর। রাগে দুঃখে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফুঁসে উঠতে লাগলো তিন নম্বর কোম্পানির যোদ্ধারা অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত কোরে, চোখের জল মুছে, আবার শুরু করলো হাই "মা বলতো, ঝড় আর বরফের হাত থেকে আমার জীবন ছিনিয়ে নেওয়া হোয়েছে। আমি বলি, কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে নোতুন জীবন দিয়েছে পার্টি আমাকে যে নির্দেশই দিক না কেন, আমি সেটা পালন করবো। বিপ্লবের জন্য যদি জীবন দিতে হয় আমাকে, বিনা দ্বিধায় জীবন দিয়ে দেবো আমি। কমরেডগণ, এখনো দুনিয়ার অনেক জায়গায় চলেছে সেই শোষণ, মানুষের মাংস খাবার ব্যবস্থা। পাঁচটা মহাদেশের বেশিরভাগ লোক এখনো আমার মতো নির্যাতিত ও নিপীড়িত হোচ্ছে। কাজেই...।"

আবেগে কথা বন্ধ হোয়ে গেলো হাই'র। অসংলগ্ন পদক্ষেপে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়লো সে। রাগে দুঃখে সবাই তখন বিচলিত, উত্তেজিত। সভার কাজ চলাই অসম্ভব। কুয়ান উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলো, "সবাইকে শান্ত হবার

সময় দেবার জন্য দশ মিনিট বিরতি দেওয়া হোলো।"
পেছন থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, "না কমরেড, আর অপেক্ষা করতে পারছি না আমি। আমি বলবোই।" সবার মধ্যে দিয়ে পথ কোরে নিয়ে মঞ্চের ওপর গিয়ে উঠে দাঁড়ালো যোদ্ধাটি।
প্রথমে বেশ শান্ত স্বরেই সে বলতে শুরু কোরলো। সে থাকতো হ্যাংকো শহরে। খুব ছোট্টোবেলাতেই তার মা মারা যায়। একটা হাসপাতালে বিদেশী এক ডাক্তারের অধীনে বেয়ারার কাজ করতো তার বাবা। ত্রিশ বছর ধরে সেখানে ক্রীতদাসের মতো কাজ করেছে সে। রাত থাকতে থাকতেই উঠতে হোতো তাকে, শুতে শুতে অনেক রাত হোয়ে যেতো। তবু কোনোদিন নিজেকে বা ছেলে-মেয়েকে পেট পুরে দু'বেলা খাওয়াতে পারে নি তার বাবা। অতিরিক্ত পরিশ্রমে একদিন রক্ত উঠতে লাগলো তার মুখ দিয়ে। তার যক্ষ্মা হোয়েছে বলে ধরা পড়লো। তক্ষুণি সেই বিদেশী ডাক্তার তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলো। ক'দিন পরেই মারা গেলো সে। হাসপাতালের দরজার গোড়ায় মরে পড়ে থাকতে দেখা গেলো তাকে। তার ছেলে-মেয়ের খাওয়াই বন্ধ হোয়ে গেলো। তখন সেই ডাক্তার 'দয়া' দেখিয়ে মেয়েটিকে 'নার্স' হিসেবে চাকরী দিলো।
"...প্রথমে আমি সেই ডাক্তারকে বেশ ভালোই ভাবতাম।" যোদ্ধাটির কণ্ঠে উত্তেজনা সঞ্চারিত হোতে লাগলো। "কিন্তু তবু আমি ভেবে পেতাম না, চাকরী পাবার পরও দিদির শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছে কেন। প্রতিদিন সে যখন বাড়ী ফিরতো, তখন তার সারা শরীর কেমন ফ্যাকাসে পাণ্ডুর হোয়ে থাকতো। বহু সময়েই হঠাৎ উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়তো। কোনো অসুখ হোয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে, দিদি নীরবে শুধু কাঁদতো, উত্তর দিতো না। একদিন ডাক্তারের আর একজন বেয়ারা তাকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ী পেঁছে দিয়ে গেলো। সেদিনই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম, দিদিকে 'নার্স' হিসেবে কী কাজ করতে হোতো! সেই......।"
নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সেই যোদ্ধাটি, আর কথা বলতে পারলো না।
এতোক্ষণে হাই চিনতে পারলো, সেই যোদ্ধাটি আর কেউ নয়, কাও।
"বলো! থেমে গেলে কেন? তারপর কী হোলো?" হাই চেঁচিয়ে উঠলো।
"...সেই বিদেশী ডাক্তার বদমাইসি কোরে বলেছিলো, দিদির রক্তে কী সব আছে, সে জন্য সে তাড়াতাড়ি মারা যাবে। তাকে বাঁচাতে হোলে তাই মাঝেমাঝেই তার শরীর থেকে রক্ত বের কোরে নেওয়া দরকার। আসলে দিদিকে 'নার্স' হিসেবে চাকরী দিয়ে দিদির রক্ত শুষে নিতো সে। সেজন্যই সে দিদিকে 'দয়া' দেখাতে চেয়েছিলো। রক্ত পাবার এক কারখানা হিসেবে দিদিকে সে ব্যবহার করতো......পুরোণো ধার শোধ করার জন্য হাই'র মাকে নিজের মাংস কেটে

দিতে হোয়েছিলো। নিজেকে আর ভাইকে আধপেটা খাওয়াবার জন্য নিজের রক্ত দিতে হোতো দিদিকে। পুরোণো সমাজে মানুষ বলেই মনে করা হোতো না আমাদের।" প্রচন্ড বিক্ষোভে নিজের বুকে ঘুষি মারলো কাও। "কিন্তু আজ, মানুষ হিসেবে আমি যখন স্বীকৃতি পেয়েছি, তখন সামান্য একটু ঘাম ঝরলেই আমি বিক্ষুব্ধ হই, বলি, ক্লান্ত হোয়ে পড়ছি। সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির স্বার্থে একটু বেশি কাজ করতে হোলেই আমি অভিযোগ তুলি, কাজটা খুব কঠিন। এ লজ্জা ......এ লজ্জা আমি কোথায় রাখবো!"

কাও-এর কথা আর চোখের জল অজস্র সূঁচের মতো গিয়ে বিঁধলো হাই'র হৃদয়ে। লাফিয়ে দাঁড়ালো সে, চেঁচিয়ে উঠলো, "এই অত্যাচারের কথা মনে রেখো! আমাদের দেশের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের এই অপমানের কথা মনে রেখো!"

"কাও-এর কষ্ট আমাদের সবার কষ্ট!"

"আমাদের শ্রেণী-ভাইদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও!"

শোক পরিবর্তিত হোলো রাগে, ঘৃণা পরিবর্তিত হোলো শক্তিতে। কেউ আর কাঁদছে না এখন, একটি দীর্ঘশ্বাসও পড়ছে না। ক্রোধে আরক্ত হোয়ে উঠেছে সবার মুখ। একের পর এক দৃঢ়মুষ্টি উঠেছে আকাশের দিকে। ঐক্যবদ্ধ বলিষ্ঠ শ্লোগানে কেঁপে উঠছে সমগ্র ক্লাবঘর। উনোনের উপর উত্তপ্ত কড়াইয়ের মতো টগবগ কোরে ফুটতে লাগলো তিন নম্বর কোম্পানির যোদ্ধারা।

বিছানার ওপর শুয়ে ছিলো কাও। চোখ দুটো রক্তের মতো লাল, ফুলে উঠেছে। এক থালা রুটি আর ডিম নিয়ে ঢুকলো হাই। বললো, "কাও, সারাদিন না খেয়ে কী কোরে চলবে বলো তো? এগুলো খেয়ে নাও।" এক গ্লাস জল এনে বিছানার পাশে রাখলো হাই।

"কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্লেটুন-লিডার, আমার যে খাবার ইচ্ছে নেই।"

"কিছু অন্ততঃ খাও। স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে বিপ্লবের কাজই তো করতে পারবে না ঠিকভাবে।"

হাই'র কথাগুলো একটা উষ্ণ অনুভূতির স্রোত বইয়ে দিলো কাও-এর সারা দেহে। আবার লজ্জায় মাথা নীচু করলো সে।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হাই ভাবতে লাগলো, "আমি যখন খিদের জ্বালায় 'দাঁড়ক কের বাসা'র পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ঠিক তখন হ্যাংকৌ শহরে খিদের জ্বালায় কাঁদছে কাও। যদিও হাজার লি ব্যবধান ছিলো আমাদের মধ্যে, তবু আমরা ছিলাম একই তরমুজ-লতার দুটো তরমুজের মতো—একই রকম তেতো, একই রকম মিষ্টি। শ্রেণী-শোষণের তিক্ততা আমি ভোগ করেছি, ও ভোগ করেছে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ। সারা দুনিয়ার শোষিত ও নিপীড়িত মানুষেরাই...... ।

"এই যে এখানে শুয়ে আছে, এ আমার কমরেড, সহযোদ্ধা, শ্রেণী-ভাই। কয়েকমাস আগে ক্লান্ত হোয়ে এখানে যখন শুয়ে থাকতো কাও, আমি তাকে সেবা করতাম না, গম্ভীরভাবে তাকাতাম। এটা শুধু পদ্ধতির প্রশ্ন না। আমার শ্রেণী-চেতনাই ঠিক ছিলো না। আমি তাকে কমরেড বলেই ভাবতাম না, আমার নিজের শ্রেণীর রক্ত-মাংস বলে ভাবতাম না।

"কী কোরে হাঁটতে হয়, আমি যখন তা জানতাম না, প্লেটুন-লিডার চৌ আর পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার শেং তখন হাত ধরে আমাকে হাঁটতে শিখিয়েছেন। যখন আমি দৌড়োতে শিখলাম, তারা আমাকে ঠিক পথে এগোতে শিখিয়েছেন। ওয়াং হাই, তোমার মতো একজন নিতান্ত গরীব কৃষক-সন্তানের জন্য ভেবে ভেবে কতো রাত ঘুমোতে পারেন নি পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার শেং! পার্টির এই শিক্ষার প্রতিদানে কী দিয়েছি আমি! যে সব পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছি, তার প্রতিটির জন্য আমার নেতারা ও কমরেডরা তাদের হৃদয়ের রক্ত দিয়ে লড়াই করেছেন। বিশেষ কোনো মেধা ছিলো না আমার। তবু আমার শ্রেণীভাইরা তাদের এগোনোর পথে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে এগিয়েছেন।

"কিন্তু কমরেড শেং যেভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, সেভাবে আমি মোটেই ব্যবহার করিনি কমরেড কাও-এর সঙ্গে। সে হয়তো শহর থেকে এসেছে, আমি এসেছি গ্রাম থেকে। কিন্তু একই বিপ্লবী লক্ষ্য দেশের সব জায়গার লোকেদের ঐক্যবদ্ধ কোরে তুলেছে। চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিখিয়েছেন, 'বিপ্লবী কর্মীদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য যত্ন নেবে, একে অন্যকে ভালোবাসবে, সাহায্য করবে।' শ্রেণী-অবস্থানই যদি আমি ভুলে যাই, শ্রেণী-চেতনই যদি না থাকে আমার, তবে কী কোরে আমি চেয়ারম্যান মাও-এর রচনাবলী ঠিকভাবে পড়তে পারি? কী কোরে আমি তাঁর শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারি? আমাদের পার্টি-কমিটির মর্যাদা রাখতে পারিনি আমি, পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের মর্যাদা রাখতে......"

তার প্রতি পার্টির ভালোবাসার কথা ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল হাই-এর। কাও'র হাত দুটো দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো সে, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, "কমরেড কাও, আমি ভুল করেছি, তোমার সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করেছি। আজ আমার ভুল বুঝতে পারছি আমি। পুরোনো সমাজে আমরা দু'জনেই কষ্ট পেয়েছি। আজ বিপ্লবের স্বার্থে আমরা কমরেড হোয়েছি। আমার ভুলকে আমি শুধরে নেবো, কমরেড কাও!"

"না অ্যাসিষ্ট্যান্ট প্লেটুন-লিডার, আমিই ভুল করেছি। আমিই আমার শ্রেণী-অবস্থান ভুলে গিয়েছিলাম।"

"না দোষ আমার, তোমার নয়। শ্রেণী-ভ্রাতৃত্ব কাকে বলে, সেটাই ঠিকমতো বুঝতাম না আমি।"

দু'জোড়া হাত পরস্পরকে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলো। দু'জন যুবক, যারা পুরো গো: সমাজে দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে, তাদের চোখে চোখ মিললো—তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট বোঝা গেলো, নিজেদের ভুল সম্পর্কে তারা সচেতন, সব ভুল শুধরে নিয়ে ভবিষ্যতে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে তারা দৃঢ়সংকল্প।

দুই বিপ্লবী কমরেডের ঘনিষ্ঠভাবে সংঘবদ্ধ হাতের মধ্য দিয়ে বয়ে গেলো উষ্ণ শ্রেণী-অনুভূতি, দু'জনেই পরস্পরের আরো অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হোয়ে উঠলো।

* * * *

বছরের এই সময়টাতেই রেড়িগাছের বীজ ঝরে পড়ে। সেনাবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার সম্প্রতি জানতে পেরেছে যে, পাহাড়ের উল্টোদিকের গ্রামের গণ-কমিউনের সদস্যরা জমিতে জলসেচের জন্য পাহাড়ী জমিটার ওপর একটা বাঁধ তৈরী করছে, আর এ ব্যাপারে তাদের এতো ব্যস্ত থাকতে হোচ্ছে যে, রেড়ির বীজ কুড়োবার সময়ই মিলছে না। এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শুরু হোলো। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদনের অপচয় হোতে দেওয়া কিছুতেই ঠিক নয়। আর জনগণের কাজে সাহায্য করাটা তো গণমুক্তিবাহিনীর একটি অবশ্য কর্তব্য। কাজেই সিদ্ধান্ত হোলো, সেনাবাহিনী থেকে একটি ছোট্টো দল যাবে সেই গ্রামে, রেড়ির বীজ কুড়োবার দায়িত্ব নিয়ে।

হেডকোয়ার্টারের এই সিদ্ধান্ত স্কোয়াড-লিডার ও প্লেটুন-লিডারদের এক জমায়েতে কুয়ান ঘোষণা করলো। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো হাই, "আমি এ দায়িত্ব নিতে রাজী আছি, কম্যান্ডার।"

প্রস্তাবটা কুয়ানের খারাপ লাগলো না। তাছাড়া, হাইয়ের নেতৃত্বে কয়েকজন যোদ্ধাকে এই দায়িত্ব দিলে, হাই এ ব্যাপারে তার অতীত ভুল শুধরাবারও সুযোগ পাবে। পার্টি-কর্মী হিসেবে হাই যথেষ্ট সচেতন ও দৃঢ়সংকল্প। কাজেই একে আরও বিকশিত কোরে তুলবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

"ঠিক আছে," কুয়ান ঘোষণা কোরলো, "কিন্তু মনে রেখো, কাজটা খুব সহজসাধ্য নয়। আর তাছাড়া এজন্য দিন দশেকের বেশি সময় পাওয়া যাচ্ছে না।"

"এর মধ্যেই দায়িত্ব পালন করবো আমি, কথা দিচ্ছি।"

"বেশ। ইচ্ছেমতো যে কোনো ছ'জন কমরেডকে বেছে নাও তুমি।"

"সে কাজটা কোম্পানি-কম্যান্ডার কোরে দিলেই বোধহয় ভালো হোতো,"

হাই ঠাট্টা কোরে বললো। "আমাকে বাছতে দিলে, আমি তো সবচেয়ে ভালো কর্মীদেরই বেছে নেবো।"

"আর সেটাই তোমার করা উচিত," কুয়ান গুরুত্ব দিয়ে বললো। "তুমি যতোই চেষ্টা করো না কেন, বিশেষ উদ্যোগী ও কষ্টসহিষ্ণু কর্মী না পেলে কিছুতেই এই দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।" একথা বলে কুয়ান হাই'র দিকে তাকালো। হাই'র মনে হোলো, কম্যান্ডার যেন তাকে বলতে চায়, "দেখি, কাকে কাকে বাছো তুমি! এটাই তোমার একটা পরীক্ষা।"

সমবেত যোদ্ধাদের মধ্যে সবাই এ কাজে যাবার জন্য আগ্রহ দেখাতে লাগলো। কেউ কেউ আবার নিজেদের গ্রামে রেঁড়ির বীজ কুড়োবার কাজে তাদের অভিজ্ঞতার কথাও বললো। হাই তখন ভাবছে, "রেলের ইঞ্জিন ট্রেনের সমস্ত কামরাকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে চলে। বাজেই……।" লিষ্টের প্রথমেই সে কাও-এর নাম লিখলো।

পরে তার লিষ্ট নিয়ে প্লেটুন-লিডার চেনের সঙ্গে সে আলোচনা করতে গেলো।

"কাওকে তুমি সঙ্গে নিতে চাও?" চেন জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ প্লেটুন-লিডার, ওর ভুল শুধরে নেবার সুযোগ দেওয়া উচিত।"

চেন একটু ভাবলো। তারপর বললো, "কথাটা ঠিকই বলেছো তুমি। তবে গত কয়েকদিন ধরে কাও আবার নিজের মেজাজে চলতে শুরু করেছে। ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবো ভাবছি। তবুও ভেবে দেখো, তুমি ওকে সঙ্গে নেবে, না, আমি কথা বলবো? এমনিতেই তোমার কাজটা বেশ কঠিন। তার ওপর যদি ওর দিকেও খেয়াল রাখতে হয়, তবে কাজটা হয়তো তাড়াতাড়ি এগোবে না।"

"কথাটা ঠিকই। কাও যদি কাজের সময় আবার গন্ডগোল করতে শুরু করে, ঠিক সময়ে কাজ শেষ করাটাই মুস্কিল হোয়ে দাঁড়াবে।" হাই কী করবে, ঠিক করতে পারছিলো না। 'অতীতের তিক্ততা স্মরণ করা'র সভার পর কাও কিছু দিন বেশ উন্নতিই করেছিলো। কিন্তু কয়েকদিন হোলো, সে আবার পুরোনো কায়দায় চলতে শুরু করেছে। তবে কাও শহরের ছেলে। রেঁড়ির বীজ কুড়োবার কাজে গেলে ভালোই হবে তার। মুস্কিল হোচ্ছে, হাতে সময় খুবই কম। সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারলেই কেবলমাত্র ঠিক সময়ে শেষ করা যাবে কাজটা। কাও যদি আবার গন্ডগোল শুরু করে, তবে কিছুতেই ঠিক সময়ে কাজ শেষ করা যাবে না। তাছাড়া, হাই'র তুলনায় প্লেটুন-লিডার চেন অনেক বেশি অভিজ্ঞ আর দায়িত্বশীল, কাওকে তার দায়িত্বে রেখে যাওয়াটাই ঠিক হবে। এ মুহূর্তে মূল কথা হোচ্ছে, ঠিক সময়ে কাজটা শেষ করা।"

এতো ভেবেও কিন্তু হাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না। তার লিস্টে কাও'র নামের পাশে সে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে রাখলো।

সেদিন সন্ধ্যেবেলার নাম ডাকার সময় সবার সামনে কুয়ান জনগণের কাজে যোদ্ধাদের সাহায্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করলো। তারপর হাইকে কাজটা সম্পর্কে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়ে, কখন রওনা দিতে হবে সেটাও জানিয়ে দিলো। তারপর সে হাইকে বললো, সে যে ছ'জনকে বেছে নিয়েছে, তাদের নাম পড়তে।

রেঁড়ির বীজ কুড়োবার সময় প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে। ফলে দায়িত্ব পালনের অসুবিধেও গেছে বেড়ে। তবুও প্রত্যেক যোদ্ধাই যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলো। প্রত্যেকেই কঠিন কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে পাকাপোক্ত কোরে তুলতে চায়। সবার চোখ হাই'র ওপর, কেননা, সে-ই ঠিক করবে, কে কে যাবে। একপাশে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে এসব লক্ষ্য করতে লাগলো কুয়ান।

লিস্ট থেকে নির্বাচিত যোদ্ধাদের নাম পড়তে শুরু করলো হাই। তার চোখে পড়লো, কাও এক কোণে মাথা নীচু কোরে দাঁড়িয়ে আছে। কাও বেশ বুঝতে পারছিলো, তার অতীত কাজকর্মের বিচার কোরে তাকে কিছুতেই নেওয়া হবে না—যদিও সে নিজে হাই'র সঙ্গে যেতে খুবই আগ্রহী। তাছাড়া সে শুনেছে, কাজটাও খুব কঠিন।

প্রথম পাঁচটা নাম পড়ার পর হাই একটু থামলো। দু'জন অদৃশ্য লোক যেন তার মনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চালাচ্ছিলো। একজন বলছিলো : "কাজটা শেষ করাই হোচ্ছে মূল ব্যাপার—এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছুকে বিচার করতে হবে।" অন্যজন বলছিলো : "না, তা নয়। পিছিয়ে-পড়া কমরেডদের সঙ্গে নিয়ে সামনের দিকে এগোনোটাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।" প্রথমজন চেঁচিয়ে উঠলো, "বেশ, তোমার কাজটাই তুমি শেষ করতে পারলে না—তখন, তখন কী হবে?" অন্যজন বিদ্রূপ কোরে বলে উঠলো, "বাঃ বাঃ! রেলের যে ইঞ্জিনটা ট্রেনের সব কামরা পেছনে রেখে নিজেই একা একা এগিয়ে যায়, সেটাকে দিয়ে কী লাভ, বলো?... ...."

এই তর্কবিতর্কের যেন কোনো শেষ নেই। কিন্তু সে কী করবে? হঠাৎ সব তর্কবিতর্ক ছাপিয়ে একটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ যেন তার কানে বেজে উঠলো :

> "জনগণের মধ্যে যারা রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছেন, কমিউনিস্টরা তাদের কখনোই অবজ্ঞা বা ঘৃণা করতে পারে না। কমিউনিস্টরা বরং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে, তাদের বোঝাবে, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে,…তাদেরকে এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দেবে।"

"সব কঠিন কাজই আমাদের সামনে বিরাট বোঝার মতো। সেগুলো

আমাদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, আমরা সেগুলোকে কাঁধে তুলতে পারি কিনা।"
চেয়ারম্যান মাও-এর কথাগুলো হাই'র চিন্তাকে স্বচ্ছ কোরে দিলো। "বাঙ্কটা শেষ করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ একজন পিছিয়ে-পড়া কমরেডকে কাজের মাধ্যমে শ্রমের মূল্য সম্পর্কে সচেতন কোরে তোলা, এবং রাজনৈতিকভাবে তাকে বিকশিত কোরে তোলা। সারা দুনিয়ার সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তির জন্য এরকম লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন বিপ্লবী যোদ্ধা গড়ে তুলতে হবে আমাদের।"
হাই এবার উচ্চকণ্ঠে তার টিমের দু'নম্বর সদস্যের নাম ঘোষণা করলো, "বাও য়ি-চিং।"
স্তম্ভিত হোয়ে গেলো বাও। অন্যান্য যোদ্ধারাও বিস্মিত হলো। শেষ পর্যন্ত বাওকে বেছে নিলো তাদের অ্যাসিষ্ট্যান্ট প্লেটুন-লিডার হাই।
হাইয়ের দিকে খুশিভরা দৃষ্টিতে তাকালো কুয়ান। পাশেই দাঁড়ানো একজন প্লেটুন-লিডারকে সে নীচু গলায় বললো, "হাই চমৎকার ফল দেখিয়েছে তার এই পরীক্ষায়। এরকম 'রেলের ইঞ্জিন'ই আমাদের দরকার।"

গণমুক্তিবাহিনীর সাতজন যোদ্ধা পাহাড়ের উল্টোদিকের একটি প্রাথমিক স্কুলে গিয়ে উঠেছে। সকালে তারা যখন পাহাড়ের ওপর রেঁড়ির ফলের বীজ কুড়োবার জন্য বেরিয়েছিলো, তখন তাদের সবার কণ্ঠেই ছিলো উদ্দীপনাময় বিপ্লবী গান। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় তারা ফিরলো মুখ কালো কোরে গম্ভীরভাবে। কেউ মাত্র চার-পাঁচ ক্যাটি বীজ কুড়িয়েছে। কেউ কেউ আবার প্রায় খালি হাতেই ফিরেছে। নানারকম কথা বুঝিয়ে-সুজিয়ে, এমন কি বহু রসিকতা কোরেও তাদের স্বাভাবিক কোরে তুলতে পারলো না হাই। সবশেষে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে সে বললো, "হ্যাঁ, প্রথম দিন আমরা বেশি বীজ কুড়োতে পারি নি, এটা ঠিক। কিন্তু দু'য়েক দিনের মধ্যেই এ কাজের কৌশল রপ্ত কোরে ফেলবো আমরা। তখন অনেক বীজ কুড়োনো যাবে। সব ব্যাপারেই এরকম হোয়ে থাকে।"
পরের দিন প্রায় আধবস্তা বীজ নিয়ে তাদের সাময়িক আস্তানায় ফিরলো হাই। তখন অন্ধকার হোয়ে গেছে। ঘরের মাঝে সামান্য পরিমাণ বীজ জড়ো কোরে রাখা হোয়েছে। কমরেডদের মুখ আগের দিনের চেয়েও বেশি গম্ভীর। এক কোণে বোসে আছে বাও। টকটকে লাল তার দু'চোখ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কেঁদে কেঁদে সে চোখ লাল কোরেছে।
হাইয়ের হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফাতে শুরু কোরলো, "কী ব্যাপার? কী হোলো আবার?" সে জিজ্ঞেস করলো।
কেউ জবাব দিলো না।

"কী হোয়েছে, বলবে তো!"

একজন যোম্ধা এক হাঁড়ি ভাতের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো, "আপনিই দেখুন!"

সেদিকে ভালো কোরে না তাকাতেই ভাতের পোড়া গন্ধ নাকে এলো হাই'র। টিপে টিপে দেখলো সে ভাতগুলো। অর্ধেকের বেশি ভাতই সিম্ধ হয় নি আদৌ, নীচের দিকের ভাতগুলি পুড়ে কালো হয়ে আছে। সারাদিন খেটেখুটে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হোয়ে ফিরেছে কমরেডরা। এসে ভাত না পেয়ে স্বভাবতঃই চটে গেছে। কাউকে জিজ্ঞেস না কোরেই হাই বুঝলো, আজ রান্না করার দায়িত্ব ছিলো কাও।

নিজেকেই দোষ দিলো সে মনে মনে। "কখনোই যোগ্য একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট প্লেটুন-লিডার হোতে পারবো না আমি! বীজ কুড়োতে এসে মাত্র ছ'জন যোম্ধাকেও ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারছি না। শুধু বীজের কথাই ভেবেছি আমি, রান্নার কথা ভুলেই মেরে দিয়েছি। আমার ভাবা উচিত ছিলো, কাও কোনোদিন রান্না করে নি। ঠিক মতো কোনো কাজই করতে পারছি না আমি!"

কথা না বাড়িয়ে হাঁড়িটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেলো হাই।

কিছুক্ষণ পরেই এক হাঁড়ি সাদা ধবধবে ভাত নিয়ে সে ঘরে ঢুকলো। "সবাই চলে এসো, কমরেড। এটাই আজ আমাদের বিশেষ খাবার। খেয়ে দ্যাখো, ভাতগুলো এতো নরম যে, মুখে দিলেই গলে যাচ্ছে। বুড়ী ঠাকুমার দাঁত না থাকলেও এটা খেতে অসুবিধে হোতো না!"

কেউই হাসলো না তার রসিকতায়। সবাই নীরবে মাথা নীচু কোরে খেয়ে চললো। খুবই দুশ্চিন্তায় পড়লো হাই। "কথা বলছে না কেন কেউ!" খাওয়াদাওয়ার পর আলোচনায় বসালো সবাইকে। কেউই সেখানে মুখ খুলতে চায় না। "কী ব্যাপার! কারো কিছু অভিযোগ থাকলে বলবে তো!"

তবু কেউ কথা বললো না।

"আজকে খাবার ব্যাপারে এই গণ্ডগোলের জন্য আমিই দায়ী। খুবই দুঃখিত আমি। আমাকে সবার সমালোচনা করা উচিত।"

তবুও কেউ মুখ খোলে না।

দুশ্চিন্তায় হাই ঘামতে লাগলো। স্কোয়াড-লিডার হবার পর থেকেই, কোনো আলোচনা সভায় কেউ কথা বলতে না চাইলে, সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে যায় সে নিজে। আগে তবু এরকম সমস্যায় পড়লেই সে কোম্পানি হেডকোয়ার্টারে ছুটতো। কিন্তু আজ এখানে কার কাছে গিয়ে সে পরামর্শ চাইবে?

"ঠিক আছে। কাল থেকে তাহোলে আমিই রান্নার দায়িত্ব নিচ্ছি," সে অনেক ভেবে বললো।

"তার মানে? আপনি তাহোলে বীজ জোগাড় করতে যাবেন না?" একজন প্রশ্ন করলো।

"না, তা কেন হবে? ভোরে একটু বেশি আগে উঠে, সকালের খাবার আর দুপুরের খাবার একসঙ্গেই তৈরী কোরে নেওয়া যাবে। দুপুরের খাবারটা সবাই সঙ্গে নিয়ে নেবে। তারপর সন্ধ্যায় ফিরে ফিরেই রেঁধে ফেললে, বেশ গরম ভাত খেতে পারবো সবাই। বীজ কুড়োবার সময়ও মিলবে।"

"কিন্তু কমরেড, আমার মনে হোচ্ছে, ঠিক সময়ে কাজটা আমরা শেষ কোরে উঠতে পারবো না," ঘরের মাঝে জড়ো-করা বীজগুলো দেখিয়ে ওয়েই বললো, "দু'দিনে মাত্র এই ক'টা বীজ আমরা জোগাড় করেছি।"

"তাছাড়া, কীভাবেই বা অনেক বীজ তুলবো আমরা?" আরেকজন বললো।

"বীজ যে সময়টায় তোলে, সে সময়টাই গেছে পার হোয়ে।"

"আর যেটুকু তোলা যেতো, সেটাও অন্যেরা তুলে নিয়েছে।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

প্রত্যেকেই এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো। এতোক্ষণে হাই ধরতে পারলো, তাদের ভেঙে পড়ার মূল কারণ। আর কথা না বাড়িয়ে সে 'মাওসেতুঙের নির্বাচিত রচনাবলী'র একটা খণ্ড বের করলো নিজের ব্যাগ থেকে। বললো, "এসো, আমরা বরং এর থেকে 'যে বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলো'* লেখাটা পড়ি।" প্রদীপের আলোয় লেখাটি পড়তে শুরু করলো তারা। সবার একবার পড়া হোয়ে গেলে, ওয়েই আবার জোরে জোরে পড়তে শুরু করলো লেখাটা। সে পড়ছিলো, "আমরা এই পার্টি-কংগ্রেসের লাইন প্রচার করবো, যাতে বিপ্লব যে অবশ্যই জয়ী হবে, সমগ্র পার্টি ও জনগণ এতে আস্থা স্থাপন করেন……।" তাকে থামিয়ে হাই প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা, চেয়ারম্যান মাও যখন এটা লিখেছিলেন, তখন আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কেমন ছিলো?" সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। কেউ জবাব দিলো না।

---

* একটি প্রাচীন চীনা উপকথায় এক বুড়ো লোকের গল্প আছে। দু'টো পাহাড় এই বুড়োর বাড়ীর দরজা আটকে থাকায়, বুড়ো দুই ছেলেকে নিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোয়ে এই পাহাড় দু'টো খুঁড়তে শুরু করেন। জনৈক 'জ্ঞানী' বুড়ো তাদের কাজকে অসম্ভব বলে ঘোষণা করে এবং বুড়োকে 'বোকা' বলে উপহাস করে। তা সত্ত্বেও তারা এ কাজে অবিচল থাকেন এবং পাহাড় দু'টো সরাতে সক্ষম হন। এই কাহিনীর বুড়োর মতো চীনের কমিউনিস্টদের এবং বিপ্লবী জনগণকে তাদের অগ্রগতির পথে দাঁড়িয়ে-থাকা পাহাড় দু'টোকে—অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে—উপড়ে ফেলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য, চেয়ারম্যান মাও এ লেখায় আহ্বান জানান।

তা দেখে হাই বললো, "আমি যেটুকু জানি বলছি। কিছু বাদ গেলে বা ভুল বললে ধরিয়ে দেবে। এটা আসলে ১৯45 সালের জুন মাসে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে চেয়ারম্যান মাও-এর একটা বক্তৃতা। তখনও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা আত্মসমর্পণ করে নি, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা তখন চিয়াং কাই-শেকের কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানে রসদ যোগাচ্ছে। কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার জন্য চিয়াং কয়েক মিলিয়ন সৈন্যকে নিয়োজিত করেছে। তাদের কিছু অংশ আমাদের মুক্ত অঞ্চলের সীমান্তবর্তী অংশে অবরোধ সৃষ্টি করেছে, কিছু অংশ লুকিয়ে রয়েছে ওয়েই পাহাড়ের আড়ালে। আমাদের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তখন সব মিলিয়ে একশো মিলিয়ন লোক। পরিস্থিতি খুবই দুশ্চিন্তার। আমাদের যোদ্ধারা তখন শুধু মিলেট খেয়ে আছে, অস্ত্রশস্ত্র বলতে প্রধানতঃ রাইফেল। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতেও চেয়ারম্যান মাও বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের বিপ্লব সফল হোতে চলেছে, আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগোচ্ছি। তাই তিনি সমস্ত কমিউনিস্টদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'সমস্ত বাধা-বিঘ্ন জয় করো, বিজয় অর্জন করো।' অথচ আজ রেড়ির বীজ তুলতে গিয়ে আমরা নিরাশ হোয়ে পড়ছি! আমরা কি এভাবেই চেয়ারম্যান মাও-এর ভালো যোদ্ধা হিসেবে দাবী করতে পারি?"

"না, কিছুতেই না," ওয়েই লাফিয়ে উঠে বললো।

"সেটা ঠিকই. তবে·······," একজন যোদ্ধা মৃদুস্বরে বললো, "····· তবে এখানে রেড়ির বীজই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই বোকা বুড়ো নিজে এলেও এখানে রেড়ির বীজ খুঁজে পেতো না।"

"কে বললো খুঁজে পেতো না!" হাই নিজের বস্তা উপুড় কোরে দিলো। "এইসব বীজ তবে কোথা থেকে এলো?"

"কোথায় পেলেন আপনি এতো বীজ?" "আমি কেন তাহোলে খুঁজে পেলাম না?" "আশ্চর্য ব্যাপার!" নীরব আলোচনা-সভা মুখর হোয়ে উঠলো। হাই তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করলো। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে অজস্র বীজ ছড়িয়ে আছে। ওগুলো তোলা একটু অসুবিধে বলে স্থানীয় কৃষকেরা ওখানে যাবার সময়ই পায় নি।

হাই উঁচুতে তুলে ধরলো 'মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী'টি। "আমরা খুঁজে পাই নি, তার কারণ আমরা সেই বোকা বুড়োর মতো অধ্যবসায়ী ও ধৈর্যশীল নই। সমস্ত বাধা বিঘ্ন জয় করতে হবে আমাদের, বিজয় অর্জন করতে হবে।"

"বীজ থাকলেই হোলো, আমরা কষ্ট করতে ভয় পাই না। এজন্য পাহাড়ের

নীচে বা খাঁজে যাওয়া তো সোজা ব্যাপার, দরকার হোলে আমরা আকাশে উঠবো।"

"আমার মূল সমস্যা মিটে গেছে।"

"ঠিক আছে। কাল একটা প্রতিযোগিতা হোক। অন্ততঃ পঞ্চাশ ক্যাটি বীজ জোগাড় না কোরে কেউ ফিরতে পারবে না।"

ওয়েই কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, "আমরা মুখে সব সময়ে বলি, মানুষের আত্মবিশ্বাসই বড়ো কথা। কিন্তু কাজের বেলায় সমস্যা এলেই, অসুবিধেকে বড়ো কোরে দেখি। আমাদের সবচেয়ে বড়ো বোকামি হোচ্ছে, তত্ত্বগতভাবে আমরা যেটা শিখি, বাস্তবে সেটাকে প্রয়োগ করি না।'

"তবে এটাও ঠিক যে, তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সময় লাগে," হাই মন্তব্য করলো।

"এই সময়টাকেই কমাতে হবে আমাদের," ওয়েই দৃঢ়কন্ঠে বললো। "কাল যে সবচেয়ে কম বীজ তুলবে, বোঝা যাবে 'যে বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলো' লেখাটা সেই সবচেয়ে কম বুঝেছে।"

কাও বাদে সবাই সমস্বরে এতে সায় দিলো। হাই কাওকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এসে একটা পাথরের ওপর বসলো।

"আজ কি ওরা তোমায় কিছু বলেছে?" হাই জানতে চাইলো।

"তাতে কী হোয়েছে।"

"তাহোলে তোমার মেজাজ এতো খারাপ কেন?"

কাও একটু ইতস্ততঃ করলো। তারপর বললো, "গতকাল আমি সবচেয়ে কম বীজ তুলেছি।"

"তাতে কী হোয়েছে। প্রথম দিনে ওরকম হয়।"

"আর আজ আমি রাঁধতে গিয়ে ভাত পুড়িয়েছি।"

"প্রথম প্রথম ওরকম হোয়েই থাকে।"

"আমার মনে হোচ্ছে, আমি.........."কাও কথা শেষ করতে পারলো না। হাই তখন ভাবছে, "কমরেড কাও মোটেই খারাপ কর্মী নয়। সে আত্ম-সমালোচনা করে নিঃসংকোচে।" এসব ভেবে কাওকে উৎসাহ দেবার জন্য কিছু বলার আগেই কাও বলে উঠলো, "আমার মনে হোচ্ছে, আমি এ কাজের ঠিক যোগ্য নই।"

"কী বললে?" হাইয়ের মনে হোলো, তার সমস্ত ধারণা প্রচন্ড একটা বিস্ফোরণে চূর্ণবিচূর্ণ হোয়ে গেলো। এটা আবার কী ধরণের 'আত্ম-সমালোচনা'!

"অ্যাসিষ্ট্যান্ট প্লেটুন-লিডার, আমাকে বরং ফেরৎ পাঠিয়ে দিন। এখানে থাকলে কোনো কাজই হবে না আমার দ্বারা।"

হাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হোয়ে পড়লো। মাত্র দু'দিনের মধ্যেই এ অবস্থা! ট্রেন ষ্টেশন ছাড়তে না ছাড়তেই একটা কামরা থেমে যেতে চাইছে।

"রেড়ির বীজ কুড়োতে জানি না আমি, রাঁধতেও জানি না। আমি বরং কোম্পানিতে ফিরে গিয়ে সেখানকার কাজ শিখি, আপনি আমার বদলে অন্য কাউকে বেছে নিন।" সে ঘরের মধ্যে চলে গেলো।

হাই হতভম্ব হোয়ে বসে রইলো। এ সমস্যার কোনো সমাধানই মাথায় এলো না তার। আকাশে অসংখ্য তারা মিট্‌মিট্ কোরে জ্বলছে। সেইদিকেই সে চেয়ে রইলো।

"কী করা যায়?" নিজের মনকে সে প্রশ্ন করতে লাগলো। "আমাকে 'রেলের ইঞ্জিন' হোতেই হবে, অথচ একটা কামরাকে নড়াতে পর্যন্ত পারছি না আমি! কী কোরে এখানে রাখা যায় ওকে?" সে ভাবতে চেষ্টা করলো, এ রকম অবস্থা হোলে পলিটিক্যাল ইন্‌ষ্ট্রাক্টার শেং কী করতো। কিন্তু কোনো বুদ্ধিই এলো না তার মাথায়। "অ্যাসিস্ট্যান্ট প্লেটুন-লিডার হবার সামান্যতম যোগ্যতাও নেই আমার।" ভাবতে ভাবতে হঠাৎ 'সর্বদা পঠিত তিনটি প্রবন্ধের' ভূমিকার বক্তব্যের কথা* তার মনে ভেসে উঠলো। উঠে দাঁড়ালো হাই। "কী বোকা আমি! আমাদের নেতারা বার বার বলেছেন, বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা উঠে আসছে, সে সব সমাধানের পথ মিলবে চেয়ারম্যান মাও-এর লেখায়। আর আজকের এই বিরাট সমস্যার মুখোমুখি হোয়ে আমি সমাধানের সেই চাবি কাঠিই ফেলেছি হারিয়ে!"

ঘরের মধ্যে তখন অখণ্ড নীরবতা। সবাই ঘুমোচ্ছে। ছোট্টো প্রদীপটা জ্বেলে 'মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী'টা খুলে বসলো হাই। একের পর এক লেখা উল্টে যেতে লাগলো সে। যখন দ্বিতীয়বার মোরগ ডেকে উঠলো, তখনও সে ভুরু কুঁচকে পড়েই চলেছে। 'যে বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলো' লেখাটায় কাও'র সমস্যার উত্তর মিললো না। "সামান্য রেড়ির বীজ কুড়োতেই কাও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে, তাকে বিরাট বিরাট পাহাড় সরাবার কথা বলে কী লাভ? কিন্তু 'অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ' করার সভায় কাও নিজেকে পাল্টাবার সংকল্পের কথা বলেছিলো। আমিও তাকে উৎসাহিত করেছিলাম। সে নিজেকে পাকাপোক্ত কোরে তুলতে চাওয়ায়, আমি তাকে সঙ্গে এনেছি। সে বেশি বীজ কুড়োতে না পেরে হতাশ হোলে, আমি তাকে বুঝিয়েছি। ভাত রাঁধতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলায়, আমি তার হোয়ে রেঁধে দিয়েছি। আমি যা

---

* "'সর্বদা-পঠিত তিনটি প্রবন্ধ'কে (অর্থাৎ, 'জনগণের সেবা করো,' 'নর্মান বেথুনের স্মরণে' এবং 'যে বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলো,' এই তিনটি প্রবন্ধ—অনুবাদক) কাজের ক্ষেত্রে আদর্শ পথপ্রদর্শক হিসেবে অধ্যয়ন করতে হবে।"

করতে পারি, সব করেছি। তবু কাজ হয় নি। 'যে বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলো' লেখাটা কী ভাবে সাহায্য করবে, বুঝতে পারছি না।"
তবু সে লেখাটা পড়ে চললো। "বর্তমান দুনিয়ার গতিধারায় গণতন্ত্র হোচ্ছে প্রধান ধারা, আর প্রতিক্রিয়া হোচ্ছে এর একটি প্রতিকূল ধারা মাত্র…।"

"আচ্ছা, কাও'র প্রধান ধারাটা কী? তার প্রতিকূল ধারাটাই বা কী?" সে ভাবলো। হঠাৎ তার মনে পড়লো, চেয়ারম্যান মাও-এর 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' রচনাটিতে এ সম্পর্কে কী যেন লেখা আছে। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে সেই জায়গাটা বের করলো সে: "প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই, নোতুন ও পুরোণো দিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। নোতুন দিকটি অপ্রধান থেকে প্রধান দিকে পরিবর্তিত হয় এবং প্রাধান্য বিস্তার করে। আর পুরোণো দিকটি প্রধান দিক থেকে অপ্রধান দিকে পরিবর্তিত হয় এবং ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।"

"কাও শোষিত শ্রেণী থেকে উঠে আসছে, এটা একটা ভালো ব্যাপার," হাই ভাবলো। "ছোটোবেলায় সে অত্যাচার সহ্য করেছে। 'অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে স্মরণ' করার সভায় সে এর থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার সংকল্প ঘোষণা করেছিলো। এটা তার 'নোতুন দিক'। এই নোতুন দিককে অবশ্যই অপ্রধান থেকে প্রধান দিকে পরিবর্তিত করতে হবে, একে প্রাধান্য বিস্তার করতে হবে। এটা তার 'প্রধান ধারা'। আর কঠিন শ্রম ও কষ্টের ভয় হোচ্ছে তার 'পুরোণো দিক'। একে অবশ্যই প্রধান থেকে অপ্রধান দিকে পরিবর্তিত করতে হবে। এটাই তার 'প্রতিকূল ধারা'। তার সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগ্রহ অবশ্যই তার শ্রম ও কষ্টের ভয়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে। কাও'র মধ্যেকার প্রধান দ্বন্দ্বটি ধরতে পারি নি বলেই আমি স্পষ্টভাবে তার 'নোতুন' ও 'পুরোণো' দিকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি নি। 'যে বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলো' লেখাটি ঠিকভাবে পড়ি নি বলেই কাওকে সাহায্য করবার মতো শিক্ষা আমি এর মধ্যে খুঁজে পাইনি।"

নিজের মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করলো তার। "কী হাঁদা আমি! আমি ভেবেছিলাম, শুধু অন্যের মতাদর্শগত সমস্যা সমাধানের পথই চেয়ারম্যান মাও-এর লেখায় পাওয়া যাবে। আমার নিজের মতাদর্শগত সমস্যার সমাধানের জন্যও যে ওই লেখাগুলিই বারবার পড়তে হবে, এ চিন্তা আমার মাথায় আসে নি। কয়লা আর জল না পেলে ট্রেনের ইঞ্জিন কী কোরে সব কামরাগুলিকে টেনে নিয়ে যাবে? চেয়ারম্যান মাও-এর লেখা পড়লেই কেবল সামনের দিকে এগিয়ে যাবার শক্তি অর্জন করতে পারি আমরা। আমার মতো 'রেলের ইঞ্জিনে' দরকারমতো 'কয়লারই' অভাব। সেজন্যই আমি এদের নিয়ে এগোতে পারছি না, বারবার

'কামরাগুলোকে' পেছনে ফেলে আসছি। মূল সমস্যাটা আমার নিজেরই ভেতর। এটাই আগে ধরতে পারি নি আমি।"

দূরে থেকে আরেকবার মোরগের ডাক ভেসে এলো। হাই বাইরে তাকালো। আকাশে জ্বলজ্বল করছে শুকতারা। পূব আকাশ ফর্সা হোয়ে উঠছে। বই বন্ধ করলো হাই। নিজের পায়ের তলায় এতোক্ষণে মাটি খুঁজে পেয়েছে সে।

খানিকক্ষণ বিছানায় চুপ কোরে শুয়ে রইলো সে। তারপর অন্যেরা ঘুম থেকে উঠতে উঠতে সে সকালের জলখাবার এবং দুপুরের জন্য রুটি তৈরী কোরে ফেললো। সবাই চটপট হাত মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে নিলো। তারপর একেক জন একেকটা বস্তা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রেড়ির বীজ জোগাড় করার জন্য।

"মনে থাকে যেন, গত রাতে কী ঠিক হোয়েছিলো। প্রত্যেককে অন্ততঃ পঞ্চাশ ক্যাটি কোরে বীজ জোগাড় করতে হবে," হাই ওয়েইকে মনে করিয়ে দিলো।

"পুরো মনে আছে," ওয়েই যেতে যেতে জবাব দিলো।

কাও কিন্তু নিজের জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁধে তৈরী, হাই'র অনুমতি পেলেই নিজেদের তাঁবুতে ফিরে যাবে। হাই ভান করছে, যেন এসব কিছু তার চোখেই পড়ে নি। আসলে সে তখন ভাবছিলো, "কাও'র মধ্যেকার 'নোতুন দিক'কে জাগিয়ে তুলতে হবে আমাকে, ওর প্রধান ধারাকে সচল কোরে তুলতে হবে।"

সবাই একে একে বেরিয়ে যাবার পর, সে দুটো বস্তা হাতে নিয়ে বললো, "চলো কাও, বেরোনো যাক।"

"না, মানে, আমি বরং কোম্পানিতে ফিরে যাই।"

"আরে, মাত্র দু'টো দিন তো গেলো। এখানকার কাজ শেষ হোলে সবাই একসঙ্গেই ফিরবো।"

"না, আমি আজই চলে যাবো। কোম্পানিতে অনেক কাজ পড়ে আছে। আর তাছাড়া এখানেও তো বিশেষ কোনো কাজে লাগছি না আমি।"

"যেতে যেতে সে সব কথা হবে, চলো," হাই কাও'র হাত ধরে টানলো। "পাহাড়ের ওপরে আজ খুব ঘোরা যাবে।"

পাহাড়ের ওপর সারি সারি রেড়ির গাছ। গাছের তলায় বহু বীজ ইতস্ততঃ ছড়ানো। মনে হোচ্ছিলো, হাইরা যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাটি থেকে বীজগুলো তুলছিলো না তারা। শুধুই ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। এসব কাও'র বিশেষ পছন্দ হচ্ছিলো না। এটা বুঝতে পেরে হাই চট কোরে একটা বিরাট গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালো, জুতো খুলে ফেললো, তারপর চটপট উঠে পড়লো গাছের ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নেমে এলো গাছ থেকে, তার হাতে একটা পাখির ডিম।

"কী পাখির ডিম এটা ?" কাও জিজ্ঞাসা করলো।
"চার সুখের পাখি।"
"চার সুখের পাখি। সেটা আবার কী ?" জীবনে কাও এ নাম শোনে নি।
"আমাদের গ্রামে এই নামেই ডাকি আমরা। আসলে এটার নাম শালিক না কী যেন। পুরুষ পাখিগুলো খুব লড়তে পারে, বেশ ভালো শিষ দেয়।" হাই শিস দিয়ে দেখালো।
আওয়াজটা কাও'র খুব ভালো লাগলো না। তবু সে ভদ্রতা কোরে বললো, "কোনোদিন এ পাখি দেখি নি তো। আমাদের উ-হানে দাঁড়কাক, পাতিকাক, চড়াই, চাতক, বাজ—এই সব পাখিই দেখা যায়। চিড়িয়াখানায় ছাড়া অন্য পাখি বিশেষ দেখা যায় না।"
"আমাদের পাহাড়ে সব রকমের পাখিই প্রায় পাওয়া যায়," হাই হাঁটতে হাঁটতে বললো। "আমার যখন সাত-আট বছর বয়স, তখন পাহাড়ে কাঠ কাটতে যেতাম আমি। ঘুরে ঘুরে কতো পাখির ডিম জোগাড় করতাম। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোলে খুবই মজা লাগতো। বড়োলোকেরা পুরুষ চার সুখের পাখির লড়াই বাঁধাতো।"
"সত্যি ?" কাও খানিকটা আগ্রহ দেখালো। "কীভাবে এগুলো লড়াই করতো ?"
"আমি কী কোরে জানবো ? আমি শুধু শুনেছি।" একটা রেড়ি গাছের নীচে এসে দাঁড়ালো তারা। "আমি যখন ছোটো ছিলাম, তখন একবার দুটো চার সুখের পাখি বাচ্চা ধরেছিলাম, ভেবেছিলাম ওগুলোকে বড়ো কোরে ওদের লড়াই দেখবো। অনেকদিন ধরে ওদের বড়ো কোরে যখন খাঁচার বাইরে আনলাম—"
"কী হোলো ? ওরা উড়ে গেলো ?"
"না, না। জমিদারের ছেলে এসে আমাকে মারধোর কোরে, ওগুলো কেড়ে নিয়ে গেলো।"
"শয়তানের দল !" কাও রেগে গিয়ে বললো।
রেড়ির গাছটার তলায় বহু বীজ ছড়িয়ে ছিলো। হাই কথা বলতে বলতে গাছের তলায় বসে পড়লো, তারপর দু'হাত দিয়ে বীজ কুড়িয়ে বস্তায় পুরতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বস্তার প্রায় অর্ধেক ভরে গেলো।
বীজ কুড়োনোর ব্যাপারে হাই'র এই দক্ষতা দেখে কাও যেন খানিকটা লজ্জায় পড়ে গেলো। হাই'র বস্তাটা হাতে তুলে ওজন কোরে বললো, "আপনি সত্যিই খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারেন। এইটুকু সময়ের মধ্যে আপনি যতো বীজ কুড়িয়েছেন, তা কুড়োতে আমার সারাদিন লেগে যেতো!"

"ছোটোবেলা থেকে এ কাজ কোরে কোরে আমার অভ্যাস হোয়ে গেছে।" হাই তার কথায় বেশি গুরুত্ব না দিয়ে বললো। "একই কাজ বারবার করলে সবারই দক্ষতা জন্মে যায়। যেমন ধরো না কেন, পড়াশুনার ব্যাপারে আবার তোমার সঙ্গে আমার কোনো তুলনাই চলতে পারে না।"

"কিছু কথা শিখে কী লাভ, বলুন?"

"অনেক লাভ। যতো পড়বে, ততোই কাজ করার সুবিধে হবে। ঠিকভাবে কাজ করার পথ খুলে যাবে।" হাই পকেট থেকে একখণ্ড 'মাওসেতুঙের রচনা থেকে উদ্ধৃতি' বের করলো। "এই বইটাতে এমন বহু কথা আছে, যার মানে আমি জানি না। চেয়ারম্যান মাও-এর লেখা না পড়লে, কী কোরে এগোবো আমরা, কী কোরে নিজেদের রাজনৈতিক চেতনার মানকে উন্নত করবো? কাও, তুমি আমাকে এই কথাগুলোর মানে বলে দাও তো।"

আসলে হাই অনেক আগেই অভিধান দেখে কথাগুলোর মানে জেনে নিয়েছিলো। তবু সে মনোযোগ দিয়ে কাও'র ব্যাখ্যা শুনলো। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "কথাগুলোর শুধু মানে জেনে কোনো লাভ নেই, এটা ঠিক। চেয়ারম্যান মাও-এর বহু লেখা ভালোভাবে আয়ত্তই করতে পারি নি আমি। প্রতিদিন রাতে তুমি যদি আমাকে এক-একটা লেখা ধরে ধরে পড়াতে, তাহোলে খুবই ভালো হোতো।" একটু থেমে হাই আবার বললো, "কাও, তুমি বরং এখানে বসে লেখাগুলো একবার কোরে পড়ে নাও। আমি ততোক্ষণে কিছু বীজ কুড়িয়ে নিয়ে আসি। আজ রাত থেকেই আমাকে পড়াতে শুরু করবে।"

"কোন্ কোন্ লেখা পড়াতে হবে আমাকে?"

"তিনটি লেখা আছে—'জনগণের সেবা করো,' 'নর্মাণ বেথুনের স্মরণে,' 'যে বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলো'—এগুলোর যে কোনো একটা হোলেই হবে। তুমি শিক্ষক, তুমিই ঠিক করো।"

"আচ্ছা······তাই হবে।" কাও অনিচ্ছাসত্ত্বেও বইটা নিলো। ভাবলো, "আজ রাতটা তো থাকতেই হোচ্ছে আমাকে। কালকে কী হয়, পরে দেখা যাবে।"

হাই ততোক্ষণে পাহাড়ের নীচের দিকে এগিয়ে গেছে। কাও সেদিকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলো। "কমরেড হাই কী কোরে সারাদিন এমন হাসিখুশি থাকে? কী ভাবে সে সব সময়? কোনোই সমস্যা কি নেই তার?" কাও কিছুতেই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলো না। "হয়তো শিক্ষা-দীক্ষা বেশি নেই বোলে বিশেষ কোনো চিন্তাও নেই ওর মধ্যে। সেজন্যই বোধহয় কোনো সমস্যা বা ঝামেলা নেই ওর।" এ কথা ভেবে বেশ আত্মতৃপ্তি অনুভব করলো কাও।

কোলের ওপর হাই'র দিয়ে যাওয়া বইটা খুলে বসতে না বসতেই পেছনের পাহাড়টার দিক থেকে কাদের গলার স্বর কানে এলো কাও'র। পেছনে ফিরে ওয়েই এবং আরও দু'জন যোদ্ধাকে দেখতে পেলো সে। ওদের সামনে যেতে কেমন সংকোচ বোধ করলো কাও। চট কোরে সে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

একটু দূরেই রেঁড়ির বীজ কুড়োতে লাগলো তারা। তাদের টুকরো টুকরো কথা কাও'র কানে ভেসে আসতে লাগলো :

"সন্ধ্যের মধ্যে পঞ্চাশ ক্যাটি বীজ তোলা খুব চাট্টিখানি কথা না।"

"তাহালে 'যে বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলো' লেখাটা আবার ভালো কোরে পড়তে হবে আমাদের। যেমন কোরেই হোক, অ্যাসিষ্ট্যান্ট প্লেটুন-লিডারের চেয়ে বেশি বীজ তুলতেই হবে।"

"কমরেড হাই'র সঙ্গে তুলনাই চলতে পারে না আমাদের। আমরা ওর সঙ্গে কিছুতেই পারবো না।"

"কেন পারবো না? আত্মবিশ্বাস থাকলে সবই পারা যায়।"

ওদের কথা শুনে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিলো কাও'র।

একটু পরে ওয়েইরা দূরে চলে যেতেই সে সতর্কভাবে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো।

"ওরা ঠিকই বলেছে, আত্মবিশ্বাস থাকলে সবই পারা যায়," সে ভাবলো, "আজ যখন কোম্পানিতে ফিরতেই পারছি না, বরং কিছু বীজই জোগাড় কোরে ফেলি।"

একটা গাছের তলায় বীজগুলো জড়ো করতে লাগলো সে। বীজগুলো দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে, এক একটা কোরে তুলতে হোচ্ছে। বেজায় ঝামেলা এতে। অনেকক্ষণ ধরে কুড়োবার পরও কাও খুব বেশি পরিমাণ বীজ তুলতে পারলো না। হাই এর চেয়ে কম সময়ে অন্ততঃ দশ গুণ তুলেছে। কাও'র উৎসাহ নিভে এলো। হাত থেকে ধুলো ঝেড়ে ঘাসের ওপর বসে 'চেয়ারম্যান মাও-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি'টা খুলে পড়তে শুরু করলো কাও। পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি মারলো। ঘাসের থেকে কেমন একটা মাতাল-করা গন্ধ উঠছে। কাও ভেবে চলেছে, "আজ রাতে 'যে বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়ে ছিলো' লেখাটা পড়াতে গিয়ে হাইকে সে কী বোঝাবে : 'ছ'টি অংশে বিভক্ত সুসংবদ্ধ এই রচনাটি কথ্য ভাষায় লেখা হোয়েছে, যাতে সবাই সহজেই বুঝতে পারে। রচনাটির মূল বক্তব্য হোচ্ছে........"

নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়লো কাও।

আকাশে অগুনতি মেঘ ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। নিজের কক্ষপথে আবর্তিত

হোয়ে চললো পৃথিবী। কাও'র যখন ঘুম ভাঙলো, তখন সূর্য ঠিক মাথার ওপর। সে চোখ মেলে দেখলো, তার গায়ের ওপর একটা কোট, কিছুদূরেই শুকনো পাতা জ্বালিয়ে হাই রুটি গরম করছে।

"ঘুম ভেঙেছে? উঠে পড়ো এবার," হাই বললো! "দুপুরের খাবার তৈরী।"

কাও তাকিয়ে দেখলো, হাই'র বস্তাটা রেড়ির বীজে ভরে গেছে। লজ্জায় মুখ লাল হোয়ে উঠলো তার। সে ভাবলো, "আমরা দু'জনেই খুব গরীব পরিবার থেকে এসেছি, দু'জনের পরিবারকেই খুব দুঃখ-কষ্ট সইতে হোয়েছে। হাই যদিও আমার সামান্য কিছুদিন আগে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, তবুও সেটা এমন কিছু বেশিদিন নয়। তবু সে কী কোরে এতো কাজ করে, যেখানে আমি কিছুই পারি না! আমাদের দু'জনেরই তো মাত্র এক জোড়া কোরে হাত। আজ রাতে···হায় রে! আজ রাতে কমরেড হাইকে আমি পড়াবো, অথচ এখনো লেখাটার মূল বক্তব্যই আমি জানি না! কী বলবো আমি?"

ওর হাতে রুটি তুলে দিলো হাই, বললো, "খুব খিদে পেয়েছে তো?"

কাও'র মনে হোলো, এ রুটি খাবার কোনো অধিকারই তার নেই। তবু যান্ত্রিকভাবে সে হাত বাড়ালো। "না, বিশেষ খিদে পায় নি," সে কোনো রকমে বললো। মাথা নীচু কোরে খেতে লাগলো সে। মুখে সে কোনো স্বাদই পাচ্ছে না। সে শুধু ভেবে চললো—"আজ রাতে আমি কী করবো?"

খুব চটপট খাওয়া শেষ কোরে ফেললো হাই। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "তুমি একটু বিশ্রাম নাও, আমি আরও বীজ তুলে নিয়ে আসি।"

"না, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্লেটুন লিডার," কাও ওর হাত চেপে ধরলো, "আমি ভেবে দেখলাম, আজ যখন আমার কোম্পানিতে ফেরাই হোচ্ছে না, আমি বরং আপনার সঙ্গে বীজ তুলতে শুরু করি।"

"বেশ তো," হাই কাও'র হাত ধরে বললো, "তাহোলে একটা 'পরস্পরকে সাহায্য করার টিম' গড়ে ফেলি আমরা। দেখো, অন্য কেউই আমাদের সঙ্গে পারবে না।"

সন্ধ্যা সময় ওরেই ঘরে ফিরে প্রথমেই তার রেড়ির বীজে ভরা বস্তাটা ওজন কোরে ফেললো। ঠিক পঞ্চান্ন ক্যাটি। অর্থাৎ নির্ধারিত কোটার থেকে পাঁচ ক্যাটি বেশি। খুবই উল্লসিত হোয়ে উঠলো সে। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো, "অ্যাসিস্ট্যান্ট প্লেটুন-লিডার এখনো ফিরছে না কেন? বুঝেছি! নির্ঘাত নিজের কোটা পূর্ণ করতে পারে নি বলে লজ্জায় ফিরতে পারছে না।"

"কে বলে এ কথা?" হাই একবস্তা বীজ কাঁধে কোরে ঢুকলো। তার পিছু পিছু ঢুকলো কাও। ওয়েই হাই'র বস্তাটা নামালো। তার মনে হোলো,

হাই'র বস্তাটায় ওজন চাল্লশ ক্যাটির খুব বেশি হবে না। অর্থাৎ হাই'র জিতবার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর সবার বস্তা ওজন করা শুরু হোলো। হাইদের বস্তাদুটো বাদে অন্য সবার বস্তার মধ্যে ওয়েই'র বস্তার ওজনই বেশি—পঞ্চান্ন ক্যাটি। ওয়েই বুক ফুলিয়ে বললো, "এ থেকে প্রমাণ হোচ্ছে, নিঃসন্দেহে প্রমাণ হোচ্ছে, যে আমরা আমাদের গ্যারান্টি রাখতে পেরেছি।"

"তাহোলে এখন তোমার মুখে কথা ফুটেছে।" হাই হেসে বললো।

"কখন আমার মুখে কথা ফোটে না, শুনি?" ওয়েই'র কথায় খুশি ঝরে পড়ছে। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সে গাইতে শুরু করলো:

"আমরা মুখে যা বলি—
কাজেও সেটা করি, সবসময়।
সত্যিসত্যি মনপ্রাণ দিয়ে
আমরা কাজ করি—জনগণের জন্য।"

"তা ঠিকই, তবে আগে থেকে অতো লাফানো ঠিক না। এখনো আমাদের বস্তা ওজনই হয় নি।" এ'কথা বোলে হাই বাইরে গিয়ে আরেকটা বস্তা নিয়ে এলো। "এটা শুধু আমারটা ওজন করো। কাও আর আমি, দু'জনে মিলে এ দু'টো ভরেছি।"

"দু'জনে মিলে?" ওয়েই অবাক হোয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমাদের 'পরস্পরকে সাহায্য করার টিম' এটা করেছে।" তাদের দু'টো বস্তার মিলিত ওজন হোলো একশো বারো ক্যাটি। অর্থাৎ গড়ে ছাপান্ন ক্যাটি কোরে।

"তাহোলে ওয়েই, আমরা দু'জনেই কিন্তু তোমার চেয়ে এক ক্যাটি কোরে বেশি বীজ তুলেছি!"

"সবাই যদি ঠিকভাবে কাজ করে, তবে তাদের মধ্যে থাকবার যোগ্য হোতে পারলেই হলো। আমিই জিতলাম কিনা, তাতে কিছু আসে যায় না," খুব আন্তরিকতার সঙ্গে ওয়েই জবাব দিলো। তার পর কাও'র দিকে তাকিয়ে বললো, "কমরেড কাও, আশা করি তোমাদের পরস্পরকে সাহায্য করার টিম প্রতিদিনই এরকম ফল দেখাতে পারবে।"

কাও কী বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু হাই কায়দা কোরে কথা ঘুরিয়ে দিলো।

তখন প্রায় মাঝরাত। কাও বিছানায় শুয়ে শুয়ে, হাই তাকে যে তিনটি লেখা পড়ানোর কথা বলেছিলো, সেগুলো সম্পর্কেই ভাবছিলো। কোথা থেকে

শুরু করবে, তা-ই সে ঠিক করতে পারছিলো না। সে উঠে বসলো। তাকিয়ে দেখলো, হাই টেবিলের সামনে বসে কী লিখছে। "অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট প্লেটুন-লিডার, এখনো ঘুমোন নি আপনি ?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"ওহো! আলোর জন্য ঘুমোতে অসুবিধা হোচ্ছে, তাই না ?"

"না, না।" কাও উঠে গিয়ে হাই'র পেছনে দাঁড়ালো। টেবিলের ওপর প্রাথমিক স্কুলের একগাদা পাটিগণিত খাতা। "আপনি পাটিগণিত খাতা দেখছেন ?" কাও জানতে চাইলো।

"প্রাথমিক স্কুলের মাষ্টারের কাছে গেছিলাম আজকের খবরের কাগজটা চাইতে। এক গাদা খাতা এখনো তার দেখা বাকী, অথচ কাল সকালেই এগুলো ফেরৎ দিতে হবে। আমাদের গ্রামের স্কুলে কিছুটা পাটিগণিত শিখেছিলাম। ভাবলাম, কিছু খাতা নিয়ে যাই, কীভাবে খাতা দেখতে হয় শেখা যাবে।"

"অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট প্লেটুন লিডার!"

"তুমি ভাবতেই পারবে না, ছোটোবেলায় আমরা কী গরীব ছিলাম। তখন স্কুলে পড়বার খুব ইচ্ছে হোতো আমার, কিন্তু পয়সার জন্য পড়া হোতো না। এমন কি এখনো কোনো স্কুলের পাশ দিয়ে গেলেই ভেতরে ঢুকে বসে পড়তে ইচ্ছে হয়। এই খাতাগুলো দেখতে দেখতে মনে হোচ্ছে, আমি যেন স্কুলে বসে নিজেই পাটিগণিত শিখছি।"

"কিন্তু—কিন্তু আপনি ক্লান্ত হন না ?"

"তা একটু ক্লান্ত তো হোয়েইছি। কিন্তু আমার মতো লোকের তো আর বেশি কিছু করার ক্ষমতা নেই, তাই ছোটোখাটো কাজকর্ম'ই বেশি কোরে করতে হয় আমাকে। ছোটো বড়ো সব কাজই তো বিপ্লবকে সাহায্য করে। বীজ তুললে জনগণের উপকার হয়, খাতা দেখলে বাচ্চাদের। পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার শেং বলতেন—যতোদিন বেঁচে থাকি, ততোদিন বিপ্লবের জন্য কাজ কোরে যেতে হবে। কাজের কথা বেশি ভেবে, নিজের কথা কম ভাবলে, একটু-আধটু ক্লান্তিতেও কিছু আসে যায় না।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক," কাও ভাবলো। "চেয়ারম্যান মাও বলেছেন, 'কোনো লোকের কাজ করার ক্ষমতা অন্যদের থেকে কম হোতে পারে, কিন্তু নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথাকে বড়ো কোরে না দেখলে, সেই লোকটিই জনগণের কাজে লাগতে পারে।' আমাদের স্কোয়াডলিডার আর অন্যান্য কমরেডরা কি সেই ভাবেই কাজ কোরে যাচ্ছেন না ?" মুখে সে বললো, "আপনি যে তিনটি লেখা পড়াতে বলেছেন, তার কিছু শব্দ হয়তো আপনার অজানা। আমি কিন্তু প্রায় কোনো কথাই

বুঝতে পারি নি। কাজেই, আপনাকে চেয়ারম্যান মাও-এর লেখা পড়ানোর যোগ্যতাই নেই আমার। আমি বরং কিছু খাতা দেখে দিচ্ছি।"

"না, তুমি গিয়ে ঘুমোও। কাল আমাদের টিমের মর্যাদা রাখতে হবে, সবচেয়ে বেশি বীজ তুলতে হবে।"

"আমার ঘুম আসছে না।" কাও হাই'র উল্টোদিকে বসে খাতা দেখতে লেগে গেলো। খুবই সহজ অঙ্ক। যোগ, বিয়োগ, গুণ আর ভাগ। কাও খুব তাড়াতাড়ি খাতা দেখতে লাগলো। সে হঠাৎ খেয়াল করলো, প্রতিটি খাতা দেখে হাই যত্ন কোরে সবশেষে লিখে দিচ্ছে:

"চেয়ারম্যান মাও-এর ভালো ছাত্র হও। প্রতিদিন এগিয়ে যাও।"

লজ্জায় চোখমুখ লাল হোয়ে উঠলো কাও'র। প্রায় দশ বছর স্কুলে পড়েছে সে। নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য তার বেশ গর্বই ছিলো। সব সময়েই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কথা বলে আর অন্যদের অহেতুক সমালোচনা কোরে নিজেকে জাহির কোরে বেড়াতো সে। কিন্তু এতো বই পড়ে তার লাভটা কী হোলো? হাই যেটুকু পাটিগণিত শিখেছে, তারই সাহায্যে সে বাচ্চাদের খাতা দেখছে। শুধু তাই নয়, পার্টি সম্পর্কে শিশুদের সচেতন কোরে তোলার ব্যাপারে, বা আগামী দিনের কমিউনিস্টদের প্রথম থেকেই সর্বহারা বিপ্লবী লাইন সম্পর্কে শিক্ষিত কোরে তোলার ব্যাপারেও সে অত্যন্ত সচেতন।

"কতোদূর পর্যন্ত দেখতে পায় কমরেড হাই," কাও ভেবে চললো। "আর আমি কিনা ভেবেছিলাম, সে বেশি পড়াশুনা করে নি বলে বেশি ভাবতে পারে না। বেশি ভাবতে পারে না বলে বিশেষ কোনো সমস্যাও তার নেই। এদিকে সে বিপ্লবের স্বার্থেই সমস্ত কাজ কোরে চলেছে। সেজন্যই সে কম ঘুমোয়, বেশি কাজ করে, এতো কষ্ট কোরে জোগাড় করা বীজের অর্ধেকেরও বেশি আমার বস্তায় ঢেলে দেয়। আর আমি? আমি বিপ্লবের স্বার্থকে এক কোণায় সরিয়ে রেখেছি। দিনের পর দিন আমার আত্মগর্বি স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ কোরে চলেছি, যতো সব বাজে পচা ধারণা মনের মধ্যে পুষে রেখেছি, নিজেকে বুদ্ধিমান ও অন্যদের থেকে আলাদা ভেবে মিথ্যে গর্বে বুক ফুলিয়েছি। 'অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ' করার সভায় আমি নিজেকে পাল্টাবার জন্য সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু ঝামেলা দেখা দিতেই সেই সংকল্পের কথা আমি ভুলে মেরে দিয়েছি। এই কি অত্যাচারিত ও শোষিত এক পরিবার থেকে উঠে আসা কোনো কর্মীর যোগ্য ব্যবহার? কী কোরে নিজেকে বিপ্লবের এক যোগ্য যোদ্ধা বলে দাবী করবো আমি?"

"অ্যাসিস্ট্যান্ট প্লেটুন-লিডার!" গভীর উত্তেজনায় কাও উঠে দাঁড়ালো। "আপনি

কষ্ট কোরে বীজ তুলেছেন। আমার কোনো অধিকার নেই প্রথম হবার গৌরবে।"

"সে কী? আমরা তো একসঙ্গেই তুলেছি!"

"না, আমার যোগ্যতা নেই—।"

"কে তুললো, তাতে কী আসে যায়?" হাই তাকে থামিয়ে দিলো, "ঠিক আছে, কাল তুমি অনেক বেশি তুলে আজকের শোধ তুলে নিও। তাছাড়া, আমরা তো পরস্পরকে সাহায্য করার জন্যই টিম করেছি, তাই না? যাই হোক, ওকথা থাক, তুমি যে বলেছিলে, আমাকে চেয়ারম্যান মাও-এর রচনা পড়াবে?"

কাও'র দু'চোখ ভরে জল এলো। সে ভাবলো, "আপনাকে কী কোরে চেয়ারম্যান মাও-এর রচনা পড়াবো আমি? 'যে বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলো' রচনাটি আপনাকে কী বোঝাবো? আপনিই আমার পথের বিরাট বিরাট পাহাড় সরিয়েছেন। 'জনগণের সেবা করো' লেখাটা আপনাকে কী কোরে বোঝাই আমি? আপনিই নিজের উদাহরণ দিয়ে আমাকে জনগণের সেবা করতে শিখিয়েছেন। 'নর্মান বেথুনের স্মরণে'* লেখাটি সম্পর্কে আপনাকে কী বলবো? অন্যের সম্পর্কে আপনার নিঃস্বার্থ চিন্তাধারার ঔজ্জ্বল্য আমার এগিয়ে চলবার পথকেই আলোকিত কোরে তুলেছে। আপনাকে কী কোরে শেখাবো আমি? আপনিই আমাকে শিখিয়েছেন, কীভাবে চেয়ারম্যান মাও-এর রচনা পড়তে হয়। এই তিনটি লেখা পড়বার জন্য আপনিই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, আপনিই আমাকে বুঝিয়েছেন চেয়ারম্যান মাও-এর লেখা পড়ার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা, আপনি শিখিয়েছেন—এগিয়ে যাবার জন্য……" চোখের জল মুছে সোজা হোয়ে দাঁড়ালো কাও। বললো, "কাল ভোরেই আমাকে ডেকে দেবেন।"

"কী জন্যে বলো তো?"

"আমি আপনার কাছে শিখতে চাই। ভোরে রান্না করতে শিখবো। তারপর শিখবো, কীভাবে বীজ তুলতে হয়। রাতে শিখবো চেয়ারম্যান মাও-এর রচনা পড়তে। সব কিছুই আমি প্রথম থেকে শিখতে চাই।"

আবেগে উত্তেজনায় আপ্লুত হোয়ে তার দিকে তাকালো হাই। "চমৎকার!" সে ভাবলো। "নোতুন দিকটি অপ্রধান থেকে প্রধান দিকে পরিবর্তিত হোচ্ছে, প্রাধান্য বিস্তার করছে। প্রধান ধারাটি কার্যকরী হোচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে, শুধু

* নর্মান বেথুন ছিলেন কানাডার একজন ডাক্তার। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের মুক্তি-সংগ্রামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সেতুঙের নেতৃত্বে পরিচালিত লালফৌজের প্রচণ্ড বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে যুক্ত হোয়ে, তিনি লালফৌজের ডাক্তার হিসেবে যোগ দেন এবং প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি ও বিপদ মাথায় নিয়েও নিজের কর্তব্য চালিয়ে যান। যুদ্ধের মধ্যেই আহত হোয়ে তিনি মারা যান। চেয়ারম্যান মাও-এর এই রচনাটি তাঁর নিঃস্বার্থ ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্মরণে লেখা হোয়েছিলো।

রান্না করতে বা বীজ তুলতেই শিখবে না সে, কাঁধে বয়ে বিরাট বিরাট পাহাড়ও সে সরাতে পারবে।"

দশ দিন পর হাইরা গ্রামের কমিউনকে বস্তা বস্তা রেড়ির বীজ উপহার দিলো। তাদের ছোট্টো দলটি তাদের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়েও প্রায় এক হাজার ক্যাটি বেশি বীজ জোগাড় করেছে। তারপর তারা যখন বলিষ্ঠকণ্ঠে গাইতে গাইতে নিজেদের কোম্পানিতে ফিরে গেলো, তখন তাদের চোখ-মুখ রোদে পোড়া, কালো, ধুলোয় ভরা। হাই তক্ষুনি ছুটলো পার্টি-কমিটির সেক্রেটারী কুয়ানকে কাজের রিপোর্ট পেশ করার জন্য। বিশেষভাবে সে উল্লেখ করলো কাও'র দ্রুত অগ্রগতির কথা।
কুয়ান খুব খুশি। 'আমাদের তরুণ 'রেলের ইঞ্জিনটি' সমস্ত কামরা সঙ্গে নিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছেছে," সে ভাবলো, "কিন্তু সে তো তার নিজের কথা কিছুতেই বলবে না!" অন্য কমরেডদের কাছে তার সম্পর্কে জেনে নেবার কথা ভাবলো কুয়ান। কিন্তু হাই'র গর্তে ঢোকা চোখ, চোখের কোণের কালি, আর রুক্ষ ও ফাটা হাত দু'টের দিকে তাকিয়ে সে বুঝলো, তার আর দরকার নেই। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কী প্রচন্ড পরিশ্রম সে করেছে এ ক'দিন ধরে, কতো কম সে ঘুমিয়েছে। শুধু তার হাত দু'টোর দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে, কীভাবে একের পর এক বস্তা ভরে উঠেছে রেড়ির বীজে।

সপ্তম অধ্যায়

ঘরে ফেরা

দূরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সারি সারি পাহাড়। চুংলিং নদীর দু'পাশের ধানক্ষেতগুলো আশ্চর্য রকমের সবুজ রঙে সদ্য স্নান কোরে উঠেছে। এখন ঘাসের চারা পুঁতবার সময়। পরপর তিন বছর কুয়েইয়াং পাহাড় অঞ্চলের লোকেরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু তবুও দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তারা লড়াই চালিয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে, মাটি থেকে ফসল তুলবার উদ্দেশ্যে। কাউন্টি পার্টি-কমিটির সেক্রেটারী, সরকারী অফিসের কর্মীরা, কমিউনের নেতারা—সবাই কমিউনের কর্মীদের সঙ্গে একসাথে হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে উপুড় হোয়ে জলে-ভর্তি মাঠে মাঠে ধানের চারা পুঁততে ব্যস্ত। কোকিল ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে, ডিজেল পাম্প অনবরত আওয়াজ তুলে চলেছে, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের উদাত্ত কণ্ঠের গানের সুর :

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছি আমরা,
অর্জন করেছি অপ্রতিরোধ্য শক্তি—
বর্ষার প্লাবনকে ভয় পাই না আমরা,
ভয় পাই না বসন্তের অনাবৃষ্টিকে—
এমন কি হাজার বছরও যদি বৃষ্টি না হয়,

পাম্প দিয়েই মাটির তলা থেকে আমরা জল তুলবো ধান চাষের জন্য। ধানগাছের মাথা ছাড়িয়ে ফিনক্স গ্রামের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে এক বলিষ্ঠ যুবক। 'পাঁচটি ভালোগুণসম্পন্ন'-যোদ্ধা* ওয়াং হাই। সৈন্যবাহিনী

* ১৯৬০ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক কমিশন থেকে আহ্বান জানানো হয় 'পাঁচটি ভালো গুণসম্পন্ন' যোদ্ধা গড়ে তোলার আন্দোলন শুরু করার জন্য। এজন্য যোদ্ধাদের হোতে হবে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সামরিক কাজের ক্ষেত্রে উন্নত, এবং 'তিন-আট' কাজের পদ্ধতিতে দক্ষ। 'তিন' মানে তিনটি উদ্দেশ্য : "সঠিক রাজনৈতিক দিক্-নির্দেশের প্রতি অবিচল থাকো," "কাজের পরিশ্রমী ও সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করো" এবং "রণনীতি ও রণকৌশল ব্যাপারে পরিস্থিতি অনুযায়ী নমনীয়তা অর্জন করো"। 'আট'ং মানে চীনা ভাষা অনুযায়ী আটটি অক্ষর, যার মানে ঐক্যবোধ, সদা-সতর্কতা, ঐকান্তিকতা এবং সক্রিয়তা, দায়িত্ব পালনে দক্ষ এবং শরীর সুস্থ রাখার সামর্থ্য।

থেকে কিছুদিনের ছুটি পেয়ে বাড়ী ফিরছে। পাহাড়, নদী, ঝর্ণা, ঘাস, গাছ— যা কিছু দেখছে, সবই তার খুব চেনা মনে হোচ্ছে। এই সামনের উপত্যকাটা পেরিয়েই লিয়েঙ্গি শহর। তারপর পাহাড়ী রাস্তা ধরে আর পোনেরো লি পথ এগোলেই সে বাড়ী পৌঁছে যাবে। চলার গতি বাড়িয়ে দিলো হাই।
আগে যেটা লিউ জমিদারের প্রাসাদ ছিলো, তার দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো হাই। কতোদিন সে এই প্রাচীরের পাশ দিয়ে গেছে, কিন্তু আজ যেন প্রাচীরটাকে কেমন নীচু বলে মনে হোচ্ছে। পাথরের সিংহদু'টো এখনো হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে আছে সিংহ-দরজার দু'দিকে, এখনো তাদের মুখে সেই পাথরের বল, এখনো তাদের চোখে সেই প্রাণহীন দৃষ্টি। কিন্তু আজ সামান্যতম ভীতিকর বলেও মনে হোচ্ছে না সেগুলোকে। হাসি সামলাতে পারলো না হাই। চোখের পলকে যেন পার হোয়ে গেছে চার চারটি বছর। প্রাচীরের ভিতর দিক থেকে সে একসঙ্গে অনেক বাচ্চা ছেলের গলার আওয়াজ পেলো, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে। দরজার সামনেই "লিয়েঙ্গি মাধ্যমিক স্কুল"-এর নাম লেখা সাইন বার্ডটা তার নজর এড়ালো না।
তাই তো! তার ভাইয়ের ছেলেরা নিশ্চয়ই এতোদিনে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হোয়েছে। একটা দোকানে ঢুকে তাদের প্রত্যেকের জন্য একটা কোরে বইয়ের ব্যাগ কিনলো হাই, ব্যাগের ওপর সেলাই কোরে লেখা—"প্রতিদিন এগিয়ে চলো।" দোকান থেকে বেরিয়েই সে আকাশের দিকে তাকালো। "আর দেরী করা ঠিক নয়," সে ভাবলো। "প্রথমেই গিয়ে দেখা করতে হবে প্লেটুন-লিডার চৌ'র সঙ্গে।" দ্রুতপায়ে সে কমিউন অফিসের দিকে এগোলো। চৌকে দেখার জন্য অধীর হোয়ে উঠেছে সে। "সেক্রেটারী চৌ'র চোখের সামনে আমি বড়ো হোয়ে উঠেছি। চার বছর আগে সে-ই আমাকে সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দেবার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলেছে ঠিকই কিন্তু চিঠিতে কী আর সব পরিষ্কার কোরে লেখা যায়। অনেক কিছু বলার আছে তাকে। সে আমার ছোটোবেলার নেতা। অনেক ব্যাপারে তার পরামর্শ নিতে হবে।"
কমিউনের পার্টি-কমিটির অফিসে গিয়ে সে জানতে পারলো, ওয়ার্কব্রিগেডের কাজের জন্য চৌ বেরিয়ে গেছে। অনাবৃষ্টির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য চৌ এখন সবাইকে সংগঠিত করছে। হাই একটা ছোট্টো চিঠি লিখে রেখে পাহাড়ের দিকে হাঁটতে লাগলো।
পাহাড়ের চূড়োয় পৌঁছুতে পৌঁছুতে সূর্য ডুবে গেলো। উত্তেজনায় চলার গতি বাড়িয়ে দিলো সে। গ্রামের পূর্বদিকে পৌঁছে অবাক হোয়ে থমকে দাঁড়ালো হাই। একটা নোতুন খেলার মাঠ। সেখানে নার্সারির বাচ্চা ছেলেমেয়েরা

ফেলেছে। পুরোনো মন্দিরটা নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে "ফিনিক্স গ্রামের পাঠাগার।" টালির ছাত দেওয়া সারি সারি অনেকগুলো নোতুন একতলা বাড়ী। অস্তগামী সূর্যের লাল আভা এসে পড়েছে সেগুলোর ওপর। একটা বাড়ীর দেওয়ালে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা একটি শ্লোগান—"গণ-কমিউন দীর্ঘজীবি হোক।" সূর্যের লাল আলোয় সেটা উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছে।

"কিন্তু এটা কী রকম হোলো!" হাই অবাক হোয়ে ভাবতে শুরু করলো। "দাদার চিঠিতে জেনেছিলাম, দারুণ অনাবৃষ্টির জন্য খুব কষ্টে সবার দিন কাটছে। কিন্তু দেখে তো তেমন কিছু মনে হোচ্ছে না।" অনেক খুঁজেও এই বাড়ীগুলোর মাঝ থেকে নিজেদের কুঁড়েঘরটা খুঁজে পাচ্ছিলো না হাই। শেষে অতি কষ্টে পরিচিত পাইন গাছটা দেখে সে নিজেদের বাড়ীটা চিনতে পারলো। তাদের কুঁড়েঘরটা এখন একটা পাকাবাড়ীতে পরিবর্তিত হোয়েছে।

"ফিনিক্স গ্রাম! অনেক পাল্টে গেছো তুমি," হাই নরম স্বরে বললো। "পাইন গাছ, তুমিও অনেক লম্বা হোয়ে গেছো।" চারিদিকে তাকিয়ে তার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হোলো, "আমি আবার ফিরে এসেছি!"

বাড়ী ঢুকেই মা'র সামনে দাঁড়ালো হাই, চেঁচিয়ে উঠলো, "মা!" তারপর সশব্দ এক সামরিক অভিবাদন ঠুকলো। মা তখন বিকেলের খাবার খাচ্ছিলো। ডাক শুনে কাঠি দুটো নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো সে, কেমন অবাক হোয়ে তাকাতে লাগলো। যেন ভাবছে, কে এই গণমুক্তি ফৌজের বোম্বাটি, হঠাৎ বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে!

"আমায় চিনতে পারছো না মা, আমি হাই," চোখ পিট্‌পিট্ কোরে হাসতে লাগলো হাই।

তবু যেন বিশ্বাস কোরে উঠতে পারছে না তার মা। অনেকক্ষণ হাই'র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "হাই, তুই!" তার দু'চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো।

"আমি এলাম, আর তুমি কাঁদছো!"

"না, মানে..........." জামার কোণা দিয়ে চোখের জল মুছলো মা। হাই তার হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বসে পড়লো একটা চেয়ারে।

"তুই আসবি, সেটা একটা চিঠি লিখে জানাতেও তো পারতি!" অভিযোগের সুরে মা বললো। বলতে বলতেই ব্যস্ত হোয়ে উঠলো সে। এক থালা ভাত বাড়তে শুরু করলো। গ্লাসে জল ভরলো। খুশিতে উত্তেজনায় খাবার কাঠি দু'টোই উল্টে ফেললো মা। বললো, "হাত-পা ধুয়ে খেতে বসে পড়। নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে? আগে জানলে হাট থেকে মাংস আনা যেতো। তুই খেতে শুরু কর, আমি একটা ডিম ভেজে আনছি।"

খেতে বসতে বসতে হাই বললো, "আমি কি অতিথি নাকি যে খাওয়া নিয়ে এতো হৈচৈ শুরু করলে ?" তারপর টেবিলের ওপরের খাবারগুলো দেখিয়ে বললো, "যথেষ্ট খাবারই তো আছে এখানে। তুমি এখানে চুপটি কোরে বসো তো।"
হাই'র কথা ওর মা শুনতে পায় নি। তাই জিজ্ঞেস করলো, "কী বললি ?"
"বলছি, এখানে তো যথেষ্ট ভালো খাওয়া-দাওয়া হয়। আর কী চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছে রান্নার !"
"বেশ, বকবক না কোরে খেতে শুরু কর।"
খুব মজা লাগলো হাই'র। বাড়ীতে ঢুকে ঢুকেই খাওয়া শুরু। তাছাড়া, ট্রেন থেকে নেমেই কিছু খেয়ে নিয়েছিলো সে, ফলে খিদেও নেই তেমনি। কিন্তু মা'র দিকে তাকিয়ে সে বুঝলো, সব খাবারই খেতে হবে তাকে, পেট ফেটে গেলেও। এখন তার একমাত্র কাজ, সবটা খেয়ে নিয়ে মাকে খুশি করা।
নীরবে বসে ছেলের খাওয়া দেখতে লাগলো মা, খুশিভরা চোখে। খাওয়া শেষ হোলে, হাই জিজ্ঞেস করলো, "দেখো তো মা, আমি আগের থেকে মোটা হোয়েছি না ?"
ওর মা মাথা নাড়িয়ে বললো, "ঘরের মধ্যে কেমন অন্ধকার, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না।"
হাই মাকে টেনে নিয়ে গেলো বাইরে, পাইন গাছের নীচে। বললো, "এবার ভালো কোরে চেয়ে দ্যাখো তো, চিঠিতে যা লিখেছি সেটা ঠিক কিনা।"
মা হাসলো, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।
"কী, বলো, মোটা হোয়েছি কিনা ?"
"লম্বায় বেড়েছিস, তবে মোটা বিশেষ হোস্ নি।"
কৃত্রিম হতাশায় হাত ছুঁড়লো হাই, "বুঝেছি, ষাঁড়ের মতো মোটা না হোলে, তুমি আমাকে মোটা বলে স্বীকারই করবে না।"
ছেলের বলিষ্ঠ চেহারার দিকে তাকিয়ে হাসলো মা। ভাবলো গণমুক্তিবাহিনীতে গেলে সবাই কেমন বড়ো হোয়ে যায়। এই ক'বছরে হাইটা কতো পাল্টে গেছে।' নিজের মনেই হাসলো মা।
সন্ধ্যে হোতে না হোতেই বাকী সবাই বাড়ী ফিরলো। সবাই ভীড় করলো ঘরের মধ্যে। বাবা এককোণে বসে পাইপ টানছে। বাচ্চা বাচ্চা ভাইপোরা সব কাকার সামরিক টুপি আর বেল্ট পরে কুচকাওয়াজ করার চেষ্টা করছে। মা প্রদীপের সামনে বসে কী একটা সেলাই করছে। হাই সৈন্যবাহিনীতে তাদের জীবন কেমন, সে সম্পর্কে গল্প করছে। সবাই আগ্রহ নিয়ে শুনছে। এর মধ্যেই তার মা বেশ কয়েকবার কী একটা বলতে বলতে চেপে গেলো। সেটা খেয়াল কোরে হাই

জিজ্ঞেস করলো, "কী ব্যাপার মা ?"

"ভাবছি, তোকে একটা কথা বলবো," ওর মা জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকালো।

বাবা বললো, "বলো না ! কী ভাবছো, বলে ফেলো।"

"না, মানে বলছিলাম যে, হাই, তুই তো এবার ফিরে এসেছিস…… তুই আবার চলে যাবি না তো ?"

"তুমি কী বলছো, মা ? মাত্র দশদিন আমার ছুটি।"

"কিন্তু তুই তো মোটে তিন বছরের জন্য ঢুকেছিলি—"

"সে সব কথা তো আমি চিঠিতেই লিখেছিলাম, মা। আমিই সময়টা আরও বাড়িয়ে নিয়েছি। আর এখন যে এসেছি, এটা বাড়ী আসার ছুটি।"

ওর মা মাথা নাড়লো। "আর ক'বছর তুই সৈন্যবাহিনীতে থাকার ব্যাপারে তো আপত্তি নেই আমার, আমি ভাবছিলাম—এতোদিন পর এলি, আর ক'দিন থাকতে পারবি না ?"

"তোমাকে তো দুপুরেই বললাম, মা ! এখন সৈন্যবাহিনীর ওপর বিরাট দায়িত্ব, অনেক কাজ ফেলে এসেছি। কাজেই—।"

"না, তোদের কাজে ক্ষতি হওয়াটাও চাই না আমি। কিন্তু মাত্র দশদিনের ছুটি, তারপর যাতায়াতেই ক'দিন নষ্ট হোলো—তোদের কম্যান্ডারকে লিখে আর ক'দিন ছুটি বাড়িয়ে নেওয়া যায় না ?"

"কী কোরে লিখি, বলো ? আমারই তো বরং এখন আসবার ইচ্ছে ছিলো না। কম্যান্ডারই জোর কোরে পাঠালেন, বললেন, সামনে বিরাট কাজ, কবে আবার বাড়ী যেতে পারবে ঠিক নেই, ঘুরে এসো। তিনি অনেক কমরেডকে নিয়ে স্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন। বললেন, তাদের সবার হোয়ে তোমাদের অভিনন্দন জানাতে। তারপরও কী কোরে—"

ওর বাবা বাধা দিয়ে বললো, "শুনলে তো ? আমাদের সৈন্যবাহিনীর লোকেরা কতো ভালো, কতো দিকে তাদের চিন্তা। আমাদের বাড়ীর সবার হোয়ে তুই তোদের কম্যান্ডারকে আর অন্য সবাইকে অভিনন্দন জানাবি। আমাদের এখানকার কমিউনেও এখন অনেক কাজ, না হোলে আমিও তাদের সঙ্গে আলাপ করতে যেতাম তোর সঙ্গে।" তারপর নিজের স্ত্রীর দিকে ফিরে বললো, "তোমরা মেয়েরা কিছুতেই কাজের কথা শুনতে চাও না। আগে তোমার চিন্তা ছিলো, হাই কবে আসবে। আর এখন ও যখন এসেছে, তখন চিন্তা হোলো, কী কোরে ওর যাওয়া বন্ধ করা যায় !"

হাই'র মা শুধু হাসলো, কিছু বললো না।

হাই বললো, "দাঁড়াও-না, পৃথিবী থেকে পুঁজিবাদী আর সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ করি, সমস্ত নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত কোরে নিই, তারপর চিরদিনের জন্য বাড়ী চলে আসবো, লাঠি দিয়ে তাড়ালেও তখন যাবো না।"

"সবাই বলে, সেদিনের নাকি আর খুব বেশি দেরী নেই?" হাই'র বোন জিজ্ঞেস করলো।

"ঠিকই বলে সবাই। সাম্রাজ্যবাদ আর খুব বেশিদিন টিকতে পারবে না। আমরা যতো বেশি জীবন পণ কোরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো, যতো বেশি লড়াই চালাবো, ততোই তাদের দিন ঘনিয়ে আসবে।"

সম্মতি জানিয়ে তার মা-ও মাথা নাড়লো, বললো, "সেদিন গ্রামের সভাতেও কয়েকজন কমরেড এসব কথা বলেছিলো। তারা আরও বললো যে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই নাকি এখনো পর্যন্ত পুরোণো সমাজ টিকে আছে। সে সব দেশের গরীব লোকেরা না জানি কতো কষ্ট পাচ্ছে এখনো।"

"সেজন্যই তো মা আমি দশদিনের বেশি থাকতে পারছি না। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্ব আমাদের গণমুক্তিবাহিনীর ওপরেও এসে পড়েছে। আমরা যতো তাড়াতাড়ি এগোতে পারবো, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তি-সংগ্রামকে যতো বেশি সাহায্য করতে পারবো, সে সব দেশের লোকেরা আমাদের দেখে ততো বেশি আশা করবে, ততো বেশি উদ্দীপনা পাবে। আর তার ফলে তাদের দেশেও মেহনতী মানুষের ক্ষমতা দখলের দিন এগিয়ে আসবে, সে সব দেশেও নোতুন সমাজ গড়ে উঠবে।"

হাই'র কথা শুনে সবাই খুব উদ্দীপিত হোয়ে উঠলো। তার মা-ও আর কোনো কথা খুঁজে পেলো না। বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় মেতে উঠলো তারা। সুযোগ বুঝে হাই তার ব্যাগ থেকে উপহারগুলো বের করলো। মা'র জন্য কাপড়, বাবার জন্য একজোড়া জুতো, আর ভাইপোদের জন্য বইয়ের ব্যাগ। সবশেষে সে বের করলো 'মাওসেতুঙের নির্বাচিত রচনাবলী'র একটা খণ্ড, আর দু'টো নোটবুক। সেগুলো বের কোরে দাদা সুঙের খোঁজ করলো সে। এতোক্ষণে তার খেয়াল হোলো, দাদা এখনো বাড়ীই ফেরে নি। "দাদা কোথায়?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"তোর দাদা? ব্যস্ত!" তার বাবার কণ্ঠে বিরক্তি।

'কী, সভা আছে কোনো?"

"হুঁ, শয়তানদের সভা!" এবার স্পষ্টই রাগ ঝরে পড়লো বাবার কথায়, "সভায় গেলে তো ভাবনাই ছিলো না!"

হাই বুঝলো, দাদা এমন কিছু বাজে কাজ করেছে, যার ফলে বাবা চটে গেছে।

"কী হোতে পারে ?" ভেবেই পেলো না সে, তবু মুখে কিছু বললো না।
পরের দিন খুব সকালেই হাতে একটা কাস্তে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো হাই।
"কোথায় যাচ্ছিস রে ?" তার মা জিজ্ঞেস করলো।
"কাজ করতে।"
"দু'দিন তো একটু বিশ্রাম নিতেও পারতি !"
"বা রে ! বিশ্রাম নেবার কী হোয়েছে আমার ? এখানে শুয়ে বসে কাটাতে এসেছি নাকি ?"
রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললো হাই। কোম্পানি থেকে আসার সময় পার্টি-কমিটিতে তিনটি প্রতিশ্রুতি সে দিয়ে এসেছে—কমিউনের চাষের কাজে অংশ নেবে, তার সামনে বাড়ীর কোনো সমস্যা হাজির হোলে নীতিসম্মতভাবে তার সমাধান করবে, আর ঠিক সময়ে কোম্পানিতে ফিরবে। তাছাড়াও তাকে কোনো রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব দেবার জন্য স্থানীয় ব্রিগেডের পার্টি-কমিটির সম্পাদককে সে অনুরোধ করেছিলো। কমিউনিস্টরা যেখানেই থাক, বিপ্লবের স্বার্থেই কাজ কোরে যায়। এখন চাষের সময়। সে কী কোরে শুধু শুয়ে বসে বা আড্ডা মেরে দিন কাটায় !
এখনো মাঠে কেউ আসে নি ! খুব সকালেই বেড়িয়ে পড়েছে সে। আবার হাঁটতে হাঁটতে পাইন গাছটার তলায় ফিরে এলো সে। কত লম্বা হোয়ে গেছে গাছটা ! গাছের গুঁড়িটাকে পুরোপুরি ঢাকতে না পেরে গাছের বাকলটা কেমন ফেটে ফেটে গেছে। তাতে আবার চাকার মতো অসংখ্য গোল গোল দাগ। "ইচ্ছে করলেই এই গোল গোল দাগগুলো গুণে গাছটার বয়স হিসেব করা যায়," সে ভাবলো। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে অবাক হোয়ে সে ভাবতে লাগলো, "কতো তাড়াতাড়ি গাছটা বড়ো হোয়ে গেছে। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। মানুষ কেন গাছের মতো রোজ রোজ আরো বেশি এগিয়ে যেতে পারে না !"
হঠাৎ কোথায় যেন ঘন্টা বেজে উঠলো। হাই বুঝলো, সবাই এখন মাঠে যাবে। এগোতেই একজন বুড়ো লোকের সঙ্গে দেখা। হাই ডাকলো, "তে শিন দাদু ! কেমন আছেন ?"
"কে, হাই নাকি ? কবে এলি ?"
"এই তো কাল।"
বিভিন্ন ব্যাপার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার পর হাই জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা তে শিন দাদু, দাদার কী হোয়েছে বলতে পারেন ?"
"ভালো কথা মনে করেছিস। তুই একটু দ্যাখ না, ওকে সামলাতে পারিস কি না।"

"তাহোলে দাদা সত্যিই কোনো বাজে ব্যাপার করেছে!" একথা ভাবতেই মেজাজ খারাপ হোয়ে গেলো হাই'র। রেগে উঠলো সে। ভাবলো, এখুনি গিয়ে দাদাকে চেপে ধরে। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিলো, চিন্তা কোরে দেখলো, "প্রথমেই তথ্য খুঁজে বের করা উচিত। চেয়ারম্যান মাও শিখিয়েছেন, 'সমস্যার সমাধান করতে হোলে প্রথমেই সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো দরকার।' আমারও তাই করা উচিত।"

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর, পাহাড় থেকে এক বোঝা জ্বালানি কাঠ নিয়ে ঠিক ছোটোবেলার মতো তে শিনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হোলো হাই। হাঁক দিলো, "দাদু, কাঠ এনেছি!"

"দূর বোকা! এখনো অনেক কাঠ আছে ঘরে, এখন দরকারই ছিলো না।"

"তা হোক, পরে কাজে লাগবে," বোঝাটা উনানের পাশে নামিয়ে রাখতে রাখতে হাই জবাব দিলো। "বাড়ী থেকে বেরোতেই আপনার কথা মনে পড়লো। ভাবলাম, ছোটোবেলার মতো কিছু কাঠ নিয়ে যাই।"

"হাই!" হাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলো তে শিন, পাশে বসালো। তারপর বললো, "চার বছরে একটুও পাল্টাস নি তুই!"

"ঠিক বলেছেন। বিশেষ উন্নতি হয় নি আমার।"

"আমি তা বলি নি। তুই এখনো ভুলিস নি যে, তুই একজন গরীব কৃষকের ছেলে।" তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, "তোর দাদা কিন্তু সেকথা ভুলে গেছে।"

"দাদার ব্যাপারটা খুলে বলুন তো দাদু।"

তামাক টানতে টানতে তে শিন বলে চললো, "গত ক'বছর এ অঞ্চলে খুবই অনাবৃষ্টির সময় গেছে। কিন্তু, এখন আমাদের পার্টি আছে, গণ কমিউন আছে, তাই কিছুটা অসুবিধা হোলেও না খেয়ে মরতে হয়নি। প্রথম দু'বছর তোর দাদা সুং ঠিকই ছিলো, কিন্তু...... ফু চেং-সাইকে তোর মনে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"ফু মেশিনে সেলাই করতে জানতো। পুরোণো সমাজে সারাদিন সেলাই কোরেও পেট ভরতো না ঠিকমতো, তাই সে ছোটোখাটো ব্যবসার দিকে ঝুঁকে ছিলো। এখানে অনাবৃষ্টি শুরু হোতেই, ফু আবার হাটে হাটে ব্যবসা চালাতে শুরু করলো। তাকে দেখে তোর দাদারও লোভ হোলো। সে ভাবলো— একসঙ্গে সবাই কমিউনে কাজ করলে পেট ভরে বটে, কিন্তু ইচ্ছামতো খরচ করার টাকা মেলে না। কাজেই সে চাষবাস ছেড়ে হাটে হাটে কাঁচা টাকার খোঁজে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো।"

"কাঁচা টাকা?"

"হ্যাঁ, কাঁচা টাকা", তে শিন উত্তেজিত হোয়ে পড়লো। "অনাবৃষ্টির জন্য তখন সবারই অল্প-বিস্তর অসুবিধে হচ্ছিলো। কিন্তু কমিউনের সবাই-ই যদি চাষবাস ছেড়ে দেয়, তবে এখানে আমরা খাবো কি? সমাজতন্ত্রকে কীভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো? কৃষক যদি চাষ বাস ছেড়ে কাঁচা টাকার লোভে হন্যে হোয়ে ঘুরে বেড়ায়, তবে বুঝতে হবে, তার চিন্তায় কিছু গণ্ডগোল আছে।" উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো তে শিন। "অবশ্য পুরো দোষ তোর দাদার না; ও ফু'র পাল্লায় পড়েছে, ফু ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। সুং আমাদেরই একজন, আর সে জন্যই তোকে এতো কথা বলছি। তুই ওর সঙ্গে একটু কথা বলে দ্যাখ না, ওকে পাল্টানো যায় কি না। ও যদি ফু হোতো, তবে বহু আগেই ওকে কমিউনের সভায় প্রচণ্ড সমালোচনার সামনে পড়তে হোতো।"

এতোক্ষণে ব্যাপারটা হাই'র কাছে পরিষ্কার হোলো। কমিউনের যৌথ চাষ ছেড়ে সুং এখন হাটে হাটে ঘুরতে ব্যস্ত, কাঁচা টাকার লোভই ওর মাথা খেয়েছে। কী রকম পরিবার থেকে আসছে, তাই সে ভুলে গেছে। কাজেই সে যে সব সময়ে খুব কষ্টের কথা বলে হা-হুতাশ করবে, সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। শ্রেণী-অবস্থান ভুলে গেলে, চিনির মণ্ডাকেও কম মিষ্টি মনে হবে। "ঠিক আছে, দেখছি তোমাকে।" হাই মনে মনে ঠিক করলো।

অনেক রাতে কাঁধে দুই বাণ্ডিল তামাকপাতা নিয়ে সুং হাট থেকে বাড়ী ফিরলো। চার বছর পর ভাইকে দেখেই সে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো, "হাই! তুই এসেছিস!"

হাই ঠাণ্ডা চোখে তামাকপাতার বাণ্ডিলগুলোর দিকে তাকালো, বললো, "এতো তামাক খাও নাকি তুমি আজকাল?"

সুং একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললো, "এগুলো আমার না, অন্য একজনের, আমি শুধু একটু সাহায্য করছি—।"

"সাহায্য করছো? কাকে? সমাজতন্ত্রকে? উৎপাদন বিগ্রেডকে? না, পুঁজিবাদকে?"

সুং স্তম্ভিত হোয়ে গেলো। এসেই হাই তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করলো! হাই তো আগে এমন ছিলো না। "তুই অনেক পাল্টে গেছিস," সুং বললো। "উঁহু, আমি না, তুমি," চড়া গলায় হাই উত্তর দিলো, "তুমিই পাল্টে গেছো।" ঘুরে দ্রুতগতিতে উৎপাদন ব্রিগেডের অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করলো হাই। সুং বেশ খানিকক্ষণ অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর হতভম্ব হোয়ে তামাকপাতাগুলির দিকে তাকালো।

ব্রিগেডের অফিসে কমিউন পার্টি-কমিটির সম্পাদক চৌ তখন ব্রিগেডের ক'জন

কর্মীর সঙ্গে কথা বলছিলো। তাদের আলোচনার বিষয় ছিলো, কীভাবে এ বছর রেকর্ড পরিমাণ শস্য ফলানো যায়। সবেগে হঠাৎ ঘরে ঢুকলো হাই, তার কপাল ঘামে ভেজা। চৌকে দেখেই সে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো, "আরে! দারুণ ব্যাপার! আপনি এখানে?"
চৌ চেয়ার ছেড়ে উঠে হাই'র হাত চেপে ধরলো, "এতোদিন পরে তোমাকে দেখে দারুণ ভালো লাগছে। কাল বাড়ী ফিরে শুনলাম, তুমি এসেছিলে। তোমার চিঠিও পড়লাম। আজ এমনিতেই তোমাদের ব্রিগেডে আসার কথা ছিলো। ভেবেছিলাম, রাতে আলোচনা শেষ কোরে কাল সকালে তোমাদের বাড়ী যাবো।"
"আমিও তো ভেবেছিলাম, কাল আপনার বাড়ী যাবো।"
"তোমাদের পুরোণো প্লেটুন-লিডারকে তো ভুলেই গেছো। যখন ছোটো ছিলে, সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য দিনরাত আমার অফিসে বোসে থাকতে, কিছুতেই যেতে চাইতে না। আর এখন সৈন্য হোয়ে একটা চিঠি লিখেই দৌড় দিয়েছো!"
"না প্লেটুন-লিডার, আমাকে ভুল বুঝবেন না। প্রথমেই আপনাকে রিপোর্ট করতে গেছিলাম। আর আজ একটা নোতুন সমস্যা নিয়ে এসেছি।"
"কী ব্যাপার?"
হাই সুং সম্পর্কে সব কথা খুলে বললো। "কী ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, সে সম্পর্কে আমি বিগ্রেড পার্টি-কমিটির পরামর্শ চাই।"
"এই তো গণমুক্তিবাহিনীর যোদ্ধার উপযুক্ত আচরণ, বলিষ্ঠ সাংগঠনিক চেতনা," খুশি হয়ে চৌ ভাবলো। এ ব্যাপারে সে যা জানে, তা সে হাইকে বললো, পার্টি-কমিটির অভিমতও জানালো। তারপর হাইকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কী মনে হয়? কীভাবে আমরা এই সমস্যার মোকাবিলা করবো?"
"আমার মত যদি জানতে চান······" হাই খানিকক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, "আমি বলি কী, আপনি কমিউন সদস্যদের একটা সভা ডেকে ওকে আচ্ছা কোরে সমালোচনা করুন—অনাবৃষ্টির সময়েও উৎপাদন বাড়াবার জন্য সামান্য মাথাব্যথা নেই, চমৎকার কৃষক!"
"উঁহু, এতে হবে না", চৌ বললো। "তোমার দাদার মূলে গণ্ডগোলটা হোচ্ছে, অনাবৃষ্টির মধ্যেও আমরা যে সবাই মিলে পরিশ্রম কোরে ফসল ফলাতে পারি, সেটাই ওর বিশ্বাস হয় না, আর সেজন্যই সে নিজে টাকা উপার্জন করতে ছোটে। এটা আসলে মতাদর্শগত ধ্যানধারণারই ভুল। তার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী চিন্তাধারার প্রভাবও পড়েছে। কোন্ পথে যাবে—সমাজতন্ত্রের পথে, না,

প'্জিবাদের পথে—এ নিয়ে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে, আর সমস্যাটা সেই দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। কিন্তু সে আমাদের কমরেড, অতীতে প্রচন্ডভাবে নির্যাতিত হোয়েছে, তীব্র শ্রেণী-ঘৃণা আছে। ফু চেং-সাই হোচ্ছে প্ুরোপ্ুরি প'ুজিবাদী পথের পথিক, ও চাইছে স্ুংকে অধঃপতিত করতে। কিন্তু স্ুং এখনো প্ুরোপ্ুরি অধঃপতিত হয়নি, ওর সঙ্গে এখন নরমভাবে এগোতে হবে। খ্ুব ভালো সময়ে এসেছো তুমি, ব্রিগেডের হোয়ে এই সামান্য কাজটা তোমাকেই করতে হবে, আর আমরাও 'প্ুবের হাওয়া'-র তেজ নিয়ে খ্ুব জোর কদমে উৎপাদন বাড়িয়ে যাবো।"*

"তাহোলে একটা কাজ করা যাক," হাই খানিকটা ভেবে নিয়ে বললো। "আমরা বরং আমাদের পরিবারের একটা সভা ডাকি। সেই সভায় প্ুরোণো অবস্থার সঙ্গে নোতুন অবস্থার তুলনা কোরে স্ুংকে শেখাতে হবে।"

"ঠিক বলেছো, এভাবেই সমস্যার সমাধান হোতে পারে। আর প্ুবের পাহাড় ব্রিগেডের ঘুকে আমরা দেখছি, সোজাস্ুজি প্রচন্ড সমালোচনা ও বর্জনের আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে হবে ওর বির্ুদ্ধে। ব্যাটা খ্ুদে প'ুজিপতি।" চৌ হাতঘড়ির দিকে তাকালো, তার'র ব্রিগেড পার্টি-কমিটির সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে বললো, "যে সব আলোচনা হোলো, তার ভিত্তিতে আপনি আর হাই আরও আলোচনা কো'রে একটা বিস্তৃত কর্মস্ুচী তৈরী কোরে ফেল্ুন। আমাকে এক্ুণি উঠতে হবে, প্ুবের পাহাড়ের ব্রিগেডের কমরেডরা আমার জন্য অপেক্ষা কোরে বসে আছেন।"

চৌ একটা টর্চ জ্বালিয়ে বেরিয়ে গেলো। ব্রিগেডের পার্টি-সেক্রেটারি পাশের চেয়ারে টেনে বসালো হাইকে, তারপর বললো, "কমরেড, আপনি হয়তো ক'দিন বিশ্রাম নিতে পারতেন, কিন্ত্ু আপনি নিজেই যখন কাজ করতে চাইছেন, আর ভদ্রতা কো'রে লাভ নেই, আপনার জন্য একটা কাজ আছে।"

হাই পকেট থেকে নোটব্ুক বের কোরে বললো, "আমার পক্ষে যা করা সম্ভব, সব করতে রাজী আছি আমি। বল্ুন, পার্টি-কমিটি আমার কাছে কী কাজ চায়?"

পরের দিন হাই মাঠে গেলো না। বিগ্রেড পার্টি-কমিটির সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা অন্ুযায়ী, বাড়ীর সমস্ত প্ুরোণো বাক্স ও সিন্দ্ুক সে তন্নতন্ন কোরে খ্ুজতে লাগলো। তারপর প্ুরোণো সব ত্ুলো-বের-হওয়া তোষক, ছেঁড়া বিছানার চাদর, সোয়েটার, জ্ুতো প্রভৃতি বের কো'রে, সেগ্ুলোকে সারা ঘরময় ছড়িয়ে রাখলো। তার পাশাপাশি সে সাজিয়ে রাখলো ঝকঝকে থার্মোফ্লাস্ক,

---

* ১৯৫২ সালে কমরেড মাও সেতুং মস্কোতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "পূবের হাওয়া পশ্চিমের হাওয়ার ওপর অবশ্যই কর্তৃত্ব করবে।" 'পূবের হাওয়া' বলতে বোঝানো হোয়েছিলো সমাজতন্ত্রের শক্তিকে, আর 'পশ্চিমের হাওয়া' হোচ্ছে প্রতিক্রিয়ার শক্তি।

আয়না, অ্যালার্ম ঘড়ি প্রভৃতি। এসব ঠিকমতো রেখে সে আরও যেন কীসের খোঁজে সব তোলপাড় করতে লাগলো। কোথায়ও না পেয়ে শেষে মই বেয়ে বাড়ীর চিলেকোঠায় উঠে গেলো।

অবাক বিস্ময়ে তার মা এসব কাণ্ডকারখানা দেখছিলো। এবার সে জিজ্ঞেস করলো, "তুই এসব কী শুরু করলি, বল তো?"

"এখন জিজ্ঞেস কোরো না, মা। খুব দরকারী কাজ হোচ্ছে।" চিলেকোঠার সব জিনিসপত্র সে তন্নতন্ন কোরে হাতড়াতে লাগলো। তবু না পেয়ে সে চেঁচিয়ে বললো, "মা, আমার ঝুড়িটা কোথায় বল তো?"

"কোন্ ঝুড়িটা?"

"আরে, যেটা নিয়ে ছোটোবেলায় আমি ভিক্ষে করতে বেরোতাম।"

"ওটা তো কবে আমি উনুনে দিয়ে দিয়েছি। তোর দাদার ঘরে দ্যাখ, অনেক নোতুন ঝুড়ি আছে।"

"উঁহু, ওইটাই আমার দরকার।" আরও খানিকক্ষণ খুঁজে শেষে একটা ভাঙা লাঠি নিয়ে সে চিলেকোঠা থেকে নেমে এলো। মাকে উদ্দেশ্য কোরে বললো, "মা, এই লাঠিটা আবার উনুনে দিয়ে দিও না। একশো বছর পরেও এটার দরকার হোতে পারে।"

হাই'র ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে তার মা নিজের মনে বকতে লাগলো। একটা নোতুন ঝুড়ি নিয়ে হাই বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। খানিকটা গিয়েই আবার ফিরে এলো, মাকে সাবধান কোরে বললো, "খেয়াল রাখবে, যাতে কেউ এসব জিনি'স হাত না দেয়।"

দুপুরে হাই'র বাবা খেতে এসে দেখলো, ঘরময় সব জিনিসপত্র ছড়ানো। খানিকটা বিরক্ত হোয়েই সে জিজ্ঞেস করলো, "এসব কী ব্যাপার?"

"এসব হাই'র কাণ্ড। ও বলে গেছে, কেউ যেন হাত না দেয়।"

"কোথায় ও?"

"সেই সকালে বেরিয়েছে। ওর মাথায় কী যেন একটা মৎলব ঘুরছে।"

"ও!" হাইর বাবা ঘরের চারদিকে ভালো কোরে নজর করলো। পার্টি-সেক্রেটারি আজ সকালেই তাকে বলেছিলো, সংকে শুধরাবার জন্য পুরোনো অবস্থার সঙ্গে নোতুন অবস্থার তুলনা কোরে দেখানো দরকার। চিন্তামগ্ন ভাবে খেয়ে উঠলো সে, তারপর তার নোতুন তুলো-দেওয়া জ্যাকেট আর প্যাণ্টটা বের কোরে ঘরের মধ্যে রাখলো।

হাই যখন ফিরলো, তখন বিকেল হোয়ে গেছে। ঘামে সারা শরীর ভেজা। এসেই স্টোভটা জ্বালিয়ে সে বসলো। স্টোভের আওয়াজ পেয়ে তার মা জিজ্ঞেস করলো, "স্টোভে কী করছিস রে হাই?"

"একটা ওষুধ তৈরী করছি।"

"কী ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি? ডাক্তার ডাকতে পাঠাবো?"

"না মা, আমার জন্য না, অন্য একজনের জন্য। তার অসুখ সারানো দরকার।"
নিজের মনে ওষুধ জ্বাল দিতে লাগলো হাই।

সে যখন তাদের বাড়ীতে ব্যস্ত, তখন পাশের বাড়ীতেও ব্যস্ত হোয়ে উঠেছে আরেক-জন।

পাশের বাড়ীতে একটা ঘরের মেঝের ওপর তামাক পাতাগুলো বিছিয়ে নিয়ে সুং তখন গুণে অনুযায়ী তামাকের এক একটা বান্ডিল তৈরী করছিলো। ছোট্টো একটা টুলের ওপর বসে সে বান্ডিলগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলো আর ভাবছিলো, "কালকেই শাটাং-এ হাট। পাইচেং-এর হাটে গতদিন সবগুলো বিক্রি হয় নি, ফু তাই বড্ডো তাড়া লাগাচ্ছে।" ভুরু কোঁচকালো সুং। "লোকে অভিযোগ করছে, আমি নাকি কমিউনের চাষের কাজে অবহেলা করছি। কিন্তু......কিন্তু আমি যে ফুকে কথা দিয়েছি। ফু আমার জন্য এতো করে। ঠিক আছে। এবারই শেষ, একাজ ছেড়েই দেবো আমি।"

পাশেই দাঁড়িয়েছিলো তার বৌ, তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলো সে, "কী দেখছো এখানে দাঁড়িয়ে? যাও, চটপট খাবার বেড়ে ফেলো, রাতেই বেরোতে হবে আমাকে।" তবুও নড়লো না তার বৌ। একটু গলা নামিয়ে সুং আবার বললো, "শুধু আমার নিজের জন্যই এসব করছি না আমি, তোমাদের জন্যও করছি।"

"কিন্তু কাজটা কী করছো, সেটাও তো ভাববে। ঘুরে ঘুরে কয়েক জোড়া জুতো ক্ষয়ে গেলো, কিন্তু তাতে লাভটা কী হোলো? বাড়ীতে দু'দণ্ড স্থির হোয়ে বসতে পারো না—"

"ঠিক আছে, জুতোর দাম কড়ায় গণ্ডায় তুলে নেবো আমি।"

"তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। দিন দিন বেশি গম্ভীর হোয়ে উঠছে তোমার বাবার চোখ-মুখ, কীভাবে তাকে বোঝাই আমি? হাইও ফিরে এসেছে। আজ হোক, কাল হোক, ওরা সব জানবেই।"

"তুমি বড্ডো বেশি বক্‌বক্ করো" সুং থমকে উঠলো! তারপর তামাকের বান্ডিলগুলো কাঁধে নিয়ে বললো, "ঠিক আছে, ভাত বাড়ার দরকার নেই, পুবের পাহাড়েই আমি খেয়ে নেবো।"

"বাইরের খাবারে কী এমন স্বাদ পাও বলো তো? কাঁচা টাকার মোহে পড়েছো তুমি। লোকে ঠিকই বলে, যেমন গুরু, তার তেমনি সাকরেদ।"

অধৈর্য হোয়ে উঠলো সুং। এখন বৌ'র সঙ্গে তর্ক করার সময় নেই। পুবের

পাহাড়ে ফু তার জন্য অপেক্ষা করছে। কাঁধের ওপর বান্ডিলগুলো নিয়ে দ্রুত বেরোতে যাবে, এমন সময় হাই ঘরে ঢুকলো। দাদার দিকে তাকিয়ে বললো, "কী ব্যাপার ? এখনও অন্যের জন্য ব্যস্ত ?"
"কে, হাই ? বোস।" অগত্যা দাঁড়াতে হোলো সুংকে।
তার কাঁধের বান্ডিলগুলোর দিকে তাকিয়ে হাই জিজ্ঞাসা করলো. "কোথায় যাচ্ছিলে ?"
"আমি……মানে ভাবছিলাম, একটু পুবের পাহাড়ের দিকে যাবো। ফু ওখানকার ব্রিগেডেই থাকে। ও যেতে বলেছিলো একবার।"
দাদাকে পরীক্ষা করার জন্য হাই বললো, "ওদের ব্রিগেডে আজ বুঝি কোনো সভা আছে ? ঠিক আছে, তাহোলে চলে যাও, দেরি কোরো না।"
"না, মানে ঠিক সভা না, একটু ব্যক্তিগত দরকার আছে," তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোলো সুং।
হাই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, "ও, সভা নেই কোনো ! ঠিক আছে, তাহোলে অন্য আরেকদিন যেও। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"
কোনো উপায় না দেখে সুং কাঁধের বান্ডিলগুলো মেঝের ওপর নামিয়ে রাখলো। বললো, "এখনও খাই নি আমি। তুই যা, আমি খেয়ে আসছি।"
তামাকের বান্ডিলটা তুলে নিয়ে হাই বললো, "সে কী ! মা তো আজ আমাদের বাড়ীতেই সবার খাবার ব্যবস্থা করেছে। চলে এসো। চলো বৌদি।"
হাইদের ঘরে পরিবারের ছোটো-বড়ো সবাই এসে জুটেছে। অনবরত কথা আর হাসি, যেন পরিবারের পুনর্মিলন উৎসব। হাই সুংকে টেবিলের কাছে নিয়ে বসলো। বললো, "দাদা, তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো। খুব বেশি দেরি হবে না। তারপর তুমি যেখানে খুশি যেও।"
"না, না, তাড়াহুড়োর কী আছে," সুং চারিদিকে তাকালো। বাবার মুখ সত্যি গম্ভীর। সারা ঘরে অজস্র জিনিসপত্র ইতস্ততঃ সাজানো, ঠিক যেন একটা মনোহারি দোকান। এসব দেখে শুনে তার হৃৎপিণ্ডটা যেন ধড়ফড় করতে লাগলো। সে ভাবলো, "হাই তো বললো, কী কথা বলবে, কিন্তু বাড়ীর সবাই এখানে কেন ?"
হাই খুব ধীরে ধীরে শান্ত কণ্ঠে শুরু করলো, "বাবা, এ ঘরে এমন কিছু জিনিস দেখছি, যেগুলো আমি চিনতে পারছি না। ভেবেছিলাম, দাদার কাছেই জেনে নেবো। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, পরিবারের সবাই এর সঙ্গে যুক্ত। তাই বাড়ীর সবাইকেই আসতে বলেছিলাম।"
তার বাবা ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, বললো, "বল্, কী বলবি ?"

"আমাদের কোম্পানির কয়েকজন কমরেড কতকগুলো পাহাড়ী গাছপালার নাম জানতে চেয়েছিলো আমার কাছে। ছোটোবেলায় ওগুলোর নাম জানতাম, কিন্তু গত ক'বছর ভালো ভালো খাবার খেয়ে আর জামা-কাপড় পরে ওগুলোর নামই আমি ভুলে গেছি। আজ তাই পাহাড় থেকে কয়েকটা গাছপালা জোগাড় কোরে এনেছি। দাদার কাছে ওগুলোর নামই জানতে চাই আমি।"

"ও, এই ব্যাপার!" সুং আশ্বস্ত হোলো। খানিকটা বিরক্তির সংগেই সে হাই'র দিকে তাকালো, ভাবলো, "এ জন্য আমাকে কী দরকার ছিলো? গ্রামের যে কোনো লোকই তো বলতে পারতো!"

"দাদা, প্রায় বারো তেরো বছর আগে তোমার সঙ্গে আমি পাহাড়ে যেতাম, খাবার জন্য বুনো লতাপাতা জোগাড় করতে। তখন খুবই ছোটো ছিলাম আমি। দেখি তুমি এগুলো চিনতে পারো কি না!" হাই ঝুড়ি থেকে লতাপাতাগুলো বের কোরে টেবিলের ওপর রাখলো।

"খুবই সোজা ব্যাপার!" সুং উঠে দাঁড়ালো, তারপর একের পর এক সেগুলোর নাম বলতে শুরু করলো, "বুনো শাক, পাহাড়ী শশা……"

"এখনো এসব মনে আছে তোমার?" গর্জে উঠলো হাই।

"নিশ্চয়ই!"

"নাম মনে থাকতে পারে, কিন্তু এগুলোর তিতো স্বাদ তুমি নিশ্চয়ই ভুলে গেছো!"

"কী কোরে ভুলবো?" সুং জবাব দিলো, "তোর চেয়েও কুড়ি বছর বেশি সময় ধরে ওগুলো আমার খেতে হোয়েছে।"

অতীতের শোষণের তিক্ততাকে স্মরণ করিয়ে দাদাকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে হাই প্রথমে বেশ শান্তই ছিলো। কিন্তু এইসব বুনো লতাপাতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছোটোবেলার সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা তার মনে ভেসে উঠতে লাগলো। তার মনে পড়লো, দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে করার কথা, রক্ত-জমানো ঠাণ্ডা হাওয়ার কথা—ক্রমশই উত্তেজিত হোয়ে পড়তে লাগলো সে। কোনোক্রমে উত্তেজনা চেপে রেখে, বিপ্লবের পর তাদের পরিবারে যেসব নোতুন জামাকাপড়, বিছানা, বাসনপত্র, ঘড়ি, থার্মোফ্লাস্ক প্রভৃতি কেনা হোয়েছে, সেগুলো সে একে একে সুঙের চোখের সামনে তুলে ধরতে লাগলো। সবশেষে, সে হাতে তুলে নিলো একটা ভাঙা লাঠি। উত্তেজিত কাঁপা গলায় সে বলতে লাগলো, "এই ঘরে পাশাপাশি দুটো সমাজকেই দেখতে পাচ্ছি আমরা—একটা চীনের পুরোণো সমাজ, আর একটা নোতুন সমাজ। মনে কোরে দ্যাখো দাদা, অতীতের সমাজে আমরা কী পেয়েছি। ভালো ফসল হোলে আধপেটা খাওয়া, ভালো না হোলে তা-ও না। কুকুরেরও অধম ছিলো আমাদের জীবন, এই

লাঠিটা দিয়ে আমাকে কুকুর তাড়াতে হোতো। গত তিনবছর ধরে অনাবৃষ্টির জন্য আমাদের এখানে ভালো ফসল হয় নি, কিন্তু আমাদের সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকার ফসলের ওপর কর মকুব কোরে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, উল্টে আমাদের বাড়ীতে বাড়ীতে ফসল পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কিছু লোক তাতেও সন্তুষ্ট নয়। সরকারের পাঠানো খাবার খেতে তাদের আপত্তি নেই, কিন্তু তার বদলে সবাই মিলে যৌথভাবে চেষ্টা কোরে ভালো ফসল ফলাতেই তাদের যতো আপত্তি। তাই তারা কাঁচা টাকার লোভে হাটে হাটে হন্যে হোয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা বুনো লতার স্বাদ ভুলে যাওয়া ছাড়া আর কী?"

কারো মুখে কথা নেই। দু'হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে লজ্জায় নীচের দিকে তাকিয়ে রইলো সুং।

হাই এবার তার মা'র দিকে তাকালো, বললো, "মা, উনিশশো আটচল্লিশ সালে নোতুন বছরের উৎসবের দিনটা আমরা কেমন কাটিয়েছিলাম, দাদাকে একটু বলো তো।"

"সেটা আবার কোন্ বছর?" ওর মা জিজ্ঞাসা করলো।

হাই'র বাবা উত্তর দিলো, "যে বছর ছোটো মেয়েটা মারা গেলো।"

জামার কোণা দিয়ে চোখের জল মুছলো মা, তারপর সুঙের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলো, "অঞ্চলপ্রভু প্যান তোকে সৈন্যবাহিনীতে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম আমরা……।" একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তার কণ্ঠ রুদ্ধ কোরে দিলো, তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোলো না। সে বলতে চাইলো, "ফসল সেবার ভালোই হোয়েছিলো, তবু আমাদের মতো গরীবদের পেটে খাবার ছিলো না।" সে বলতে চাইলো, "তোর ছোট্টো বোনটাকে কোলে নিয়ে হাই'র সঙ্গে লিয়েণ্ঠিতে ভিক্ষে করতে যেতে হোতো আমাকে। ছিটে-ফোঁটা উচ্ছিষ্ট যা জুটতো, তা দিয়েও তোর বোনটাকে বাঁচাতে পারলাম না।" সে বলতে চাইলো, "সারা শীতকাল ধরে আমরা কাঠকয়লা তৈরী করলাম, শেষ আধমৌ জমি বাঁচাবার জন্য। তবু শেষ পর্যন্ত জমিদার লিউ জমিটা কেড়ে নিলো।" অনেক কথা বলতে চাইলো সে, অনেক কথা ভীড় কোরে এলো তার মনে, কিন্তু কোন্‌টা দিয়ে শুরু করবে, ভেবে উঠতে পারলো না। বলবার জন্য কয়েকবারই মুখ খুললো সে, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোলো না।

হাই এক গ্লাস জল ভরে তার হাতে দিলো, অনুনয় কোরে বললো, "থেমো না মা, বোলে যাও।"

জল খেয়ে দাঁতে দাঁত চাপলো তার মা, গলা চড়িয়ে বললো, "হ্যাঁ, আমি বলবো। তিরিশ তারিখ রাতে ছোটো মেয়েটা না খেতে পেয়ে মারা গেলো। পরের দিন

ভোরেই লিউ জমিদার লোক পাঠালো আমাদের কাছ থেকে ধারের টাকা আদায় করার জন্য। তোর বাবা টাকা দিতে পারলো না। সেজন্য তারা আমাদের শেষ আধ মৌ জমিটা তো কেড়ে নিলোই, তার ওপর তোর বাবাকে শহরে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দিলো। দু'মাস পরে জমিদারের এক ছেলে অসুস্থ হোয়ে পড়লো, ডাক্তার বললো, 'নরমেধ' লাগবে। সে খবর শুনে আমি লিয়েণ্ডিতে ছুটে গেলাম……মাংস দিলাম…তারপর তোর বাবা ছাড়া পেলো।"

"ঠাকুমা, 'নরমেধ' কি?" হাই'র সবচেয়ে ছোট্টো ভাইপো জানতে চাইলো।

"মানুষের মাংস!" জামার হাতা গুটিয়ে দেখালো তার ঠাকুমা। হাতে একটা বিরাট গর্ত।

অসংখ্যবার মা'র হাতের এই ক্ষতচিহ্ন দেখেছে হাই, কিন্তু প্রতিবারই তার দেহের রক্ত টগবেগ কোরে ফুটে উঠেছে। আজ আবার নোতুন কোরে তার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো, হৃৎপিণ্ডটা যেন ফেটে বেড়িয়ে যাবে। জলভরা চোখ মা'র দিকে তাকালো সে, তারপর প্রচণ্ড রাগে হাত মুঠো কোরে টেবিলের ওপর একটা ঘুষি বসালো। তার বোন মাকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলতে গেলো, কিন্তু নিজেই ভেঙে পড়লো কান্নায়।

সুঙের ইচ্ছে হোচ্ছিলো, কোনো গর্তে ঢুকে লুকিয়ে থাকতে। হাই তাকে জিজ্ঞাসা করলো, "দাদা, উনিশশো আটচল্লিশ সালটা তুমি কেমন কাটিয়েছো?" যেন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে সে বছরটা কাটিয়েছে সুং। সব কথা মনে ভেসে উঠলো তার। তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হোয়েছিলো হুপেই প্রদেশে। মাথার আধখানা কামানো অবস্থাতেই সে পালিয়েছিলো সৈন্যবাহিনী থেকে। সে কোথায় আছে, বাড়ী ফিরতে হোলে কোন দিকে যেতে হবে, এসব কিছুই জানা ছিলো না তার। পথ চলবার পয়সা না থাকায় কাজ জোগাড় করার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু তার মাথার আধখানা কামানো দেখেই বোঝা যেতো যে, সে একজন পালিয়ে-আসা সৈনা, ফলে কেউই কাজ দিতে চাইতো না তাকে। খিদের কাতর হোয়ে ক্ষেত থেকে দু'টো মিষ্টি আলু তুলতে গিয়ে এক জমিদারের লোকের হাতে ধরা পড়ে গেলো সে। তারা তাকে পিটিয়ে আধমরা করলো। পুলিশের হাতেই তুলে দিতো তাকে, জমিদারকে সামরিক পোষাকটা দিয়ে কোনোরকমে সে নিষ্কৃতি পেলো। তারপর সে অনেকদিন একটা পুরোণো মন্দিরে লুকিয়ে থাকলো। আবার সারা মাথায় চুল গজালে, সে বাড়ীর দিকে যাত্রা করলো। এতোদিন বুনো লতাপাতা খেয়েই দিন কাটাতে হোয়েছিলো তাকে।……কিন্তু এখন এসব কথা বলে কী লাভ?

"সে সব দিন অনেক আগেই পার হোয়ে গেছে," একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললো, "সে সব কথা আবার তুলে কী লাভ?"
হাই বলে উঠলো, "তোমার ইচ্ছে না হোলে বোলো না, কিন্তু সে সব দিনের কথা ভুলে যাওয়া ঠিক না।" তারপর ছোট্টো ভাইপোদের দিকে হাত দেখিয়ে বললো, "এরা বাদে আমরা বাকী সবাই 'দাঁড়কাকের বাসা'য় এইসব তিতো বুনো গাছপালার ওপরই বেঁচে থাকতাম। তুমি আমার চেয়ে কুড়ি বছর আগে জন্মেছো, অর্থাৎ আমার চেয়ে কুড়ি বছর সময় ধরে বেশি কষ্ট সহ্য করতে হোয়েছে তোমাকে। তোমার তো সমাজতন্ত্রের পথে অনেক বেশি এগিয়ে থাকা উচিত ছিলো দাদা।"
"হাই, বলিস না। আমার মাথা খারাপ হোয়ে গিয়েছিলো। আমি সবার প্রতি, সমাজতন্ত্রের প্রতি, বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।"
হাই'র মনে হোলো, এর জন্য দায়িত্ব তারও কম নয়। ব্যস্ততার অজুহাতে এ ক'বছর বাড়ীতে খুব কমই চিঠি লিখেছে সে। দাদার সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ খবরই নেয় নি। তার কারণ আর কিছুই নয়, শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র—এ দু'টি পথের মধ্যে কোনো না কোনো একটা পথে যে প্রত্যেককে যেতেই হবে, সে কথাই সে মনে রাখে নি। দেয়ালে টাঙানো চেয়ারম্যান মাও এর বিরাট ছবিটার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো সে। বললো, "দাদা, যে কমিউনিস্ট পার্টি তোমার সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে, তার কথাই তুমি ভুলে গেছো। ভুলে গেছো চেয়ারম্যান মাওকে, যিনি আমাদের সঠিক বিপ্লবী পথে, সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, গত তিন বছর অনাবৃষ্টির জন্য ফসলের বিরাট ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও যিনি আমাদের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। চেয়ারম্যান মাও নিশ্চয়ই আশা করছেন যে, একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরা সবাই বেশি বেশি ফসল তৈরী করবার জন্য লড়াই চালাবো। তাঁর আহ্বানে শহরের কমরেডরা পর্যন্ত ছুটে এসেছেন গ্রামে, সরকারী অফিসের কমরেডরা এসেছেন, মাঠে মাঠে তারা ধানের চারা পুঁতছেন বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে। আমাদের মতো গ্রামের কৃষকদের দায়িত্ব ফসল তৈরী করা। আমরাই যদি যৌথভাবে সে কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়ি, শুধু যদি নিজের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তাহোলে পরের বছর আমরা কী করবো? আবার সরকারের কাছে হাত পাতবো? ষাট কোটি লোক বাস করে আমাদের দেশে। সবাইকে খাওয়াবার মতো খাবার কোথায় পাবে পার্টি? আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের প্রত্যেকেরই স্বার্থ দেখবে। আমরাও পালন কোরে যাবো আমাদের দায়িত্ব। বংশের পর বংশ ধরে আমাদের পরিবার দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করেছে,

অত্যাচার সহ্য করেছে। আমরা কি এখন ক্ষুদ্র ব্যক্তি-স্বার্থের নোংরা পথে যাত্রা করবো, সমাজতন্ত্রের শত্রু পুঁজিবাদী চিন্তাধারার লোকদের অনুসরণ করবো ?"
হাই'র প্রতিটি কথা সুঙের হৃদয়কে স্পর্শ করছিলো, নিজের কাজের জন্য লজ্জায় ঘৃণায় শিউরে উঠছিলো সে। আর বসে থাকতে পারলো না সে, উঠে দাঁড়ালো, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, "এতোদিন সমাজতন্ত্রের প্রতি, চেয়ারম্যান মাও-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছিলাম আমি, আমার শ্রেণী-অবস্থান ভুলে গেছিলাম। তোমরা বলো, এখন আমি কী করবো ?"
"ব্রিগেডের পার্টি-সেক্রেটারি প্রস্তাব দিয়েছেন, আগে যারা গরীব কৃষক ছিলো, তাদের সবাইকে ডেকে তাদের কাছ থেকে সমালোচনা আহ্বান করার জন্য। সেখানে তোমাকে খোলাখুলি আত্ম-সমালোচনা করতে হবে। তারপর তুমি সবার সঙ্গে একসাথে চাষের কাজে নেমে পড়বে," হাই বললো।
"ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি সবাইকে ডেকে আনছি।"
"দাঁড়াও, এক মিনিট। এগুলো কার তামাক ?"
"ফু'র, ও নিজে একা ব্যবসা সামলাতে পারছিলো না, তাই আমি ওর হোয়ে হাটে হাটে বিক্রি করছিলাম।"
"কাল রাতে কমরেড চৌ পুবের পাহাড়ের কমরেডদের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা কোরে এসেছেন। অন্যের মুনাফা বাড়াবার কাজে সাহায্য না কোরে নিজেদের যৌথ উৎপাদনে অংশ নেওয়াটাই ঠিক। না হোলে গরীব কৃষকদের সামনে খুবই বাজে দৃষ্টান্ত খাড়া করা হবে।"
"ঠিক বলেছো তুমি। আমি চললাম," সুং বললো।
"অতো তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। কমরেড সেক্রেটারি ইতিমধ্যেই সবাইকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন।" হাই দুপুরে স্টোভে যে পাত্রটায় লতাপাতা সিদ্ধ করছিলো, সেটা এবার হাতে তুলে নিলো, বললো, "এখনো তো খাওয়া হয় নি তোমার ? আমারও হয় নি। কিছু পাহাড়ী লতা-পাতা রেঁধে রেখেছি আমি। সেটার স্বাদ নেওয়া যাক্ এবার। বর্তমানে বা ভবিষ্যতে আমরা যতো ভালো ভালো খাবারই খাই না কেন, তোমার বা আমার বা আমাদের পরিবারের কারোই সেইসব দুঃস্বপ্নের মতো দিনগুলোর কথা ভুলে যাওয়া ঠিক না, যখন আমরা এসব বুনো লতাপাতাই খেতে বাধ্য হোতাম। কখনোই ঠিক না সেই কথা ভুলে যাওয়া।"
হাই'র বাবা এবার উঠে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বললো, "চলে এসো, সবাই আমরা এর স্বাদ নিই। এটা খেলেই আমরা বুঝবো, বংশের পর বংশ ধরে কেমন অবস্থার মধ্যে আমরা দিন কাটিয়েছি।"
প্রত্যেকে এক এক হাতা বুনো লতাপাতার ঝোল খেয়ে ফেললো। খুবই তিতো

সেটা, কিন্তু তার স্বাদ যেন অন্যরকম লাগলো আজ। কেননা, এখন তারা দু'বেলাই পেট পুরে খেতে পায়, পাকাবাড়ীতে থাকে। এই লতাপাতার স্বাদের মধ্যেই তারা নোতুন কোরে ফিরে পেলো অতীতের নির্মম শোষণের যন্ত্রণাকে, যে যন্ত্রণা বংশের পর বংশ ধরে তাদের পূর্বপুরুষেরা ভোগ কোরে এসেছে।
তিতো ঝোলের স্বাদ নিতে নিতে দু'চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো সুঙের। "আর ভুল করবো না আমি," সে ভাবলো। "যৌথ কাজে সমস্ত শক্তি দিয়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে আমাকে।"
ঝোল খেতে খেতে বাচ্চা ভাইপোদের মুখ-বিকৃতি লক্ষ্য করছিলো হাই। তার মনে হোলো, "এটা বইয়ের ব্যাগের চেয়ে অনেক বেশি ভালো উপহার ওদের কাছে। ভবিষ্যতে ওদের সঠিক রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তুলবার পথে আজকের অভিজ্ঞতা পাথেয় হোয়ে থাকবে।"
একটা দমকা হাওয়ায় বাইরের পাইনগাছের কয়েকটা ফল উড়ে এসে পড়লো ঘরের মাঝে। চুপচাপ ঘরের মধ্যে পড়ে রইলো সেগুলো। কিন্তু খুব শিগ্গির বাইরের খোসাটা খসে পড়বে, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে বীজগুলো। মাটিতে পড়লে সেগুলো থেকে ভ্রূণ হবে, বেড়ে উঠবে, গজিয়ে উঠবে সবুজ চারা, তারপর কালে-দিনে সেগুলো পরিণত হবে উন্নত-শির বিরাট বিরাট পাইনগাছে।

ফিনিক্স গ্রামের চষা জমিতে মাথা তুলেছে সারি সারি ধানচারা। হাই'র ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, কালই সৈন্যবাহিনীতে ফিরে যেতে হবে। দশটা দিন যেন চোখের নিমেষে কেটে গেলো। হাই'র মনে হোচ্ছিলো, অতি ব্যস্ততা সত্ত্বেও বিশেষ কাজ কোরে উঠতে পারে নি সে। পার্টি-কমিটিতে সে যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলো, তার মধ্যে কমিউনের চাষের কাজে সে খানিকটা সাহায্য করতে পেরেছে, পরিবারের লোকদের সঙ্গে তার সমস্যাগুলোর নীতিসম্মত সমাধান বিশেষ ভালোভাবে কোরে ওঠা যায় নি, আর শেষ প্রতিশ্রুতির—অর্থাৎ ঠিক সময়ে সৈন্যবাহিনীতে ফিরে যাবার ব্যাপারেও বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হোয়েছে। এখনো কমিউন-সেক্রেটারী চৌ'র সঙ্গে দেখা কোরে কাজের পুরো রিপোর্ট করা হয় নি। তে শিন দাদুকে আরও অনেক কাঠ কেটে দিয়ে যাওয়াটাও দরকার ছিলো। আর সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হোলো, মাকে এখনো সে জানায় নি যে, আসছে কালই সে চলে যাবে।
"মা চাইবে, যাতে আমি ক'দিন থেকে যাই, এটা বোঝা যাচ্ছে," সে ভাবছিলো। "কিন্তু আমি যে কালই চলে যাবো, ছুটির পুরো দশদিন ফুরোবার দু'দিন আগেই, সে কথা কী কোরে মাকে বলি? অবশ্য, আমি বোধহয় মিছিমিছি

ভাবছি। মাকে বোঝালে ঠিকই বুঝবে যে, সৈন্যবাহিনীর বিরাট দায়িত্ব ছেড়ে আর থাকতে পারছি না। ঠিক আছে, সব ঠিক হোয়ে যাবে। আগে দাদুর কাঠের জোগাড় তো কোরে ফেলি।" কিন্তু কুড়ুল নিয়ে বাড়ী থেকে বেরোবার আগেই ব্রিগেড-লিডার এসে তাকে ধরে নিয়ে গেলো ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে। সেখানে গিয়ে হাই দেখলো, গোটা ঘরটা লোকে গিজ্‌গিজ্‌ করছে। সবাই শুনেছে, হাই চলে যাচ্ছে, তাই হাই'র কাছে আরেকবার তার অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতে এসেছে। যে কোনো ব্যাপারে বললেই হবে। এই পাহাড়ী অঞ্চলে থেকে সব ব্যাপার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাদের নেই, তাই—। কিন্তু হাই কী বলবে? খুবই মুস্কিলে পড়ে গেলো হাই। তে শিন দাদু আন্তরিকভাবে বললো, "তোমার যা খুশি বলো। এখানে অনেক কিছুই আমাদের অজানা থেকে যায়। আমার কথাই ধরো না কেন। সত্তর বছর পেরিয়ে গেছি। কিন্তু তোমার চেয়ে অনেক কম দেখেছি আমি, অনেক কম বুঝি। তুমি যেখানে থাকো, সেখানকার লোকেরা কী খায়, কী পরে, কীভাবে তারা উন্নতির পথে যাচ্ছে—এসব কথা আমরা জানতে চাই।"

"ঠিক, ঠিক", অন্যেরা সায় দিলো, "এসব কথা বললেই হবে।"

"কোয়ানটুং-এর লোকদের নাকি শীতকালেও তুলো দেওয়া জ্যাকেট পরতে হয় না? এটা সত্যি কথা?"

"হাইনান দ্বীপে নাকি বছরে তিনবার ফসল হয়?"

হাই নিজেও এই পাহাড়েই বড়ো হোয়েছে। মাত্র চার বছরে সে কতোটুকুই বা জেনেছে। কিন্তু সবার আগ্রহকে সে অস্বীকার করতে পারলো না। একটু ভেবে নিয়ে সে গল্প বলার ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলো। সে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীদের বিরুদ্ধে কোরিয়ার জনগণের লড়াইয়ের কথা বললো। সে বললো একটা ছোট্ট দেশের কথা, নাম আলবানিয়া, "খুব ছোট্ট দেশ, লোকসংখ্যাও খুব কম, তবু তারা বীরের মতো এগিয়ে যাচ্ছে কমরেড এনভার হোজার নেতৃত্বে।" সে বললো, কীভাবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের গেরিলা যোদ্ধারা বীরের মতো লড়ছে। সে বললো, কীভাবে সমগ্র চীনের লোকেরা সব বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়ার আধুনিক সংশোধনবাদীরা কীভাবে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কোরে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে দহরম-মহরম চালাচ্ছে। দু'ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত বলে চললো সে, তবু শ্রোতারা আরো শুনতে চায়। সে খবরের কাগজে যা পড়েছে, কম্যান্ডার ও কমরেডদের কাছে যা শুনেছে, সব বললো! তবুও শ্রোতারা তাকে ছাড়লো না। শেষে সে বললো, "ঠিক আছে, এবার একজন মানুষের কথা বলি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," সবাই সায় দিলো। তার কথা বন্ধ না হোলেই হোলো। "আমাদেরই

এক কমরেড, তাঁর নাম শেং উচুন। তিনি ছিলেন আমাদের পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার। আমি পার্টিতে ঢোকার সময় তিনিই আমার নাম প্রস্তাব করেন।'
প্রথম থেকে বলে চললো হাই। সে বললো, কীভাবে "প্যাঁচ কাটি" নাম পাল্টে তাঁর নাম রাখা হোয়েছিলো শেং, ছোটোবেলায় কীরকম নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন, কীভাবে তিনি বিপ্লবে যোগ দিয়েছেন। সে বললো, কতো যুদ্ধ করেছেন শেং, কতো পুরস্কার তিনি পেয়েছেন, কাইয়ুয়ান অভিযানের সময় কমরেডদের বাঁচবার জন্য কীভাবে তিনি খালি হাতে শত্রুদের কাছ থেকে আগুনের মতো গরম একটা মেসিনগান ছিনিয়ে নিয়েছিলেন……"যুদ্ধ শেষ হবার পর এজন্য নেতারা পুরস্কার দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন, এর মূল কৃতিত্ব অন্য একজন কমরেডের, তিনি শুধু তাকে সাহায্য করেছেন……'
পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার সম্পর্কে হাই যতো বলে চললো, ততোই তার মনে ভেসে উঠতে লাগলো শেঙের উজ্জ্বল চোখ দুটো, কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো তার গলার স্বর, "গত বছরের আগের বছর একটা জরুরী দায়িত্ব এসে পড়েছিলো আমাদের কোম্পানির ওপর। পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার শেং এমনভাবে আমাদের সঙ্গে দিনরাত কাজে ব্যস্ত থাকতেন যে, মনেই হতো না, তিনি পুরো সুস্থ নন। একদিন রাতে, আমরা যখন বন্যার হাত থেকে দরকারী সব যন্ত্রপাতি সরিয়ে আনছি, তখন কয়েকজন কমরেডকে বাঁচাবার জন্য তিনি তার আহত বাঁ হাত দিয়ে চালাবরের পুরো ভার সামলাতে গেলেন, শেষ পর্যন্ত জলের মধ্যে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে গেলেন……সাধারণতঃ তিনি এতো শান্ত নম্র কণ্ঠে কথা বলতেন যে, আমরা বুঝতেই পারতাম না, তিনিই সেই বীর, যার কথা আমরা এতো শুনেছি। বিপ্লবের স্বার্থই তাঁর একমাত্র চিন্তা, সেজন্য তিনি সর্ব শক্তি দিয়ে লড়েছেন, তিনি জানেন, বোঝা যতোই ভারী হোক্‌ না কেন, পার্টির নির্দেশে বিপ্লবের স্বার্থে সেটা বইতেই হবে। অক্লান্তভাবে তাই শুধু কাজ কোরে চলেছেন তিনি, কখনো নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভাবেন না, কখনো নিজের কথা বলেন না।
ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। সবার চোখ আশ্চর্য উজ্জ্বল।
"গত বছর ফিনিক্স গ্রামে খুবই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি," হাই বলে চললো। "পরিস্থিতি বিশেষ সুবিধের নয়। কিন্তু 'দাঁড়কাকের বাসা' গ্রামের পুরোণো দিনগুলোর তুলনায় আমরা হাজার গুণে ভালো আছি। আমরা প্রত্যেকেই যদি কমরেড শেঙের মতো হোয়ে উঠতে পারি, নিজের নিজের দায়িত্ব পালনে সচেতন ও অবিচল থাকতে পারি, কেন ফসল তৈরীর কাজে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করতে হবে, তা যদি আমরা বুঝতে পারি, তবে হাজার দুঃখ-কষ্টও আমাদের বিচলিত করতে পারবে না। শুধু আরেকটু

ভালো খাবার পাবার জন্য আমরা খাটছি না, আমরা লড়াই চালাচ্ছি বিপ্লবের জন্য। কল্পনার স্বর্গরাজ্য আমাদের বাস্তব হোয়ে উঠেছে গণ-কমিউনের মধ্যে, কিন্তু তবুও কেউ কেউ গণ-কমিউন ব্যর্থ হোক, এটাই চায়। ভালো ফসল তৈরী করতে না পারলে আমাদেরই ক্ষতি করবো। বিপ্লবের জন্য প্রাণ দিয়েছে হাজার হাজার লোক। আমরা রুগ্নও নই, অক্ষমও নই। আমরা কী কোরে লজ্জা ঢাকবো, যদি ভালো ফসলও তৈরী করতে না পারি?"

"হ্যাঁ, এটা ঠিক বলছো," তে শিন দাদু মাথা নেড়ে সায় দিলো। "অনেকে আছে, যাদের জীবনে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। আবার অনেকে আছে, যাদের হয়তো বয়স হোয়েছে সত্তর-আশি, কিন্তু খাওয়া পরা ছাড়া তারা আর কিছুই বোঝে না। তারা জানে না, এই দুনিয়ার প্রতিটি মেহনতী মানুষের জীবনে একটিই উদ্দেশ্য থাকতে পারে—বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাদের সঙ্গে জন্তুদের কী তফাৎ?"

"ঠিকই বলেছে দাদু," হাই বললো। "আমাদের এই ছোট্টো গ্রাম, বাইরের সঙ্গে খুবই কম যোগাযোগ—কিন্তু চেয়ারম্যান মাও খেয়াল রাখছেন, আমাদের ফসল কেমন হোচ্ছে। পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় উঠে চারিদিকে তাকালে আমরা শুধু চারপাশের জায়গাগুলোই দেখি না, পিকিংকেও দেখি আমরা, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পিকিংকে আমরা দেখতে পাই। আমাদের উৎপাদন ব্রিগেডে ক'টা আর পরিবার, কিন্তু আমরা যদি ভালোভাবে কাজ করি, তাতেই বিপ্লব আরেকটু এগিয়ে যায়। আমরা যদি খুব তাড়াতাড়ি কাজ কোরে ফেলতে পারি, তবে অনেক আগেই আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনের কাজ শেষ হোয়ে যাবে। আমরা যখন হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারি যে, আমাদের জীবন কমিউনিজম গড়ে তোলার জন্য, তখনই সর্বহারা বিপ্লব বিজয় অর্জন করতে শুরু করে।"

হাইর বলা শেষ হোলো। আর শুনতে চাইলো না তার শ্রোতারা। দারুণ এক উজ্জ্বল দীপ্তি প্রত্যেকের চোখেমুখে। 'দাঁড়কাকের বাসা'……ফিনিক্স গ্রাম……মানচিত্রে একটা নামও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ক'জন লোকই বা শুনেছে তাদের নাম? কিন্তু তারাও সমগ্র দেশব্যাপী মহান বিপ্লবেরই অংশ। সেখানকার কয়েক ডজন পরিবার জমিদার লিউয়ের দাসত্ব আর করছে না বটে, তবে তাই বলে শুধু খেয়ে-পরে আর বংশধর বাড়িয়েই তারা থেমে থাকতে চায় না, ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলতে চায় তারা, বিপ্লবের অব্যাহত ঢেউ, যে ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে বংশের পর বংশ ধরে, দেশ থেকে দেশান্তরে।

ব্রিগেড-লিডার উঠে দাঁড়ালো, বললো, "আমাদের হাই মাত্র ক'বছরে অনেক এগিয়ে গেছে, গণমুক্তিবাহিনী তাকে গড়ে-পিটে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।" তে শিন দাদু এবার এসে হাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলো, বললো, "গত ক'দিনে

হাই একটুও বিশ্রাম নেয় নি, রোজ সে সারাক্ষণ ধানের ক্ষেতে কাজ করেছে, তার মধ্যেই আমার জন্য কাঠ কেটে এনেছে। আমি আর কী বলবো ? তবে এ ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি বলে সবার মনে হয় ?"

একসঙ্গে অনেকগুলো ধ্বনি উঠলো—"হাইর ইউনিটে এ সম্পর্কে রিপোর্ট করা উচিত।" "তাকে ওয়ার্কপয়েন্ট দিয়ে কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানানো উচিত।" "প্রতিদিন কুড়ি পয়েন্ট কোরে মোট একশো আশি পয়েন্ট দেওয়া উচিত তাকে।"

তড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়ালো হাই, প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, "ওয়ার্ক পয়েন্টের লোভে আমি কাজ করিনি।"

"আমরা সেটা খুব ভালো কোরেই জানি, নিজেদের হৃদয় দিয়ে জানি। কিন্তু আমাদের হিসাবের খাতায় তোমার ওয়ার্ক-পয়েন্ট লিখে রাখতেই হবে আমাদের, না হোলে… ," নিজের বুক চাপড়ে বুড়ো বললো, "নাহোলে আমাদের বিবেক শান্ত হবে না।"

"না কমরেড, চিঠি লিখবেন না আমার ইউনিটে, ওয়ার্ক-পয়েন্ট লিখবেন না," হাই অনুনয় কোরে বললো। "আমাদের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির খাবার আমার পেটে, গণমুক্তিবাহিনীর পোষাক আমার পরণে, এই পাহাড়ের ঝর্ণার জলে বুনো লতাপাতায় আর গাছের ফলে আমার দিন কেটেছে, ফিনিক্স গ্রামের ফসলে আমার পেট ভরেছে, বাড়ী ফিরে সামান্য কাজ করেছি আমি—তাতে কী এসে যায় ? এই সমাজই আমাকে এসব শিখিয়েছে, তার ঋণই এখনো শোধ করতে পারি নি আমি।"

সে যখন এক বোঝা জ্বালানি কাঠ কাঁধে তে শিন্ দাদুর বাড়ীতে ঢুকলো, তখন সূর্য পশ্চিম দিকে ডুবতে বসেছে। সে হেসে বললো, "অনেক কাজ ফেলে এসেছি আমি, কালই আমাকে ফিরতে হবে। এবার খুব বেশি কাঠ কেটে দিয়ে যেতে পারলাম না আমি, পরের বার অনেক কাঠ দিয়ে যাবো।"

আসলে তে শিনের গোটা ঘরটা কাঠে বোঝাই হোয়ে আছে। রোজই প্রায় এক বোঝা কোরে কাঠ এনেছে হাই। তে শিন্ নীরবে সেই কাঠের বোঝার দিকে তাকালো। হাই ততোক্ষণে উনুনের মধ্যে আরো কিছু কাঠ গুঁজে দিয়ে এক কেটলি গরম জল বসিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক মগ চা তৈরী কোরে তে শিন্ দাদুর হাতে মগটা তুলে দিলো হাই, তারপর বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। বুড়ো তে শিন্ পেছন থেকে ডেকে ফেরালো তাকে, "এই, শোন্ শোন্, শুনে যা।" হাই ফিরে এলে তার হাতদুটো চেপে ধরলো বুড়ো, জলভরা চোখে আবেগরুদ্ধ কন্ঠে বললো, "দাঁড়া, তোকে আরেকবার দেখে নিই। ছেলেপুলে নেই আমার। পুরোণো সমাজে খুবই কষ্টে আমার দিন কেটেছে। বাঁচা-মরা একই রকম ছিলো তখন। আজ সত্তরের ওপর বয়স

হোয়েছে, কাঁমউন আমার সব ব্যবস্থা কোরে দিচ্ছে। আমি কাজ চেয়েছিলাম, কর্মীরা রাজী না, আমি নাকি ক্লান্ত ও অসুস্থ হোয়ে পড়বো তা হোলে। তোকে সত্যি কথা বলছি হাই, এখন আর মরতে ইচ্ছে করে না আমার। আরও ক'বছর বাঁচতে চাই আমি, আমাদের এই নোতুন সমাজকে আরও একটু দেখে যেতে ইচ্ছে হয়, তোর মতো তরুণদের দেখে যেতে ইচ্ছে হয়, পার্টি যাদের গড়ে-পিটে মানুষ কোরে তুলছে। এই তোকেই দ্যাখ না, এতো কাজের মধ্যেও রোজ রোজ তুই আমাকে কাঠ দিয়ে গেছিস্। আচ্ছা হাই, এসব কে শেখালো তোকে?"

"চেয়ারম্যান মাও। তিনি আমাদের সব সময়ে সর্বান্তঃকরণে জনগণের স্বার্থে কাজ করতে শিখিয়েছেন।"

বুড়ো তে শিন্ অবাক হোয়ে শুনলো হাইর কথা। আবেগে উচ্ছ্বাসে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

সেখান থেকে বেরিয়ে হাই বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করলো। দূর থেকে সে দেখলো, মা বারান্দায় বসে আছে। মাকে যাবার কথা বলতে হবে। কিন্তু কীভাবে বলা যায়? যেন মাকে দেখতে পায় নি, এভাবে গুণগুণ কোরে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরে ঢুকে পড়লো সে, জিনিসপত্র বাঁধতে শুরু কোরে দিলো। মা তখন গভীরভাবে একটা জুতো সেলাই করছে, হাইকে সে খেয়ালই করলো না। হাই ভেবে দেখলো ঘণ্টাখানেক পরে বাবা ফিরলেই যাবার কথা তোলা ভালো, সবাই থাকলে সুবিধেই হবে।

কিছুক্ষণ পরে বাবাও ফিরে এলো। কিন্তু হাইর মনে হোলো, মা'র যেন কেমন রাগ রাগ ভাব, এ সময়ে বলাটা ঠিক হবে না। সুং তাকে ফিস্‌ফিস্ কোরে বললো, "কাল ভোরে তুই চলে যাবার পর বললেই হবে মাকে।"

প্রস্তাবটা হাইর খুব পছন্দ হোলো না, কিন্তু মায়ের চোখের জলের সামনা-সামনি হবার চেয়ে... ...!

খেয়ে দেয়ে সবাই শুতে গেলো। শুয়ে শুয়ে হাই ভাবতে লাগলো, প্রথমবার বাড়ী ছেড়ে কী ভাবে সে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে গেছিলো। কাল আবার যাচ্ছে। কবে আবার ফিরবে, তার ঠিক নেই। ভাবতে একটু খারাপই লাগছিলো তার। কিন্তু তবুও আর থাকা সম্ভব নয়। প্রায় দশ দিন সৈন্যবাহিনী ছেড়ে আছে সে। সব কিছু ঠিকঠাক চলছে তো? সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষিত কোরে তোলার কাজই বা কেমন চলছে? খুব তাড়াতাড়িই ফেরা দরকার। অনেক কাজ পড়ে আছে সেখানে। তবু যাবার আগে মা'র সঙ্গে আলোচনা কোরে নেওয়া উচিত। কেন ছুটি ফুরোবার দু'দিন আগেই সে ফিরে যাচ্ছে, সেটা বোঝাতে হবে। মা অবশ্যই বুঝবে। ঘুমের ভেতর এপাশ ওপাশ কোরতে

লাগলো হাই। তার মনে হোলো, ছাত দিয়ে যেন আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সে কী কোরে হয়! এটা তো নোতুন বাড়ী। চোখ রগড়ালো হাই। আসলে ছাতে যে আলোটা দেখা যাচ্ছে, সেটা আসছে পাশের ঘরের দরজার ভেতর দিয়ে। "তার মানে? এখনো মা ঘুমোয় নি?" লাফিয়ে উঠে সন্তর্পণে দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লো হাই। বিছানার ওপর বসে প্রদীপের আলোয় মা একমনে একটা কাপড়ের জুতো সেলাই করছে।

"মা, এখনো ঘুমোও নি তুমি? অনেক রাত হোয়ে গেলো যে!"

"আর একটু।"

"না, না, আর দেরী না। একটু পরেই ভোর হোয়ে যাবে।"

"আর একটু হোলেই সেলাইটা শেষ হোয়ে যাবে।"

"রাতে কাজ কোরে তো চোখেরও বারোটা বাজবে। কাল দিনের বেলায় কোরো।"

"কাল? বাস ভোরে তুই যাচ্ছিস না?"

"কাল……," হাই আমতা আমতা কোরে বললো, "ছুটি ফুরোতে এখনো দু'দিন বাকী আছে। আমি না হয় দু'দিন পরেই যাবো।"

"হাই।" মা স্থির দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে, "আমি জানি, ফিরে যাবার জন্য তুই ব্যস্ত হোয়ে উঠেছিস। আর সেটাই তো হওয়া উচিত। কতো কাজ পড়ে আছে সেখানে। কিন্তু আমাকে তুই জানাস নি কেন? তোর কি আমার ওপর আস্থা নেই"? "না মা, তুমি বুঝতে পারছো না। প্রথমবারও তো তুমি উৎসাহই দিয়েছিলে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি দুঃখ পাবে। তাই পরে বলবো বলে ঠিক করেছিলাম।" "তোর মা লেখাপড়া জানে না, অনেক কিছুই তার অজানা। ছেলে বাইরে গেলে মার মনে দুঃখ হয়ই। চোখের জলও নিশ্চয়ই ফেলবো খানিকটা। সব মা-ই সেটা করে। কিন্তু তুই ঠিক কাজে যাচ্ছিস, বিপ্লবের কাজ করতে যাচ্ছিস। তোকে আটকে রাখা ঠিক না, আমি তা রাখতেও চাই না। এটুকু আমি বুঝি। আমি তাই তাড়াহুড়ো কোরে জুতোটা সেলাই করছি। এটা প'রে বিপ্লবের কাজে দশ হাজার লি* পথ হাঁটতে পারবি তুই।"

"মা! হাই কেঁদে ফেললো। মাকে ঘুমোতে যাবার জন্য বলতে চাইলো সে, কিন্তু বলতে পারলো না। সে বোঝাতে চাইলো, সৈন্যবাহিনীতে অনেক জুতো আছে, কিন্তু সেটাও সে বলতে পারলো না। পরের দিন ঘুম ভেঙেই বালিশের পাশে এক জোড়া কাপড়ের জুতো দেখতে পেলো সে। কিট-ব্যাগের মধ্যে গোটা দশেক সিদ্ধ ডিম। তার মানে, সারারাত মা ঘুমোয় নি। নোতুন

* 'লংমার্চ'-এর সময় চীনের লালফৌজ দশ হাজার লি পথ অতিক্রম করেছিলো।

জুতোজোড়া প'রে মা'র কাছে গিয়ে হাজির হোল হাই। "চমৎকার হোয়েছে মা," সে বললো।
জুতোজোড়ার দিকে তাকালো মা। কথা বললো না কোনো। তার মুখে প্রসন্ন স্মিত হাসি।
মাঠ থেকে ফিরে সুং হাইর হাত চেপে ধরলো। "নিশ্চিন্তে তুই ফিরতে পারিস, হাই। সব কথা মনে থাকবে আমার। ফসল কাটার সময় পেরোলেই খবর পাবি আমরা কতো ফসল তুলেছি।"
হাই ভেবেছিলো, যাবার আগে দাদার সঙ্গে আরও কিছু কথা বলে যাবে। এখন বুঝলো, তার দরকার নেই। দাদার কাদামাখা হাত দুটো চেপে ধরলো সে। সুঙের মতো একজন গরীব কৃষক যখন পুরোণো সমাজের নির্যাতন মনে গেঁথে রাখে, যৌথ শ্রমের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় পথের সম্পর্কে মনে আস্থা রাখে, সারা জীবন কমিউনিস্ট পার্টিকে অনুসরণ করে, তখন কোনো উপদেশই আর দরকার লাগে না।
দূরে মাঠ থেকে হাইর বাবা হাইকে দেখে হাত নাড়ালো, যেন বলতে চায়, "হাই, এগিয়ে যা, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যা।"
সবাইকে বিদায় জানালো হাই। পাইন গাছটাকে বিদায় জানালো। তারপর নোতুন জুতোজোড়া প'রে পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগলো। 'ঠিক কাজে' যাচ্ছে সে, 'বিপ্লবের কাজে' যাচ্ছে, ঠিক যেমনটি তার মা বলেছিলো। সেকথা মনে পড়তেই পায়ে যেন বেশি জোর পেলো হাই, তার দ্রুত পদক্ষেপ প্রতিধ্বনি তুলতে লাগলো পাহাড়ের বুকে।
তাদের ফিনিক্স গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে হাই। মাকে ছেড়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে রয়েছে পরিবারের গ্রামের সবার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পায়ে পায়ে ধুলো উঠছে। হাই চলেছে এগিয়ে।

লিয়েংশি শহরের চারিদিকের ধানক্ষেতগুলো সোনালী রঙে ঝলমল করছে। ফলন্ত ধানের ভারে নুয়ে পড়েছে গাছগুলো। আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খুশিতে মন ভরে উঠেছে হাইর। পর পর তিন বছর অনাবৃষ্টির ধাক্কা সামলে নেওয়া গেছে, চমৎকার ফসল হোয়েছে এবার।
খানিকটা এগিয়েই কমিউন অফিস। হাইর অনেক কথা বলার আছে সেক্রেটারি চৌকে। মাত্র একবার কিছু সময়ের জন্য আলোচনায় সৈন্যবাহিনীতে তার গত চার বছরের অভিজ্ঞতার কিছুই সে বলতে পারে নি। অতীতে প্লেটুন লিডার অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, অনেক কিছু শেখার আছে তার কাছ থেকে। হঠাৎ পিঠে দুম্ কোরে এক কিল খেয়ে লাফিয়ে উঠলো সে। "কোথায় চললে,

হাই ?" চমকে পিছনে তাকালো সে। সেক্রেটারি চৌ হাসছে। হাই বললো,
"আপনার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিলাম।"
"আমার সঙ্গে দেখা করতে ? ক'দিন ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা কোরে বসে আছি। শেষে ভাবলাম, তুমি হয়তো চলেই গেছো।"
"কেন ? আমার রিপোর্টে তো জানিয়েইছিলাম, যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করবো। গত ক'দিন কাজকর্মে একটু আটকে ছিলাম।"
"যাক্‌গে, তুমি নিজেই এসেছো, সেটা ভালো হোয়েছে। নাহোলে কাউকে পাঠাতাম, তোমায় ধরে আনবার জন্য।"
হাই অবিশ্বাসের হাসি হাসলো।
"হেসো না", চৌয়ের কন্ঠে পরিহাস নেই, "সত্যিই কাউকে পাঠাতে হোতো। শত্রুদের তৎপরতা বেড়েছে। তুমি খবর পাও নি ?"
"শত্রুদের তৎপরতা !" হৃৎপিন্ডটা ধক্ কোরে উঠলো হাইয়ের। কিছু না ভেবেই বন্দুকে হাত চলে গেলো তার। "কমরেড চৌ, আপনি ঠিক্—"
"এক্ষুনি কাউন্টি পার্টি-কমিটির সভায় যেতে হবে আমাকে। চলো, যেতে বলছি।"
যেতে যেতে চৌ শুরু করে দিলো, "তুমি শোনো নি ? আবার বোধহয় যুদ্ধ হবে ?"
"সত্যি ?" হাই উত্তেজনায় থমকে দাঁড়ালো।
"হ্যাঁ, সত্যি। এইমাত্র কাউন্টি পার্টি-কমিটি থেকে যেসব যোদ্ধা ছুটিতে আছে, তাদের প্রত্যেককে জরুরী নির্দেশ পাঠানো হোয়েছে, অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীতে ফিরে যাবার জন্য। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় বুড়ো পাজী চিয়াং কাই-শেক আবার দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আক্রমণের পাঁয়তারা কষছে। শয়তান-টার আরেকবার মজা দেখবার সাধ হোয়েছে," চৌ ঘৃণা ভরে বললো।
"আপনি ঠিক বলছেন তো ?" চৌর হাত চেপে ধরলো হাই।
"সেই জন্যই তো বলছিলাম, তোমাকে ধরে আনবার জন্য লোক পাঠাতে হোতো।"
"আমাকে ধরে আনবার তো দরকার নেই। ঠিক এজন্যই বছরের পর বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছি। আমি তো ভেবেই বসেছিলাম যে, আপনাদের মতো অতীতের যোদ্ধারাই সব শয়তানদের যুদ্ধের সাধ চিরকালের জন্য ঘুঁচিয়ে দিয়েছেন, আমরা বোধহয় আর সুযোগই পাবো না। কিন্তু সেই ব্যাটা চিয়াঙের বড়ো বাড় বেড়েছে, আমাদের আক্রমণ করার সাহস করে। ভালোই হোলো। কষ্ট কোরে আর ওর পিছনে ছুটতে হবে না।"
তার মনে পড়লো, সে যখন প্রথম সৈন্যবাহিনীতে ঢোকে, তখন তার উত্তর-দক্ষিণ

বা পূর্ব পশ্চিম সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না, আর তাই ফু কিয়েন সীমান্তে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে স্রোতের ধাক্কার আওয়াজকেই সে কামান গর্জন বলে ভুল করেছিলো। সে কিছুই বুঝতো না তখন, তবু সে ছুটে গিয়ে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলো, যদিও বন্দুক ধরতেই শেখে নি তখনো। পরে সে তিব্বতে প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করতে যাবার দাবী তুলে দারুণ হৈচৈ শুরু করেছিলো। সে ভাবতো, যুদ্ধ করতে নেমেই দারুণ বীরত্ব দেখাবে সে, আরেকজন তুং শেং-জুই হোয়ে উঠবে। "তখন সত্যিই ছেলেমানুষ ছিলাম আমি," সে ভাবলো। "কিন্তু আজ? আমি একবার দেখে নিতে চাই।"

"কী, খুশি হয়েছো তো?"

ঠোঁটে ঠোঁট চাপলো হাই, চোখদুটো যেন নেচে উঠলো। কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না। কারণ কী বলবে, ভেবেই পেলো না। একবার ভাবলো বলে, "হ্যাঁ খুশি," কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ভাবলো, "মনের মধ্যে এখন সেটা লুকিয়ে রাখাই ভালো। যুদ্ধে সে ভালোভাবে লড়তে পারবে কিনা, অনেক শত্রুসৈনাকে অস্ত্রশস্ত্র-সহ বন্দী করতে পারবে কিনা, কে জানে!"

চৌ আবার বলতে লাগলো, "শেষ পর্যন্ত চিয়াং কাই শেকের ভাড়াটে সৈন্যরা বেশি লড়তে পারবে না আমাদের সঙ্গে। আমার তো মনে হয়, আমাদের সমস্ত যোদ্ধাদের যুদ্ধেই যেতে হবে না।"

"আমি যেতে পারবো কি পারবো না, সেটা নির্ভর করবে আমাদের তিন নম্বর কোম্পানি যুদ্ধে যাবার সুযোগ পাবে কিনা, তার ওপর," হাই বললো। "একবার যদি সুযোগ পাই, তবে চিয়াঙের শিহু ভাড়াটে গুন্ডাকে কিছু মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্র-শুদ্ধ আমি ঘায়েল করবোই। নাহলে আমার 'পাঁচটি গুণসম্পন্ন' যোদ্ধা হবার অধিকারই থাকবে না।"

"একটা কথা বলছি, শোনো," চৌ বিশেষ আন্তরিকভাবে বললো, "কোম্পানিতে ফিরে গিয়েই খোঁজ নেবে, প্রাক্তন যোদ্ধাদের লড়বার সুযোগ দেওয়া হবে কিনা। দেওয়া হোলে আমাকে পত্রপাঠ জানিয়ে দেবে।"

"কী ব্যাপার বলুন তো?"

"হাই, আমিও লড়তে চাই," বলতে বলতে চৌ'র চোখদুটো জ্বলে উঠলো, "গত দশ বছর কামানের সামনে যাই নি আমি।"

"আপনিও লড়তে চান?"

"কেন, আমি কি লড়তে পারি না?"

হাই ফিরে দাঁড়িয়ে চৌ'র চোখে চোখে তাকালো, বললো, "আপনি যুদ্ধ করতে গেলে কমিউন সেক্রেটারির দায়িত্ব কে পালন করবে? আমি প্রথম সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে যাবার সময় আপনি কী বলেছিলেন? আপনি বলেছিলেন, সমাজ-

তান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় কোরে তুলতে হোলে কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে, একাজের দায়িত্বও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়......আর আজ আপনারাই সে কথা ভুলে গিয়ে এই দায়িত্ব ছেড়ে যুদ্ধ করতে চাইছেন? আপনার সেই বক্তব্য কি অচল হোয়ে গেলো?"

"হাই, তুমি ভুলে যাচ্ছো সৈনাবাহিনীতে ঢোকার সময় আমি তোমাকে কীরকম সাহায্য করেছিলাম। আমি এই সামান্য অনুরোধটা করছি, তাতেই তুমি আপত্তি তুলছো?"

"অনেক আগেই কিন্তু আমাকে সৈন্যবাহিনীতে ঢোকানো উচিত ছিলো আপনার। আপনাদের উত্তরাধিকারীদের তো দায়িত্ব নেবার জন্য তৈরী হোতে হবে। আপনাদের এখন লক্ষ্য রাখা উচিত, যাতে তরুণ যোদ্ধারা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পায়।"

"সেটা তো ঠিকই। তরুণ যোদ্ধাদের যুদ্ধ করতে শেখাতে হোলে যুদ্ধক্ষেত্রই কি তার একমাত্র জায়গা নয়? তাছাড়া, সব বয়সের লোকদেরই দায়িত্ব আছে, সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসার। প্রাক্তন যোদ্ধাদের যদি এ যুদ্ধে নেওয়াই হয় আর তুমি যদি সেটা আমাদের না জানাও তাহোলে কিন্তু খুবই দুঃখ পাবো আমি।"

"আপনাকে জানাবো কিনা, সেটা পরের কথা। তবে এখন কাউন্টি অফিসে গিয়েই আমি রিপোর্ট করবো যে, সেক্রেটারী চৌ তাঁর কাজে বর্তমানে ঠিক মন দিতে পারছেন না, এ কাজ ছেড়ে তিনি যুদ্ধে চলে যাবার মৎলব করছেন।"

একটু হেসে চৌ বললো, "না হাই, তুমি ঠিকই বলেছো। গণমুক্তিবাহিনীতে চারটি বছর কাটানো তোমার নিষ্ফল হয় নি। পরিস্থিতিকে তুমি সামগ্রিকভাবে দেখতে শিখছো। অত্যন্ত সঠিক কথাই তুমি বলেছো। এখানে থেকেও অনেক কাজ করার আছে আমাদের। কাউন্টি পার্টি-কমিটি নির্ধারিত সময়ের আগেই স্থানীয় তরুণদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোরে তুলতে চাইছে। যুদ্ধ শুরু হোলেই, আক্রমণ ও আত্মরক্ষা—দু'টি ব্যাপারেই আমাদের তরুণদের গণমুক্তি বাহিনীর যোদ্ধাদের মতো যোগ্যতার সঙ্গে কাজ কোরে যেতে হবে।"

"তার মানে? এতোক্ষণ ধরে তাহোলে আমাকে পরীক্ষা করা হোচ্ছিলো?" হাইয়ের কন্ঠে কৃত্রিম অনুযোগ।

একটু নীরবতা। চৌ হেসে হাইর পেটে খোঁচা মারলো, তারপর দু'জনেই এক সঙ্গে প্রচন্ড হাসিতে ফেটে পড়লো।

যুদ্ধ, ফসলের অবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে কথা বলতে বলতে তারা দু'জন এগিয়ে চললো। চৌ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বললো, "হাই, মনে রাখবে, যুদ্ধ বাধলে

আমরা জীবনপণ কোরে লড়ে যাবো ফসল বাড়াবার জন্য, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের সরবরাহ দেবার জন্য।"
হাই উত্তরে বললো, "আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমাদের দেশের কোটি কোটি শ্রমিক কৃষককে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবোই।"
কাউন্টি অফিসে পেঁাছোতেই, কাউন্টি পার্টি-কমিটির সেক্রেটারী তাদের অভিনন্দন জানালো, হাইর দিকে তাকিয়ে বললো, "হাই, তুমি সব শুনেছো?"
"হঁ্যা কমরেড, এই মাত্র শুনলাম।"
"বেশ, দারুণ লড়তে হবে কিন্তু। আমাদের কুয়েইইয়াং কাউন্টির প্রতিটি লোক তোমার বীরত্ব দেখবার জন্য অধীর হোয়ে থাকবে।"
"আমার প্রতি সবার ভালোবাসার যোগ্য হবার চেষ্টা করবো আমি।"
"সৈন্যবাহিনীতে ফিরে আমাদের কাউন্টির সমস্ত যোদ্ধাদের বলবে, আমরা সবাই চাই, তারা যেন ভালোভাবে লড়ে। একজন শত্রুসৈন্যকেও পালাতে দিলে চলবে না। ওদের যুদ্ধের সাধ ভালো কোরে মিটিয়ে দিতে হবে।
"বলবো কমরেড।"
এবার চৌর দিকে ফিরে সে বললো, "কমরেড চৌ, সামরিক বিভাগের কর্মীরা সব এসে গেছে, সভা শুরু কোরে দেওয়া দরকার।"
হাই কাউন্টি-সেক্রেটারিকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হোলো। চৌ এগিয়ে এসে ওর দু'হাত জড়িয়ে ধরলো। "তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। তোমাকে আটকে রাখা ঠিক হবে না। সবসময়ে জনগণের স্বার্থের কথা মনে রেখে লড়ে যাবে।" তারপর পকেট থেকে একটা বই বের করলো চৌ, বললো, "এই বইটা, নাম 'লাল পাহাড়' পড়লাম। চমৎকার বই। কীভাবে একজন কমিউনিস্টের চলা উচিত, কীভাবে জনগণের স্বার্থে লড়া উচিত, সেসব এতে চমৎকার ভাবে লেখা আছে।
হাই বইটা নিয়ে কিটব্যাগে রেখে দিলো, বললো, "তাহোলে চলি কমরেড চৌ। আপনি আর কিছু বলবেন আমাকে?"
"না, তুমি এবার রওনা দাও।" মুখে একথা বললো বটে কিন্তু হাইর হাত ছাড়লো না সে। দু জনের দৃঢ়সংবদ্ধ হাত আরও ঘনিষ্ঠ হোয়ে উঠলো বিদায়ের মুহূর্তে পারস্পরিক আস্থা ও আশায়, দৃঢ় সংকল্পে এবং গভীর আবেগে। তাদের অনেক না-বলা কথা দৃষ্টির ভাষাতে বলা হোয়ে গেলো।

অষ্টম অধ্যায়

নোতুন পরীক্ষা

সামরিক ব্যারাকের চারিদিকে ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সবকিছুর মাথা ছাড়িয়ে গেছে লম্বা লম্বা গাছগুলো। গাছের শাখায় শাখায় বরফ জমে সাদা হোয়ে আছে। দূর থেকে মনে হোচ্ছে, যেন এক একটা পাল তোলা নৌকা। মাঝে মাঝে হাওয়ার দমকে সব বরফ ঝরে পড়ছে, আবার শুরু হোচ্ছে সবুজ রঙের একাধিপত্য।
ব্যাটালিয়ানের 'চারটি ভালো গুণসম্পন্ন' যোগাযোগ স্কোয়াডের প্রাক্তন লিডার 'পাঁচটি ভালো গুণসম্পন্ন' যোদ্ধা ওয়াং হাই ব্যাটালিয়ান হেড-কোয়ার্টার থেকে ছ'মাসের সামরিক ট্রেনিং শেষ কোরে তিন নম্বর কোম্পানিতে ফিরছে।
১৯৬২ সালের বসন্তকাল এটা। সেনাবাহিনীতে হাইর পাঁচ বছর কাটলো। মিলিটারি কমিশনের বর্ধিত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবার পর থেকেই গণমুক্তিবাহিনীর সমস্ত যোদ্ধারা চেয়ারম্যান মাও-এর রচনা ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করার এবং সৃজনশীলভাবে তাকে প্রয়োগ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। "সর্বদা পড়ার তিনটি রচনা" কর্মীদেরকে ও জনগণকে মৌলিক সমস্যা সমাধান করতে শেখাচ্ছে—তাদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীকে আরও উন্নত কোরে তুলতে সাহায্য করছে। আর এর ফলে সমগ্র সেনাবাহিনীর কাজের ক্ষেত্রেই এক নোতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হোয়েছে। 'চারটি ভালো গুণ'-এর সংগে তুলনা কোরে কোরে কোম্পানীগুলো নিজেদের কাজের ধারাকে উন্নত করছে।* পার্টি ও মিলিটারি কমিশনের সঠিক নেতৃত্বে এবং চেয়ারম্যান মাও-এর নির্দেশিত পথে যোদ্ধারা সর্বহারা চেতনাকে আরও উন্নত ও জঙ্গী কোরে তুলছে। বিপ্লবের পুরোগো

---

* ১৯৬১ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মিলিটারী কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণমুক্তিবাহিনীর কোম্পানিগুলি কর্মদক্ষতা ও লড়াই করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবার জন্য "চারিটি ভালো গুণসম্পন্ন" কোম্পানি গড়ে তোলার আন্দোলন শুরু হয়। চারটি গুণ হোচ্ছে: রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে ভালো, 'তিন-আট' কাজের পদ্ধতিতে ভালো, সামরিক শিক্ষায় দক্ষ, এবং বসবাসের অবস্থায় ক্ষেত্রে ভালো।

ঐতিহ্যকে মনে রেখে তাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার ওপর জোর দেওয়া হোচ্ছে।

"সেনাবাহিনীতে ঢোকার পর থেকে গত ক'বছরে কতোখানি এগোতে পেরেছি আমি?" হাই ভাবছিলো। "কেবলমাত্র গত বছরেই রাজনীতিকে সব সময় প্রথমে স্থান দিতে শিখেছি আমি। আমাদের যোগাযোগ স্কোয়াড 'চারটি গুণসম্পন্ন' বলে নির্বাচিত হোয়েছে গত বছর, 'চারটি গুণসম্পন্ন' কোম্পানি এবং 'পাঁচটি গুণসম্পন্ন' যোদ্ধাদের সম্মেলনে যোগ দেবার সুযোগও পেয়েছি আমি। কিন্তু তাতেই কিছু প্রমাণিত হয় না। প্রত্যেক কোম্পানির সবচেয়ে অগ্রণী যোদ্ধাদের নিয়েই যোগাযোগের স্কোয়াড গঠিত হোয়ে থাকে, কাজেই আমাদের স্কোয়াডে সবচেয়ে ভালো যোদ্ধাদেরই আমি পেয়েছি। তা ছাড়া ব্যাটালিয়ানের নেতারা সবরকমভাবে আমাদের উন্নতির জন্য সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। কাজেই, আমাদের স্কোয়াডের 'চারটি গুণসম্পন্ন' হিসেবে স্বীকৃতির পেছনে আমার নিজের চেতনা ও কর্মক্ষমতা খুব একটা কিছু নির্ধারক ছিলো না। সত্যিই এই চারটি ভালো গুণ আয়ত্ত করতে পেরেছি কিনা, সেটা বুঝতে হোলে আরও বেশ জটিল পরিস্থিতির মধ্যে যেতে হবে আমাকে। মূল কথাটাই হোচ্ছে, বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। ক'দিন আগেই পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার শেং লিখেছেন, তাঁর শরীর খানিকটা সুস্থ হোয়েছে বটে, কিন্তু ডান হাতটা পুরোপুরি পঙ্গু হোয়ে গেছে, সামরিক বাহিনীতে আর কাজ করাই যাবে না। তাকে হাসপাতালে বা গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হোলে তিনি গ্রামাঞ্চলই বেছে নিয়েছেন। কেননা সেখানে কর্মীর দরকার বেশি, কাজও বেশি কঠিন। পঙ্গু একটা হাত নিয়েও তিনি বিপ্লবের স্বার্থে বেশি ভারী বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আবার আমাদের তিন নম্বর কোম্পানিতেই ফিরে যাচ্ছি আমি। আমারও উচিত, আমার ওপর নেতাদের আস্থার মর্যাদা রক্ষা করা, সবচেয়ে ভারী বোঝাটাই কাঁধে তুলে নেওয়া।"

ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একজন যুবক ছাড়া তিন নম্বর কোম্পানির ক্লাব-ঘরে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। যুবকটি একটা বুলেটিন-বোর্ড মেরামত করছে। বোর্ডটাকে মসৃণ কোরে নিয়ে সেটাকে রং দিচ্ছে সে। কাজের তাড়ায় মুখের ঘাম মোছারও সময় পাচ্ছে না। বোর্ডটা থেকে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে সে তৃপ্তির হাসি হেসে আপন মনে বললো, "বোর্ডটার ওপর একটা আচ্ছাদন দিতে পারলে ভালো হোতো, বৃষ্টিতেও এর কোন ক্ষতি হোতো না।" রং-করা বোর্ডটার এক জায়গায় ভালো রং হয় নি দেখে যুবকটি একটা টুলের ওপর উঠে ব্রাস বোলাতে লাগলো সে জায়গায়। হাইকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে সে ডাকলো, "এই যে কমরেড, ওই রঙের বালতিটা একটু দিন না।"

হাই এগিয়ে এসে রঙের বালতিটা যুবকটির হাতে তুলো দিলো। বোর্ডে রং দেবার কাজ শেষ হোলে যুবকটি হাইর দিকে ফিরলো, দেখলো, হাইর হাতেও রং লেগে গেছে। আফশোষ কোরে বলে উঠলো, "এ হে। আমার জন্য আপনার হাতে রং লেগে গেলো।"

"তাতে কী হোয়েছে। একটু সাবান আর জল লাগালেই ঠিক হোয়ে যাবে।" যুবকটির দিকে ভালো কোরে চেয়ে দেখলো সে। লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা, দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। চোখের দৃষ্টিতে অফুরন্ত উৎসাহ ঝরে পড়ছে। দেখেই মনে হয়, খুব খোলা মনের লোক। যুবকটি অবাক হোয়ে হাইর দিকে তাকিয়ে ছিলো।

"রবিবারে বিশ্রাম নেন না আপনি?" হাই প্রশ্ন কোরলো।

"বিশ্রাম?" হাত দিয়ে সদ্য রং করা বুলেটিন-বোর্ডটা দেখালো সে, "এটাই তো ভালো বিশ্রাম হোলো। বিশ্রাম মানে যদি সারাদিন শুয়ে-বসে কাটাতে হয়, তবে আমি পাগল হয়ে যাবো।"

হাই নিজেকে দিয়ে ওর কথার যথার্থতা বুঝতে পারলো। "কিন্তু যুবকটি কে?" হাই ভাবছিলো। "ব্যাটালিয়ন পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার আমাদের তিন নম্বর কোম্পানির যে নোতুন কমরেডটির কথা বলেছিলেন এ কি সে-ই?"

"কমরেড, আপনি এখানে কার কাছে এসেছেন?" যুবকটি এবার প্রশ্ন করলো।

"আগে আমি এই তিন নম্বর কোম্পানিতেই ছিলাম," হাই ব্যাখ্যা কোরে বোঝালো। "ব্যাটালিয়ানের যোগাযোগ স্কোয়াড থেকে আবার নিজের কোম্পানিতেই ফিরে এসেছি আমি।"

"বুঝেছি। আপনি ওয়াং হাই। ঠিক বলি নি? ক'দিন আগে কম্যান্ডার বলছিলেন, আপনি ফিরে আসছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি উদগ্রীব হোয়ে ছিলাম।" যুবকটি হাত বাড়িয়ে দিলো, বললো, "হাত মেলান। আমার হাতে অবশ্য রং আছে, তা সে তো আপনার হাতেও লেগেছে। আমার নাম হুশে শিন্-ওয়েন।"

হাইকে নিয়ে কোম্পানী হেডকোয়ার্টারের দিকে সে এগিয়ে চললো। একটা বেসিনের সামনে এসে বললো, "একটু দাঁড়ান, জল নিয়ে আসি, একসঙ্গেই হাত ধোয়া যাবে।"

হাই তার হাত থেকে বালতিটা কেড়ে নিলো, বললো, "আমিই আনছি।" দৌড়ে এক বালতি জল নিয়ে এলো হাই। বললো, "নিন, আপনি আগে ধুয়ে নিন।"

"আপনি তো খুব মজার লোক। আমি আগে ধোবো কেন?" একটু থেমে হেসে বললো, "বেশ, ঠিক আছে, দুজনে একসঙ্গেই ধোয়া যাক।"

"ঠিক বলেছেন," হাই আর হ্যুশে একসঙ্গে হেসে উঠে বালতির জলে হাত ধ্যুতে লাগলো।

"ব্যাটালিয়ান পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার বলছিলেন কোম্পানির রাজনৈতিক কাজের জন্য একজন নোতুন কর্মী আসছেন," হাই বললো। "আপনিই কি সে কাজে নেতৃত্ব দিতে এসেছেন?"

"উঁহ্যু, আমি নিজেকে পাকাপোক্ত কোরে তুলতে এসেছি। সহরের অফিস থেকে আমাকে এখানে পাঠানো হোয়েছে, প্রত্যক্ষ সামরিক শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে শেখার জন্য। খ্যুব বেশিদিন আগে আমি স্কুল থেকে পাশ কোরে বেরোই নি, এ কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা খ্যুবই কম আমার। এখানে আমার আসল কাজই হোচ্ছে—শেখা। আমাদের প্রাক্তন সহকারী পলিটিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টার রাজনৈতিক শিক্ষার স্কুলে গেছে, আর তার জায়গায় রেজিমেন্ট সাময়িকভাবে আমাকে পাঠিয়েছে।" হ্যুশে একটু থামলো। তারপর আবার বললো, "প্রায় কুড়ি দিন হোলো, এখানে এসেছি। কিন্তু দিনগ্যুলো কেমন দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে।"

"ও, আপনি তাহোলে আমাদের সহকারী পলিটিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টার?"

"সাময়িকভাবে। হয়তো কদিন পরেই আগের জায়গায় ফিরতে হবে আমাকে।"

"গত একমাসেরও বেশি সময় ধবে 'চারটি গ্যুণসম্পন্ন' কোম্পানি এবং 'পাঁচটি গ্যুণসম্পন্ন' যোদ্ধাদের সম্মেলনের জন্য আমি বাইরে বাইরে আছি। সেজন্যই আগে আপনার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি।" হাইকে এখন কোন্ বিভাগে কাজ করতে হবে সেটা জানা ছিলো না তার। তাই সে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, বলতে পারেন কোন্ স্কোয়াডে এখন আমার দায়িত্ব পড়বে?"

"এ সম্পর্কে কোম্পানি এখনো চ্যুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় নি। ঠিক হোলেই আপনাকে জানিয়ে দেবো।"

"কিন্তু তাড়াতাড়ি ঠিক হওয়া দরকার। না হোলে এখন আমি কী কাজ করবো?"

"অতো তাড়াহ্যুড়োর কী আছে? আজ তো রোববার, বিশ্রাম নিন।"

"বা রে বা! একট্যু আগে আপনিই না বললেন, শ্যুয়ে-বসে দিন কাটানো যায় না।"

"না, কথায় আপনার সঙ্গে পারা যাবে না! ঠিক আছে। খ্যুব তাড়াতাড়ি এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।"

দ্যুজনেই হেসে উঠলো। হাই কী বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার আগে হ্যুশে হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো, "এই যাঃ! লিউকে আমি কথা দিয়েছিলাম, আজ বিকেলে

ওর সঙ্গে কুস্তি লড়বো। এখন না গেলে ভাববে, আমি ভয় পেয়েছি।" যাবার জন্য রওনা দিলো হুশে, "আপনিও চলুন না, আমায় চেঁচিয়ে উৎসাহ দেবেন।"
"আমি ভেবেছিলাম, স্কোয়াডে ফিরে কমরেডদের সাথে দেখা করবো।"
"তাহোলে আপনি যান, আমি চলি।" কথা শেষ কোরেই হুশে দৌড় দিলো। হাই সেদিকে তাকিয়ে থাকলো, ভাবলো, "অ্যাসিষ্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার যেন টগবেগ কোরে ফুটছে!"

সেদিনের মধ্যেই হাই কমরেডদের কাছে খবর পেলো, সবচেয়ে বেশি সমস্যা রয়েছে সাত নম্বর স্কোয়াডে। তুলনামূলকভাবে তাদের মধ্যে শৃংখলা কম, কাজকর্মের উৎসাহও বিশেষ আশাব্যঞ্জক নয়। অনেকদিন ধরেই তাদের কোনো স্থায়ী স্কোয়াড-লিডার নেই, অ্যাসিষ্ট্যান্ট স্কোয়াড-লিডার ওয়েই সব কিছু ঠিক সামলে উঠতে পারছে না। তার ওপর মাস দুয়েক আগে লিউ ইয়েন-শেং নামে একজন নোতুন যোদ্ধা এসেছে, সবসময়েই হৈচৈ ও দুষ্টুমি কোরে বেড়াচ্ছে, তাতে সমস্যাটা আরও জটিল হোয়ে পড়ছে। সপ্তাহ দুয়েক আগে হুশে'র ওপর দায়িত্ব পড়েছিলো সাত নম্বর স্কোয়াডের। স্কোয়াডের ব্যারাকে ঢুকেই সে দেখলো, ইয়েন শেং একটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে আপন মনে কী বলছে। এ সম্পর্কে ঠিক খোঁজ-খবর না নিয়েই হুশে ধরে নিলো, ইয়েন-শেং ত কে ঠাট্টা করার জন্য ওরকম করছে। ব্যস! অ্যাসিষ্ট্যান্ট স্কোয়াড লিডার ওয়েইকে প্রচন্ড সমালোচনা করলো সে। আসলে ইয়েন-শেং কিন্তু রাতে গ্রেনেড ছোঁড়ার জন্য ধূপকাঠি ব্যবহার করতো। ইয়েন-শেং মনে করলো, এটা আসলে পরোক্ষভাবে তাকেই সমালোচনা করা হোলো। এই নিয়ে সেদিন নাম ডাকার সময় সে হুশে'র সঙ্গে তর্ক শুরু করলো। ফলে, সাত নম্বর স্কোয়াডের সমস্যা আরও জটিল হোয়ে পড়লো। পরে কর্মীদের এক সভায় কোম্পানি কম্যান্ডার কুয়ান হুশে'কে এ নিয়ে সমালোচনা কোরে বললো, মতাদর্শগত কাজের ক্ষেত্রে হুশে'র আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিলো, ঠিকমতো খোঁজখবর না নিয়ে হুশে গন্ডগোল করেছে। হুশে কিন্তু এ ব্যাপারে কুয়ানের সঙ্গে একমত হোলো না। হাই কোম্পানি কোয়ার্টারে গিয়ে দেখলো, হুশে একা বসে একটা বই পড়ছে। হাই জিজ্ঞেস করলো, "বিকেলে কী হোলো? কুস্তিতে কে জিতলো?"
"লিউ দারুন এক কায়দা কোরে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। পরের রোববার আবার আরেক হাত হোয়ে যাবে।"
"আচ্ছা! ও, হ্যাঁ ঠিক হোয়েছে আমি কোন্ স্কোয়াডে যাবো?"
"না, এখনো চূড়ান্তভাবে কিছু ঠিক হয় নি," হুশে হাতের বইটা নামিয়ে রাখলো। "আপনাকে চার কিম্বা সাত নম্বর স্কোয়াডের দায়িত্ব দেওয়া হবে। কোম্পানি

কম্যান্ডারের ইচ্ছে, আপনি সাত নম্বর স্কোয়াডের দায়িত্ব নেন। আমার অবশ্য মনে হয়, চার নম্বরের দায়িত্ব নেওয়াটাই আপনার পক্ষে ভালো হবে। আপনি কী বলেন?"

"যেখানে পাঠানো হবে, সেখানেই যাবো আমি। তবে আমার অভিমত যদি জানতে চান, তবে আমি সাত নম্বর স্কোয়াডকেই বেশি পছন্দ করবো।"

"আপনি খুব আশ্চর্য লোক তো। সাত নম্বর স্কোয়াডকে কেন বেশি পছন্দ করছেন আপনি? এই স্কোয়াডটা সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে-পড়া। মতাদর্শ, কাজকর্মের ধারা, সামরিক দক্ষতা—সব ব্যাপারেই এটা পিছিয়ে আছে।"

"অতো চিন্তার কী আছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কোয়াডলিডার? দেখবেন, সব ঠিক সামলে নেওয়া যাবে। খানিকক্ষণ আগে সাত নম্বর স্কোয়াডে গেছিলাম আমি। এর সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণাও হোয়েছে আমার। নেতিবাচক দিক থেকে দেখতে গেলে এটা ঠিক যে, এই স্কোয়াডের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে। কিন্তু সেখানকার কমরেডরা মোটেই পিছিয়ে থাকতে চান না। প্রত্যেকেই এক নম্বর বা চার নম্বর স্কোয়াডের মতো সবচেয়ে অগ্রণী স্কোয়াডের সমান মান অর্জন করতে চান। এটাই হোচ্ছে কমরেডদের প্রধান দিক। আমার মনে হয়, আমরা ঠিকভাবে কাজ করলে, এবং নেতিবাচক বিষয়গুলিকে ইতিবাচক বিষয়ে পরিণত করতে পারলে, আমরা স্কোয়াডটির মান অনেক উন্নত করতে পারবো। আসল কথা হোচ্ছে তাদের সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া। চেয়ারম্যান মাও কিন্তু শিখিয়েছেন, সমস্ত যোদ্ধারাই ভালো যোদ্ধা, পার্টি কর্মীদেরই দায়িত্ব তাদের সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া। নেতাদের অনুমোদন পেলে দেখবেন, এই সাত নম্বর স্কোয়াডের কমরেডদের সহযোগিতায় স্কোয়াডটিকে আমি অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।"

হুশো চুপ কোরে রইলো। সে তখন ভাবছে, "হাই যদি সাত নম্বর স্কোয়াডকে সত্যি সত্যি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তবে সেটা দারুণ কাজ হবে। কিন্তু চার নম্বর স্কোয়াড হোচ্ছে সমগ্র কোম্পানীর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী স্কোয়াড। একে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হোলে হাইয়ের মতো একজন 'বাঘ'ই দরকার। হাই ওটাতে গেলেই ভালো করবে। সাতনম্বর স্কোয়াড সমস্যায় ভরা। একে ঠিকমতো পরিচালিত করতে হোলে আরও বেশি পরিণত কোনো কমরেডকে দরকার। হাই আসলে সাত নম্বরের পরিস্থিতিটাই বুঝতে পারছে না। এ ব্যাপারে বোধহয় তলিয়ে ভেবেই দেখেনি সে।"

হাই বুঝলো, হুশো এখনও ইতস্তত: করছে। সে বললো, "ভাববেন না কমরেড। সাত নম্বরে আমি ঠিকমতো নেতৃত্ব দিতে না পারলে আমাকে তো অন্য জায়গায় সরিয়েই দিতে পারবেন। সমাধানই হয় না, এমন কোনো সমস্যা থাকতে পারে

বলে আমি বিশ্বাস করি না। সমস্যাগুলো তাইহাং বা ওয়াংহু পাহাড়ের মতো বড়ো হোলেও, পার্টিশাখার নেতৃত্বে আমাদের স্কোয়াড সেগুলো সরাতে পারবে।"

"আপনি সেখানে কীভাবে কাজ করবেন বলে ভাবছেন ?"

"তাদের মতাদর্শগত অগ্রগতির ওপর বেশি জোর দেবো। সাত নম্বর স্কোয়াডের যোদ্ধারাও অন্যান্য স্কোয়াডের যোদ্ধাদের মতোই বিপ্লবী যোদ্ধা, একই পার্টি-কমিটি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের ওপর সঠিকভাবে আস্থা রাখলে, তারাও অন্যান্য যোদ্ধাদের মতো কেন হোতে পারবে না বলুন ?"

"তত্ত্বের দিক থেকে ঠিকই বলেছেন, কিন্তু বাস্তবে একে কীভাবে সাত নম্বরের বিশেষ বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন, সেটা কি তলিয়ে ভেবেছেন ? আমার কিন্তু মনে হোচ্ছে আপনি ভাবেন নি।"

"তা ঠিক, প্রতিটি বিশেষ সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবার সময়ই আমি পাই নি এখনো।"

"তাহোলে আপনি আরেকটু গভীরভাবে ভাবুন," হুশে আন্তরিক স্বরে বললো। "সমস্যাকে ছোটো কোরে দেখলে কিন্তু কিছুতেই সমস্যার সমাধান করা যায় না। অবশ্য আপনি যা বললেন, সে সম্পর্কে যদি আপনি দৃঢ় নিশ্চিন্ত থাকেন, তবে আপনার সাত নম্বর স্কোয়াডে যোগ দেবার ব্যাপারে আমার আপত্তি নেই।"

"চমৎকার। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।" হাই উঠে দাঁড়িয়েই দৌড় দিলো, তারপর দরজা পর্যন্ত গিয়েই থমকে দাঁড়ালো, ফিরে বললো, "আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমার ওপর নেতৃবৃন্দের আস্থার মর্যাদা আমি রাখবো। খুব শিগগিরই সাত নম্বর স্কোয়াড থেকে সুসংবাদ পাবেন।" হাই স্কোয়াড-ব্যারাকের দিকে ছুটতে লাগলো।

হুশে ভেবেছিলো, হাইকে ইয়েন শেং সম্পর্কে দু'চার কথা বলবে ! কিন্তু হাই চলে গেছে। মাথা নেড়ে সে নিজের মনে বললো, "উৎসাহ খুবই, কিন্তু খুব শক্ত নয়। একটু বেশি তাড়াহুড়ো করে। আজকেই ফিরেছে, এর মধ্যে কি পুরো সমস্যাটা বোঝা সম্ভব ?"

একটা মানচিত্র হাতে নিয়ে কুয়ান ঢুকলো, বললো, "ব্যাটালিয়ান কম্যান্ডার আমাদের ট্রেনিং এর পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। গত সপ্তাহে—" হঠাৎ সে থেমে গেলো, বললো, "একটু আগে ওয়াং হাই এসেছিলো ?"

"হ্যাঁ, আপনি কী কোরে বুঝলেন ?"

"এটা বুঝতে আবার কী লাগে ! এরকম পায়ের ছাপ, লম্বা লম্বা পদক্ষেপ, ও দেখেই বোঝা যায়। ও নিশ্চয়ই সাত নম্বর স্কোয়াডে যেতে চেয়েছে ? ঠিক বলি নি ?"

হ্বশে হেসে উঠলো, "পুরো ঠিক। আমি রাজী হোয়েছি। ও একবার চেষ্টা কোরে দেখুক।" একটু থেমে সে আবার বললো, "কিন্তু কমরেড, ও কি নিজের ওপর একটু বেশি আস্থাপ্রকাশ করছে না? আজকেই ফিরেছে, সব কিছু কী কোরে বুঝে উঠলো সে এর মধ্যেই?"

"উঁহু, তুমি ওকে চেনো না তাই বলছো। ও চেয়ারম্যান মাও-এর রচনা খুব মন দিয়ে পড়ে, যে কাজই দাও না কেন, ঠিক কোরে দেয়। ও একজন চমৎকার পরিশ্রমী ও পাকাপোক্ত কমরেড। ব্যাটালিয়ান কম্যান্ডার বেশি জোর করায় ওকে ছ'মাসের জন্য ছেড়ে দিতে হোয়েছিলো আমাদের। ওকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি যে এতো চেষ্টা করছিলাম, তার কারণ ওই সাত নম্বর স্কোয়াড। দেখবে, সে ঠিক সেখানকার অবস্থা পাল্টে ফেলবে। কি, তোমার তা মনে হয় না?"

হ্বশে মাথা নাড়লো, বললো, "ওর খুব উৎসাহ আছে এটা ঠিক, কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে না আবার নোতুন সমস্যা তৈরী কোরে বসে।"

"অবশ্য আমাদের কোম্পানির পার্টি নেতাদের, বিশেষ কোরে তোমার, বিশেষ সাহায্য করতে হবে ওকে। সাত নম্বর স্কোয়াড সম্পর্কে তোমার তো কিছু অভিজ্ঞতাই আছে। তুমি সবসময় ওর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।" কুয়ান টেবিলের ওপর ট্রেনিং-এর মানচিত্রটা খুলে ধরলো। "এদিকে দ্যাখো। ব্যাটালিয়ান কম্যান্ডার এটাকে মেনে নিয়েছেন। ব্যাটালিয়ান পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার বারবার বলছেন, "চমৎকার এই বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে রাজনীতিকে সর্বত্র প্রাধান্য দিতে হবে, বাস্তবের সঙ্গে আরও গভীর সংযোগ স্থাপন করতে হবে, বাস্তবের সঙ্গে আরও বেশি অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাতে হবে। কাজকর্ম সম্পর্কে সবসময়ে যোদ্ধাদের অভিমত সংগ্রহ করতে হবে, আত্মগত বা একচোখা হোলে চলবে না......।"

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে কুয়ান বলে চললো, হ্বশে মাথা নাড়তে লাগলো চিন্তান্বিত ভাবে। দূরে থেকে বিউগলের আওয়াজ ভেসে এলো, আলো নেভাবার সঙ্কেত হিসেবে।

* * *

আকাশে মেঘের কোনো চিহ্ন নেই। প্রচন্ড রৌদ্রতাপে মাটি তেতে উঠেছে। দক্ষিণ থেকে ক্রমাগত ভেসে-আসা দমকা হাওয়ার আর গরমে দম বন্ধ হোয়ে যাবার উপক্রম। ঘাস গেছে শুকিয়ে। গাছের পাতা কুঁকড়ে গেছে। গাছের পাখিগুলো পর্যন্ত হাঁসফাঁস করছে, এতো গরমে খাবার সন্ধানে যাবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।

এই আবহাওয়ার মধ্যেই তিন নম্বর কোম্পানির যোদ্ধারা পাহাড়ের গায়ে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। প্রচণ্ড রোদকে উপেক্ষা কোরে, বুকে ভর দিয়ে সামনের লক্ষ্য-বস্তুর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আত্মগোপন করার জন্য মাথার ওপরে গাছের ডাল বাঁধা। সবার রোদে-পোড়া মুখ থেকে দরদর কোরে ঘাম ঝরছে। চোখের মধ্যে ঘাম ঢুকে গেলেও হাত দিয়ে মুছতে পারছে না। দূর থেকে তাদের দেখে মনে হোচ্ছে, যেন কতকগুলো ছোটো ছোটো গাছ পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাং পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করার সংকেত জানিয়ে বেজে উঠলো বিউগল। আত্মগোপনকারী যোদ্ধারা লাফিয়ে উঠলো, প্রচণ্ড শব্দ তুলে ছুটতে শুরু করলো পাহাড়ের চূড়ার দিকে।

পাহাড়ের চূড়ায় প্রথমে পৌঁছালো সাত নম্বর স্কোয়াড।

কোম্পানির মহড়া সম্পর্কে পর্যালোচনা শুরু হোলো। কুয়ানের রোদে পোড়া মুখটা চক্ চক্ করছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে হুশে, হাত-মুখে ফোস্কা পড়ে গেছে।

"হুশে, আমি প্রথমে বলে নিই," কোম্পানি কম্যান্ডার বললো, "তুমি ততোক্ষণে ফোস্কাগুলোতে মলম-টলম কিছু লাগিয়ে নাও।"

"না, দরকার হবে না।"

"ওগুলো থেকে ঘা হোয়ে যেতে পারে।"

"এই সামান্য ফোস্কায় কিছু হবে না। আপনি বরং বলা শুরু কোরে দিন। আপনার শেষ হোলে আমি কিছু বলবো।"

কুয়ান সামনে এগিয়ে গিয়ে বলতে শুরু করলো। চোখ দুটো তার জ্বল্ জ্বল্ করছে। "আজকে—," সে শুরু করলো। তার গলার গমগমে আওয়াজে গোটা কোম্পানি অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। "সবাই এখন আরামে দাঁড়াও," কুয়ান বললো। "আজকের মহড়ায় সাত নম্বর স্কোয়াডই সবচেয়ে দক্ষতা দেখিয়েছে।"

সাত নম্বর স্কোয়াডের প্রতিটি যোদ্ধার বুক যেন ফুলে উঠলো গর্বে। খাড়া হোয়ে দাঁড়ালো তারা, লোহার স্তম্ভের মতো, চোখের দৃষ্টি সামনে—যদিও সবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘামে ভিজে আছে। কোমরের বেল্ট চিপলেও বোধ হয় ঘাম ঝরে পড়বে।

তাদের দিকে খুশিভরা দৃষ্টিতে তাকালো কুয়ান, তারপর বলে চললো, "সাত নম্বর স্কোয়াডের কমরেডরা খুব দ্রুতগতি, জোর আঘাত হানতে পারে, বেশ ভয়ংকর হোয়ে উঠতে পারে, আবার চটপট আত্মগোপন করতে পারে। এর কারণ, তারা রাজনৈতিক মতাদর্শগত শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছে, এই মহড়ার গুরুত্ব

ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে! তাদের সাংগঠনিক চেতনা ও শৃঙ্খলাবোধ খুবই উন্নত হোচ্ছে। গত দু'মাসে তারা নিজেদের যে উন্নতি ঘটিয়েছে, তাতে গোটা কোম্পানি তাদের কাছে শিখতে পারে।" হাইয়ের দিকে তাকিয়ে কুয়ান জিজ্ঞেস করলো, "শত্রুদের কামানগুলোর ওপর পরপর তিনটা গ্রেনেড কে ছুঁড়েছিলো তখন?"

"রিপোর্ট। লিউ ইয়েন-শেং।"

'চমৎকার। তার সাম্প্রতিক উন্নতি খুবই আশাব্যঞ্জক। সত্যিকারের যুদ্ধের কথা মনে রেখেই সে মহড়ায় অংশ নিয়েছে। দু'মাসের মাত্র কিছুদিন বেশি হোল সে সৈন্যবাহিনীতে এসেছে, এর মধ্যেই সে কোম্পানির মধ্যে খুব ভালো গ্রেনেড ছুঁড়তে পারে। যে প্রচণ্ড ধৈর্য নিয়ে এটা সে শিখেছে ও অভ্যেস করেছে, তার জন্য সে আমাদের সবার অভিনন্দনের যোগ্য।" কুয়ান থামলো। তারপর আবার বললো, "এক নম্বর আর চার নম্বর স্কোয়াডও ভালো দক্ষতা দেখিয়েছে। তাছাড়া পাঁচ আর আট নম্বর স্কোয়াডের কমরেডরাও দ্রুত উন্নতি করেছে। যাই হোক, এখন অ্যাসিষ্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টার তোমাদের কিছু বলবেন।"

হুশে বলতে শুরু করলো, "কমরেডগণ, একটা ব্যাপারে শুধু কিছু বলবো আমি। ব্যাটালিয়ান পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার রিপোর্ট করেছেন, এখানে আসার পথে কোনো কোম্পানির কিছু কমরেড ক্ষেত পার হবার সময় অসতর্ক ছিলেন, ঠিক শৃঙ্খলা মেনে চলেন নি। যেখানেই যাই না কেন আমরা কৃষকদের শস্যের কোনো ক্ষতিই আমাদের করা উচিত নয়।"

বিশ্রামের সময় হুশে এসে হাইয়ের কাছে বললো, 'বেশি প্রশংসাতে মাথা ঘুরে যাওয়াটা কিন্তু ভুল হবে। বিশেষ কোরে যখন সমস্ত কোম্পানি এখন সাত নম্বর স্কোয়াডের দিকে খেয়াল রাখছে, কীভাবে প্রশংসাকে তোমরা গ্রহণ করছো। অন্য কয়েকটা স্কোয়াডের কয়েকজন কমরেডের কথা কানে আসছিলো। তারা বলছিলো, মহড়ার মধ্যে দিয়ে তারা তোমাদের ছাড়িয়ে যাবেই। এ সম্পর্কে ভেবেছো কিছু? কী ভাবছো, তার ওপরই কিন্তু নির্ভর করবে, তোমরা আরও উন্নতি করতে পারবে কিনা।"

"আমরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবো।"

"অন্য কারুর সম্পর্কে নয়, বিশেষ কোরে ইয়েন-শেং সম্পর্কেই আমি ভাবছি। মাত্র দু'মাস হোলো এখানে এসেছে সে, এখনো শৃঙ্খলাবোধই ভালো জন্মে নি ওর, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কোনো গন্ডগোল হোলে বুঝবে, ও-ই খুব সম্ভবতঃ সেটা বাধিয়েছে। এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।"

"না, না, ও ঠিক হোয়ে যাবে। আজকাল তো ও বেশ উন্নতিই করছে।

এমন কি শৃঙ্খলার ব্যাপারেও—"

"আমি তোমাকে আবার সমালোচনা করতে চাই না," হুশে বাধা দিয়ে বললো, "কিন্তু এরকম চিন্তা থাকলে খুব সহজেই মুস্কিলে পড়ে যাবে। আমি জানি, ইয়েন শেং বেশ ভালো কমরেড, আমি নিজেও ওকে বেশ পছন্দ করি। কিন্তু তাই বলে খুব নরম হোলে চলবে না তোমার। ও কীরকম সে তো তুমি জানোই। একটু ঢিলে দিলেই ও আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।"

হুশে'র কথা শেষ হোতে না হোতেই দৌড়ে এসে ঢুকলো ইয়েন শেং, সারা গায়ে কাদা মাখা। "ওঃ, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টার এখানে? আমি সব জায়গায় আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।" বলতে বলতে হুশে'র হাতে ক'টা মিষ্টি আলু দিলো সে।

"এ সব কার জন্য?"

"আপনার জন্যে এনেছি। পরিষ্কারই আছে ওগুলো। দু' দু'বার ধুয়ে এনেছি। এই দক্ষিণ অঞ্চলের আবহাওয়া এতো গরম! না হোলে, মাটির তলাতেই তৈরী হোয়ে যেতো ওগুলো। অনেক ঝামেলা বেঁচে যেতো।"

হুশে হাতের মিষ্টি আলুগুলোর দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালো। তারপর সন্দেহের সুরে বললো, "কিন্তু এগুলো তুমি পেলে কোথায়?"

ইয়েন শেং হাসলো, "ওদিকের ওই মিষ্টি আলুর ক্ষেতটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম—" "কী বললে?" হুশে লাফিয়ে উঠলো। "দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছো তুমি! একটু আগেই ব্যাটালিয়ান থেকে নির্দেশ পাঠানো হোয়েছিলো, কৃষকদের শস্যের ক্ষতি করবে না—আর তুমি কিনা মাটি খুঁড়ে তাদের মিষ্টি আলু নিয়ে এসেছো!"

"আপনি.......আপনি......," ছেলেটি স্তম্ভিত হোয়ে গেলো। "কে বললো আপনাকে যে আমি মাটি খুঁড়ে এগুলো এনেছি?"

"কারো বলার দরকার নেই—আমি জানি। কী হোয়েছে, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার। কিছুক্ষণ আগেই যখন তোমাকে ওই ক্ষেতটার কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখছিলাম, তখনই সন্দেহ হোয়েছিলো, তোমার কোনো খারাপ মতলব আছে।"

"দেখুন কমরেড, পুরো ব্যাপারটা না জেনে—"

সে আর কিছু বলার আগেই হাই তার হাত ধরে টানলো। সে বেশ বুঝলো, ছেলেটা চটে গেছে।

"দ্যাখো, কী উদ্ধত হোয়ে উঠেছে ও! আমাকে ক'টা মিষ্টি আলু দিলেই যে আমি আমার নীতি বিসর্জন দিতে পারি না। আর তোমার শৃঙ্খলাবোধ না থাকলে, তা দেখে চোখ বুজেও থাকতে পারি না।"

"আমার শৃঙ্খলাবোধ নেই ?" দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ছেলেটার, ক্ষোভে দুঃখে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো সে।

"দেখলে তো ? ঠিক যা বলেছিলাম। ঠিক একটা ঝামেলা বাধিয়েছে। বারবার তোমাকে সতর্ক কোরে দিয়েছি, ওর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখো, ওকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখো। তুমি আমার কথাকে গুরুত্বই দাও নি। কিন্তু এখন এ ব্যাপারকে আর ফেলে রাখা যায় না। আজকেই তোমাদের স্কোয়াডের একটা সভা ডাকো, ওকে প্রচন্ড সমালোচনা করতে হবে।"

"কিন্তু—"

"যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, সভাটা ডাকতে হবে। ওকে কষে সমালোচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো গাফিলতি হোলে চলবে না।" হাইয়ের হাতে মিষ্টি আলুগুলো গুঁজে দিয়ে হুশে দরজার দিকে এগোলো।

"কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?"

"নিজেকে সমালোচনা করতে," হুশে ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলো। "ব্যাটালিয়ান পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার জানতে চেয়েছিলেন, আমাদের কোম্পানির কেউ কৃষকদের শস্যের ক্ষতি করছে কিনা। আমি জানিয়েছিলাম, তিন নম্বর কোম্পানির কেউই এ কাজ করে নি। আর এখন ! চমৎকার ব্যাপার ! মিষ্টি আলু খুঁড়ে এনেছে আমাদেরই একজন ! ব্যাটালিয়ানে গিয়ে নিজের অজ্ঞতার কথা এখনই স্বীকার করতে হবে আমাকে।"

হুশে চলে গেলো। হাই মিষ্টি আলুগুলো হাতে নিয়ে চিন্তান্বিতভাবে চেয়ে রইলো সেদিকে। মাটি খুঁড়ে মিষ্টি আলু তোলা, অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করা—এগুলোকে নিশ্চয়ই খুব সমালোচনা করা উচিত। কিন্তু ইয়েন-শেং-এর পক্ষে এসব করাটাই কেমন অস্বাভাবিক ব্যাপার। হাইয়ের মনে পড়লো, ইয়েন-শেং তাকে গল্প করেছে, সে যখন বছর তিনেকের বাচ্চা ছেলে, তখন তার মা তাকে গান কোরে কোরে "শৃঙ্খলার তিনটি মূল নিয়ম এবং মনোযোগ দেবার আটটি বিষয়"* শিখিয়েছে। একটি বিপ্লবী পরিবারে যে শিশু ছোটোবেলা থেকে বিপ্লবী চিন্তাধারায় মানুষ হোয়েছে, সে কি আর জানবে না যে, আমাদের গণমুক্তিবাহিনীর মহান ঐতিহ্যই হোচ্ছে,

* চীনের গণমুক্তিবাহিনীর এই নিয়মগুলি প্রণয়ন করেছিলেন চেয়ারম্যান মাও সেতুং। "শৃঙ্খলার তিনটি মূল নিয়ম" হোলো: (১) সব কাজে নির্দেশ অনুযায়ী চলবে (২) জনগণের কাছ থেকে একটা সূতো পর্যন্ত নেবে না (৩) দখল-করা সব জিনিষ জমা দেবে। "মনযোগ দেবার আটটি বিষয়" হোচ্ছে: (১) নম্রভাবে কথা বলবে (২) যা কিনবে, তার ঠিক দাম দেবে (৩) যা ধার নেবে, তা ঠিকঠাক শোধ দেবে [৪] কোন কিছুর ক্ষতি হোলে তার দাম দেবে [৫] জনগণকে মারবে না, বা গালাগালি দেবে না [৭] মেয়েদের সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করবে না [৮] বন্দীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না।

জনগণের কাছ থেকে একটা সুতো পর্যন্ত নেওয়া চলবে না। তাছাড়া, ছেলেটার আচরণ দেখে মনে হোচ্ছিলো, সে যা করছে, তার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। নাহোলে সে হুশে'র সঙ্গে কখনোই এমন ব্যবহার করতো না। "না, ওর ওপর আস্থা হারালে চলবে না," হাই ভাবলো। "কিছু করার আগে গোটা ব্যাপারটা ভালো কোরে জানতে হবে।"

সে দিনের মতো মহড়া শেষ হোলো। রাতে ইয়েন শেং প্রায় খেলোই না, গম্ভীর মুখে ব্যারাকে ফিরে গেলো। হাই সিদ্ধান্ত নিলো, বর্তমান পরিস্থিতিতে সভা ডেকে বা সমালোচনা কোরে লাভ হবে না। ইয়েন-শেংকে যে জিজ্ঞেস করলো, মিষ্টি আলুগুলো সে কোত্থেকে পেয়েছে। ছেলেটা কোনো উত্তরই দিলো না। অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কোয়াড-লিডার ওয়েই'র সঙ্গেও এ নিয়ে কথা বললো সে। দুজনেই একমত হোলো, এখন সভা ডেকে লাভ নেই। তারপর হাই নিজেই ব্যাপারটা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার সিদ্ধান্ত নিলো।

পাহাড়ের তলায় যেখানে মহড়া হোয়েছিলো, সেখানে পাশাপাশি অনেকগুলো মিষ্টি আলুর ক্ষেত। হাই ভেবেছিলো, সে গিয়ে সেখানকার কৃষকদের কাছে খোঁজ-খবর নেবে। কিন্তু ততোক্ষণে সবাই বাড়ী ফিরে গেছে। সে উভয়-সংকটে পড়লো। পুরো ব্যাপারটা জানতে না পারলে সে কী কোরে ইয়েন-শেংকে সাহায্য করবে?

হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা আকস্মিকভাবেই তার চোখে পড়লো, কে যেন পথের পাশে ঠিক তীরের মতো একটা ছোটো লাঠিকে সাজিয়ে রেখেছে। তীর-নির্দেশিত পথে এগোতেই খানিকটা দূরে ঠিক একই রকম আরেকটা লাঠি চোখে পড়লো। "আশ্চর্য!" সে ভাবলো। নোতুন তীরটার নির্দেশিত পথে এগোতে এগোতে সে মিষ্টি আলুর একটা ক্ষেতে গিয়ে পৌঁছুলো। সামনেই একটা ঢিলের তলায় একটা ভাঁজ-করা কাগজ। কাগজটা তুলে নিতেই কুড়ি সেন্টের একটা মুদ্রা বেরিয়ে পড়লো। চিঠিতে লেখা:

> প্রিয় কৃষক কমরেড,
>
> আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধের মহড়া দেওয়াটা আমাদের কর্তব্য। সেজন্য কোনো বিশেষ উপহার আমরা নিতে পারি না। মিষ্টি আলুগুলোর জন্য কুড়ি সেন্ট থাকলো। এটাই আমাদের গণমুক্তি-বাহিনীর বিপ্লবী ঐতিহ্য। বিপ্লবী অভিনন্দনসহ—
>
> লাল ফৌজের একজন তরুণ যোদ্ধা

হাই দেখেই চিনতে পারলো—ইয়েন শেঙের হাতের লেখা। পুরো ব্যাপারটা না জেনেও সে বুঝলো, কেন ছেলেটা তার ওপর অন্যায় সন্দেহের জন্য ক্ষুব্ধ

হোয়েছে, কেনই বা রাতে খিদে হয় নি। পয়সাটা আর চিঠিটা পকেটে পুরে নিয়ে সে ব্যারাকে ফিরে এলো।

ড্রিলের মাঠে এককোণে মাথা নীচু কোরে বসেছিলো ইয়েন-শেং।

হাই তার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো, "ঠিক কোরে বলো তো, মিষ্টি আলুগুলো তুমি কী কোরে জোগাড় করেছিলে?"

ছেলেটা তার মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু কোনো কথা বললো না।

"তোমার কী মনে হয়, আজ তোমার আচরণ ঠিক ছিলো?"

"আমি এ নিয়ে অনেক ভাবলাম! কিন্তু বেঠিক কিছু খুঁজে পেলাম না।"

"আমি যদি তোমাকে একটা গল্প বলি? শুনবে?"

"না

"এটা কমরেড লেই-ফেং সম্পর্কে।"

ছেলেটা মাথা তুলে স্কোয়াড্‌লিডারের দিকে তাকালো।

"কমরেড লেই-ফেং খুব মিতব্যয়ী ছিলেন। একবার তিনি এক খেলাধুলোর আসরে যোগ দিয়েছিলেন। সে দিনটা ছিলো বেশ গরম দিন। কিছুক্ষণ খেলাধুলোর পর সবাই খুব গরম বোধ করছিলো, পিপাসা পাচ্ছিলো। অনেকেই তখন ঠাণ্ডা সোডা-ওয়াটার কিনে খেলো। লেই-ফেংও কিনতে যাচ্ছিলেন এক বোতল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সবাইকে বিনা পয়সায় ঠাণ্ডা জল দেওয়া শুরু হোলো। তিনি আর পয়সা খরচ না কোরে সেই জলই খেলেন। একজন নবাগত যোদ্ধা তা দেখে ঠাট্টা কোরে বললো, লেই-ফেং খুব কিপ্‌টে, এতো কিপ্‌টে যে এক বোতল সোডাওয়াটার পর্যন্ত কিনতে পারে না। একথা লেই-ফেঙের কানে আসতেই ওর মেজাজ খুব খারাপ হোয়ে গেলো, রাতে খাবার পর্যন্ত খেলেন না।"

"কী বলছেন আপনি?" ইয়েন-শেং চেঁচিয়ে উঠলো, "এটা অসম্ভব! কমরেড লেই-ফেং এ রকম করতেই পারেন না!"

"না, তিনি ভেবেছিলেন, তার প্রতি অন্যায় করা হোয়েছে," হাই সরল মুখে বললো, "কারণ তার ক'দিন আগেই অনেক বছর ধরে জমানো দুশো ইউয়ান তিনি একটি গণ-কমিউনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই তাকে যখন 'কিপ্‌টে' বলা হোলো, স্বাভাবিক কারণেই তিনি খুব চটে গেলেন।"

"আমি বিশ্বাস করি না। এ রকম ভুল আচরণ কমরেড লেই-ফেং কখনোই করতে পারেন না। তিনি অতি অবশ্যই সেই নবাগত যোদ্ধাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা কোরে বোঝাতেন। আপনি এটা বানিয়ে বলছেন।"

"ঠিক বলেছো। শেষ অংশটা আমি বানিয়েই বলেছি। কমরেড লেই ফেং সত্যিসত্যিই সেই যোদ্ধাটিকে বুঝিয়ে বলেছিলেন। আমাদের কেন মিতব্যয়ী

হোতে হবে, তার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। "কিন্তু," হাইয়ের গলার স্বর গম্ভীর হোয়ে এলো, "কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর যখন তোমায় সমালোচনা করলেন, তুমি কেন রাগ দেখিয়ে চলে এলে? তিনি যদি পুরো ব্যাপারটা না-ই জানেন, তুমি কেন নম্রভাবে তাকে বুঝিয়ে দিলে না? যেন এতো চটে গেলে যে, রাতের খাবার পর্যন্ত খেতে পারলে না? তুমি কি আমাকে বলো নি যে, কমরেড লেই-ফেঙের কাছ থেকে তুমি শিখতে চাও?"
"এ দুটো মোটেই এক নয়। কয়েকজন কৃষক আমাকে কয়েকটা মিষ্টি আলু দিতে চেয়েছিলেন। আমি কিছুতেই নেবো না, ওরাও ছাড়বেন না। ওরা বললেন, মহড়ার পর আমি খুব তেতে আছি, ক'টা মিষ্টি আলু খেলে পিপাসা কমে যাবে। ওরা বারবার বলতে লাগলেন, 'আমাদের কমিউনের সদস্যরা ভালোবেসে এটা দিচ্ছি। তুমি নেবে না কেন? তখন আর না নিয়ে উপায় রইলো না। কিন্তু দাম দিতে যেতেই ওরা পিছিয়ে গেলো, কিছুতেই নিলো না। তখন আমি ব্যারাকের দিকে রওনা দিলাম। কিন্তু ক'পা এগিয়েই আমার মনে হোলো, 'এটা ভুল'। তখন আমার মনে পড়লো, ছোটোবেলায় বাবা গল্প করতেন, তিনি যখন গেরিলা যোদ্ধাবাহিনীতে ছিলেন, তখন কৃষকরা তাদের কিছু উপহার দিয়ে দাম না নিতে চাইলে—"
"তারা কাগজে মুড়ে, সঙ্গে একটা চিঠি লিখে, সেটা রেখে আসতেন। ঠিক বলেছি?"
"ঠিক বলেছেন। কিন্তু তাতে দোষের কী হোলো? পুরোনো লাল ফৌজ থেকে শিক্ষা নেওয়াটা কি অন্যায়?"
"মিষ্টি আলুর ব্যাপারে তুমি ঠিক কাজই করেছো, আর লেই-ফেংও সোডা-ওয়াটার না কিনে ঠিক কাজই করেছিলেন। কিন্তু তিনি পরে তোমার মতো আচরণ করেন নি। অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টরের প্রতি তোমার আচরণটা কেমন হোয়েছিলো? এই সামান্য ব্যাপারে এতো চটে যাবার কোনো যুক্তি ছিলো? কোম্পানি কম্যান্ডার আজ তোমার প্রশংসা করেছেন। কাজেই এখন থেকে নিজেকে মাপতে হোলে আরও উঁচু মানের নিরিখে নিজেকে বিচার করা উচিত আমাদের।"
ইউন-শেং মাথা নীচু করলো।
"আমাদের নেতারা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের সমালোচনা করছেন, সেটাকে আমাদের ঠিকমতো বোঝা উচিত। যেখানে দরকার নম্রভাবে ব্যাখ্যা কোরে বোঝাতে হবে। কিন্তু তোমার মতো ব্যবহার কোরে কী লাভ? আমরা সব সময়ে বলি, কমরেড লেই-ফেঙের কাছ থেকে শিখতে হবে। কিন্তু বিশেষ সমস্যায় পড়লে তার মতো হবার চেষ্টা তো করি না? আজ তোমার মতো

অবস্থায় পড়লে লেই-ফেং কী করতেন বলো তো? তিনি কীভাবে সমালোচনাকে গ্রহণ করতেন, সেটাও আমাদের বোঝা উচিত।"

ছেলেটি লজ্জিত মুখে হাইয়ের দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ালো।

"হ্যাঁ, আরেকটা কথা, আজ রাতে তোমার না খাবার কোনো যুক্তিই ছিলো না। যে কোনো জরুরী পরিস্থিতির জন্য প্রতিটি যোদ্ধাকে তৈরী থাকতে হবে। ধরো, আজই যদি আমাদের কাছে যুদ্ধে যাবার নির্দেশ আসতো? খালি পেটে কতোদূর এগোতে পারতে তুমি? তোমার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করতে পারতে? খাওয়াটা কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। একজন যোদ্ধার দায়িত্ববোধ কেমন, সেটাও এর থেকে বোঝা যায়। এর থেকে তোমার বোঝা উচিত, তোমার শৃঙ্খলাবোধ এবং সাংগঠনিক চেতনার মান খুব উন্নত নয়।" ইয়েন-শেং হাইয়ের চোখে চোখে তাকালো। "আমার ভুল হোয়েছে। আমি বুঝতে পারছি।"

হাই সেই চিঠিটা আর পয়সাটা তার হাতে দিলো। সেটা হাতে নিয়ে ছেলেটি অবাক হোয়ে হাইয়ের দিকে তাকালো। মনে মনে ভাবলো, "কী কোরে উনি সব কথা জানলেন? এজন্যই উনি কোনো কথা বললে, যুক্তি দিয়ে তা না মেনে নিয়ে পারা যায় না!"

"কী, হাঁ কোরে আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছো? যাও, পয়সাটা কমিউনে পৌঁছে দিয়ে এসো।"

"ঠিক", ইয়েন-শেং লাফিয়ে উঠলো। তারপর হাসিমুখে এক দৌড় দিলো।

কোম্পানি হেডকোয়ার্টারে ঢুকবার সময়ে চাঁদের আলোয় হাইয়ের লম্বা ছায়া পড়লো। হুশে ছুটে এলো, "কোথায় ছিলে এতোক্ষণ? সব জায়গায় তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।" হাইকে বসতে বলে সে আবার বলতে লাগলো, "তোমার সঙ্গে আলোচনা আছে, অথচ তার সময়ই পাচ্ছি না। বিকেলেও ইয়েন-শেঙের ব্যাপারটার জন্য বলা হোলো না। কিছুদিন ধরে তোমাদের সাত নম্বর স্কোয়াড দারুণ উন্নতি করছে। দু'মাসে এতোটা উন্নতি সত্যিই অভিনন্দন পাবার যোগ্য। কিন্তু এই সাফল্যে আবার মাথা ঘুরে গেলে চলবে না। কোম্পানির বিভিন্ন স্কোয়াডের মধ্যে একটা সামরিক মহড়া হবে। তাতে সাত নম্বর স্কোয়াডকে মডেল হিসেবে সামনে রেখে তাকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতা হবে—"

হাই অবাক হোয়ে গেলো। সে এ সব কিছুই জানতো না।

হুশে ড্রয়ার থেকে কিছু কাগজপত্র বের করলো। "এগুলো দ্যাখো। এটা হোচ্ছে তোমাদের সঙ্গে এক নম্বর স্কোয়াডের প্রতিযোগিতার আহ্বান। এগুলো হোচ্ছে চার নম্বর আর আট নম্বরের। তাছাড়া দু'নম্বর প্লেটুনের পাঁচ

আর ছ'নম্বর স্কোয়াডও চিঠি দিয়েছে। সবার মধ্যেই দারুণ উৎসাহ। এটা ভালো। সব স্কোয়াডই সাত নম্বরকে ছাড়িয়ে যাবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু তোমরা কী করবে? গল্পের সেই খরগোস আর কাছিমের প্রতিযোগিতার মতো মাঝপথে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে? বলো?"

"কিন্তু অ্যাসিষ্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টর, আমরা তো ঘুমিয়ে পড়ি নি।"

"পড়ো নি? ইয়েন-শেং কৃষকদের জমি খুঁড়ে মিষ্টি আলু নিয়ে এসেও এটাকে শৃঙ্খলার অভাব বলে স্বীকার করলো না! তোমাকে আমি বললাম স্কোয়াডের একটা সভা ডাকতে, তুমিও ডাকলে না! এ সব দেখে শুনে আমাদের দুশ্চিন্তা হোলে, সেটা কি অন্যায় হবে।"

সব কথা শুনবার আগেই হাইয়ের হাসি পেলো। কমরেড হুশে সাত নম্বর স্কোয়াডের জন্য সত্যিই খুবই ভাবেন, কিন্তু এখনও সব ব্যাপারটা বোঝেন না। সে বললো, "চটবেন না কমরেড, কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি কী বলছেন, সেটা নিজেই জানেন না।"

"না, না, ঠাট্টার ব্যাপার না এটা। তোমাদের স্কোয়াড নিয়ে আমি খুবই দুশ্চিন্তায় আছি।"

'আমি আপনাকে সে সম্পর্কেই বলতে এসেছি। সত্যিই কি আর আমাদের সভা ডাকা দরকার?" সে ইয়েন-শেঙের লেখা চিঠিটা হুশে'র হাতে দিয়ে মিষ্টি আলুর গোটা ব্যাপারটা খুলে বললো। সবশেষে সে বললো, "জনগণের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পর্কে চিড় ধরাতে চায়নি বলেই সে পুরোনো লাল ফৌজের সৈন্যদের পথ নিয়েছে। আমার মনে হয় সে এটা ঠিকই করেছে। পরে সে এটাও স্বীকার করেছে যে, আপনার প্রতি তার আচরণ ঠিক হয় নি। সভা ডেকে আর লাভটা কী?"

হাইয়ের সব কথা শুনে হুশে চিন্তিত মুখে বললো, "এটা ঠিক, আমি একটু বেশি তাড়াহুড়ো কোরে ফেলেছি। কিন্তু সেও তো কচি ছেলে না। ঠিক মতো ব্যবহার না পেলেই ঘাবড়ে যাওয়া ঠিক না। নাকের সামনে বেয়নেট উঁচিয়ে ধরলেই কি ও ভয়ে চোখ বুজবে? এভাবে সে কী কোরে নিজেকে শক্ত কোরে তুলবে?"

হাই এ ব্যাপারে হুশে'র সঙ্গে একমত হোতে পারলো না। যে কোনো যোদ্ধার সাহস আর দৃঢ়তা গড়ে উঠবে তার শ্রেণী-সচেতনতার ওপর ভিত্তি কোরে। পার্টির আদর্শের প্রতি একজন গণ যোদ্ধার সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের পরিচয় মেলে তার সাহসের মধ্য দিয়ে! কিন্তু হাই আবার এটাও বুঝলো, একথা হুশে'কে এক্ষুণি বললেই সে বুঝবে না। সেজন্য সে ব্যাপারে তর্কে না গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, "বলুন কমরেড, স্কোয়াডের সভা ডাকার আর কী কোনো দরকার আছে?"

"সভা ডাকা না ডাকায় কিছুই আর আসে যায় না এখন। মূল কথা হোচ্ছে ওর সম্পর্কে একটু শক্ত হোতে হবে। ছেলেটার অনেক ভালো গুণ আছে, সম্প্রতি খুব উন্নতিও করেছে, কিন্তু শৃংখলাবোধের খুব অভাব।" একটু থেমে হুশে আবার বললো, "অবশ্য এ ব্যাপারে আমারও দোষ ছিলো। তুমি ফিরে গিয়ে সব কথা ওকে বুঝিয়ে বোলো। এ ব্যাপারে যেন ও আর মন খারাপ না কোরে থাকে।"

"ঠিক আছে, আমি তাহোলে চলি।" অভিবাদন জানিয়ে হাই উঠে পড়লো। পেছন থেকে হুশে আবার চেঁচিয়ে বললো, "ওকেই বরং আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি নিজেই ওর সঙ্গে আলোচনা করবো। ও মন খারাপ কোরে থাকলে ওকে ঠিকভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা যাবে না।"

ব্যারাকের আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে, কিন্তু ইয়েন-শেঙের বিছানা এখনো খালি। "ও এখনো ফিরলো না কেন?" হাই ভাবলো, "ও কি এখনো অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের সঙ্গে কথা বলছে, না মাঠে গিয়ে গ্রেনেড ছোঁড়া অভ্যাস করছে?" মাঠে গিয়েও কাউকে দেখতে পেলো না হাই। ব্যারাকের দরজায় বসলো সে। "ছেলেটা ফিরলে কথা বলতে হবে। অ্যাসিস্টান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার ঠিকই বলেছে, সমস্ত কোম্পানির উৎসাহ-উদ্দীপনা এখন বাড়িয়ে তুলতে হবে। অন্যদের প্রতিযোগিতার আহ্বানের যোগ্য হোয়ে উঠতে হবে আমাদের।"

"এখনো ঘুমোও নি?" অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কোয়াড-লিডার ওয়েই এসে প্রশ্ন করলো, "অনেক রাত হোয়ে গেছে।"

"ইয়েন-শেঙের জন্য অপেক্ষা করছি। কালকেই একটা সভা ডাকতে হবে আমাদের স্কোয়াডের। অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার বলছিলেন, আমাদের কাজে ঢিলে বা অহংকারী হোয়ে পড়লে চলবে না। মতাদর্শগত কাজকে সব সময়েই প্রাধান্য দিতে হবে। কীভাবে এ কাজ আমরা করি, সেটা দেখবার জন্য নেতারা সব উদগ্রীব হোয়ে আছেন। আমাদের স্কোয়াডের এবং প্রত্যেকের নিজের এ ব্যাপারে কী কী সমস্যা আছে, ভাবো। স্কোয়াডের সভার আগে স্কোয়াড পার্টিগ্রুপকে বসে আলোচনা কোরে নিতে হবে। মূল ব্যাপার হোচ্ছে, ঢিলে দিলে বা অহংকারী হোলে চলবে না।"

"ঠিক বলেছো, বারবার সাংগঠনিক মান আর শৃংখলাবোধের ওপর জোর দিতে হবে," ওয়েই বললো। কিন্তু ইয়েন শেং এখনো ফিরছে না কেন? কোনো গণ্ডগোল হোলো নাকি?"

"ও বোধহয় এখনো অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের সঙ্গে কথা বলছে।"

হাই উঠে দাঁড়ালো। "কিন্তু অনেক রাত হোয়ে গেলো। নেতাদের ঘুমোবার সময় দিতে হবে তো। আমি ওকে ধরে আনছি।"
হুশে'র ঘর থেকে বেশ দূরে থাকতে থাকতেই হাই বেশ জোরে জোরে তর্ক-বিতর্কের আওয়াজ পেলো। শুনবার জন্য সে দাঁড়িয়ে পড়লো।
'চেয়ারম্যান মাও বলেছেন, অনুসন্ধান না কোরে মন্তব্য করার অধিকার নেই।' কিন্তু আপনি কী কোরেছেন? 'আমার জানার দরকার নেই', 'আমি ঠিক জানি'...আপনি তো সবাইকে ভুলভাবে সমালোচনা করেন।' হাই চিনতে পারলো, গলার স্বরটা ইয়েন-শেঙের।
"সমালোচনা এলে প্রথমেই তার দৃষ্টিভঙ্গিটা বিচার কোরে দেখা উচিত। অথচ তোমরা কী করছো? একটু প্রশংসা পেতেই, সামান্য সমালোচনাও তোমাদের অসহ্য ঠেকছে। কমরেড, এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই ভুল।"
"এটা নির্ভর করে, আপনি কেমনভাবে সমালোচনা করেন, তার ওপর। ঠিক সময়ে ঠিকভাবে সমালোচনা এলে, তা যতোই কঠোর হোক না কেন, মেনে নিতে বাধা থাকে না। আমাদের স্কোয়াড-লিডারের কথাই ধরুন না। প্রথমে উনি সব ব্যাপারটা ভালো কোরে খোঁজ নিয়ে নেন, তারপর ঠিক কী ভুল হোয়েছে, কেন ভুল হোয়েছে, সব ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে দেন। এ সত্ত্বেও ভুল না ধরতে পারলে, গল্প বলে বা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা আরো সোজা কোরে দেন। তাই তিনি সমালোচনা করলে, সেটা মেনে নেওয়ার অসুবিধা থাকে না। একেই তো বলে মতাদর্শগত কাজ, জীবন্ত ধারণা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া। এ সমালোচনায় আমাদের সাহায্য করা হয় আমরা শিখতে পারি। খুব আনন্দের সঙ্গেই আমরা সেটা মেনে নিতে পারি।"
"অথচ কমরেড, ঠিক এক ব্যাপারটা নিয়েই আমি দুশ্চিন্তায় ভুগছি। তোমাদের স্কোয়াড লিডার আদর দিয়ে আর নরম ব্যবহার কোরেই তোমার মাথাটা খেয়েছে। প্রথম থেকেই আমি এর বিরোধিতা কোরে এসেছি। এ নিয়ে সমালোচনা করলেও সে সেটা মেনে নেয় নি। এতে তোমরাই গোল্লায় যাচ্ছো, তোমাদেরই ক্ষতি হোচ্ছে। এটা খুবই দায়িত্বহীনতার পরিচয়।" শুনতে শুনতে হাই স্তম্ভিত হোয়ে গেলো।
"তোমাদের সাত নম্বর স্কোয়াডের লোকেরা খুবই অহংকারী হোয়ে গেছে। তোমরা সবাই যে গোল্লায় যাচ্ছো, এ ব্যাপারে আমার কোনোই সন্দেহ নেই।" হুশে বলে চললো, "এ ব্যাপারে খুব শিগগিরি কিছু না করলে তোমরা নীতিগত ভাবেও বিচ্যুত হোয়ে পড়বে।"
হাই যেন খানিকটা জোর কোরেই নিজের সম্বিত ফেরালো। "লুকিয়ে অন্যের কথা শোনা মোটেই ঠিক নয়।" দ্রুতগতিতে ফিরে চললো সে। কিন্তু

কয়েক পা এগিয়েই সে আবার থেমে গিয়ে ভাবতে শুরু করলো। এরকম জটিল সমস্যায় সে জীবনে পড়ে নি। "একটু প্রশংসা পেতেই সামান্য সমালোচনাও তোমাদের অসহ্য ঠেকছে!" 'এটা খুবই দায়িত্বহীনতার পরিচয়!' "তোমাদের স্কোয়াড-লিডার আদর দিয়ে আর নরম ব্যবহার কোরেই তোমাদের মাথাটা খাচ্ছে!" একটু আগে শোনা কথাগুলো প্রচন্ড গর্জনে তার কানের পর্দায় আঘাত করতে লাগলো। ক'টা মিষ্টি আলুর সঙ্গে সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আলাদা কোরে কিছু ভাবতে পারছে না সে। সারাদিনের ঘটনাগুলো নিয়ে সে আরেকবার ঠান্ডা মাথায় ভাবতে চাইলো। কিন্তু মাথায় কিছুই যেন ঢুকছে না। সে তার নিজের আচরণ খুঁটিয়ে বিচার কোরে দেখতে চাইলো, কোনো ভুল সে করেছে কিনা। কিন্তু কোনো কথাই যেন মনে পড়ছে না। খানিকটা অসংলগ্নের মতোই সে নিজেকে জিজ্ঞেস করলো, "আমি কি আজ কোনো ভুল করেছি? আমার দৃষ্টিভঙ্গি কি ভুল ছিলো? না। আমি ইয়েন-শেঙের ওপর আস্থা রেখেছিলাম। অনুসন্ধান কোরে আমার ধারণাই সঠিক বলে প্রমাণিত হোয়েছে। ফলও ভালো পাওয়া গেছে। আমি তার মাথা খাই নি। মিষ্টি আলুর ব্যাপারে সে কোনো ভুলই করে নি, সে ব্যাপারটার ফয়সালাও ঠিক ভাবেই করা গেছে। কিন্তু অ্যাসিষ্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার তাতে সন্তুষ্ট হোচ্ছেন না কেন? নির্দিষ্ট সমস্যার নির্দিষ্ট সমাধানই আমি করেছি। এটা নিশ্চয়ই আদর দেওয়া আর মাথা খাওয়া নয়?......"
হাই মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাবতে লাগলো।

*　　　　*　　　　*

গত ক'দিন ধরে হাই শুধু ভাবছে, সাত নম্বর স্কোয়াডের দায়িত্ব নেবার পর যে সমস্ত সমস্যা এসেছে, সে সবের কথা, বিশেষ কোরে ইয়েন শেংকে সাহায্য করার কথা। অনেক ভেবেও সে নিজের কোনো ভুল ধরতে পারছে না।
কাও'র সব ব্যাপারেই খুব লক্ষ্য থাকে। সে-ই প্রথমে আবিষ্কার করলো, হাইয়ের মনের মধ্যে কোনো সমস্যা পাক খাচ্ছে। সে মনে মনে বললো, "আমাদের স্কোয়াড লিডার যেন পুরো দম-দেওয়া ঘড়ি। কখনও তিনি ক্লান্ত হন না, কখনো তার বিশ্রাম দরকার হয় না। কী কোরে সাত নম্বর স্কোয়াডের উন্নতি ঘটানো যায়, এটাই তার সর্বক্ষণের চিন্তা। কাজ করতে গিয়ে যদি একশো ক্যাটি ওজনের কোনো বোঝা পান, তবে সেটা ফেলে তিনি কখনো নব্বই ক্যাটি ওজনের বোঝা নেবেন না। সুযোগ হোলেই স্কোয়াডের কোনো না কোনো কমরেডের সঙ্গে আলোচনা করতে বসবেন। আমরা যখন বিশ্রাম করি, তখনো তিনি হয় চেয়ারম্যান মাওয়ের রচনা পড়েন, না হয় কাজকর্মের নোট পরীক্ষা করেন। আমাদের কাজে অবহেলা দেখলে তিনি এমন কি

নোংরা জামাকাপড় পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে ধুয়ে দেন। রোববার সবাই যখন বেড়াতে যায়, তখন তিনি রান্নার স্কোয়াডে গিয়ে সাহায্য করেন। তিনি আমাদের গোটা স্কোয়াডে অ্যাতো উদ্দীপনা আনতে পেরেছেন বলেই আমাদের স্কোয়াড কোম্পানির মধ্যে মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু গত ক'দিন ধরে তিনি কী অ্যাতো ভাবছেন? ভেবে ভেবে তার শরীরই তো ভেঙে পড়বে।"

এমন কি এতো চঞ্চল যে ইয়েন-শেং, সে পর্যন্ত খেয়াল করলো, তাদের স্কোয়াড লিডার চিন্তায় ভারাক্রান্ত হোয়ে আছে। ড্রিলের মাঠে এককোণে হাইকে দেখতে পেলো সে—হাতে একটা বই নিয়ে নিশ্চল হোয়ে তাকিয়ে আছে। ওয়েইকে সে হাসতে হাসতে বললো, "আমাদের স্কোয়াড-লিডারের মগজ নির্ঘাত লোহা দিয়ে তৈরী, দিনরাত শুধু ভাবছেন আর ভাবছেন। দেখুন গে, এখন নিশ্চয়ই আবার নোতুন কোনো সমস্যার কথা ভাবছেন।"

"তাহোলে এটাও নিশ্চিত জেনো, সেই সমস্যাটা তোমাকে নিয়েই।"

"অসম্ভব! এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?"

হাই তখন সত্যিসত্যিই তার সম্পর্কে ভাবছিলো। সেদিন দুপুরেই তাদের স্কোয়াডের একটা সভা হোয়েছিলো, নিজেদের দুর্বল বিষয়গুলি বের করবার এবং এক নম্বর ও চার নম্বর স্কোয়াড থেকে কী কী বিষয়ে তারা পিছিয়ে আছে, সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য। হাই একদিকে যেমন স্পর্শকাতরতার জন্য ইয়েন-শেঙের সমালোচনা করেছিলো, আরেক দিকে ঠিক তেমনি নিজের সমালোচনা করেছিলো ইয়েন-শেঙের দুর্বলতা দূর করার ব্যাপারে নিজের ত্রুটির জন্য। ইয়েন শেং তার সম্পর্কে হাইয়ের সমালোচনা মেনে নিয়ে, মোটামুটি বেশ গভীরভাবেই নিজের আত্মসমালোচনা করেছিলো। কিন্তু সভা শেষ হবার পর হাই যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টরের সঙ্গে তার মুখে তর্ক করা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললো, তখন ইয়েন শেং উঠলো চটে।

ইয়েন শেং উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলো, "স্কোয়াড-লিডার, আপনার এ বক্তব্য কিন্তু নীতিগত দুর্বলতারই পরিচয় দিচ্ছে। ওটাকে আপনি মুখে মুখে তর্ক বলতে বলতে পারেন না। আমরা একটা সমস্যা নিয়ে বিতর্ক করছিলাম।"

"সমস্যা নিয়ে বিতর্ক করছিলে?"

"নিশ্চয়ই। মিষ্টি আলুর ব্যাপারটা, এবং সেটাকে সমাধান করার দু'রকম পদ্ধতি সম্পর্কে। আপনি বলতে চান, কোন্ পদ্ধতিটা ঠিক, সেটা আমরা বিচার কোরে দেখবো না?"

"অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর তোমাকে সমালোচনা কোরে নিশ্চয়ই

ভুল করেন নি। তিনি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা করছেন, এটা তোমার বোঝা দরকার ছিলো।"

"সেটা ঠিক। কিন্তু তবুও কোন্‌টা কোন্‌টা ভুল, সেটা বিচার করা দরকার।"

"সব সময়ে নেতৃত্বের পদ্ধতির ভুল খোঁজার জন্য ব্যস্ত হওয়া ঠিক না। তাছাড়া তুমি যেভাবে কথা বলছিলে, তাতে সে সমস্যার সমাধান হয় না। এতে শুধু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। সোজাসুজি তার কাছে গিয়ে তোমার ব্যাখ্যা কোরে বোঝানো দরকার ছিলো।"

"ব্যাখ্যা আবার কী করবো? আমার তো মনে হয়, তর্ক কোরে আমি ঠিকই করেছি। তিনিই গোটা ব্যাপারটা ভুলভাবে দেখেছেন। সেখানে আমি কী ব্যাখ্যা করবো? ব্যাখ্যা করা দরকার মনে করলে আপনি সেটা করুন। আর এবার থেকে আমিও কাউকে কোনো ব্যাপারেই সমালোচনা করতে বা যুক্তি-তর্ক দিতে যাবো না।"

"এটা কিন্তু আবার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হোচ্ছে না।"

"আপনার এ সমালোচনাও আমি মানতে পারছি না। সুচিন্তিত বলতে আপনি কী বোঝেন? তার কাজে ভুল হোয়েছে, অথচ আপনি আমাকে সমালোচনা করতে বারণ করেছেন। গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে তিনি সব ভুল খবর পেয়েছেন অথচ ব্যাখ্যা করতে হবে আমাকে। নীতিগত কারণে আমার এতে আপত্তি আছে। এটাই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। আপনার যুক্তি আমি মানতে পারছি না।"

ইয়েন-শেং রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। কয়েক পা এগিয়েই আবার ফিরে এসে বলেছিলো, "আপনি খুব ভালো করেই জানেন যে, ভুলটা তিনিই করেছেন। অথচ আপনি গিয়ে তাকে সমালোচনা করছেন না। এটা সুচিন্তিত হবার পরিচয় না, এটা হোচ্ছে উদারনীতিবাদ।"

হাই এখন সঠিক চিন্তা আর উদারনীতিবাদের পার্থক্যই করতে চেষ্টা করছিলো।

"আমার প্রতি নেতৃত্বের সমালোচনাকে আমি যে ভুলভাবে নিই নি, এটা ঠিকই হোয়েছে। কিন্তু এখানে থেমে গেলেই কি আমি সঠিক চিন্তার পরিচয় দেবো? নিজের গুণ সম্পর্কে অহংকারী হওয়া ঠিক না, কিন্তু কোনো কমরেডের ভুল দেখেও চুপ কোরে থাকাটা কি উদারনীতিবাদ নয়?"

ইয়েন-শেঙের কথায় হাই আসলে একটা ধাক্কা খেয়েছিলো। তাই সে ঠিক করেছিলো, চেয়ারম্যান মাওয়ের "উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে" রচনাটি যত্ন কোরে আবার প্রথম থেকে পড়ে ফেলবে। ড্রিলের মাঠের কোণায় বসে সে বারবার লেখাটি পড়ছিলো। মনে হচ্ছিলো, লেখাটির প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দ যেন তার সমস্যার কথা ভেবে লেখা হোয়েছে।

লেখাটির শুরুতেই চেয়ারম্যান মাও বলেছেন :

আমরা সক্রিয় মতাদর্শগত সংগ্রামের পক্ষে, কেননা এটাই হোচ্ছে সেই হাতিয়ার, যা লড়াইয়ের স্বার্থে পার্টি ও বিপ্লবী সংগঠনগুলির মধ্যে ঐক্যকে সুনিশ্চিত করে। প্রত্যেক কমিউনিষ্ট এবং বিপ্লবীর এই হাতিয়ারকে তুলে ধরা উচিত।

চেয়ারম্যান মাও কথাটা বিশেষভাবেই বলেছেন। হাই এবং হুশে দুজনেই কমিউনিষ্ট। তাহোলে কেন তারা পার্টি-সদস্যদের মতো মতামত বিনিময় করবে না বা যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করবে না? যে সমস্ত লোক ভুল কথা-বার্তা শুনেও প্রতিবাদ করে না, বরং এমন ভাব করে, যেন কিছুই হয় নি, তাদেরকে এই রচনাটিতে সমালোচনা করা হোয়েছে।

"এটা আসলে আমারই সমালোচনা," হাই ভাবলো। একটি গরীব পরিবারে বড়ো হোয়ে ওঠা উপযুক্ত ছেলে ইয়েন-শেং, সরল এবং সং। সে সোজাসুজি বাস্তবসম্মত কথা বলে। নিজে ভুল করলে শুধরে নেয়। ভুল ও ঠিকের মধ্যে সে স্পষ্ট পার্থক্য করতে পারে, এবং নিজের ধারণা অনুযায়ী কাজ কোরে চলে। নেতৃত্বের কোনো ভুল দেখলে সেটা তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। সে তখন সোজাসুজি যুক্তি দেয় এবং ভুলের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। অর্থাৎ সে বিপ্লবের স্বার্থকে সব সময়েই বড়ো কোরে দেখে। আর আমিই বরং এ ব্যাপারে এখনো সব বাধা পেরোতে পারি নি। এটা আমার মতাদর্শগত নীচু মানেরই পরিচয়। অর্থাৎ, এতে বোঝা যাচ্ছে, আমি এখনো কৃষকের মানসিকতা ছাড়তে পারিনি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ছাড়তে পারি নি।"

হাই ঠিক করলো, অ্যাসিষ্ট্যান্ট পলিটিকাল ইনস্ট্রাক্টারের কাছে খোলাখুলি ভাবে তার মতামত জানাবে।

গত ক'দিন ধরে কাজ করতে করতে বা বিশ্রাম নিতে নিতে, হুশে শুধু সাত নম্বর স্কোয়াড সম্পর্কেই ভাবছে। তার মনে হোচ্ছিলো, যেহেতু হাইদের স্কোয়াড প্রশংসা পেয়েছে, কাজেই তাদের কাছে আরও উঁচু মান আশা করা উচিত। আর হাই তো একজন চমৎকার যোদ্ধা। সে বার বার সম্মানিত হোয়েছে, প্রশংসা পেয়েছে, সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার খুব কম সময়ের মধ্যেই কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ পেয়েছে, আর গত কিছুদিন ধরে তো চমৎকার কাজ করছে। কাজেই, তার কাছেও পার্টি অনেক বেশি দাবী করতে পারে। কিন্তু সাত নম্বর স্কোয়াডের পরিস্থিতি বিশেষ সুবিধের না। সেখানকার কমরেডরা অহংকারী হোয়ে পড়ছে, ঢিলে দিচ্ছে। "হাই একজন চমৎকার কমরেড। তাকে আরও তাড়াতাড়ি বেশি বেশি উন্নত কোরে তোলার ব্যাপারে কী ভাবে সাহায্য করতে পারি আমি?" হুশে মনে মনে ভাবলো। "বিপ্লবের পথ

সুদীর্ঘ। অগ্রগতির নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। সাত নম্বর স্কোয়াডকে অনেক বেশি উদ্দীপিত কোরে তুলতে হবে, যাতে তারা জোর কদমে এগিয়ে যেতে পারে।"

নোতুন একটা নাটক অভিনীত হবে। শনিবার সন্ধ্যায় ক্লাব ঘরে তারই রিহার্সাল হোচ্ছিল। সেই সুযোগে হাই গিয়ে হাজির হোলো অ্যাসিস্টান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের কোয়ার্টারে।

হুশে তাকে টেবিলের পাশে বসালো। সে ভাবলো, সেদিন রাতে সাত নম্বর স্কোয়াডকে সমালোচনা করার পর হাই নিশ্চয়ই তাদের অহঙ্কার সম্পর্কে ভেবেছে, আর সে সম্পর্কে এখন আলোচনা করতে এসেছে! হাজার হোক, হাই এতো ভালো কাজ দেখিয়েছে, রাজনৈতিকভাবে সমালোচনায় যে কোনো বিষয় সে অবশ্যই তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবে। কিন্তু হাই যখন অনেকক্ষণের মধ্যেও মুখ খুললো না, তখন সে বললো, "কী হোলো? কী ভাবছো বলে ফেলো।"

"এটা ইয়েন-শেং সম্পর্কে। ওর সম্পর্কে আমি অন্য রকম ভাবছি। আপনি আর আমি একই পার্টি-শাখায় আছি। কাজেই, এ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা কোরে নেওয়া দরকার।"

"অন্য আর কী বলবে? ওর ব্যাপারটা তো খুব জটিল নয়।"

"আমার মনে হোচ্ছে, এতে কিছু নীতিগত প্রশ্ন জড়িত আছে। এ সম্পর্কে যতো ভাবছি, ততোই মনে হোচ্ছে, আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার।"

হুশে একটু অবাক হোলো। "তাহোলে বলে ফেলো। আমি শুনছি।"

সে দিন রাতে ঘটনাক্রমে হাই হুশের যে কথাবার্তা শুনে ফেলেছিলো, আর ইয়েন-শেং এ সম্পর্কে যা বলেছিলো, হাই সব খুলে বললো। "আমার মনে হোচ্ছে, এ থেকে দু'টো প্রশ্ন বেরিয়ে আসছে: কী ভাবে অন্যদের সমালোচনা করা উচিত আর কী ভাবে নিজের সমালোচনা করা উচিত। আমার মনে হয়, এই দু'ব্যাপারেই আপনার কিছু দুর্বলতা আছে। অন্যদের সমালোচনা করতে গিয়ে আপনি নিজের মনে মনেই সব ভেবে নেন। প্রথমেই খুঁটিয়ে সব অনুসন্ধান করেন না। কিন্তু চেয়ারম্যান মাও আমাদের সতর্ক হোতে শিখিয়েছেন, যাতে আত্মগতভাবে আমরা না ভাবি, নিজের ভাবনা-চিন্তাকেই চরম সত্য বলে না আঁকড়ে থাকি। কিন্তু ইয়েন-শেংকে সমালোচনা করতে গিয়ে দু'বারই আপনি আত্মগত চিন্তার প্রশ্রয় দিয়েছেন।"

"দু'বার না তো, একবার," হুশে প্রতিবাদ জানালো।

"প্রথমবার যখন রাতে গ্রেনেড ছোঁড়া অভ্যাস করার জন্য ও ধূপকাঠি জ্বালিয়েছিলো," হাই তাকে মনে করিয়ে দিলো। "অনেক মাথা খাটিয়ে আর ঝামেলা কোরে সে গ্রেনেড জ্বালাবার এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলো। পদ্ধতিটাও

ছিলো খুব চমৎকার। কিন্তু আপনি তাকে প্রশংসা করার বদলে অনর্থক ঘুরে বেড়াবার অজুহাতে সমালোচনা কোরে ছেড়ে দিলেন। আর দ্বিতীয়বার, যখন আপনাকে মিষ্টি আলু খেতে দিয়েছিলো, কিছুতেই ফেরৎ নিতে চায় নি। কিন্তু এতে আমাদের ঐতিহ্য যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য পুরোণো লাল ফৌজের যোদ্ধাদের মতো সে চিঠি লিখে তার দাম রেখে এলো। সে পুরোপুরি ঠিক কাজ করলো, কিন্তু জনগণের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে শৃংখলাভঙ্গের জন্য আপনি তাকে সমালোচনা করলেন। দুটি ক্ষেত্রেই একটু অনুসন্ধান চালালেই আপনি গোটা ব্যাপারটা জানতে পারতেন। দুটি ক্ষেত্রেই আপনার উদ্দেশ্য ভালোই ছিলো, কিন্তু ফল হোলো ঠিক উল্টো। কারণ আপনি অনুসন্ধান চালান নি। ফলে ছেলেটাকে কোনো সাহায্যই আপনি করতে পারলেন না।"

"কতো ব্যস্ততার মধ্যে কতো কম লোক নিয়ে আমাদের কাজ করতে হোচ্ছে। কাজেই প্রতিটি সমস্যার সমাধান করার জন্য অতো খুঁটিয়ে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব না।"

"এর থেকেই আমার দ্বিতীয় বক্তব্য চলে আসছে। কোনো সমস্যা সমাধান করবার আগে আপনি যথেষ্ট অনুসন্ধান চালান না। এটা যে কতো দরকার তাও বুঝতে চান না। কমরেডরা এ ব্যাপারে আপনার ভুল ধরিয়ে দিলে, আপনার সেটা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। কিন্তু আপনি সেটাও করেন না। এর থেকে বোঝা যায় আপনি খুব বিনয়ী নন। সেদিন রাতে আপনি যখন ইয়েন-শেঙের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন সে খুব স্পষ্টভাবেই বলেছিলো, আপনার সমালোচনা ঠিক হচ্ছে না। মাত্র তিন মাস সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, এমন একজনের পক্ষে এটা একটা দারুণ ব্যাপার। নেতৃত্বকে সে ভালোবাসে সে সম্পর্কে চিন্তা করে, আর সেজন্যই সোজাসুজি সে একথা বলতে পেরেছিলো। অন্যেরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে, এটা তো আমাদের বিচার করতে হবে। চেয়ারম্যান মাও বলেছেন, 'বিনয়ী হও, তাহোলে এগোতে পারবে।' কিন্তু একজন কমরেড সমালোচনা করা মাত্রই আপনি কীভাবে সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন?"

"কারণ আমি ভেবেছিলাম, এটা ঠিক না।.........অবশ্যই তুমি তোমার মত পোষণ করতে পারো। কিন্তু তোমার কি মনে হয়, একজন যোদ্ধা শুধু নেতৃত্বের পদ্ধতির ভুল খুঁজে বেড়াবে, আর কিছু করবে না?"

"কিন্তু ইয়েন-শেঙের সমালোচনা তো ভুল ছিলো না। চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিখিয়েছেন, 'বাস্তব কাজের সঙ্গে যুক্ত সবাই তার নিচের স্তরে কী রকম অবস্থা, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে।' চেয়ারম্যান মাওয়ের এই শিক্ষা মনে রেখে ইয়েন-শেং যদি আপনাকে আরও বেশি অনুসন্ধান করতে বলে, তবে ভুলটা

কী হোয়েছে ? চেয়ারম্যান মাওয়ের রচনাবলী অধ্যয়ন করার জন্য মিলিটারী কমিশন আমাদের আহবান জানিয়েছেন। নিজেদের উদ্যোগেই তো আমাদের চেয়ারম্যান মাওয়ের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা উচিত। আপনি বলছেন, ইয়েন-শেং শুধু নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে ভুলই খুঁজে বেড়ায়। তার নাকি এতো অবনতি হোয়েছে যে, তার কোনো সমালোচনা হোলেই সে সহ্য করতে পারে না। আমার কিন্তু মনে হয়, গলদটা ঠিক উল্টো জায়গায়। আপনিই বরং আপনার বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা সহ্য করতে পারছেন না। চেয়ারম্যান মাও বলেছেন, 'আমাদের যদি কোনো ভুল হয়, আর কেউ যদি সেটা ধরিয়ে দেয় এবং সমালোচনা করে, তবে তাতে আমরা ভয় পাই না......যে কেউ, সে যে-ই হোক না কেন, আমাদের ভুল ধরিয়ে দিতে পারে।' জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় আমাদের কোনো এক সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একজন কৃষক সেই অঞ্চলের কম্যান্ডারকে সমালোচনা করেছিলেন। চেয়ারম্যান মাও তা শুনে বলেছিলেন, এটা একটা দারুণ পরিবর্তন সূচিত করছে যে, একজন সাধারণ কৃষকও লালফৌজের কম্যান্ডারকে সমালোচনা করার সাহস অর্জন করেছে। যে সব লোক সমালোচনা করতে এগিয়ে আসেন, এভাবেই আমাদের মহান নেতা তাদের অভিনন্দিত করেছেন। তাহোলে আমাদের সমালোচনা করছে, এজন্য কেন আমাদের একজন কমরেড সম্পর্কে বলছেন, তার অবনতি ঘটেছে ? আমার বরং মনে হয়, এ ব্যাপারে আপনারই অবনতি ঘটেছে।"

হাইয়ের সমালোচনা ও বিশ্লেষণ এতো তীব্র হোলো যে, হুশে সেটাকে ঠিক মেনে নিতে পারলো না। সে এই তরুণ স্কোয়াড-লিডারকে বেশ পছন্দ করতো। তার দেওয়া যুক্তিও সে কাটাতে পারলো না। কিন্তু সে নিজেই ভুল করেছে, এ বক্তব্যটাও সে মেনে নিতে পারলো না। একটা কাপে কোরে ধীরে ধীরে খানিকটা জল খেলো সে, একটু যেন ধাতস্থ হবার জন্যেই। একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, "আর কিছু বলবে ?"

"না। সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, সেটাকে অভ্যাগত বা বাস্তবতাবিহীন বা সোজাসুজি অবিনয়ী—যাই বলা হোক না কেন, সেটা এসেছে নিজের সম্পর্কে আপনার খুব উঁচু ধারণা থেকে। আপনার ধারণা, আপনি সব সময় ঠিক করছেন, আর সে কারণেই সব সময়েই আপনি নিজের অভিমত অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চান। নিজের সম্পর্কে এই অহমিকা, আর অন্যের সদ্গুণগুলি সম্পর্কেও নীচু ধারণা পোষণ—এই দুটো কারণেই বোধহয় আপনি অনুসন্ধান করা বা অন্যের মতামত ধৈর্য ধরে শোনা দরকার মনে করেন না।"

হুশে প্রায় সাত বছর হোলো সেনাবাহিনীতে ঢুকেছে। তার কষ্টসহিষ্ণুতা ও

কাজের যোগ্যতার জন্য সে যতোটা না সমালোচিত হোয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে প্রশংসা। যদিও তার কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকবার তাকে বেশ সমালোচনার মুখোমুখি হোতে হোয়েছে, কিন্তু তবুও মোটের ওপর সে সুনামই অর্জন করেছে বেশি। আর আজ একজন যোদ্ধা ওয়াং হাই, বাস্তব তথ্যের ওপর ভিত্তি কোরে সঠিক যুক্তির সাহায্যে তার আন্তরিক ও বিস্তৃত সমালোচনা করলো, তারই কাজকে উন্নত করবার জন্য। হুশে অভিভূত হয়ে গেলো।

কিন্তু ঠিক একই সঙ্গে সে না ভেবে পারলো না যে, তত্ত্বগত আলোচনায় দক্ষ এই তরুণ যোদ্ধাটি নিজেও হয়তো আত্ম-অহমিকায় পরিপূর্ণ। হাইয়ের এই আত্ম-অহমিকা যদি খুব সামান্যও হোয়ে থাকে, তবুও পার্টির একজন কর্মী এবং সেনাবাহিনীর একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা হিসেবে তার দায়িত্ব রয়েছে, সে সম্পর্কে হাইকে সচেতন কোরে দেওয়া। এটা না করলে তার নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া হবে। এই ভেবে সে হাইকে জিজ্ঞেস করলো, "আর কিছু বলবে?"

"আর একটু আছে। আপনি আমার আগে সেনাবাহিনীতে ঢুকেছেন, পার্টির কাছ থেকে শেখার সুযোগও পেয়েছেন বেশি। আমার বিশ্লেষণই যে পুরো-পুরি ঠিক হবে, এর কোনো মানে নেই। আমি শুধু আপনাকে এ বিষয়ে বিচার কোরে দেখতে বলছি।"

"সেটা তো ঠিকই। আমি যেমন অন্যের সমালোচনা করবো, ঠিক তেমনি আমার প্রতি অন্যের সমালোচনাও আমাকে শুনতে হবে। কিন্তু আমি যেটা জানতে চাই, সেটা হোচ্ছে এই যে, সাত নম্বর স্কোয়াড প্রশংসিত হবার কথা সম্পর্কে তুমি কী ভেবেছিলে? এ দুদিনে নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে ভেবেছো?"

"নিশ্চয়ই ভেবেছি। এ ব্যাপারে ওয়েই'র সঙ্গে আলোচনা কোরে আজ সকালেই আমরা স্কোয়াডের একটা সভা ডেকেছিলাম। ইয়েন-শেং এবং মিষ্টি আলুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সংগঠনের শৃংখলা এবং জনগণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আগামী কাল ভোরেও আমাদের একটা সভা ডাকা হোয়েছে।"

হুশে হাত তুলে তাকে থামালো। সে স্পষ্ট বুঝলো, হাই তার নিজের 'দুর্বলতা' সম্পর্কে কিছু বলতে রাজী নয়। সে বললো, "আগে আমি নিজে যেমন ছিলাম, তুমি ঠিক তেমনি, নিজের সম্পর্কে বড়ো বেশি আস্থা রাখো, নিজের ভুলগুলি দেখতে চাও না। এটা এখন খুবই স্পষ্ট হোয়ে গেছে। আমার নিজের সম্পর্কে বলতে পারি, এবার থেকে আমারও আরও বেশি অনুসন্ধান চালানো উচিত এবং অন্যান্য কমরেডদের বক্তব্য ধৈর্য ধরে শোনা উচিত। আর তুমি বা তোমাদের স্কোয়াড সম্পর্কে বলা যায়, তোমরা যেমন কিছু ভালো

কাজ করেছো, ঠিক তেমনি প্রশংসা পাবার পর থেকে তোমরা স্কোয়াডের সভা ডাকার কাজে ঢিলেমি করেছো এবং নিজেদের কমরেডদের মাঝে আরও এগিয়ে যাবার উদ্দীপনা তৈরী করতে পারো নি। আমি ইয়েন-শেং এবং মিণ্টি আগুর ব্যাপারে খ‍ুঁটিয়ে অনুসন্ধান চালাই নি, এটা যদি ধরেও নিই, তবু তার আচরণ সম্পর্কে তুমি সভা ডাকতে পারতে, এর বিরুদ্ধে অন্য সবাইকে সচেতন কোরে তুলতে পারতে। কিন্তু তুমি সেটা করো নি। তোমার কি মনে হয় না যে, এর কারণ কিছুটা তোমার আত্ম-অহমিকা, কিছুটা সমালোচনাকে গ্রহণ করার অক্ষমতা?"

হাই কিছু বলতে গিয়েও বললো না। ভাবলো, "আমি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টরের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনাকে সে কীভাবে নিচ্ছে। এখন সে সেই একই প্রশ্ন করছে আমাকে। কী করা উচিত এখন আমার?"

খানিকটা ভেবে সে বললো, "এবার থেকে আমি অবশ্যই সেদিকে নজর দেবো। গোটা ব্যাপারটাই নোতুন কোরে ভাবতে হবে আমাকে।"

"আমি তোমার সম্পর্কে ভাবছি বলেই একথা বলছি। আমি চাই না যে, তুমি ও তোমাদের সাত নম্বর স্কোয়াড কিছু প্রশংসা পেয়েই আত্মহারা হোয়ে পড়ো। কোন লোক নিজের সম্পর্কে অতিরিক্ত আস্থা রাখলে, নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে তার মাত্রাতিরিক্ত সমালোচনা গড়ে উঠতে বাধ্য। এ ব্যাপারে আমি তোমাকে সচেতন কোরে দিতে চাই। তখন তার পক্ষে বোঝা অসম্ভব হোয়ে দাঁড়ায় যে, সে আত্ম-অহমিকায় ভুগছে। সে ভাবতে শুরু করে, একমাত্র অন্যের সমালোচনাতেই তার অধিকার। এটা একটা খুবই বিপজ্জনক প্রবণতা। এ ব্যাপারে সতর্ক না হোলে, তোমাদের স্কোয়াডে নোতুন নোতুন সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা উঠতে বাধ্য। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।"

"এটা ঠিকই," হাই ভাবলো। "আমাদের কখনোই অহংকারী হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু কমরেড হুশে আবার আত্মগত চিন্তার ব্যাপারটা বা তার বিপদটা বুঝতেই পারছেন না। উপযুক্ত সময়ে এ নিয়ে আবার আলোচনা করতে হবে তার সাথে। একদিন না একদিন উনি সেটা বুঝবেনই।"

নবম অধ্যায়

আগুনের লেলিহান শিখায়

রোববার। কোম্পানির কম্যান্ডারের নির্দেশে মা-বাবাকে পাঠাবার জন্য ইয়েন-শেং শহরে যাচ্ছে নিজের ফটো তোলাতে। সব স্কোয়াডের যোদ্ধারাই বিভিন্ন কাজের ভার দিয়েছে তাকে। কারো জন্য একটা পেন কিনে আনতে হবে, ডাকযোগে কারো টাকা পাঠাতে হবে, কারো জন্য কিছু খাম-টাম আনতে হবে, কারো জন্য কিনতে হবে 'লেই-ফেঙের গল্প' বইটা, কারো জন্য আনতে হবে সূঁচ-সুতো ......সবাই এতো জোর চেঁচাতে লাগলো এ সব দায়িত্ব দিয়ে যে, ইয়েন-শেঙের মাথা ঘুরতে শুরু করলো। "একে একে কমরেড, একে একে!" সে হাঁক ছাড়লো।

কী কী কাজ করতে হবে, তার তালিকা তৈরী হোলে দেখা গেলো, পাঁচটা বই কিনতে হবে, ডাকযোগে পাঁচ জনের টাকা পাঠাতে হবে, কাপড় সেলাই করাতে হবে, পেন সারাতে হবে······নিজের ফটো তোলানো ছাড়াও মোট বাইশটা কাজ করতে হবে। মাথায় হাত দিলো ইয়েন-শেং, "বাপরে বাপ! এতো কাজ করবো কখন!"

"একা একা এতো কাজ করতে পারবে না," হাই সহানুভূতির স্বরে বললো।
"কী করা যাবে। লেই-ফেঙের কাছ থেকে শিখে নেবো," ইয়েন-শেং হেসে বললো। তারপর রওনা হবার আগে হাইয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "স্কোয়াড-লিডার, আপনার জন্য কিছু আনতে হবে?"

ইয়েন-শেঙের জামার একটা বোতাম আঁটকে দিলো হাই। তারপর বললো, "ভালো কোরে ছবি তোলাবে। আর হ্যাঁ, আমার জন্য একটা কাজ করবে —শৃঙ্খলা মেনে চলবে, আর ঠিক সময়ে, রাতে খাবার আগে, ফিরে আসবে।"

"ঠিক!" ইয়েন-শেং তার বেল্টের সঙ্গে অভ্যাস করার জন্য একটা গ্রেনেড আটকে নিলো। রেজিমেণ্ট হেডকোয়ার্টারের সামনের বড়ো মাঠটায় কয়েকবার গ্রেনেড ছোঁড়া অভ্যাস করা যাবে। "কোম্পানি কম্যান্ডার আর স্কোয়াড লিডার আমার গ্রেনেড ছোঁড়ার প্রশংসা করেছেন," সে ভাবলো, "অতএব আমারও উচিত এটাকে আরও উন্নত কোরে তোলা।"

হাই তাকে সাবধান কোরে বললো, "ওটা সাবধানে ছু'ড়বে, কারো গায়ে যেন না লাগে।"
"চিন্তা করবেন না। আমি কী ছেলেমানুষ!" গুণে গুণে কোরে গাইতে গাইতে ছেলেটা কর্তব্যরত প্লেটুন-লিড বের কাছে চললো, ছুটি চাইবার জন্য।
হাই রান্নাঘরে গিয়ে কোনো কাজ টাজ আছে কিনা খোঁজ নিলো। সব কিছু ঝকঝকে তকতকে। হঠাৎ চোখে পড়লো, অব্যবহৃত একটা বাষ্পের উনুন।
"ওটা খারাপ হোয়ে পড়ে আছে কেন?" সে জানতে চাইলো।
"ওটা বিকল হোয়ে পড়ে আছে। যে এটা সারাতে পারে, সে এখন এখানে নেই।"
হাই সেটা পরীক্ষা কোরে দেখলো। "একটা বাঁশ পেলে এটা ঠিক কোরে ফেলা যাবে," সে মনে মনে বললো।
মনস্থির কোরে সে প্লেটুন-লিডারের কাছে গিয়ে রাত পর্যন্ত ছুটি চেয়ে নিলো। তারপর হাঁটা দিলো নানকো কমিউনের দিকে। সেটা প্রায় কুড়ি লি দূরে, বেশ ঘুরে যেতে হয়। কিন্তু সেখানকার বাঁশ খুব টেকসই, দামও কম। তাছাড়া ক'দিন আগে কোম্পানি কম্যান্ডার বাঁশের অভাবের কথা বলছিলেন। নিজের জমানো টাকা থেকে কয়েকটা বাঁশ কিনে আনবে বলে ঠিক করলো হাই। তা দিয়ে বাষ্পের উনুনটা ঠিক করা যাবে, বাঁশের অভাবও ঘোচানো যাবে। তাদের গ্রামের কমিউন পার্টি সেক্রেটারি চৌ তাকে 'লালপাহাড়' বইটা দিয়েছিলো সেটাও সে সঙ্গে নিয়ে নিলো। পথে বিশ্রাম নেবার সময় পড়া যাবে। বইটা থেকে সিষ্টার চিয়াং আর কমরেড শু ইউন-ফেঙের কাহিনীগুলো আবার এই ফাঁকে পড়ে নেওয়া যাবে।
সে যখন নানকো কমিউনে পেঁছুলো, সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপর। তার দরকারের কথা জানাতেই কমিউনের কমরেডরা খুব সাহায্য করলো, একজন বুড়ো লোককে তার সঙ্গে দিয়ে দিলো, যেখান থেকে সে বাঁশ কেটে আনবে সে জায়গাটা দেখিয়ে দেবার জন্য। বেশ বড়ো আর মোটা দেখে দুটো বাঁশ কাটবার পর হাই যখন তৃতীয় বাঁশটায় কোপ মারতে শুরু করলো, তখন বুড়ো লোকটি তাকে থামিয়ে দিলো, জিজ্ঞেস করলো, "কমরেড আপনারা ক'জন এসেছেন?"
"কেন, আমি একাই এসেছি।"
"আপনি একাই এগুলো বয়ে নিয়ে যাবেন?" বুড়ো লোকটি তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। তারপর বললো, "একবার বাঁশ দুটো তুলে দেখুন তো!"
হাই বাঁশ দুটোকে কাঁধের ওপর তুলে নিলো, কিন্তু দেগুলোর প্রচন্ড ভারে তা

মুখ লাল হোয়ে উঠলো। দুটোয় মিলে কম কোরেও একশো আশি ক্যাটি হবে!

"আপনাদের বাঁশগুলো সত্যিই খুব ভারী," একটু লজ্জিত ভাবে হাই বললো।

"তবু তো কমরেড, এগুলো সবচেয়ে বড়ো না। এমন অনেক বাঁশ আছে, যেগুলোর একেকটার ওজনই একশো ক্যাটির বেশি। সাংেই কি আমাদের কমিউনের বাঁশের এতো খ্যাতি!" হাতের আস্তিন গুটিয়ে লোকটি আবার বললো, "আপনি একা পারবেন না। আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে পেঁছে দেবো।"

"অসম্ভব। আপনার এই বুড়ো বয়সে—"

"আমার বয়েস মাত্র সত্তর। আর লোকে বলে, আমি যে বছর জন্মেছি সে বছরই নাকি······মানে সেই একই বছরে·······চেয়ারম্যান মাও-ও জন্মেছেন!" আবেগে বুড়ো লোকটির মাথাটা দুলে উঠলো।

"ও!" এখন চেয়ারম্যান মাওয়ের বয়স কতো, সেটা হাই এই প্রথম শুনলো। "এই বয়সেও চেয়ারম্যান জনগণের স্বার্থে দিনরাত কাজ কোরে যাচ্ছেন। আর সে তুলনায় আমরা যুবকরা কী করছি!"

বাঁশের দাম মিটিয়ে দিলো হাই। তারপর বাঁশ দুটো কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত-গতিতে সে এগিয়ে চললো।

চেয়ারম্যান মাওয়ের কথা মনে পড়ায় তার কাঁধের বোঝাটা যেন অনেক হালকা হোয়ে গেলো। প্রায় দুশো ক্যাটি ওজনের বোঝা যেন কিছুই না। বেশ দশ লি পথ সে না থেমে পার হোয়ে গেলো। তার গন্তব্যের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটা পাহাড়ী নদীর পাশে এসে সে বিশ্রাম নেবার জন্য থামলো। পা দুটো ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে সে বসলো। তারপর 'লাল পাহাড়' বইটা পকেট থেকে বের কোরে পড়তে শুরু করলো।

বিপ্লবী নারী সিস্টার চিয়াংকে খুন করতে নিয়ে যাওয়ার সময় সে যে কথাগুলো বলেছিলো, সেটা হাইকে চিরকালই অভিভূত করে। বারবার পড়তে পড়তে কথাগুলো হাইয়ের যেন প্রায় মুখস্থ হোয়ে গেছে: "কমিউনিজমের আদর্শের জন্য আমাদের যদি মরা দরকার হয়, তবে আমরা সেজন্য প্রস্তুত থাকি—একটুও ভয় পাই না, আমাদের হৃৎপিণ্ড একটুও বেশি দ্রুতগতিতে চলে না।···আমি জানি যে, আমরাও সেটা করতে পারবো···যতো প্রচণ্ড ঝড়ই উঠুক না কেন, যতো হিংস্র ঢেউই জাগুক না কেন, লড়াইয়ের পতাকাকে অতি অবশ্যই আমরা বহন কোরে নিয়ে যাবো কমিউনিজমের পথে।"

"কমিউনিজমের মহান আদর্শের জন্য লড়াই করে বলেই একজন কমিউনিস্ট নির্ভীকভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে," হাই ভাবছিলো। "সিস্টার চিয়াঙের মতো হাজার বিপ্লবী প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু কমিউনিজমের আদর্শ

এগিয়েই চলেছে। যে সব শহীদরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আরও লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী. সারা দুনিয়ার সর্বহারার মুক্তির লড়াই এগিয়ে চলেছে। এমন কি আমার মতো একজন ভিখারীর ছেলে, দাঁড়কাকের বাসার বরফের তলায় চাপা পড়তে পড়তে যে বেঁচে গেছে, সে-ও আজ এসে দাঁড়িয়েছে সেই লড়াইয়ের সারিতে। মরতে একদিন প্রত্যেককেই হবে, কিন্তু বিপ্লব এগিয়েই চলবে, এক পুরুষ থেকে অসংখ্য উত্তর-পুরুষের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবে। বিপ্লবের জন্য নিজের জীবনকে নিয়োজিত করলে, ভয় করার আর কী থাকে? ব্যক্তিগত বিপদের জন্য দুশ্চিন্তা তখন তো দূরেই হোয়ে যায়। বিপ্লব শেষ পর্যন্ত বিজয় অর্জন করবেই, এ বিশ্বাস যাদের আছে, নিজেদের মৃত্যুর জন্য তারা একটুও চিন্তিত হোতে পারে না।"

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ডুবতে বসেছে। ডুবন্ত সূর্যের আলোয় হাইয়ের ছায়া পড়েছে পাহাড়ী নদীটায় জলে। বাঁশ দুটোকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে আবার দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললো তাদের ব্যারাকের দিকে।

একটা পাহাড়ের ওপর উঠতেই পাহাড়ের নীচ থেকে হঠাৎ অনেক লোকের চীৎকার তার কানে এলো। সে ঘুরে দাঁড়ালো। দূরে একটা বাড়ী থেকে ঘন হলুদ ধোঁয়া উঠছে।

"আগুন!" হাই চমকে উঠলো। বাঁশ দুটো নামিয়ে রেখে সে সেদিকে ছুটে চললো প্রচণ্ড গতিতে।

মাটির দেওয়ালের ওপর খড় দিয়ে ছাওয়া একটা ছোট্ট ঘর। বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে অনেক মেয়ে আর বাচ্চারা। একটি বাচ্চা ক্রমাগত কেঁদে চলেছে, "ঠাকুমা, ঠাকুমা……!"

কেউ নিশ্চয়ই ভেতরে রয়ে গেছে। হাই আগুনের মধ্যে ছুটে গেলো। ঘন ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে. কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোনো রকমে চারদিকে তাকাতে তাকাতে সে হাঁক দিলো, "ভেতরে কে আছো?"

"ঠাকুমা, তুমি কোথায়?"

কারো সাড়া মিললো না।

হাই চারদিকে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলো না। শেষে বিছানাটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। বাচ্চা ছেলেটা তখনো কাঁদছে। হাই তার কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "ও…ও….কাঁদে না, কাঁদে না। তোমার ঠাকুমা ঠিক কোথায় বলো তো?"

কান্নার দমকে বাচ্চাটার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো না। সে শুধু আঙুল দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিলো। হাই আবার ঘরের দিকে এগোলো। দরজার কাছে পৌঁছুতেই প্রচণ্ড শব্দ কোরে একটা বাঁশ ফাটলো। ঘরের ভেতরে

তখন ধোঁয়ার বদলে মাথা তুলেছে আগুনের লেলিহান শিখা। দু'টি মেয়ে হাইয়ের হাত চেপে ধরলো, "না কমরেড! গণমুক্তিবাহিনীর কমরেড, এই আগুনের মধ্যে আপনি যেতে পারবেন না!"

"গণমুক্তিবাহিনীর কমরেড!" সম্বোধনটি তার সাহসকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিলো। তার মনে বিদ্যুৎচমকের মতো কে যেন ডাক দিলো, "ঝাঁপিয়ে পড়ো আগুনের লেলিহান শিখার মাঝে।" হাত ছাড়িয়ে আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো হাই।

"ঠাকুমা, ঠাকুমা! কোথায় তুমি?" কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে, কিছু শুনতে পাচ্ছে না। প্রচণ্ড ধোঁয়ায় দম বন্ধ হোয়ে আসছে। আগুনের হল্কায় গা পুড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মাথার ওপরের বাঁশের মাচা থেকে একটা বস্তা পড়লো তার পায়ের কাছে। ঠাকুমা নিশ্চয়ই মাচার ওপর।

মাচাটা ঠিক তার মাথার ওপর। হাতের কাছে কোনো মই না পেয়ে একটা টুলের ওপর উঠে পড়লো হাই। মাচার দুদিকে শক্ত কোরে চেপে ধরে স্প্রিঙের মতো উঠে পড়লো মাচার ওপরে। প্রায় অজ্ঞান হোয়ে পড়ে আছে বুড়ী, ধোঁয়ায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। গা থেকে জামাটা একটানে খুলে নিয়ে ঠাকুমার মুখটা ঢেকে দিলো হাই, তারপর বুড়ীকে পিঠের ওপর তুলে নিলো। কোথা থেকে সে এতো শক্তি পেলো জানে না, কিন্তু প্রায় ছ-সাত ফুট ওপর থেকে সে লাফিয়ে পড়লো বুড়ীকে পিঠে নিয়ে। কোনোক্রমে সে দরজার কাছে পৌঁছুলো।

ততোক্ষণে গ্রামের যুবকেরা মাঠ থেকে সেদিকে ছুটে এসেছে। আগুনে জল ঢালতে শুরু করলো তারা, ঠাকুমার ঘরের সব জিনিসপত্র বের করতে শুরু করলো। হাইও গেলো ঘরের মধ্যে, আবার মাচার ওপর উঠে জ্বলন্ত সব কাঠের টুকরোগুলো বাইরে ছুঁড়ে দিতে লাগলো। এর ফলে আগুন ক্রমশঃ কমে এলো। মিনিট দশেক পরে পুরোপুরিই নিভে গেলো আগুন!

ঘরটার প্রায় অর্ধেক অংশ আর খড়ের ছাউনি পুড়ে শেষ। তবে ঘরের মধ্যে যে সব জিনিসপত্র ছিলো, তার অধিকাংশই রক্ষা পেয়েছে। এ সব দেখে বুড়ী ঠাকুমা কাঁদতে শুরু করলো।

"বন্ধুগণ!" গ্রামের উৎপাদন ব্রিগেড লিডার হাঁক দিলো। সবার সামনে সে তুলে ধরলো একটা বস্তা, যেটা ঠাকুমা বাঁচিয়েছে। তারপর চেঁচিয়ে বললো, "আমাদের ব্রিগেডের এই গম-বীজের বস্তা, যেটা ঠাকুমার কাছে রাখা ছিলো, সেটা বাঁচাতে গিয়ে ঠাকুমা প্রাণ দিতে বসেছিলো। তার ঘরটা তো শেষই হোয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমরা এখন কী করতে পারি?"

"কী আবার করতে পারি, ঘরটা নোতুন করে ছেয়ে দিতে পারি!"

"ঠিক! আর এক্ষুনি সে কাজে আমরা হাত দেবো। আমার বাড়ীতে বেশ কিছু কাঠ আছে। সেগুলোকে কাজে লাগানো যাবে। আমি সেগুলো আনতে যাচ্ছি।"

"আমার তো আর কিছু নেই, তবে কিছু ইঁট আছে। দাঁড়াও ঠাকুমা, সেগুলো নিয়ে আসি।" বলেই ছুটলো আরেকজন কমিউন-সদস্য।

"বেশ তো! আমাদের গরীব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক সংঘ বাকী সব জিনিষপত্র জোগাড় কোরে ঘরটা তুলে দেবার দায়িত্ব নিচ্ছে।"

এবার অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালো ঠাকুমা হুয়াং, না, "এ সব হোতেই পারে না। ব্রিগেড আমাকে বিশ্বাস কোরে গমবীজের বস্তাটা রাখতে দিয়েছিলো, সেটাকেই আমি প্রায় পোড়াতে বসেছিলাম। তাতেই আমার লজ্জার সীমা নেই, আর তার ওপর তোমরা নোতুন ঘর তুলে দেবে? না, সে হবে না!"

হাইয়ের মনের মধ্যে তখন তোলপাড়, বিচিত্র অনুভূতি। "ষাট বছরের বুড়ী ঠাকুমা, ঘরে আগুন লাগার পর নিজের বাক্স-বিছানা সরাবার বদলে সে শুধু কমিউনের গমবীজের চিন্তাতেই মরতে বসেছিলো। আর তার প্রতিবেশীরাও তার দুঃখকে নিজেদের দুঃখ বলে মেনে নিয়ে নিজেদের সব জিনিসপত্র আর পরিশ্রম দিয়ে তার নোতুন ঘর তুলে দিচ্ছে। কী চমৎকার লোক এরা!" হাই গভীর আবেগে তাকালো হুয়াং ঠাকুমা আর গ্রামের সব কৃষকদের দিকে। "এরাই হোচ্ছে আজকের কমিউনের সদস্যরা! নিজেদের জীবন আর সম্পত্তিকে তারা মিশিয়ে দিয়েছে গণ-কমিউনের স্বার্থের সঙ্গে। যৌথ-শ্রম সবাইকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কোরে তুলেছে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই কৃষকরা সবাই নোতুন ঘর তৈরীর কাজে ব্যস্ত হোয়ে পড়লো। এই ব্যস্ততার মাঝে তারা ভুলে গেলো গণমুক্তিবাহিনীর সেই যোদ্ধাটির কথা, যে তাদের হুয়াং ঠাকুমাকে বাঁচিয়েছে। হাইও এই সুযোগ নিয়ে সেখান থেকে সেই পাহাড়ী নদীটার পারে গিয়ে, তার বাঁশ দুটো আবার কাঁধে তুলে নিয়ে যাত্রা শুরু কোরে দিলো। হঠাৎ পকেটে হাত দিতেই খেয়াল হোলো, তার 'লাল পাহাড়' বইটা নেই। হয়তো আগুন নেভানোর সময় কোথাও পড়ে গেছে। সে একবার ভাবলো, ফিরে গিয়ে সেটা খোঁজে। কিন্তু আবার ভয় হোলো, কৃষকরা আবার তাকে ধরে ফেলে নাম জানতে চাইবে। জনগণের সেবা কোরে নিজের নাম বলতে তার প্রচন্ড আপত্তি। কিন্তু বইটাও হারানো চলে না। সেনাবাহিনীর প্রত্যেকে এটা পড়তে চায়, তার ওপর এটা গ্রামের কমিউন সেক্রেটারি চৌ'র উপহার।

পেছনে ফিরে তাকালো হাই। অনবরত কথা বলছে আর ঘর তুলছে কৃষকরা। "আমাদের গণ কমিউনগুলি শুধু উৎপাদনই বাড়ায় নি, লোকের চিন্তাধারাতেও

প্রচন্ড পরিবর্তন এনেছে", হাই ভাবলো। "একজন বৃদ্ধা পর্যন্ত আজ শুধু মাত্র নিজের সম্পত্তির চিন্তায় বিভোর নয়। কিছু হোলেই তারা প্রথমে যৌথ স্বার্থের কথা চিন্তা করে, কমিউনের কথা চিন্তা করে। রেকর্ড পরিমাণ ফসল তৈরী করার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শের এই পরিবর্তন।"

ব্যারাকের দিকে আরও কপা এগোতেই ভীষণ দুর্বল বোধ করতে লাগলো হাই। হাতে প্রচন্ড যন্ত্রণা। বড়ো বড়ো ফোস্কা পড়েছে হাতে, তার মধ্যে কয়েকটা আবার গলে গেছে। তার মনে পড়লো, সে যখন কয়েক বছরের শিশু, তখন একদিন বাইরে ভীষণ বরফ পড়ছিলো, আর প্রচন্ড শীতে সে গিয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়েছিলো উনুনের পাশে। মাঝরাতে প্রচন্ড যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে যেতেই দেখছিলো, তার ডান পাটা উনুনের আগুনের ওপর গিয়ে পড়েছে।

"প্রচন্ড কষ্টের ছিলো সেই দিনগুলি!" দাঁড়কাকের বাসার কথা তার মনে ভেসে এলো, ভেসে এলো তাদের সেই শতছিদ্র কুড়ে ঘরটার কথা—বাতাস বা বরফ, কিছুই আটকাতে পারতো না তাদের ঘরটা। নিজের কাঁধের বাঁশ দুটো অনুভব করলো হাই। "নানকৌ কমিউনের সেই বুড়ো কমরেডটি বলেছিলেন, এই বাঁশগুলো দিয়ে কাঠের চেয়েও ভালো ঘর বানানো যায়। এই গ্রামের বুড়ি ঠাকুমার ঘর পড়ে গেছে। বাঁশগুলো দিয়ে খুব ভালো ঘর হয়। বুড়িকেই দিয়ে দেওয়া উচিত এগুলো। আমি নিজেও তো এসেছি গরীব কৃষকের ঘর থেকে। যে বুড়ি ঠাকুমা নিজের কথা না ভেবে সবার স্বার্থের কথাই বেশি কোরে ভাবে, তার প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধা দেখানো উচিত।" বাঁশগুলো কাঁধে নিয়ে আবার ফিরে চললো হাই।

ঘর ছাওয়া শেষ হোতে হোতে সন্ধ্যে হোয়ে গেলো। হাই বুড়িকে তার জিনিসপত্র ঘরের ভেতর নিয়ে যেতে সাহায্য করলো, নোতুন বাঁশের মাচার ওপর কমিউনের গমবীজের বস্তাটা তুলে দিলো। সব কিছু ঠিকঠাক হোয়ে গেলে, সে সবাইকে বিদায় জানিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হোলো।

"দাঁড়ান কমরেড," ব্রিগেডলিডার তাকে থামালো। "আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আমাদের জন্য পরিশ্রম করছেন। আপনার নাম না বলে আপনি চলে যেতে পারবেন না।"

হাই ততোক্ষণে চলতে শুরু করেছে। চেঁচিয়ে সে বললো, "আমি হোচ্ছি কমরেড লেই-ফেঙের সহযোদ্ধা!" বলেই সে দৌড় দিলো।

"শুনুন কমরেড, শুনুন……," ব্রিগেডলিডার চেঁচাতে লাগলো, "এই যে, কমরেড লেই-ফেঙের সহযোদ্ধা! শুনুন, ফিরে আসুন……!"

সমস্ত কোম্পানির যোদ্ধাদের সামনে হুশে বক্তৃতা দিচ্ছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার

ড্রিলের মাঠটা ঝক্‌ঝক্‌ করছে। হুশে অনেকক্ষণ ধরে বলছে।

"......বারবার আমরা জোর দিয়ে বলেছি যে, আমাদের শৃঙ্খলাবোধ ও সাংগঠনিক চেতনাকে আরও উন্নত করতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো কমরেড এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আর এজন্য বেশি সমালোচনা করা উচিত সাত নম্বর স্কোয়াডকে।"

সাত নম্বর স্কোয়াডের যোদ্ধারা লজ্জায় মাথা নীচু করলো। গোটা কোম্পানিতে দু'জন যোদ্ধা আজ রাতে নির্দিষ্ট সময়ে ব্যারাকে ফেরে নি। আর দু'জনই সাত নম্বর স্কোয়াডের। ইয়েন-শেং যখন ফিরলো, তখন রাতের খাবার সময় হোয়ে গেছে। আর ওয়াং হাই এখনও পর্যন্ত ফেরে নি।

কোম্পানি কম্যান্ডার কুয়ান একপাশে ইতস্ততঃ পায়চারি করছে। তার মনে হচ্ছিলো, হুশে যা বলছে, তা পুরোপুরি ঠিক না।

হুশে বলে চললো, "কিছু কিছু কমরেড সংগঠন ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব বোঝেন, কিন্তু ঠিক এর উল্টো আচরণটাই তারা করেন। সাত নম্বর স্কোয়াডের লিডার ওয়াং হাই হোচ্ছে এমনি একজন যোদ্ধা। এখনও পর্যন্ত সে ফেরে নি। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাইছি, সে এ রকম ব্যবহার করলে নেতৃত্ব দুশ্চিন্তা না কোরে পারে কিনা! এটা ঠিক যে, সে খুব ভালো কমরেড, খুব ভাবে, উৎসাহও আছে খুব, সাত নম্বর স্কোয়াডকে সে অনেক উন্নত করেছে। কিন্তু কী কারণে তার এই হঠাৎ পরিবর্তন? কারণ, সে আত্ম-অহমিকা আর আত্ম-সন্তুষ্টিতে ভরপুর। আপনাদের সবার এ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। পার্টি আশা করে, আমরা আমাদের কাজকে উন্নত কোরে তুলবো। আর সেই উন্নতির কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। কিন্তু কোনো কোনো কমরেড এটা বোঝেন না। কিছু পরিমাণ ভালো কাজ কোরেই তারা আরও উন্নত হবার কথা ভুলে যান। স্বভাবতঃই তারা ভুল করেন। কমরেডগণ, আমাদের সেনাবাহিনী একটি বিপ্লবী সেনাবাহিনী, যে মুহূর্তে শত্রু এগোতে শুরু করবে, সে মুহূর্তেই আমরা পাল্টা আঘাত হানবো। আজকে হয়তো আমরা একটা রাস্তা তৈরী করছি। কিন্তু এটা যদি যুদ্ধক্ষেত্র হোতো, আর কিছু কমরেড ঠিক সময়ে ব্যারাকে না ফিরতো, নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো চলতো, তবে কি আমাদের জয়ের সম্ভাবনা থাকতো? এরকমভাবে কোনো দায়িত্বই কি আমরা পালন করতে পারতাম?"

"রিপোর্ট!" ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো হাই। এতো হাঁফাচ্ছে যে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হোচ্ছে।

"এতো দেরী হোলো কেন তোমার?" হুশে প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারলো।

"না, মানে...আমার একটু দেরী হোয়ে গেলো!"

"লাইনে দাঁড়াও।" হাই লাইনে দাঁড়ালে, হুশে আবার বললো, "আগে এখানে যে আলোচনা হোয়েছে সেটা তোমার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট স্কোয়াড-লিডারের কাছে জেনে নেবে। তবে ওয়াং হাই, তোমার সতর্ক হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে তোমাদের স্কোয়াডে বিস্তৃত আলোচনা করতে হবে, যাতে সব কিছুর মূলে যাওয়া যায়।"

"হ্যাঁ, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টার।" হাই একথা বললো বটে, কিন্তু কী ব্যাপারে কথা হোচ্ছে, সেটাই সে এখনো ধরতে পারে নি।

"প্রত্যেক কমরেডকে তার নিজের কাছে আরও দ্রুত অগ্রগতি দাবী করতে হবে", হুশে বলে চললো। "কারও এমন ভাবা উচিত নয় যে, তার আর উন্নতির দরকার নেই। কিছু কিছু সাফল্য অর্জন কোরেই আত্ম-অহমিকায় ভরপুর হওয়াটা কখনোই ঠিক না। আমি আবার বলছি, যে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে না, সে অতি অবশ্যই—"

কুয়ানের মনে হোলো, হুশে একটু বাড়াবাড়িই কোরে ফেলছে। সে তাড়াতাড়ি হুশে'র কাছে গিয়ে তার কানে কানে কী বললো। হুশে তা শুনে একটু ইতস্ততঃ করলো, তারপর বললো, "আজকের মতো এখানেই শেষ।"

হাই বেশ বুঝলো, হুশে'র শেষ কথাগুলো তাকে উদ্দেশ্য কোরেই বলা হোয়েছে। সে মনে মনে বললো, "অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টার মনে করছে, আমার আত্ম-অহমিকাই সব সমস্যার জন্য দায়ী!"

ড্রিলের মাঠের এক কোণে সাত নম্বর স্কোয়াডের সভা চলছে। এক পাশে বোসে আছে কুয়ান। তার মুখে দুশ্চিন্তার রেখা। আজ সন্ধ্যায় হুশে'র সমালোচনাটা ঠিক হয় নি। এই স্কোয়াডের সমস্ত কমরেডরা কি সেটাকে ঠিক ভাবে নিতে পারবে? হাই কি পারবে তার অনুভূতিপ্রবণ প্রকৃতিকে চেপে রাখতে? কুয়ানের খুবই চিন্তা হোচ্ছিলো।

ওয়েই হাইকে জানালো, তাদের ওপর কী দায়িত্ব দেওয়া হোয়েছে, আর অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল ইনষ্ট্রাক্টার কী সমালোচনা করেছে। তার বলা শেষ হোতেই ইয়েন-শেং লাফিয়ে উঠলো, "নিজেকে পরীক্ষা করার কিছুই নেই আমার," তার চোখ-মুখে ক্ষোভ ফেটে পড়ছে। "আমি যখন ফিরেছি, তখন সবাই সবে মাত্র খেতে বসছে। বোধহয় দু'মিনিটও দেরি হয়নি আমার।"

"না কমরেড, আধ মিনিট হোলেও সেটা দেরী। ক'মিনিট দেরী হোলো, সেটা বড়ো প্রশ্ন নয়," ওয়েই বললো।

"কিন্তু অ্যাসিষ্ট্যান্ট স্কোয়াড-লিডার, শহরে আমার কতো কাজ ছিলো, সেটাই

আপনি জানেন না। পোস্ট অফিসে টাকা পাঠাতে গিয়ে একজন বুড়ী দিদিমার সঙ্গে দেখা। কী কোরে মানি-অর্ডার ফর্ম লিখতে হয়, তিনি জানেন না। তাকে সেটা লিখে দিতে হোলো। বইয়ের দোকানে গিয়ে দেখি, কিশোরবাহিনীর বহু ছেলে-মেয়ে ভীড় কোরে দাঁড়িয়ে। সবাই 'লেই-ফেঙের' কাহিনী, বইটা কিনতে এসেছে। স্বভাবতঃই তাদেরকে আমি আগে কিনতে দিলাম। কাও'র প্যাণ্টে চারটে রিপু করাতে হবে, দর্জি লোকটা খুবই বুড়ো, আর তার সেলাই মেসিনটা বোধহয় আমার বাবার জন্মেরও আগেকার। কয়েক সেকেণ্ড অন্তর অন্তরই সেটা ভেঙে যাবার উপক্রম। ...যাই হোক, তেইশটা কাজের মধ্যে বাইশটা শেষ কোরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসেছি। আমার কী দোষ বলুন?"
"কী ব্যাপার?" কুয়ান বাধা দিলো। "শহরে তোমার তেইশটা কাজ ছিলো?"
"তবু তো রেজিমেণ্টের ড্রিলের মাঠে গ্রেনেড ছোঁড়া অভ্যেস করার কাজটা এর মধ্যে ধরিই নি।" বেশ বোঝা গেলো, ইয়েন-শেং খুবই দমে গেছে।
"ও, তাই বলো!" কুয়ান হেসে উঠলো। "তেইশটার মধ্যে বাইশটাই কোরে থাকলে সেটা খারাপ নয়। তা কোন্ কাজটা বাকী থাকলো?"
ছেলেটা চুপ কোরে রইলো।
"কী হোলো, বলছো না কেন? তোমার বাবা-মা যে ফটো তোলাতে বলে-ছিলেন, সেটা তোলানো হোয়েছে?"
"ফটোর দোকানে যাবার সময়ই পেলাম না। বাকী কাজগুলো সারতে সারতেই কখন সূর্য ডুবে গেছে, বুঝতে পারি নি," ইয়েন-শেং আহত স্বরে বললো।
প্রথমে স্কোয়াডে সবাই-ই অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টারের সমালোচনা সম্পর্কে বেশ গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করছিলো। কিন্তু ইয়েন-শেঙের কথায় তারা যেমন অভিভূত হোয়ে পড়লো, তেমনি তাদের হাসিও পেলো। "ঠিকই তো!" তারা বলাবলি করতে শুরু করলো, "রেজিমেণ্টের সবচেয়ে দক্ষ লোকদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক গ্রেনেড ছোঁড়া অভ্যেস কোরে সে শহরে গেছে। তারপর বিভিন্ন কমরেডদের সব কাজ করতে করতেই সময় হোয়ে গেছে, অ র ছবিই তোলানো হয় নি। তারপর সে মাত্র দু'মিনিট দেরী কোরে ফিরছে। এর জন্য আত্ম-সমালোচনা করবার কোনো মানেই হয় না।"
"দোষ আসলে আমারই," কাও বলে উঠলো। "আমার প্যাণ্ট রিপু করতে না দিলেই ওর আর দেরী হোতো না। আসলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি কাজ করাই যায় না। এটা হোচ্ছে বিজ্ঞানের নিয়ম।"
অমনি অন্যান্যরাও নিজেদের সমালোচনা করতে শুরু করলো। একজন বললো,

ইয়েন-শেংকে বই আনতে দেওয়াটাই তার উচিত হয় নি। অন্য একজন বললো, এটা তাদেরই দোষ। শেষে সবার সাধারণ অভিমত হোয়ে উঠলো : "ইয়েন-শেংকে দোষ দেওয়া ঠিক না। বিশেষত সে যখন গোটা প্লেটুনের কাজের দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিলো।"

হাই তখন চিন্তা করছিলো, আগুনের জন্য তার দেরী হবার কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা। হুশের সমালোচনায় সে খানিকটা আহতই হোয়েছিলো। তাই ভেবেছিলো, সব কথা খুলে বলবে। কিন্তু এখন স্কোয়াডের কমরেডরা যে ভাবে কথা বলছে, তাতে তার দেরী হবার বাস্তব কারণ ব্যাখ্যা করলে গোটা সভাটাই অর্থহীন হোয়ে পড়বে, অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টরের সমালোচনার সবটাই তারা প্রত্যাখ্যান কোরে বসবে। তাছাড়া, কোম্পানি কম্যান্ডার পরের দিনই একটা-ট্রেনিং এ যোগ দেবার জন্য বেশ কিছু দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছেন। পুরো দায়িত্বটাই তখন এসে পড়বে হুশের কাঁধে। কাজেই সাত নম্বর স্কোয়াড হুশের সমালোচনা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করলে, সেটা হুশের পক্ষে খুবই মর্যাদাহানিকর হবে, তার পক্ষে তখন কাজ চালানোটাই অসম্ভব হোয়ে দাঁড়াবে।

হাই উঠে দাঁড়ালো, বললো "আমি তোমাদের সংগে একমত নই। কমরেড ইয়েন-শেং অনেকে কাজ করেছে, বিশেষ কোরে একজন বৃদ্ধ ও কয়েকজন কিশোরবাহিনীর ছেলেমেয়েদের উপকার করেছে। এ সবই সে লেই-ফেঙের কাছ থেকে শিখেছে। গণমুক্তিবাহিনীর যোদ্ধার উপযুক্ত কাজ এ সব। আবার নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দেরী কোরে আসার জন্য তাকে ও আমাকে সমালোচনা করা হয়েছে। এটা করা হোয়েছে, সংগঠন ও শৃংখলার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা থেকে। এটা খুব সঠিক কাজ হোয়েছে। চেয়ারম্যান মাও বলেছেন, 'আমাদের জনগণের সেবা করতে হবে। আমরা যা কিছু করবো, তা জনগণের সেবা করার জন্যই করবো।' তার মানে কি এই যে, অন্যান্য কমরেডদের জন্য কিছু কাজ করেছি ব'লে নেতৃত্ব আমাদের দুর্বলতা-গুলির সমালোচনা করতে পারেন না? তাহোলে আমরা জনগণের কেমন সেবা করছি?" কেউ কোনো কথা বললো না দেখে হাই বলে চললো, "আমরা যে সব ভালো কাজ করেছি, সেগুলোকে ছোটো কোরে দেখার জন্য আজকের এই সভা ডাকা হয় নি—এ সভা ডাকা হোয়েছে আমরা কেন ঠিক সময়ে ব্যারাকে ফিরি নি, তা আলোচনা করতে। কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ—প্যাণ্ট রিপু করা বা ফাউন্টেনপেন সারানো, না যুদ্ধ করা? সবাই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে যুদ্ধ করাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যখন এই দৃষ্টিভংগি থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর আমাদের সমালোচনা করলেন, তখন আমাদের উচিত,

আমরা যুদ্ধের জন্য কতোখানি প্রস্তুত, সেটা বিচার কোরে দেখা। আমাকে দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। যুদ্ধের জন্য আমার প্রস্তুতি মোটেই খুব সন্তোষজনক নয়। যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধে যাবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি আমার নেই। একজন যোদ্ধা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে দেশকে রক্ষা করা। সে দিক দিয়ে আমার মনে হয়, অ্যাসিষ্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্টাক্টারের সমালোচনা খুবই সঠিক ও সময়োপযোগী। আমাদের নিজেদেরকে বিচার কোরে দেখা দরকার।"

"ঠিক, আমাদের স্কোয়াড-লিডার খুবই ঠিক কথা বলেছেন," ওয়েই বলে উঠলো। "আমাদের গুণগুলোকে অস্বীকার করার প্রশ্ন উঠছে না, কিন্তু আমাদের দুর্বলতাগুলির দিকে চোখ বুজে থাকাটাও ঠিক না। কমরেড ইয়েন-শেং অন্যান্য কমরেডদের কথা এতো বেশি ভেবেছে যে, তার নিজের ছবিই তোলানো হয় নি। এজন্য আমাদের স্কোয়াডের উচিত, তাকে অভিনন্দন জানানো। আবার সে দেরী কোরে ফিরেছে—তা সে এক মিনিটই হোক, বা আধ মিনিটই হোক—এজন্য তাকে সমালোচনা করা উচিত। আজ সকালেই আমরা বলেছিলাম, নিজেদের কাছে আরো বেশি দাবী করা উচিত আমাদের, কমরেড লেই ফেঙের কাছ থেকে শেখা উচিত। এটাই হোচ্ছে সময়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়, যখন সেই চিন্তার ভিত্তিতে আমাদের নিজেদের বিচার করা উচিত।"

"বেশ, সেটা মানলাম···কিন্তু আমার তাহোলে কী করা উচিত ছিলো?" ইয়েন-শেং জানতে চাইলো।

হাই বললো, "তোমার সমস্ত কাজ শেষ না হোলেও ফিরে আসা উচিত ছিলো। আজ যে কাজটা বাকী থাকলো, সেটা অন্য একদিন করা যেতো। কিন্তু দেরী কোরে আসাটা শৃঙ্খলাভঙ্গ। এর মধ্যে শত্রুরা হঠাৎ আক্রমণ কোরে বসলে এ ভুল শুধরানোর আর কোনো উপায়ই থাকতো না।"

ইয়েন-শেং ধীরে ধীরে মাথা তুললো। ড্রিলের মাঠের অন্যপ্রান্তে কর্তব্যরত একজন যোদ্ধা পায়চারি করতে করতে পাহারা দিচ্ছে, পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় তার বেয়নেটটা ঝকঝক্ করছে। ইয়েন-শেঙের মনে পড়লো, তার বাবা তাকে শিখিয়েছিলেন—সতর্ক প্রহরা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ শান্তিপূর্ণ সময়েই। শত্রুর কামান থেকে একবার গোলাবর্ষণ শুরু হোয়ে গেলে আর কেউ পাহারা দেবার কথা বলতে আসবে না।

সে সোজাসুজি বললো, "আমি আপনাদের সমালোচনার সঙ্গে একমত। যে কোনো সময়েই যে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে, এ ব্যাপারটা আমি মনেই রাখি নি। এটা ঠিক যে, শহরে আমি কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। আবার সঙ্গে সঙ্গে

আমি এ কথাও ভেবেছিলাম যে, একটু দেরী হোলে আর কী হবে। এটা খুবেই দায়িত্বহীনতার পরিচয়। এ সম্পর্কে নেতৃত্ব যে সমালোচনা করেছেন, আমি সেটা মেনে নিচ্ছি।"

এবার হাই উঠলো, "অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট" পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার আমাদের যে দুর্বলতার জন্য সমালোচনা করেছেন, তার পূর্ণ দায়িত্ব আমারই। এ ব্যাপারে কোনো অজুহাত দেওয়া ঠিক হবে না। আমার শৃঙ্খলাবোধ ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি খুব দুর্বল বলেই আমি ঠিক সময়ে ফিরি নি। স্কোয়াডলিডার হিসেবে তোমাদের এ ব্যাপারে বারবার সচেতন কোরে দেওয়ার দায়িত্ব ছিলো আমার। কিন্তু আমি সেটা করি নি। সেটাও আমার অসতর্কতার পরিচয় দিচ্ছে। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার ঠিকই বলেছেন—সেনাবাহিনীর মূল কাজ যুদ্ধ করা। আজই যদি শত্রুর আক্রমণ হোতো, তবে আমার দেরী কোরে ফেরার জন্য সমস্ত কোম্পানির প্রতিরোধ ক্ষমতাই ক্ষতিগ্রস্ত হোতো। অন্ততঃ সাত নম্বর স্কোয়াড ঠিক সময়ে লড়তে যেতে পারতো না। যুদ্ধ বাধলে যদি যুদ্ধ করতেই না পারি, তবে আর কী ধরণের যোদ্ধা আমরা? কোম্পানি-কম্যান্ডার এবং স্কোয়াডের বিভিন্ন কমরেডদের সামনে এই আত্ম-সমালোচনা আমি রাখছি তাদের বিবেচনার জন্য, এবং তার সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে এরকম যাতে না ঘটে, সেজন্য আমি সচেতন থাকবো। আমি আশা করি, তোমরা সবাই আমাকে সমালোচনা করবে। আর আমার আত্ম-অহমিকা সম্পর্কে যে সমালোচনা উঠছে, সে সম্পর্কে আমি আর একটু ভেবে দেখতে চাই।"

হাই বসে পড়লো। অন্যান্য কমরেডদের হাইয়ের বিরুদ্ধে বলার বিশেষ কিছুই ছিলো না। হুশের সমালোচনার ভিত্তিতে সবাই নিজেদের সমালোচনা করলো। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হোয়ে দাঁড়ালো সতর্ক প্রহরার বিষয়টি। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য উন্নত সাংগঠনিক চেতনা ও শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করলো। বিশেষ কোরে প্রায় ষাট কোটি লোকের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিটি যোদ্ধার পক্ষে এটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আর এদিক থেকে দেখতে গেলে হুশের সমালোচনা খুবই যুক্তিসঙ্গত। প্রত্যেক যোদ্ধারই উচিত বাইরে গেলে ঠিক সময়ে ফিরে আসা। যে কোনো পরিস্থিতিতেই এটা জরুরী। সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির নিরাপত্তার কাছে অন্য সব যুক্তিই কম গুরুত্বপূর্ণ।

এসব আলোচনা শুনে কুয়ান স্বস্তি পেলো, তার সব দুশ্চিন্তা দূর হোয়ে গেলো। সে হাইকে একপাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "সত্যি কোরে বলো তো, কি জন্য তোমার ফিরতে দেরী হোলো?"

হাই একটু ইতস্ততঃ করলো। তার মনে হোলো, আগুনের কথাটা বলা

ঠিক হবে না। আর সে তো সত্যিসত্যিই সতর্কতা বজায় রাখে নি। কাজেই আগুনের কথাটা খানিকটা অজুহাতের মতো শোনাবে। "কম্যান্ডার, সে সম্পর্কে আমি পরে একদিন আপনাকে বলবো।"

"আর অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার যা বললো, সে সম্পর্কে তোমার অভিমত?"

"অধিকাংশ ব্যাপারে আমি একমত। তবে কয়েকটা বিষয় আছে, যে জন্য আমি ঠিক করেছিলাম, কমরেড হুশে সম্পর্কে পার্টি-শাখায় আলোচনা তুলবো। কিন্তু আগে আমার নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো সম্পর্কে একটু ভাবা দরকার। কালকেই আপনি ট্রেনিং-এ চলে যাচ্ছেন, এতো কম সময়ের মধ্যে দু-চার কথায় সব বুঝিয়েও বলা যায় না। আপনি ফিরে এলে এ সম্পর্কে আপনাকে পুরো রিপোর্ট দেবো।"

কুয়ান একটু ভেবে বললো, "এর মধ্যেই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি কিছু জানতে পেরেছি। আমার মনে হোচ্ছে, তোমার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিকই আছে। আমাদের বিপ্লবী সেনাদলেও খুঁটিনাটি ব্যাপারে কিছু মতান্তর হোতে পারে, কিন্তু পার্টির ওপর সব সময় আস্থা রাখতে হবে, মূল বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। আমিও তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলার সুযোগ খুঁজছিলাম। কিন্তু আজ আর হোচ্ছে না, আজ রাতেই আবার পার্টি-কমিটির সভা আছে। দেখা যাক, এ ব্যাপারে আমরা ঐক্যমত হোতে পারি কিনা। তোমাকে আর একটা কথা বলা দরকার হাই। দেখবে, কোনো সমস্যা যেন আমাদের নির্দিষ্ট কাজে বাধা সৃষ্টি না করতে পারে।"

"সে ব্যাপারে আপনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সাত নম্বর স্কোয়াড আর আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা আমাদের কাজ ঠিকমতো করবো, কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে না।"

"বেশ!" কুয়ান তার হাত এগিয়ে দিলো, "দিন দশেক পরেই আবার দেখা হোচ্ছে।"

হাই তার নিজের হাত করমর্দন করার জন্য এগিয়ে না দিয়ে বরং পিছিয়ে নিলো, হেসে বললো, "দূর! এটা বড্ডো বেশি ভদ্রতা হোয়ে যাচ্ছে! মাত্র ন-দশ দিনের জন্যে তো মোটে যাচ্ছেন আপনি!" অভিবাদন জানিয়ে সে চলে গেলো।

সভা শেষ হবার পর সবাই ব্যারাকের দিকে এগিয়ে চললো। কাও হাইয়ের কাছে এসে বললো, "স্কোয়াডলিডার, এটা ধরুন, আপনার জন্য এনেছি।"

"কী এটা?"

"কিছু বিস্কুট। রান্নাঘরে উনুন নিভিয়ে দেওয়া হোয়েছিলো। আবার জ্বালিয়ে কিছু খাবার তৈরী হোচ্ছে। তাতে দেরী হোতে পারে, এই ভয়ে

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টার আপনাকে কিছু বিস্কুট পাঠিয়ে দিয়েছেন।" অভিভূত হোয়ে হাই সেগুলো নিলো। বললো, "খুব বেশি খিদে পায় নি আমার। আসলে এখন কিছু ঘুম দরকার।"

কোম্পানি অফিসে কুয়ান আর হুশে কথা বলছিলো। কুয়ান হাইয়ের অতীতের সব কথা বলে মন্তব্য করলো, "ওর দেরী কোরে ফেরার নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি-সংগত কারণ আছে। ও অবশ্য সেটা বলে নি, কিন্তু ওর মতো কমরেডের ওপর আস্থা রাখা উচিত। তাছাড়া, ও সব ব্যাপারে যথেষ্ট তলিয়ে চিন্তা করে।"
"আমি আপনার সংগে একমত নই," হুশে বললো। "আজ ওকে আরও বেশি সমালোচনা করা উচিত ছিলো। ওর অহংকার খুব বেড়ে যাচ্ছে।"
"অহংকার?" কুয়ান ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না।
"হ্যাঁ, কারণ ওর আত্ম-সন্তুষ্টি বড্ডো বেশি। ইয়েন-শেঙের দুর্বলতা থেকে যাতে অন্য সবাই শিখতে পারে, সেজন্য স্কোয়াডের একটা সভা ডাকতে বলেছিলাম। কিন্তু ও শুনলোই না। ওকে কষে সমালোচনা না করলে ওরই ক্ষতি করা হবে।"
"তুমি ওকে ঠিক মতো বুঝতেই পারছো না।" কুয়ান ড্রয়ার থেকে কুয়েইয়াং কাউন্টির পার্টি-কমিটির লেখা কয়েকটা চিঠি বের করলো। "কোনো ভালো কাজ করলে সে কখনোই সেটা কাউকে এসে বলে না। গত বছর তার গ্রাম থেকে ফিরে সে পার্টি-শাখাকে কিছু বলে নি। কিন্তু সেখানকার কাউন্টি পার্টি-কমিটি আর কমিউন থেকে লিখে পাঠিয়েছে, ওখানে থাকার সময়ে হাই তাদের যৌথ-খামারে কাজ করেছে, পুঁজিবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে, কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে একটা বাচ্চা মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছে—"
"এ সব কথাই ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয়, শুধুমাত্র ওর ভালো দিকগুলির ওপর জোর দিয়েই আমরা ওকে অহংকারী কোরে তুলেছি। সে জন্যই আজ সে কয়েক ঘণ্টা দেরী কোরে ফিরেছে। ওকে খুব কোরে সমালোচনা না করলে ও আরও খারাপ কাজ করবে, এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।"
"আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে এভাবে দেখছি না," কুয়ান উঠে দাঁড়ালো। "গত দু'বছর ধরে আমার একটা দৃঢ় ধারণা হোচ্ছে—আমাদের যোদ্ধারা খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, সব সময়েই তারা নোতুন কিছু করছে। এ সম্পর্কে আমি অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, মিলিটারী কমিশনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারাকে তারা দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করছে বলেই তারা এভাবে এগোতে পারছে। আমরা যখন তাদের মতো সাধারণ সৈন্য ছিলাম, তখন সভায় কিছু আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রধানতঃ কোম্পানি-

কম্যান্ডার বা পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টারের কথাগুলো আউড়ে যেতাম। কিন্তু এখন তারা সরাসরি কমরেড মাও সেতুঙের রচনাবলী থেকে উদ্দীপনা ও শক্তি পাচ্ছে। তাছাড়া, সমবায় বা কমিউনের মতো বিরাট সব পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তারা এসেছে, গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা নোতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে বড়ো হোয়ে উঠেছে ও শিক্ষা পেয়েছে। আমাদের সময়ে অনেকেই সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে নিজেদের খেত বা গ্রামকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে। আমাদের তখনকার অবস্থার সঙ্গে এদের কোনো তুলনাই চলতে পারে না। এখন যে কোনো যোদ্ধা অন্যকে সমালোচনা করতে গিয়ে চেয়ারম্যান মাও-এর শিক্ষা অনুযায়ী তথ্যাভিত্তিক চমৎকার বিশ্লেষণ করতে পারে। তার কারণ, তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও তাত্ত্বিক ধারণা বহুগুণ উন্নত হোয়েছে। ওয়াং হাইয়ের সঙ্গে আমি যখনই কথা বলি, তখনই আমি এর সত্যতা বুঝতে পারি। আমরা মতাদর্শগতভাবে নিজেদের কতোখানি পাল্টাতে পেরেছি, তার ওপরেই নির্ভর করবে, আমরা কতোটা সঠিকভাবে একজন যোদ্ধার অগ্রগতিকে বিচার করতে পারছি। অনেক জিনিস আছে, যেগুলো আমাদের কাছে নোতুন, আমরা তাতে অভ্যস্ত নই, আমরা সেগুলো বুঝি না, কারণ আমাদের পুরোনো অভ্যেস ও ধারণা সেগুলোকে বুঝবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তোমার আমার মতো লোকের পক্ষে এ এক নোতুন পরীক্ষা।"

হুশে চিন্তান্বিতভাবে কোম্পানি-কম্যান্ডারের দিকে তাকালো। কুয়ানের যুক্তিকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না। "আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু হাইয়ের সাম্প্রতিক আচরণ সম্পর্কে......" সে থেমে গেলো।

"আমি কাল সকালেই ট্রেনিঙে চলে যাচ্ছি। কিন্তু হুশে, আমার মনে হয়, এই প্রশ্নটিকে আর ফেলে রাখা ঠিক নয়। আমি প্রস্তাব করছি, আজ রাতেই পার্টি-কমিটির একটা সভা ডাকা হোক। হাইয়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে এবং তার চিন্তাকে কী ভাবে বুঝতে হবে, সে সম্পর্কে আমাদের ঐক্যমত হওয়া দরকার। তুমি কী বলো?"

"ভালো কথা। হাইকে সাহায্য করার জন্য আমিও কিছু ভেবেছি। সে সম্পর্কেও সবার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে।"

কোম্পানি হেড কোয়ার্টারে পার্টি-কমিটির এক জীবন্ত সভা শুরু হোলো।

* * *

তিন নম্বর কোম্পানি এবং অন্যান্য ইউনিটের যোদ্ধারা তাদের ট্রেনিং-এর সময় থেকে কিছুটা সময় বের কোরে নিয়ে একটি বাঁধ তৈরির কাজে স্থানীয় জনগণকে সাহায্য করছে। দিনে প্রখর সূর্যের নীচে আর রাতে হ্যাচাকের আলোয় প্রায় অবিরত কাজ কোরে মাত্র পাঁচদিনের মধ্যেই তারা বড়ো রাস্তা থেকে বাঁধ পর্যন্ত

বিরাট ও প্রশস্ত এক রাস্তা তৈরী কোরে ফেলেছে। এখন তারা শেষ পর্যায়ের কাজগুলো করছে—অর্থাৎ দু'পাশে গাছ পুঁতছে, পাথর দিয়ে রাস্তাটা বাঁধাচ্ছে। আর হাইদের সাত নম্বর স্কোয়াড তৈরী করছে রাস্তার নীচের ড্রেনের রাস্তা।
কাজ করতে করতে কাও খেয়াল করলো, হাই যখন কাঁধের বাঁশে কোরে মাল বইছে, তখন সে বেশ গল্প করছে, হাসছে। কিন্তু একটা গাঁইতি বা বেলচা হাতে তুলতেই সে কাৎরে উঠছে, চোখে মুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠছে। কাও জানতো, হাই লোহার মানুষ, একটু-আধটু যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপও করে না। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা কোরেও কাও হাইয়ের যন্ত্রণার কারণ ধরতে পারলো না। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, সে দিনরাত আজকাল দু'হাতে দস্তানা পরে থাকে, এমন কি খাবার সময়েও খোলে না।
"আগে তো স্কোয়াড্‌লিডার দস্তানা পরতো না!" কাও ভাবলো। "ও বলতো, দস্তানা পরাটা বাজে ব্যাপার। কিন্তু আজ ওর এই পরিবর্তন কেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো গোপন রহস্য আছে!"
ব্যাপারটা সে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কোয়াড্‌লিডার ওয়েইকে রিপোর্ট করলো। ওয়েই বললো, ব্যাপারটা তারও চোখে পড়েছে।
কাও বললো, "স্কোয়াড্‌লিডারের হাতে নিশ্চয়ই কিছু হোয়েছে। না হোলে, দিন রাত কেন দস্তানা পরে থাকবে?"
"কী হোতে পারে বলো তো?"
"হয় তো কোনো আঘাত-টাঘাত পেয়েছে।"
"অসম্ভব!" ওয়েই জোর দিয়ে বললো। "রোজ আমি মেডিক্যাল বিভাগের কর্মীকে জিজ্ঞেস করি। সে বলেছে, হাই একদিনও সেখানে যায় নি।"
ইয়েন-শেং একপাশে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিলো। "আন্দাজে ঢিল মেরে কী লাভ?" সে অধৈর্য স্বরে জানতে চাইলো। "আপেলের স্বাদ কেমন জানতে হোলে দু'কামড় খেয়ে দেখতে হয়। স্কোয়াড্‌লিডারের হাতের দস্তানাটা খোলাতে পারলেই সব ব্যাপারটা জানা যাবে।"
"দস্তানা খুলবেই না ও। গত মঙ্গলবার বিকেলে আমি চেষ্টা—"
"নরম পথে কাজ না হোলে চরম পথ ধরতে হবে!" ইয়েন-শেং অন্য দু'জনের কানে ফিস্‌ফিস্ কোরে কী বললো। তারপর মন্তব্য করলো, "এতেই কাজ হবে।" তিনজনেই তাদের আলোচনা শেষ কোরে একসঙ্গে হেসে উঠলো।
সেদিনের কাজ শেষ হোলে ওয়েই স্কোয়াডের সমস্ত কমরেডদের নিয়ে ফিস্‌ফিস্ কোরে চক্রান্ত শুরু করলো। কিন্তু হাইয়ের খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেলো, আশে পাশে তাকে দেখা যাচ্ছে না। হাইয়ের নাম ধরে সবাই চেঁচাতে লাগলো। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। আশ্চর্য! কয়েক মিনিট আগেই

দেখলাম!" ইয়েন-শেং বোলে উঠলো। সবাই পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো, "গেলো কোথায় সে?"

এমনি সময় রাস্তার নীচের সদ্যনির্মিত ড্রেনটার কাছে কী একটা শব্দ হোতেই সবাই দেখলো, হাই হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। সে দৃশ্য দেখে সবাই প্রচন্ড হাসিতে ফেটে পড়লো। হাসতে হাসতে তাদের পেট ব্যথা হবার জোগাড়। কোমর পর্যন্ত খালি গা হাইয়ের। শুধু চোখটুকু বাদ দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত দেহটাই কাদা মাখা, মাথার চুলগুলো ঝাঁটার কাঠির মতো খাড়া হোয়ে আছে। হাই থু থু কোরে কাদা ছিটাতে ছিটাতে সবার দিকে অবাক হোয়ে তাকিয়ে রইলো।

"কী ব্যাপার! এতো হাসির কী হোলো?"

তার কথা শুনে সবাই আরও জোরে হেসে উঠলো। ইয়েন-শেং কোথা থেকে এক বালতি জল এনে তার মাথায় ঢেলে দিয়ে বললো, "এবার আপনি ঠিক পরিষ্কার হোয়ে যাবেন।"

"পেটাবো কিন্তু ইয়েন-শেং!" হাই চেঁচিয়ে উঠলো। বরফের মতো কনকনে ঠান্ডা তার জল দেহের কাদাকে গলিয়ে দিলো। "কাদার এই চিনিগুলো খেতে খারাপ না," সে ঠাট্টা কোরে বললো, "কিন্তু দাঁত বড়ো কিচকিচ করছে। কিন্তু তোমরা এতো হাসছো কেন?"

"আপনাকে দেখে!" ইয়েন-শেং তার পিছনে লাগলো। "কাদায় চোবানো বাঁদরের গল্প শুনেছি, কিন্তু চোখে এই প্রথম দেখলাম!"

'খুব খারাপ হোয়ে যাবে কিন্তু!" হাই দাঁত কিড়মিড় কোরে বললো। "রাস্তার নীচের ড্রেনটা পরীক্ষা করলাম। সব ঠিকই আছে। হাজার হাজার টন যন্ত্রপাতি এর ওপর দিয়ে গেলেও এর কিছু হবে না। কাল একটু সিমেন্ট দিয়ে দিলেই এর কাজ শেষ।"

"স্কোয়াডলিডার, আমরা নির্ধারিত কাজের চেয়ে বেশিই কোরে ফেলেছি। এজন্য সাত নম্বর স্কোয়াড অভিনন্দন দাবী করতে পারে। এবার আমরা আবার পুরোনো খ্যাতি ফিরে পাবো।" বলতে বলতে ইয়েন-শেং দুষ্টু হাসি হাসলো, "আমাদের এই সাফল্যের জন্য আসুন আমরা সবাই হাতে হাত মিলাই।"

"কমরেডগণ, গত কদিন ধরে ইয়েন-শেং খুব পরিশ্রম করছে। পাইপ লাগাবার জন্য সে রোজ তিন-চার ঘণ্টা কোরে মাটির নীচে কাটিয়েছে। তাদের বিপ্লবী পরিবারের ঐতিহ্যকে সে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।" একথা বলে হাই ইয়েন-শেঙের দিকে তার দস্তানাপরা হাত এগিয়ে দিলো।

"দস্তানাপরা হাতে করমর্দন করা ঠিক না," কাও বলে উঠলো।

হাইয়ের কেমন সন্দেহ হোলো। সে তাড়াতাড়ি হাত দু'টো পকেট ঢুকিয়ে নিয়ে বললো, "তোমাদের মতলবখানা কী বলো তো?"
কাও তার কথা উড়িয়ে দিলো, "মতলব আবার কী? দস্তানাটা খুলুন, হাতে হাত মিলাই।"
"উঁহু, মতলব খুব খারাপ!" হাই একপাশে সরে দাঁড়ালো। "এতো সব নিয়ম-কানুন আবার কবে থেকে আমদানি হোলো?"
ইয়েন-শেং সবার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপতেই, সবাই হাইকে চারপাশ থেকে চেপে ধরলো, এবং প্রচন্ড হাঁক দিয়ে তাকে মাটির ওপর ফেলে বললো, "দস্তানা খুলবেন কিনা বলুন?"
"না, কিছুতেই না!" হাই দৃঢ়ভাবে হাতদু'টো পকেটের মধ্যে আটকে রাখলো।
"খুব গায়ের জোর, তাই না? ঠিক আছে, ব্যবস্থা হোচ্ছে!" ইয়েন-শেঙের নির্দেশে পাঁচ-ছ' জোড়া হাত হাইয়ের বগলে আর পেটে শুড়শুড়ি দিতে লাগলো। হাই হাসতে হাসতে মাটির ওপর গড়াতে লাগলো। চেঁচিয়ে বললো, "তোমরা যা খুশি করতে পারো, আমি হাত বের করবো না......!"
ইয়েন-শেং হাঁক দিলো, "উঁহু, নরম পথে হবে না, চরম পথ নিতে হবে!" সবাই তখন গায়ের জোরে পকেট থেকে হাইয়ের হাত বের করলো। সঙ্গে সঙ্গে তার পকেট থেকে একটা ছোটো শিশিও গড়িয়ে পড়লো!
ওয়েই শিশিটা তুলে নিয়ে লেবেলটা পড়লো, "সর্বরোগহর তেল! কাটা-পোড়ার উপশম করে। নোতুন মাংস গজায়......!"
"হুঁ, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে!" ওয়েই ভাবলো। তারপর চেঁচিয়ে বললো, "কমরেডগণ, ওর হাত ছেড়ে দিন!"
ইয়েন-শেং এবং অন্য সবাই অবাক হোয়ে হাইয়ের হাত ছেড়ে দিলো।
শিশিটা উঁচুতে তুলে ধরে ওয়েই বললো, "স্কোয়াডলিডার, আপনার খেলা শেষ! দস্তানাটা খুলে ফেলুন, হাতটা পরীক্ষা করে দেখা যাক্।"
"ঠিক আছে। কিন্তু এ নিয়ে বেশি হৈ চৈ করা চলবে না।" হাই ধীরে ধীরে দস্তানাটা খুলে ফেললো। তার ক্ষত-বিক্ষত হাতে গলে-যাওয়া ফোস্কাগুলো আর নেই, তার জায়গায় নরম লাল মাংস গজাতে শুরু করেছে। "ওহ্!" ইয়েন-শেং ভাবতেই পারে নি, তার ঠাট্টার থেকে এমন জিনিষ বেরিয়ে পড়বে। সে আস্তে আস্তে হাইয়ের হাতে হাত বুলালো। গভীর ক্ষোভে সে বলে উঠলো, "এই হাত নিয়ে আপনি কাজ করছিলেন! কাউকে কিছু বলেন নি কেন?"
"আরে! এখন তো ওটা সেরেই গেছে। দেখছো না নোতুন মাংস গজাচ্ছে! একেই বলে 'পুনর্জন্ম'। তাই না কাও?" বলেই সে কাও'র দিকে তাকিয়ে হাততালি দিলো।

কাও তাকে থামিয়ে দিলো, "ওটা কী করছেন আপনি ?"

"হাত দু'টো কেমন সেরে গেছে দেখাচ্ছি।"

ওয়েই বললো, "আপনার আগেই একথা বলা উচিত ছিলো। আসলে আমিই একটা মূর্খ। ক'দিন আগেই আমি বুঝেছিলাম, একটা কিছু হোয়েছে। কিন্তু সেটা যে এতো গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝি নি। তাহোলে আপনাকে কিছুতেই আমি এতো কাজ করতে দিতাম না। আগে জানতে পারলে—"

"আমাকে এক পাশে বসিয়ে রাখতে, এই তো! কিন্তু দ্যাখো তো, রাস্তার কাজও শেষ, আমার হাতও ভালো হোয়ে গেছে। কাজ বা স্বাস্থ্য, কোনোটারই ক্ষতি হয় নি।"

"অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্ট্রাক্টারকে এটা রিপোর্ট করতে হবে," ওয়েই ঘোষণা করলো।

হাই তাকে বাধা দিলো, "না, কক্ষনো না!"

"কেন, না কেন ?"

"ইতিমধ্যেই আমাদের স্কোয়াডে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তার ওপর যদি এটাও রিপোর্ট—"

"অসুস্থতাকে কবে থেকে দুর্ঘটনা বলে ধরা হোচ্ছে ?" ইয়েন-শেং জানতে চাইলো।

"নিশ্চয়ই ধরা হবে," হাই সরল মুখে বললো। "ভালো স্বাস্থ্য 'পাঁচটি ভালো গুণের' একটি। আমার সম্পর্কে রিপোর্ট হোলে এ বছরে আমাকে আর 'পাঁচটি ভালো গুণসম্পন্ন' যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। তার জন্য তোমরাই দায়ী হবে। সেটা কি ঠিক হবে ?" বলতে বলতে হাই আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, হো হো কোরে হাসতে লাগলো।

কোম্পানি হেড-কোয়ার্টারে হুশে সদ্য-সমাপ্ত কাজের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তৈরী করছে। গালে হাত দিয়ে সে ভাবছিলো। পাঁচদিন কাঁধে কোরে অনবরত বোঝা বয়ে বয়ে সারা দেহে ব্যথা হোয়ে গেছে। কিন্তু তার মানসিক দৃঢ়তা তাতে একটুও কমে নি। কুয়ান ট্রেনিং-এ চলে যাওয়ায়, হুশে'র ওপরই এখন কোম্পানির রাস্তা তৈরীর কাজের পূর্ণ দায়িত্ব। গোটা কোম্পানিকে নেতৃত্ব দেওয়াটা খুব সহজ কাজ নয়—প্রচুর মাথা ঘামানো, দিন-রাত সব কিছু খেয়াল রাখা। কাঁধের থেকে বোঝা নামানোর সময় হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু মন থেকে দায়িত্ব নামে না।

আজই রাস্তা তৈরীর মূল কাজটা শেষ হোয়েছে। ব্যাটালিয়ান নেতৃত্ব সে জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু এখনো অনেক কাজ বাকি। রিপোর্ট শেষ কোরে হুশে একটা নামের তালিকা তুলে নিলো। বিভিন্ন প্লেটুনের প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে সমস্ত কোম্পানির সামনে যোগ্য কর্মীদের প্রশংসা করতে

হবে। সাত নম্বর স্কোয়াড থেকে চারটি নাম এসেছে—ওয়াং হাই এবং অন্য তিনজন।

হুশে মন স্থির করতে পারছে না। পার্টি-কমিটির সভায় কুয়ান এবং আরও অনেকে হাই সম্পর্কে তার থেকে অন্য মত পোষণ করেছিলো, তারা তার কিছু পদ্ধতি সম্পর্কেও সমালোচনা তুলেছিলো। তাদের বক্তব্য যুক্তিসম্মত ঠিকই, তবু তার মনে হোচ্ছে, গত সপ্তাহে হাইকে সমালোচনা করার পর হাই এখন অনেক বেশি এগিয়ে আসছে। রাস্তা তৈরীর ব্যাপারে হাইয়ের চমৎকার কাজ হুশে'র সমালোচনার সঠিকতা ও কার্যকারিতাই প্রমাণ করছে। কিন্তু এখন কি সমস্ত কোম্পানির সামনে হাইয়ের প্রশংসা করাটা ঠিক হবে? এতে কি তার অহংকারকেই আবার বাড়িয়ে দেওয়া হবে না?

"রিপোর্ট!" ব্যাটালিয়ান থেকে একজন সংবাদবাহক এসে হাজির। সে হুশে'র হাতে একটা চিঠি দিলো। চিঠিটা একটা কমিউনের পক্ষ থেকে লেখা হোয়েছে। তারা এমন একজন যোদ্ধা সম্পর্কে খোঁজ চেয়েছে, যে তাদের আগুন নেভাতে সাহায্য করেছিলো। যোদ্ধাটি সেখানে একটি আধপোড়া 'লাল পাহাড়' বই ফেলে এসেছে।

"ব্যাটালিয়ান ইনস্ট্রাক্টার আপনাকে খোঁজ নিতে বলেছেন, এই যোদ্ধাটি আপনাদের কোম্পানির কিনা। যতো শিগ্গির সম্ভব চিঠির উত্তর দিতে বলেছেন আপনাকে।"

"ঠিক আছে। তুমি যাও।"

হশে চেয়ারে বসে চিঠিটা পড়লো। গত চান্দ্রমাসের পোনেরো তারিখে গণ-মুক্তিবাহিনীর একজন যোদ্ধা হুয়াংচিয়াং গ্রামের একজন বৃদ্ধাকে জ্বলন্ত আগুন থেকে বাঁচিয়েছে এবং ঘরের আগুন নেভাতে সাহায্য করেছে। সে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছে—লেই-ফেঙের সহযোদ্ধা। কমিউনের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হোয়েছে, সেনাবাহিনী এই চমৎকার যোদ্ধাটিকে খুঁজে বের করবার ব্যাপারে তাদের সাহায্য করবে।······চান্দ্রমাসের হিসেব অনুযায়ী আজ কতো তারিখ, হুশে তা জানে না। কিন্তু যাই হোক, তাদের সবাই গত কিছুদিন ধরে খুবই ব্যস্ত। অবসরের সময়ের মধ্যে অতো দূরে হুয়াংচিয়াং গ্রামে গিয়ে ফিরে আসবে, এমন কাউকেও সে খুঁজে পেলো না। আধপোড়া 'লাল পাহাড়' বইটা সে হাতে তুলে নিলো। বইটার মধ্যে অনেক লাইনের নীচেই লাল পেন্সিলের দাগ, কোথাও আবার মার্জিনে লেখা কিছু মন্তব্য। বইটার নামপত্রে যোদ্ধাটি লিখে রেখেছে: "আমি সিস্টার চিয়াং-এর কাছে শিখতে চাই। কমিউনিজমের জন্য আমাকে যদি মরতেও হয়, তবু একটুও ভয় পাবো না আমি, আমার হৃৎপিণ্ডটা একটুও বেশি গতিতে স্পন্দিত হবে না।"

"চমৎকার যোদ্ধা!" হুশে ভাবলো।
বইটার মলাটে অস্পষ্ট কালিতে একটা নাম লেখা। অনেক কষ্টে হুশে পড়তে পারলো: "চৌ হু-শান"। সে হাসলো। "এ নামে আমাদের কোম্পানিতে কেউ নেই।" চিঠি আর বইটা সে ড্রয়ারে রেখে দিলো। তিন নম্বর কোম্পানিতে লেই-ফেঙের সহযোদ্ধাকে খুঁজে বের করবার আর কোনো দরকারই সে বোধ করলো না।
সমস্ত কোম্পানির যোদ্ধারা হাজির। হুশে রাস্তা তৈরীর কাজ সম্পর্কে তার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট রাখলো। তারপর সে বিশেষ প্রশংসার জন্য মনোনীত যোদ্ধাদের নামের তালিকা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুঞ্জন উঠলো। হুশে বললো, "এই রিপোর্ট ও যোদ্ধাদের নামের তালিকা সম্পর্কে স্কোয়াডগুলো আলোচনা করবে এবং কোনো ভিন্ন মত থাকলে জানাবে।"
সে কোয়ার্টারে ফিরতে না ফিরতেই চেন এসে হাজির। "আমাদের সমস্ত প্লেটুন মনে করছে, ওয়াং হাইকেও প্রশংসা জানানো উচিত ছিলো। চমৎকার কাজ করেছে সে। কেন তাকে বাদ দেওয়া হোলো—সবারই এই প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সমাধান না হোলে কাজ করতে খুব অসুবিধে হবে।"
"আমিও ভেবেছিলাম, এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। হাইয়ের ভালোর জন্যই এটা করা হোয়েছে। আপনি তো জানেন, আজকাল হাই খানিকটা অহঙ্কারী হোয়ে পড়েছিলো। এখন খানিকটা পরিবর্তন আসতেই যদি তাকে প্রশংসা করা হয়, তবে তাতে তার ক্ষতিই হবে। প্লেটুনের কাজে সাহায্য করার জন্যই তাকে প্রশংসা করা হয় নি।"
"আমি কিন্তু তাকে অহংকারী বলে মনে করি না। একটা সোজা কথা বলি, কমরেড। আমার মনে হয় আপনি একপেশেভাবে দেখছেন। মাত্র একবারই সে ফিরতে দেরী করেছে, তা-ও তার কারণ আমরা জানি না। এ থেকে তার অহঙ্কারের প্রশ্ন কী কোরে আসে? অনেক কমরেডই আপনার সমালোচনাকে সমর্থন করেন না, পার্টি-কমিটিও ভিন্ন মত পোষণ করে। আজ আবার আপনি সেই একই কথা তুলছেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, পার্টি-কমিটির বিশ্লেষণই ঠিক—ওয়াং হাই সম্পর্কে আপনার ধারণা......। আমি বলতে চাই না। আপনার নিজেরই সেটা বোঝা উচিত।"
"কী বুঝবো আমি?"
"আপনার বোঝা উচিত, তার সম্পর্কে আপনার সমালোচনা নিতান্তই আত্মগত। আমার মনে হোচ্ছে, আপনার চিন্তাই পিছিয়ে পড়ছে।"
"পিছিয়ে পড়ছে? গতবার প্রশংসা পাবার পর সাত নম্বর স্কোয়াড কতো ঢিলে দিতে শুরু করেছিলো, সেটা তো আমি এখনও পার্টি-কমিটিতে রিপোর্টই করি.

নি। ওয়াং হাইয়ের মতো চমৎকার একজন কমরেড যখন হঠাৎ বিগড়াতে শুরু করে, তখন তাকে সমালোচনা করাটা নীতিগতভাবেই দরকার হোয়ে পড়ে। আপনি প্লেটুন-লিডার, তার সম্পর্কে আপনি ঢিলে দিলে চলবে কী কোরে?"
চেন বুঝলো, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সে উঠে দাঁড়ালো। "আমি আবার বলছি, আপনি ওয়াং হাই সম্পর্কে একপেশে দৃষ্টিতে দেখছেন! আমার মনে হয়, পার্টি-কমিটির আরেকটা সভা ডেকে এটা আলোচনা করা দরকার।"
"এখনই?"
"সময়টা আপনিই ঠিক করুন। অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইন্‌স্ট্রাক্টার, আপনি এই কোম্পানিতে খুব অল্পদিন এসেছেন। আপনি এখনো বুঝতে পারছেন না," চেন খুব আন্তরিকভাবে বললো। "আমি আর হাই প্রায় পাঁচ বছর একসঙ্গে আছি। এমন কোনোদিন হয়নি যে, কোম্পানি বা রেজিমেন্ট থেকে তাকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আর সে সেটা ঠিকভাবে করতে পারে নি। কখনো এরকম হয়নি। আর প্রতিবারই প্রশংসিতদের তালিকায় তার নাম উঠেছে। এমন কি আমাদের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বও তিন নম্বর কোম্পানির ওয়াং হাইয়ের নাম জানেন। এখানে এলেই তারা তার সঙ্গে দেখা করতে চান। এই চমৎকার যোদ্ধার অগ্রগতির জন্য তারা সবাই আগ্রহী। সবাই কি তাহোলে ভুল করছে? আমার কথা বিশ্বাস না হোলে আপনি নিজে একটু ঘুরে দেখুন, সবাই কী বলাবলি করছে! যে কোনো কর্মীকে নেতৃত্ব এবং জনগণ, সবার কথাই মন দিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু আপনি দু'দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন। আপনি প্রচন্ড ভুল করছেন।"

সমস্ত স্কোয়াডেই হুশে'র রিপোর্ট আর প্রশংসিতদের তালিকা সম্পর্কে উত্তপ্ত আলোচনা চলছে। কিন্তু হুশে কাছাকাছি যেতেই তারা আলোচনা থামিয়ে দিচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তার উপস্থিতিতে তারা সব কথা বলতে চাইছে না। "ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতেই হোচ্ছে," সে মনে মনে বললো। "সবাই কী ভাবছে, খুঁজে বের করতে হবে।" সে সন্তর্পণে সাত নম্বর স্কোয়াডের দিকে এগিয়ে চললো।
সাত নম্বর স্কোয়াডে যে তিনজন প্রশংসিত হোয়েছে, তারা সবাই তখন খুব উত্তেজিত। স্পষ্টতঃই তারা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছে।
কাও বলছে, "আমাদের স্কোয়াডলিডারের সঙ্গে আমার তুলনাই হোতে পারে না। তাকে বাদ দিয়ে আমাকে প্রশংসা জানালে, আমার খুবই খারাপ লাগবে, এই প্রশংসা সম্পর্কেই কারোর আর আস্থা থাকবে না।"
"আমি একটা বুদ্ধি দিচ্ছি," ইয়েন-শেং বলে উঠলো। "খুব সংক্ষেপে সেটা

বলছি : যারা প্রশংসা পাবার যোগ্য, তাদের বাদ দেওয়া হোলে, আমি ভাবছি, আমি আমার প্রশংসা গ্রহণ করতে পারবো না।''
প্রশংসিতদের তালিকায় ওয়েই'র নামও আছে। সে এক উভয়-সংকটে পড়েছে। নেতৃত্ব সম্পর্কে এদের এতো অনাস্থামূলক দৃষ্টিকেও সে ঠিক মনে করছে না, আবার অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইন্‌স্ট্রাক্টারকেও সে মেনে নিতে পারছে না। সে আস্তে আস্তে বললো, "এটা কিন্তু ঠিক হোচ্ছে না। আমাদের কোনো সমালোচনা থাকলে, সঠিক পদ্ধতিতেই সেটা পাঠানো উচিত। আমরা যারা প্রশংসিত হোয়েছি, তাদের কর্তব্য, একমাত্র কর্তব্য, কিছুতেই অহংকারী না হওয়া। আর যারা প্রশংসিত হয়নি, তাদের কর্তব্য, একমাত্র কর্তব্য—"
"ওসব 'একমাত্র কর্তব্য' রাখুন," ইয়েন-শেং অধৈর্য হোয়ে বাধা দিলো, "আমরা আপনার কাছে জানতে চাই, একমাত্র জানতে চাই, আপনি নিজে এ সম্পর্কে কী মনে করছেন ?"
ওয়েই একটু ভাবলো। তারপর বললো, "আমাদের স্কোয়াডলিডার অবশ্যই চমৎকার কাজ করছেন। সব সময়েই তিনি তা করেন। কিন্তু তাতে প্রশংসা না করাটা ঠিক হোয়েছে কিনা, এ সম্পর্কে আমি কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। সে জন্য আমি কোনো মতামত দিতে চাই না।''
হুশে দেখলো, হাই মাথা নীচু কোরে বসে আছে। "এদের স্কোয়াডলিডার বাদ যাওয়ায় এরা সত্যিই খুব ক্ষুব্ধ হোয়েছে," হুশে ভাবতে লাগলো। "কিন্তু হাই নিজে এটাকে কীভাবে দেখছে ?"
হাই এবার উঠে দাঁড়ালো। "আমি তোমাদের সাথে একমত নই। তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা হোচ্ছে, কাকে প্রশংসা করা হোলো কি হোলো না, সভার সমস্ত সময় ধরে এ নিয়ে আলোচনা করাটাও আমি ঠিক মনে করি না। আমরা সবেমাত্র একটা কাজ শেষ করেছি। আমাদের উচিত এর সার-সংকলন করা, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া, ভবিষ্যতে কীভাবে আরও ভালো কাজ করা যায়, তার জন্য চিন্তা করা। সেজন্যই অ্যাসিষ্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টারের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টকে আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত।''
"আমাদের মনে হয়, তাঁর রিপোর্টটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চমৎকার। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। এ নিয়ে নোতুন কী আলোচনা হবে ?'' ইয়েন-শেং জানতে চাইলো।
"বেশ, এবার তাহোলে প্রশংসিতদের তালিকা সম্পর্কে আলোচনা হোক।" হাই সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। "আমরা কী জন্য কাজ করি ? প্রশংসা পাবার লোভে ? না। চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিখিয়েছেন, 'আমাদের সমস্ত বাহিনী জনগণের মুক্তির কাজে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত, তারা শুধুমাত্র

জনগণের স্বার্থেই কাজ করে।' সভা শুরু হবার ঠিক আগেই এই লেখাটা আমরা পড়ছিলাম। এখন সেটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। যেমন, আমার নিজের কথাই ধরা যাক্। মাত্র গত সপ্তাহেই আমি সমালোচিত হয়েছি। কিছু ভালো কাজ করেছি বলে আজই যদি আবার আমাকে প্রশংসা করা হয়, তবে তাতে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌ষ্ট্রাক্টারের সমালোচনা সম্পর্কে সবার কী ধারণা হবে ?''
''অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌ষ্ট্রাক্টারের উচিত, যে প্রশংসার যোগ্য, তাকেই প্রশংসা করা, এবং যে সমালোচনার যোগ্য, তাকেই সমালোচনা করা,' ইয়েন-শেং প্রতিবাদ জানিয়ে বললো। ''তাছাড়া, আমিও আপনার মতো গত সপ্তাহেই সমালোচিত হয়েছিলাম।''
''একজন কমরেডকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যই তো প্রশংসা বা সমালোচনা করা,'' হাই ধৈর্যের সংগে ব্যাখ্যা কোরে বোঝাতে লাগলো। ''সে দিন তিনি আমাকে সমালোচনা করেছেন, যাতে আমি আমার ভুল বুঝে শুধরে নিতে পারি। আর আজ যে তিনি প্রশংসার জন্য আমাকে মনোনীত করেন নি, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমি এখনও যথেষ্ট উন্নতি করি নি, আমার আরও চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। ইয়েন-শেং একজন নোতুন যোদ্ধা, চোখে পড়ার মতো উন্নতি সে ঘটিয়েছে। কাজেই সে প্রশংসা পেয়েছে। পার্টির কাছ থেকে আমি বেশিদিন ধরে শিক্ষা পেয়েছি। ফলে পার্টিও আমার কাছে আরও বেশি দাবী করতে পারে। আমার মনে হয়, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌ষ্ট্রাক্টার যে প্রশংসার জন্য আমাকে মনোনীত করেন নি, তার কারণ, তিনি আমার ওপর আস্থা রাখছেন, আমাকে উৎসাহ দিচ্ছেন।''
''কী কোরে বুঝলেন ?'' ইয়েন-শেং জানতে চাইলো। ''আপনি তো আর অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইনষ্ট্রাক্টার নন। আমি বিশ্বাস করি না যে—''
তাকে থামিয়ে দিয়ে হাই গম্ভীরভাবে বলে চললো, ''যে পরিস্থিতিই হোক না কেন, নেতৃত্বের সমালোচনা বা প্রশংসাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কেবলমাত্র এভাবেই আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারি, নিজেদের কাজ ঠিকভাবে কোরে যেতে পারি। উদাহরণস্বরূপ রাস্তা তৈরীর এই কাজটার কথা ধরা যাক। আমরা সবাই দেখেছি—অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌ষ্ট্রাক্টার চমৎকার কাজ করেছেন। রাতের পাহারায় থাকাকালীন অনেক দিনই আমার চোখে পড়েছে, গভীর রাতে তিনি পরের দিনের কাজ সম্পর্কে কারিগরদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। পরের দিন কিন্তু আবার খুব ভোরে উঠেই তিনি আমাদের সঙ্গে কাজে বেরিয়ে পড়েছেন। প্রায় তিরিশ বছর বয়স তাঁর, অতীতে খুব বেশি দৈহিক পরিশ্রম করার অভ্যেসও নেই। আমাদের মতো তরুণদের তুলনায় তাঁর গায়ের জোরও অনেক কম। কিন্তু তবুও তিনি

"সবচেয়ে কঠিন পরিশ্রমের কাজগুলো করেছেন, সবচেয়ে ভারী বোঝা বয়েছেন—এ সব কিছুই আমরা দেখেছি। কিন্তু তবুও তিনি নিজেকে প্রশংসা পাবার যোগ্য বলে মনে করেন নি, ব্যাটালিয়ান থেকেও তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু বলা হয় নি। তার মানে কি এই যে, তিনি ভালো কাজ করেন নি? মোটেই না। একজন কমরেডের অগ্রগতিকে প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার দায়িত্ব রয়েছে নেতৃত্বের। নেতৃত্ব বিভিন্ন কমরেডদের কাছে বিভিন্ন রকম দাবী করবেন, বিভিন্ন কমরেডের সঙ্গে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করবেন......"

আর কোনো কথা শোনার দরকার নেই, হুশে সরে এলো সেখান থেকে। প্রচন্ড অবাক হোয়েছে সে। চেনের সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই তার মনে হচ্ছিলো, হাইয়ের নাম প্রশংসিতদের মধ্যে না রেখে বোধহয় ভুলই হোয়েছে। কিন্তু হাই যে তাকে এতো ভালোভাবে বুঝবে, এবং নেতৃত্বের পক্ষ নিয়ে অন্যদের কাছে এতো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবে সব কিছু, এটা তার ধারণার বাইরে ছিলো।

"এরকম উঁচুমানের রাজনৈতিক চেতনা বিরল," সে ভাবলো। "সে কি নিজের ভুল শুধরে নিয়েছে? না কি প্রথম থেকেই সে ঠিক ছিলো, আমিই তাকে বুঝতে ভুল করেছি?" তার প্রতি হাইয়ের সোজাসুজি সমালোচনা বা পার্টি-কমিটির সমালোচনার কথা মনে ভেসে উঠলো তার। "তাহোলে কি আমিই এতো দিন তাকে আত্মগতভাবে ভুলভাবে বিচার কোরে এসেছি?" হুশে ঠিক করলো, এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত সমালোচনা এসেছে, সে সম্পর্কে নোতুন কোরে ভেবে দেখতে হবে।

"রিপোর্ট!" ওয়েই'র হাঁকে তার চিন্তা বাধা পেলো।

"কী ব্যাপার?" সে জানতে চাইলো।

"আপনাকে একটা খবর জানানো দরকার। আমাদের স্কোয়াডলিডার হাই গত ক'দিন ধরে ক্ষত-বিক্ষত হাত নিয়ে কাজ কোরে এসেছে।"

"কী বললে? ক্ষত বিক্ষত হাত?"

"তার দু'হাতেই জখম। সবেমাত্র নোতুন মাংস বেরোচ্ছে। কিন্তু চিকিৎসা বিভাগের কমরেডদের কাছে না গিয়ে সে কাটা-পোড়ার একটি তেল কিনে নিজে নিজেই পোড়ার ঘা-র চিকিৎসা করছে।"

"পোড়ার ঘা?" হুশে ক্রমশঃ উত্তেজিত হোয়ে উঠতে লাগলো। "কবে হোয়েছে এটা? শিগ্‌গির বলো।" আত্মগ্লানিতে সে আবার বলে উঠলো, "আমার আগেই খোঁজ নেওয়া উচিত ছিলো!"

"গত ক'দিন ধরে সে সব সময় দস্তানা পরে থাকতো। আমরা আজকেই এটা ঠিক মতো জানতে পেরেছি। রাস্তা তৈরী শুরু হবার কাছাকাছি সময়ে বোধ হয় তার হাত পুড়েছে।"

হুশে নিজের মনে বললো, "রোববার—চান্দ্র মাসের পোনেরো তারিখ…বুঝেছি। সেদিন হাই যখন দেরী কোরে ফিরলো, তখন চাঁদের আলোয় চারিদিক ভেসে যাচ্ছিলো……"।

তাড়াতাড়ি ওয়েইকে বিদায় দিয়ে সে কোম্পানি হেড-কোয়ার্টারে ফিরে এলো। টেবিলের ড্রয়ার থেকে চিঠিটা তাড়াতাড়ি বের কোরে পড়তে লাগলো, "…… চান্দ্র মাসের পোনেরো তারিখ লেই-ফেঙের সহযোদ্ধা…নানকৌ কমিউনের হুয়াংচিয়া গ্রাম…বাঁশ…কথায় হুনান প্রদেশের টান…।" হুশে বিস্মিত ও উত্তেজিত হোয়ে উঠলো। তার স্পষ্ট মনে পড়লো, সেদিন প্লেটুন-লিডার তাকে জানিয়েছিলো, হাই নানকৌ কমিউন থেকে বাঁশ আনতে গেছে। "কী গবেট আমি! কেন আমি আগে চিঠিটা ভালো কোরে পড়ে দেখি নি!" সে নিজেকে সমালোচনা করলো। "নানকৌ কমিউন! এবার তো সব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে!" ড্রয়ার থেকে আধপোড়া 'লাল পাহাড়' বইটা তুলে নিলো সে। "নাম লেখা আছে, চৌ হু-শান! …কে সে? হাই কি সত্যিসত্যিই আগুন থেকে সেই বুড়ীটিকে বাঁচিয়েছে? তা যদি হয়, আবার আমি আত্মগত চিন্তার পরিচয় দিয়েছি…ওর সঙ্গে এ নিয়ে খোলাখুলি কথা বলে জেনে নিতে হবে। তাড়াহুড়ো কোরে বারবার একই ভুল করার যুক্তি নেই।"

সংবাদবাহক গিয়ে হাইকে ঘুম থেকে টেনে তুললো। হাই জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে হেড কোয়ার্টারে হাজির হোতেই হুশে ছুটে এলো, "তুমি চৌ হু-শান বলে কাউকে চেনো?"

"আমাদের গ্রামের কমিউনের পার্টি-সেক্রেটারির নাম চৌ হু-শান। আপনি কি তার কথা বলছেন?"

"ও!" আর কিছু জানার নেই হুশে'র। সে হাত নাড়িয়ে নরম গলায় বললো, "ঠিক আছে, ওতেই হবে। তুমি শুতে যাও।"

হতভম্ব হোয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো হাই।

হুশে'র মনে হোতে লাগলো, তার মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে। আধপোড়া 'লাল পাহাড়' বইটির দিকে তাকিয়ে রইলো সে। রাতের মৃদু হাওয়ায় লাল মলাটটা উড়ে যেতে চাইছে। মনে হোচ্ছে, যেন আগুন জ্বলছে। হুশে'র হৃদয়েও যেন জ্বলছে সেই আগুন।

"আমার সম্পর্কে পার্টি-কমিটির সমালোচনা, কোম্পানি-কম্যান্ডারের তিরস্কার আর হাইয়ের সমালোচনা…সবই ঠিক! আমিই ভুল করেছিলাম।" গভীর ক্ষোভে সে ভাবতে লাগলো। "সব ব্যাপারেই আগে অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে আমার গাফিলতি আমাকে ভুলের পথে ঠেলে দিয়েছে। নোতুন সব বিকাশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই আমার। একজন চমৎকার কমরেড, সবাই যার প্রশংসায় মুখর,

তার সম্পর্কেই আমি ভুল করেছি, তাকে ভুলভাবে বিচার করেছি, তার মতো একজন কমিউনিস্ট যোদ্ধাকে কষ্ট দিয়েছি···," পার্টি-কমিটি, কুয়ান আর হাইয়ের সমালোচনা যেন জ্বলন্ত 'লাল পাহাড়' বইটার লেলিহান আগুনকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিলো। আর সেই আগুনে তীব্রভাবে পুড়তে লাগলো হুশের হৃদয়। তার সব আত্মগত ধারণা আর অহঙ্কার পুড়ে ছাই হোয়ে গেলো। প্রচণ্ড যন্ত্রণাময় সেই আগুনের দাহ। হুশে মাথা নীচু করলো।

তার মনের ভেতর থেকে কে যেন হাঁক দিয়ে বলে উঠলো, "ওয়াং হাইয়ের মতো হও। আগুনের লেলিহান শিখার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ো।"

কী করবে, ঠিক কোরে উঠতে পারছে না হুশে। তার মনে পড়লো, তিন নম্বর কোম্পানিতে আসার সময় তার নেতৃস্থানীয় কমরেডরা তাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, সব সময়ে বাস্তবের গভীরে ঢুকে যাবে। হুশে ভাবতেই পারে নি, এতো কম সময়ের মধ্যে এরকম একটা বিরাট ভুল কোরে বসবে। এখন সে কী করবে?

মাথা তুলতেই তার চোখ পড়লো দেয়ালে টাঙানো চেয়ারম্যান মাও-এর ছবিটার ওপর। লাফিয়ে উঠলো সে। একান্ত ঘনিষ্ঠ এবং ব্যক্তিগত হোয়ে তার কানে বেজে উঠলো চেয়ারম্যান মাও-এর নির্দেশ:

> "কমিউনিস্টরা সব সময়েই নিজেদের ভুল শুধরে নেবার জন্য তৈরী কেননা ভুল মাত্রেই জনগণের স্বার্থের হানি ঘটায়।"

* * * *

তিন নম্বর কোম্পানির যোদ্ধাদের ভিড়ে গিজগিজ করছে ক্লাবঘরটা। ব্যাটালিয়নের নেতারাও এসেছেন আজকের সভায় যোগ দিতে। সবার সামনে দাঁড়িয়ে হুশে। গত ক'দিনের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে তার চোখে কালি পড়ে গেছে। সামনের টেবিলটার ওপরে রাখা কতকগুলি জিনিষের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলে চললো: "কমরেডগণ, এটা হোচ্ছে অভ্যাস করার জন্য তৈরী একটা গ্রেনেড, এটা কমিউনের সদস্যদের কাছে রেখে আসা কমরেড ইয়েন শেঙের চিঠি, আর এটা কমরেড ওয়াং হাইয়ের আধপোড়া বই 'লাল পাহাড়'। এর প্রত্যেকটার সঙ্গেই জড়িত আছে একটা কোরে কাহিনী, যা থেকে ধরা পড়ে, আমাদের গণ যোদ্ধারা মতাদর্শগতভাবে কতো উন্নত, যোদ্ধা হিসেবে তারা কতো ভালো। একই সঙ্গে এই কাহিনীগুলো আমার আত্মগত ধারণা এবং ভুল সব পদ্ধতির প্রমাণ বহন করছে। এই ছোট্টো জিনিষগুলিকে কেন্দ্র কোরেই আমার ভুলগুলি গড়ে উঠেছে।·······।"

গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তিনটি ঘটনাই বিবৃত করলো হুশে, সমালোচনামূলক ভাবে ব্যাখ্যা করলো তার আত্মগত ও খেয়াল-খুশি মতো আচরণের।
শ্রোতারা শুনে চমকে উঠলো। সামান্য অনুসন্ধান না চালিয়ে কীভাবে একজন কমিউনিস্ট এ ধরণের ভুল করতে পারে? প্রায় সাত বছর ধরে সে সেনাবাহিনীতে আছে। কী কোরে সে কমরেডদের ও জনগণের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করলো, নিজের মতাদর্শগত পরিবর্তনকে অবহেলা করলো? কিন্তু যতোই হুশের কথা শুনতে লাগলো, ততোই তারা তার আন্তরিক ও গভীর আত্ম-সমালোচনায় অভিভূত হোয়ে পড়তে লাগলো। যে কমিউনিস্ট অন্য কমরেডদের সামনে খোলাখুলিভাবে নিজেকে সমালোচনা করতে পারে, অন্যদের সম্পর্কে অহঙ্কারী ও অধৈর্য সমালোচকের অবস্থান থেকে সরে এসে নিজের প্রতিই প্রচণ্ড সমালোচনামুখর হোয়ে উঠতে পারে, সে তো সবার অভিনন্দন পাবার যোগ্য।
হুশে বলে চললো। যতোই সে বলছে, ততোই তার বিশ্লেষণ হোয়ে উঠছে নিজের প্রতি আরও তীব্র সমালোচনামূলক। "পার্টি আমাদের সব সময়ে শিক্ষা দিয়ে আসছে নিজের চিন্তাধারাকে পাল্টাবার জন্য। কিন্তু আমি কখনো সেটা করি নি। অতীতে বাস্তবের সঙ্গে খুবই কম যোগ ছিলো আমার। আমি তখন কাজও কোরে যেতাম ওপর ওপর। এটাই আমাদের সব ভুলের উৎস। স্কুলে পড়া শেষ কোরে আমাদের বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে সেই ভুল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমি যোগ দিয়েছিলাম। শারীরিক পরিশ্রম করতে আমার ভালো লাগতো। আমি ভাবতাম, এটাই যথেষ্ট, আমি বেশ উন্নতি করছি। এমন কি অন্যদের চেয়েও নিজেকে বেশি ভালো বলে ভাবতাম। ভাবতাম, আমি সব সময়েই ঠিক কাজ করছি, অন্যরা সব ভুল করছে। তাই কেউ আমাকে সমালোচনা করলেই আমার মেজাজ খারাপ হোয়ে যেতো। আমি বুঝতাম না যে, আমি নিজেকে পাল্টাতে অস্বীকার করছি, এগিয়ে যাবার পথে বাধা তৈরী করছি, নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী স্বার্থপর চরিত্রের পরিচয় দিচ্ছি। এগুলিই হোচ্ছে আমার ভুলের সাম্প্রতিক কারণ।
"আমাকে তিন নম্বর কোম্পানিতে পাঠাবার সময় আমার নেতৃস্থানীয় কমরেডরা এখানকার বাস্তব অবস্থার গভীরে ঢুকবার জন্য আর শ্রমিক ও কৃষকদের ঘর থেকে উঠে-আসা কমরেডদের কাছে শিক্ষা নেবার জন্য বারবার উপদেশ দিয়েছেন। আমি আমার ভুল ধারণা কাটাতে পারি নি। আমি ভাবতাম, যারা আমার আত্মগত ধারণা অনুযায়ী কাজ করছে না, তারা সবাই অহংকারী। শুধু আমার নিজের ওপর আস্থা, আর অন্য সব কমরেডদের ওপর অনাস্থা—এটাই হোচ্ছে আমার ভুলের প্রত্যক্ষ কারণ।
"কমরেডগণ। একজন বিপ্লবী নিজেকে পুরোপুরি পাল্টাতে পেরেছে কিনা,

তার পরীক্ষা হয় সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সে যদি মন-প্রাণ দিয়ে বিপ্লবের স্বার্থে কাজ করতে চায়, তবে সমালোচনা এলে সে খুশিই হবে—কেননা নিজের ভুল সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করতে পারলে, আরও এগিয়ে যাবার পথে তার সুবিধেই হবে। এই পরীক্ষা থেকেই ধরা পড়েছে আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণা সব সময়েই নিজেকে বাঁচাবার জন্য তীব্র লড়াই চালায়। সে জন্যই আমি কমরেড ওয়াং হাইয়ের ধারণাকে ভুল বুঝেছিলাম, তার সমালোচনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম…"

অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইনষ্ট্রাক্টারের এই আন্তরিক আত্ম-সমালোচনা শুনতে শুনতে হাই অভিভূত হোয়ে পড়তে লাগলো। পার্টি যে এতো তাড়াতাড়িই হুশেকে বোঝাতে পেরেছে, সে জন্য তার মন আনন্দে ভরে উঠতে লাগলো। সেদিন প্রায় সারারাত ধরে পার্টি-কমিটি হুশেকে এ নিয়ে বুঝিয়েছে। "আমাদের পার্টি-কমিটি যেন একটি লৌহ দুর্গ!" সে ভাবলো। গভীর আবেগে হাই হুশে'র কথা শুনতে লাগলো।

"পার্টির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ কমরেড ওয়াং হাইয়ের কাছেও। একজন কমিউনিস্টের যে যে মহৎ গুণগুলি থাকা উচিত, তার সবগুলিই আমি তার মাঝে দেখেছি। আমি তার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি সবার সামনেই। কমরেড-গণ, আমার ভুলগুলির জন্য আমি মোটেই লজ্জিত নই, বরং আমি গর্ব বোধ করছি এ কারণে যে, আমাদের মহান পার্টি ওয়াং হাইয়ের মতে যোদ্ধাদের গড়ে তুলছে। তার এবং তিন নম্বর কোম্পানির অন্যান্য কমরেডদের সহায়তায় আমি নোতুন কোরে আবার শিখতে চাই, একেবারে গোড়া থেকে শিখতে।"

টেবিলের ওপরে রাখা জিনিষগুলি দেখিয়ে হুশে আবার বললো, "আমি প্রস্তাব করছি, এই জিনিষগুলিকে আমাদের ক্লাবের 'সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার প্রদর্শনীতে' রেখে দেওয়া হোক। এগুলি আমাকে আমার আত্মগত ধারণার বিপদ সম্পর্কে বার বার সচেতন কোরে দেবে, আমার মতাদর্শগত পরিবর্তনের জন্য আমাকে এখন যে প্রচন্ড লড়াই চালাতে হবে, সেটা মনে করিয়ে দেবে। কমরেডগণ, আপনারা যেমন কমরেড ওয়াং হাইয়ের কাছ থেকে এবং আমার ভুলগুলি থেকে শিক্ষা পাবেন, এই জিনিষগুলিও ঠিক একইভাবে আপনাদের শিক্ষা দেবে।"

হুশে'র বলা শেষ হোলো। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কথা বললো না। ব্যাটালিয়ান ইনষ্ট্রাক্টার হাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, "তোমার কিছু বলার আছে? কমরেড হুশেকে আগে বলা হয়নি, এমন কোনো কথা যদি থাকে তো বলে ফেলো।"

"হ্যাঁ, আমার কিছু বলার আছে," হাই উঠে দাঁড়ালো। "অ্যাসিষ্ট্যান্ট পলিট-

ক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের আত্ম-সমালোচনা আমার সামনে বিরাট এক শিক্ষা তুলে ধরলো। সত্যিকারের একজন বিপ্লবীর মতো নিজের ভুল এবং দুর্বলতাগুলির প্রতি তিনি অত্যন্ত নির্দয় ও নির্মম। তাঁর মতো আমাদেরও সব সময়ে নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে, নিজেদের ভুলত্রুটির প্রতি আমরা কী ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করবো। আমরা কি সেগুলিকে অবহেলা করবো, না অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইনস্ট্রাক্টারের মতো নির্মমভাবে সেগুলি ধ্বংস করবার জন্য এগিয়ে আসবো ?”
ব্যাটালিয়ান ইনস্ট্রাক্টার জানতে চাইলেন, “এ ব্যাপারে তোমার কি কোনো সমালোচনা আছে ?”
“অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা আমার নিজেরই বিরুদ্ধে। যে দিন অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইনস্ট্রাক্টার আমাকে সমালোচনা করলেন, সে দিন আমি খানিকটা নিরুৎসাহ হোয়ে পড়েছিলাম। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমাকে কেউ ভুল বুঝলে, আমি সেটা সহ্য করতে পারি না। নিরুৎসাহ হোয়ে পড়ার মানেই হোচ্ছে একজন কমিউনিস্টের যে রাজনৈতিক চেতনা থাকা উচিত, আমার সেটাও নেই। আমি তাই আশা করি, আমাদের পার্টি ও অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইনস্ট্রাক্টার আমাদের শিক্ষা দেবেন, আমাদের কাছে আরও বেশি বেশি দাবী করবেন, আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে আরও বেশি কোরে লক্ষ্য রাখবেন, এবং পার্টির প্রয়োজন মতো আমরা যাতে গড়ে উঠতে পারি, সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন। মতাদর্শগত পরিবর্তন সম্পর্কে অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইনস্ট্রাক্টারের কাছ থেকে তার মতো কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী শিখবার প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি। চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিখিয়েছেন, ‘যদি জনগণের স্বার্থে, যা সঠিক, সেটাই আমরা করি, এবং যা ভুল, সেটাকে আমরা শুধরে নিই, তবে আমাদের কর্মীরা অতি অবশ্যই এগিয়ে যাবেন।’ আমাদের অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইনস্ট্রাক্টার আজ চেয়ারম্যান মাও-এর এই শিক্ষাকেই জীবন্তভাবে প্রয়োগ করেছেন। বিপ্লবের স্বার্থে কাজ করার জন্য তার এই উদ্যোগকে আমাদের অনুসরণ করা উচিত।”
প্রচন্ড হাততালিতে সারা ঘর প্রতিধ্বনিত হোয়ে উঠলো। এর থেকে হুশে'র প্রতি সমবেত যোদ্ধাদের আস্থা যেমন প্রকাশ পেলো, হাই যে তাদের ঠিক মনের কথাটাই তুলে ধরেছে, তারও স্বীকৃতি মিললো।
ব্যাটালিয়ান পার্টি-কমিটির সেক্রেটারী এবং শত শত শ্রেণী-ভাইরা, যারা দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে এখানে এসে মিলেছে, তাদের সামনে উঠে দাঁড়ালো হুশে। আবেগে উচ্ছ্বাসে তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো।
হাই ছুটে গেলো তার দিকে, বন্ধুত্বের উষ্ণ আবেগে চেপে ধরলো তার হাত। আনন্দে উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত কমরেডরা চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ধরলো। ক্লাব ঘরের বিরাট হর্ষধ্বনি রূপান্তরিত হোলো প্রচন্ড বিপ্লবী উদ্দীপনায়।

দশম অধ্যায়

দুর্বার দুর্জয় নির্ভীক

১৯৬৩-র শীতকাল। সেনাবাহিনীর সম্মিলিত সামরিক মহড়ার দিন এগিয়ে আসছে। গণমুক্তিবাহিনীর প্রতিটি ইউনিটের কাছে এটা যেন একটা ব্যাপক পরীক্ষা। নিজেদের মতাদর্শগত চেতনা এবং যুদ্ধকৌশলকে পাকাপোক্ত ও পরীক্ষিত কোরে তুলবার উদ্দেশ্যে প্রতিটি যোদ্ধা ও কম্যান্ডার এর অপেক্ষায় রয়েছে। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে শ্লোগান তোলা হোয়েছে: "যে যোদ্ধা এই মহড়ায় ভালো দক্ষতা দেখাতে পারবে, সে যুদ্ধক্ষেত্রেও ভালো লড়তে পারবে।" মহড়া শুরু হতে চলেছে। ধনুকে সংযোজিত তীরের মতোই সবাই তৈরী হোয়ে আছে—সংকেত পেলেই ছুটে যাবে যেন। চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। হাই কয়েক ডজন ক্যাটি ওজনের চাল এবং সয়াবীন জোগাড় কোরে এনেছে। যোদ্ধাদের রেশন-ব্যাগের মধ্যে চাল পুরে দিলো সে—যুদ্ধের সময় ঠিক যেমনটি করতো পুরাণো লাল ফৌজের যোদ্ধারা। নিজের নিজের জরুরী খাদ্য-সরবরাহ নিজেরাই বহন করতো। সয়াবীনগুলো সে বেঁধে দিলো নিজেরই ব্যাগে। পথে খাবার জন্য চাল লাগবে তাদের। আর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সয়াবীন গুঁড়ো কোরে সয়াবীনের দই তৈরী হবে।

"সেনাবাহিনীতে আমার পাঁচ বছর হোলো", হাই ভাবছিলো। "খুব সম্ভবতঃ এটাই আমার শেষ সামরিক মহড়া। তাই কমরেডদের বোঝা হালকা করার জন্য আরও বেশি উদ্যোগ নেওয়া উচিত আমার।"

"স্কোয়াড-লিডার!" ছুটতে ছুটতে কাছে এসে দাঁড়ালো কাও। "কোম্পানি কম্যান্ডার এক্ষুনি দেখা করতে বললেন আপনাকে, বলেছেন—বিশেষ দরকার।" হাই ছুটলো কোম্পানি হেড-কোয়ার্টারে। কুয়ান তখন জিনিষপত্র গোছগাছ কোরে নিচ্ছে।

"কমান্ডার, তা নি আবার চলেলেন কোথায়?"

"কিছু নোতুন যোদ্ধাকে যুদ্ধে তালিম দিতে হবে। এ বছরে হয়তো নাও ফিরতে পারি শেষ পর্যন্ত। যাই হোক, বোসো, তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলে

যেতে চাই।" একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কুয়ান সামনাসামনি বসলো। "সমস্ত ডিভিশন আর সেনাবাহিনীর ইচ্ছে, তুমি তোমার কার্যকাল ফুরোলেও এখানেই থাকো। কোম্পানির পার্টি-কমিটি পরিকল্পনা নিয়েছিলো—কিছু দিনের জন্য তোমাকে অধ্যয়নের জন্য সামরিক স্কুলে পাঠানো হবে, তারপর ফিরে এলে প্লেটুন-লিডারের দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে। প্রতিরক্ষা উৎপাদনের একটি নোতুন কারখানা খোলা হোয়েছে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে নির্দেশ এসেছে, যাতে সবচেয়ে যোগ্য কমরেডদের, কমিউনিস্টদের, বিভিন্ন কোম্পানি থেকে নির্বাচিত কোরে পাঠানো হয়। কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন। নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর এবং উৎসাহভরে এগিয়ে যাবার রণনীতিকে সামনে রেখেই এগোতে হোচ্ছে। প্লেটুন-লিডারের চেয়েও সেখানকার কাজ একটু বেশি কঠিন। নেতৃত্বের চিঠি পাওয়া গেলে, আমরা ঠিক করেছিলাম, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো যোদ্ধাকে পাঠাবো। কমিশনার তো তোমার নামটা বিশেষ কোরে উল্লেখ করেছেন। আর খুব তাড়াতাড়িই লোক পাঠাতে হবে আমাদের। মহড়া শেষ হবার পরে পরেই বোধহয় তোমাকে চলে যেতে হবে। হাই, মনে হোচ্ছে, তোমার সঙ্গে এর পর বহুদিন আর দেখা হবে না।" কুয়ান তার ভারী হাতটা হাইয়ের কাঁধে রাখলো।

তাকে এবার নোতুন এবং আরও ভারী এক দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিতে হবে। উৎসাহে ও উত্তেজনায় হাইয়ের মুখ জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগলো। সে জিজ্ঞেস করলো, "কম্যান্ডার, প্রতিরক্ষা উৎপাদনের এই কারখানাটা কোথায়? এখানে কী কী……"

কুয়ানের চোখ জ্বলে উঠলো, "আমি জানি না। আর জানলেও বলতাম না। কারণ এটা গোপন সামরিক বিষয়।"

হাইয়ের হৃৎপিন্ডটা যেন ধক্ কোরে লাফিয়ে উঠলো। কোনোরকমে সে বসে রইলো। "চমৎকার!" সে ভাবলো। "কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমার ডাক পড়েছে। পাঁচবছর আগে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীতে ঢুকেছি। তখন 'গোপন সামরিক বিষয়' কথাটা শুনলেই আমি উত্তেজনায় অধীর হোয়ে উঠতাম। আর আজ সত্যিকারের এক গোপন সামরিক কাজে যাবার কথা শুনেও ঠিক একইভাবে আমি উত্তেজিত হোয়ে পড়েছি। বিপ্লবের পথে একটি লড়াই শেষ হোলে আরেকটি লড়াই আসে, একটি জরুরী কাজ শেষ হোলে আসে নোতুন কাজ। এমন এক যুগে আমরা বাস করছি, যখন নিত্য নোতুন পরিবর্তন আসছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হোচ্ছে বিপ্লবী যোদ্ধার জীবন.. ...."

কুয়ানের গোছগাছ-করা জিনিষপত্রের দিকে তাকাতেই একটা অনিচ্ছা তার মনে

জেগে উঠলো। বললো, "এ বছরটা শেষ না হোলে, দেখা হবার কি আর কোনো সম্ভাবনাই নেই আমাদের ?"

"বোধ হয় নেই। আমি ফিরতে ফিরতে তোমাকে চলে যেতে হবে। তাতে কী আসে যায় বলো ? আমরা চিঠি লিখে যোগাযোগ রাখতে পারি।"

"চিঠি তো অবশ্যই লিখবো। আর প্রতিরক্ষা কারখানায় ছুটি পেলেও আমি চলে আসতে পারি।"

কুয়ান ঘড়ির দিকে তাকালো। আমার যাবার সময় হোয়ে গেছে।" আরও কী যেন বলতে গেলো সে, কিন্তু কী ভেবে বললো না। হাইয়ের মতো একজন চমৎকার যোদ্ধার জন্য অযথা চিন্তা করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে সে সুনিশ্চিত যে, হাই যেখানেই যাক্, যে কাজই করুক, সব সময়েই তাকে কমরেডদের প্রথম সারিতে দেখতে পাওয়া যাবে। নিজের পকেট থেকে পেনটা তুলে নিয়ে হাইয়ের হাতে দিলো কুয়ান, "এটা তোমাকে আমার কথা মনে পড়িয়ে দেবে।"

"এটা তো আপনার কাজে লাগবে!"

"তোমাকে কি আমি শুধু মাত্র একটা পেন দিচ্ছি ?" কুয়ান নিজের মাথার পেছন দিককার ক্ষতচিহ্নটা দেখিয়ে বললো, "১৯৪৮ সালে আমরা যখন হেইশান পাহাড়ে শত্রুদের ঘায়েল করছি, সে সময় আমি আহত হোয়ে পড়ি। আমাদের রেজিমেণ্টাল কমিশার—এখন তিনি আমাদের ডিভিশনাল কমিশার—আমার হাতে এই পেনটা তুলে দিয়ে পড়াশুনা করবার জন্য বলেছিলেন। তখন আমি কোনক্রমে নিজের নামটাই শুধু লিখতে পারতাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমি লিখতে শিখলাম, 'কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘজীবী হোক'। শেষে পার্টিতে ঢুকবার আবেদন লিখলাম নিজের হাতে। কিন্তু আমার অগ্রগতি মোটেই খুব দ্রুত ছিলো না, হয়তো বা মাথার ওই আঘাতটাই তার জন্য কিছুটা দায়ী।...তুমিও নোতুন একটা দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছো। এই পেনটা নাও। এটা দেখলেই তোমার মনে পড়বে তোমার সম্পর্কে নেতৃত্বের প্রত্যাশার কথা, গত পাঁচ বছর ধরে যোদ্ধা হিসেবে তোমার-আমার বন্ধুত্বের কথা। আমাদের মতো যারা শ্রমিক ও কৃষকদের ঘর থেকে এসেছে, উন্নত সব কলাকৌশল তাদের শিখতে হবে। আজ সেজন্যই আমাদের অধ্যয়ন করা দরকার। আমি শুনেছি, চেয়ারম্যান মাও নাকি তাঁর হাজার ব্যস্ততার মাঝেও বিদেশী ভাষা শিখবার জন্য সময় কোরে নেন।"

কুয়ান তার জিনিষপত্রগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে রেজিমেণ্টের দিকে এগিয়ে গেলো। হাই হাত রাখলো পুরোণো কায়দার কালো পেনটার ওপর। পেনের ওপর কুয়ানের শক্ত হাতের ছাপ পড়ে গেছে। কী প্রচণ্ড উৎসাহেই না কম্যাণ্ডার লেখা-পড়া শিখেছেন! কুয়ান সম্পর্কে সে যেন এখন অনেক বেশি পরিষ্কার

ধারণা করতে পারছে। একবার সে তাকালো পেনটার দিকে, আবার তাকালো কুয়ানের দূরে মিলিয়ে যাওয়া বলিষ্ঠ মূর্তিটির দিকে। তার মনে হোলো, ছুটে যায়, পথটা এগিয়ে দেয় তাকে, কিছু কথা বলে। ভবিষ্যতে কোন্ ধরণের কাজে হাইয়ের বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত? তার প্রতি কুয়ানের আর কী কী উপদেশ? এ নিয়ে কোনোই কথাই হোলো না তাদের। কিন্তু এখন বড্ডো দেরী হোয়ে গেছে, অনেক দূরে এগিয়ে গেছে কুয়ান। আকাশ ফাটিয়ে হঠাৎ চীৎকার কোরে উঠলো হাই: "আপনি ভাববেন না কম্যান্ডার! আমি যেখানেই যাই, যে কাজই করি, পার্টি আমাকে যে দায়িত্ব দেবে, সেটা আমি পালন করবোই।"
কোনো উত্তর দিলো না কুয়ান। হাইয়ের দিকে শুধু ফিরে তাকালো সে। তার শক্ত মুখে ফুটে উঠলো রহস্যময় এক হাসি। যে যে কথা বলা দরকার ছিলো, যে যে উপদেশ দেওয়ার ছিলো, সে সবই যেন ফুটে উঠলো সে হাসিতে……।

ভোর। প্রায় দুটো বেজে গেছে। হাই এখনো ব্যারাকে ব্যস্ত। নোতুন দায়িত্বে যাবার জন্য অধীর আগ্রহ, আর তিন নম্বর কোম্পানি ছেড়ে যেতে অনিচ্ছা—এ দুয়ের টানাপোড়েনে তার মন এখন উদ্বেল। ঘুমিয়ে থাকা কমরেডদের দিকে তাকালো সে। এদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। গত দু'বছর ধরে কতো কাজ তারা একসঙ্গে করেছে। একসঙ্গে তারা পড়েছে 'জনগণের সেবা করো', চেয়ারম্যান মাও-এর শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা কাজ করেছে, ঘাম ঝরিয়েছে, অনেক অসাধ্য সাধন করেছে, সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমিকে রক্ষা করার দায়িত্বে সামরিক শিক্ষার কতো প্রস্তুতি তারা নিয়েছে। আর এখন সে এদের ছেড়ে কী কোরে যাবে? 'কমরেড' কথাটির অর্থ এখন তার কাছে পরিষ্কার। তারা সব যুদ্ধরত শ্রেণী-ভাই, একই আদর্শে একই লক্ষ্যের দিকে তালে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছে। আত্মীয়-পরিজনের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ তারা, নিজের রক্তমাংসের চেয়েও বেশি প্রিয়। বাড়ী ছেড়ে আসার চেয়েও এদের ছেড়ে যাবার কষ্ট তাই অনেক বেশি।
"আরও তিন সপ্তাহ সময় আছে আমাদের," নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলো হাই, "দেখা যাক্ কী হয়।"
"সে কী! এখনো তুমি ঘুমোও নি?" টর্চ হাতে হুশে এসে হাজির। "নিজের শরীর খারাপ করবার ইচ্ছে নাকি? ঘুমোতে যাও নি কেন?"
"না…মানে এক্ষুনি যাবো। তা আপনিই বা শুতে যান নি কেন?"
"আমার কথা পরে হবে, এখন তোমার কথা হোচ্ছে!" হুশে হাইকে ধরে তার বিছানায় নিয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলো, "ইয়েন-শেঙের কাছে যা শুন-

লাম, সেটা ঠিক ? তুমি নাকি রোজ খুব ভোরে উঠেই ক্লাবে গিয়ে বই পড়ো ? ঠিক কথা ?"
"না···মানে"
"না, মানে। আমাকে বোকা বানাবে ভেবেছো ? পুরোপুরি অনুসন্ধান চালিয়েই আমি জেনেছি। এই তো, গতকাল ভোরে তুমি 'নয়া-উপনিবেশবাদের ফেরিওয়ালা' বইটি পড়ছিলে। আর গত রোববার যখন সবাই খেলতে গেলো, তখনও তুমি বই পড়ছিলে।"
"কিন্তু কমরেড, আন্তর্জাতিকভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম যে রকম তীব্র ও জটিল হোয়ে পড়েছে, তাতে এতো পড়েও যে তাল রাখা যাচ্ছে না।"
"আমি তোমার পড়ার বিরুদ্ধে কিছু বলছি না, কিন্তু তোমার স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখতে হবে তো ?"
"হ্যাঁ, সেটা ঠিক।"
যাবার আগে হুশে পকেট থেকে একটা ছোটো শিশি বের করে বললো, "ওহো, ভুলেই গেছিলাম।"
"এটা কী ?" হাই শিশিটা হাতে নিয়ে বললো।
"কপুটিন। শুনলাম, এখনও মাঝে মাঝে তোমার পেটে যন্ত্রণা হয়। মহড়ার সময় শিশিটা সঙ্গে রাখবে, পেটে অস্বস্তি হোলেই দুটো ট্যাবলেট খেয়ে নেবে। ভুলবে না কিন্তু।"
"আমি তো ভালোই আছি। তাছাড়া, আমি তো বিনে পয়সাতেই হাসপাতাল থেকে ওষুধ পাবো। আপনি আবার খরচ কোরে ওষুধ আনতে গেলেন কেন ?"
"তোমার হাসপাতালে যাবার সময় তো খানিকটা বাঁচলো। তাছাড়া, তুমি ভালো আছো বললেই তো হবে না। হাসপাতালে আমি খোঁজ নিয়েছি। মাত্র ছ'মাস আগেই তুমি অসুস্থ হোয়ে পড়েছিলে। খুঁটিয়ে খোঁজ না নিয়ে আমি আজকাল মন্তব্য করি না।"
হাই হেসে সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লো।
"তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার আছে। কোম্পানি কম্যান্ডার এখানে নেই। নোতুন পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারও সবেমাত্র এসেছেন। ফলে এই মহড়ার ব্যাপারে আমার ওপর বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। আমি কিছু ভুল করলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধরিয়ে দেবে।"
"কিন্তু আমি একা কী কোরে এ দায়িত্ব নিই !" হাই একটু বিব্রত বোধ করলো।
"তবে যে কোনো দায়িত্ব আপনি সাত নম্বর স্কোয়াডকে দিন। আমরা দায়িত্ব পালন করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"
হুশে খুশি হোয়ে বললো, "ঠিক আছে, এবার ঘুমোতে যাও।" হাই বিছানায়

গিয়ে শুয়ে পড়লো দেখে সে বেরিয়ে দু'নম্বর প্লেটুনের দিকে হাঁটতে লাগলো। হাই ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো। "গত ছ'মাসে বিরাট পরিবর্তন এসেছে অ্যাসিষ্ট্যান্ট পলিটিক্যাল ইন্‌ষ্ট্রাক্টারের মধ্যে। দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীতে থাকা এবং উঁচুমানের রাজনৈতিক চেতনা একটা লোককে কতো তাড়াতাড়ি বদলে দেয়!" প্রথম যেদিন হুশে'র সঙ্গে তার দেখা হোয়েছিলো, হুশে'র সেদিনের ঘর্মাক্ত মুখটি তার মনে ভেসে উঠলো। হুশেকে ছেড়ে যেতে তার খুব খারাপ লাগবে।

তার ঝিমুনি আসতে না আসতেই জরুরীভাবে সমবেত হবার সংকেত বেজে উঠলো। সবাই লাফিয়ে উঠলো বিছানা থেকে। গভীর অন্ধকারের মধ্যেই তারা খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হোয়ে নিলো, একটুও শব্দ না তুলে।

বিউগলের একটানা ধ্বনি শেষ হবার আগেই হাই পুরো সামরিক পোষাকে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এলো। অন্ধকারের বুক চিরে তার বলিষ্ঠ নির্দেশ বেজে উঠলো : "সাত নম্বর স্কোয়াড! আমার পিছনে এসো!"

একসারি বলিষ্ঠ যোদ্ধা লাফিয়ে পড়লো সামনের দিকে, ঠিক যেমন ধনুক থেকে বেরিয়ে আসে তীর। ঝক্‌ঝক্‌ করতে লাগলো বেয়নেটগুলো, মাটির ওপর পা পড়তে লাগলো তালে তালে।

রুপোলি বরফের কুচিতে পথ-ঘাট তখন ছেয়ে গেছে। মাথার ওপরে আকাশে মিট্‌মিট্‌ করছে অসংখ্য তারা।

* * *

প্রায় একমাস ধরে অবিরাম ট্রেনিং-এর পর সম্মিলিত মহড়া প্রায় শেষ হোয়ে এলো। প্রায় তিনশো লি পথ জোর কদমে পার হোয়ে ক্লান্ত যোদ্ধারা এখন পিকিং-ক্যান্টন রেলপথের পাশের এক গ্রামে বিশ্রাম নিচ্ছে। ট্রেনের অনবরত যাতায়াতের অবিরাম শব্দে বারবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে হাইয়ের। সারারাত ধরে দশ-পোনেরো মিনিট অন্তর ট্রেন। ট্রেনের চলার শব্দে সব কিছু যেন কেঁপে উঠছে। কাছের ষ্টেশন থেকে আবার চলতে শুরু করছে ট্রেন। বাঁশির তীক্ষ্ম আওয়াজ আর ধোঁয়া ছাড়ার ঘস্‌ঘস্‌ শব্দ শুনে হাইয়ের মনে হোচ্ছে, নোতুন যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হোচ্ছে। হাই জানলার বাইরে তাকালো। গভীর অন্ধকার। গড়ানো ছাত দিয়ে অনবরত জল ঝরছে। আর ঘুম আসছে না তার। এই সামান্য ঘুমেই তার সমস্ত ক্লান্তি যেন মুছে গেছে। বিছানা থেকে উঠে পড়লো হাই। আলো জ্বালালো। তারপর পকেট থেকে একটা নোটবুক বের কোরে লিখতে লাগলো :

নভেম্বর ১৮, ১৯৬৩। বৃষ্টি হোচ্ছে। সম্মিলিত মহড়া পুরোদমে চলছে।

সাত নম্বর স্কোয়াডের ওপর দায়িত্ব পড়েছে পশ্চাৎবাহিনী হিসেবে কাজ করার এবং পলায়মান যোদ্ধাদের বন্দী করার .....

পেন রেখে দিলো হাই। "আঠারো তারিখ হোয়ে গেলো!" সে ভাবলো। ডায়েরির পাতা উল্টে সে তারিখটা সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হোতে চাইলো। খানিকটা অবাকই হোলো সে। কম্পমান প্রদীপের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, "দিনগুলি কী তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছে! এর মধ্যেই আঠারোই নভেম্বর হোয়ে গেলো! আর ক'দিন পরেই আমার তেইশ বছর পূর্ণ হবে। প্রায় কিছুই করতে পারি নি, কিন্তু এর মধ্যেই তেইশ বছর বয়স হোয়ে গেলো!"

হাইয়ের মনে পড়লো, তাদের সেই দাঁড়কাকের বাসার কথা। তার বয়স তখন দশ। গণমুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য অধীর হোয়ে পড়েছিলো সে। আর প্লেটুন-লিডার চৌ কিছুতেই তাকে যোগ দিতে দেবে না। কারণ, তার বয়স ভীষণ কম। "তাড়াতাড়ি বড়ো হোয়ে ওঠার জন্য কী ভীষণ ইচ্ছেই না করতো আমার," সে ভাবলো। "বাড়ির সামনে পাইন গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের উচ্চতা মাপতাম, ছুরি দিয়ে উচ্চতার দাগ কেটে রাখতাম। কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকতো না, কেন যতো দিন যাচ্ছে, ততোই আমি লম্বা হবার বদলে বেঁটে হোয়ে যাচ্ছি। মা বলতেন, আমি নাকি হাবা। 'তুই বাড়ছিস বটে, কিন্তু গাছটা তো তোর চেয়েও বেশী তাড়াতাড়ি বাড়ছে। গাছের মতো তাড়াতাড়ি কী কোরে বাড়বি তুই?' আমি কিন্তু তখন তাড়াতাড়িই বাড়তে চাইতাম। আর এখন......", হাই নিজের প্রায় রং-ওঠা সামরিক পোষাকটার দিকে তাকালো। "...এখন আমার মনে হোচ্ছে, বড্ডো তাড়াতাড়ি বড়ো হোয়ে যাচ্ছি। চোখের পলকের মধ্যে যেন তেইশটা বছর পার হোয়ে গেলো। যে যোদ্ধা হবার জন্য আমি এতো চাইতাম, আমার সেই যোদ্ধার কাজই এবার শেষ হোয়ে যাচ্ছে। নোতুন এক যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছি আমি, আরও এক বোঝা কাঁধে নিয়ে। গোপন প্রতিরক্ষা কারখানাটি ঠিক কোথায়, সেখানে কী কী তৈরী হয়, সে সব কিছুই জানা নেই আমার। এটা কী তাহোলে...... ?"

প্রতিরক্ষা কারখানার জন্য নির্বাচিত যোদ্ধাদের ঠিক করেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সে কি তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবে? হাইয়ের বারবার মনে হোচ্ছে, সে বড়ো ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, খুব সামান্যই সে শিখেছে। আজকের দুনিয়ায় কতো কাজ করার আছে কমিউনিস্টদের। সে তো তার তুলনায় প্রায় কিছুই জানে না। এতো ব্যস্ততার মাঝেও চেয়ারম্যান মাও বিদেশী ভাষা শিখছেন। হাইয়ের মনে হোলো, সে যদি ঘুমোনোই বন্ধ কোরে দেয়, তবুও তার যা যা জানা উচিত, তার সব সে শিখে উঠতে পারবে না।

জানলা দিয়ে আবছা আলো আসছে। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলো হাই।

তারপর স্কোয়াডের সবাইকে ঘুম থেকে তুলে স্কোয়াডের এক সংক্ষিপ্ত সভার ব্যবস্থা করলো। তাদেরকে কী দায়িত্ব পালন করতে হবে, কালকের মহড়ায় তাদের কী কী কাজ করতে হবে, কীভাবে পশ্চাৎবাহিনী হিসেবে কাজ করা যাবে এবং শত্রুদের পলায়মান অংশকে বন্দী করা যাবে—এ সব সম্পর্কে সবাইকে বুঝিয়ে দিলো। প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ ঠিক ভাবে পালন করার সংকল্প প্রকাশ করলো। প্রত্যেকেই খুব আগ্রহসহকারে কাজ করতে এগিয়ে আসতে চাইলো। ভোরে ঘুম থেকে উঠবার সংকেত জানিয়ে বিউগল বেজে উঠতে উঠতে তাদের সবার পোশাক-টোশাক পরা এবং বিছানা-পত্তর গোটানো হোয়ে গেলো।

বৃষ্টি পড়েই চলেছে। শিয়াং নদীর বুকে সাদা বরফের আস্তরণ। হেংশান পাহাড়ের মাথাতে কালো মেঘ, চূড়াটাই ঢেকে গেছে সাদা কুয়াশার পর্দার আড়ালে। ঝোড়ো হাওয়ার গাছের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, বিরাট ঝড় উঠবে।

কাদা পেরিয়ে হাইদের তিন নম্বর কোম্পানি দ্রুত এগিয়ে চলেছে পূর্ব দিকে। রেল লাইন পার হোয়ে তারা পৌঁছুবে তাদের চূড়ান্ত মহড়ার নির্দিষ্ট জায়গায়। নোতুন পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টারের নেতৃত্বে জোর কদমে এগোচ্ছে তারা। হুশে লাইন ছেড়ে হাইদের স্কোয়াডে এলো, হাইকে বললো, "আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তোমার ওপর আর সাত নম্বর স্কোয়াডের ওপর আমাদের জয়-পরাজয় নির্ভর করছে। পশ্চাৎবাহিনী হিসেবে এবং পলায়মান শত্রুদের ধরার ব্যাপারে—"

"ঘাবড়াবেন না, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্ট্রাক্টার। আমরা ঠিক ভাবেই কাজ করবো।" বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতি সারিতে একজন। হুশে দৌড়ে গিয়ে তাদের ধরলো। সাত নম্বর স্কোয়াড রয়ে গেলো পেছনে, পশ্চাৎবাহিনী হিসেবে। কাও হিসেব কোরে দেখলো, পশ্চাৎবাহিনী হিসেবে তাদের কাজ শুরু হবার এখনও বেশ দেরী আছে। সে হাইকে বললো, "এখনো কিছুটা সময় আছে হাতে। চলুন, দেখা যাক, গ্রামের লোকদের সব জিনিব ফিরিয়ে দেওয়া হোয়েছে কিনা, বা কোনো ক্ষতিপূরণ করার ব্যাপার আছে কিনা।"

"এটা কি পশ্চাৎবাহিনী হিসেবে আমাদের কাজের মধ্যে পড়ে?" একজন যোদ্ধা জানতে চাইলো।

"না, তা না, তবে এটা আমাদের বিপ্লবী দায়িত্ব।"

কেউ তার কথার প্রতিবাদ করলো না। হাই কাও'র ওপর খুব খুশি হোয়ে উঠলো। তার মনে হোলো, খোলা মনেই সে এখন সাত নম্বর স্কোয়াড ছেড়ে অন্য নোতুন দায়িত্ব নিতে যেতে পারে। কাও'র মতো চমৎকার যোদ্ধারা খুব

শিগ্‌গিরই যোগ্য স্কোয়াড-লিডার হোয়ে উঠবে। নোতুন যোগ্য নেতৃত্বে যোদ্ধারা আরও বেশি এগিয়ে যেতে পারবে।
গ্রামবাসীদের দুয়োরে দুয়োরে ঘুরে গণমুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই শুনতে পেলো না তারা। বরং সবাই তাদের প্রশংসায় মুখর। জল এনে দেওয়া, জ্বালানি কাঠ কেটে আনা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও মেরামত কোরে দেওয়া প্রভৃতির জন্য সবাই খুশি। একটা বাড়ী থেকে তাদের কাছে ছুটে এলো একটা বাচ্চা ছেলে। গলায় কিশোরবাহিনীর লাল স্কার্ফ, হাতে স্কুলের বইয়ের ব্যাগ।
"তোমরা তো চলে যাচ্ছো?" সে জিজ্ঞেস করলো।
"হ্যাঁ", হাই বললো, "এখন গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে ভালোভাবে লড়বার জন্য যুদ্ধের মহড়া দিতে হবে। চলি, ছোট্টো কমরেড।"
"কিন্তু···কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, আরও গল্প বলবে?"
"আবার ফেরার সময়। তখন তোমাকে নোতুন গল্প শোনাবো।" হাত নেড়ে বিদায় নিলো হাই, তারপর দৌড়ে তার স্কোয়াডের যোদ্ধাদের ধরে ফেললো।
হাইদের বাহিনী খুব দ্রুত এগোচ্ছে। সামনেই দু'টো পাহাড়ের বুকে একটি সংকীর্ণ গিরিপথ। সেখান থেকে হঠাৎ সাপের মত বেরিয়ে এসেছে আঁকাবাঁকা রেল লাইন। রোদে ঝক্ ঝক্ করছে।
বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বাড়ছে। মেঘগুলো নেমে আসছে আরও, যেন মাথার ওপর এসে পড়বে। সাদা কুয়াশার আস্তরণে চারিদিক ছেয়ে গেছে।
হাইদের বাহিনীর অধিকাংশই রেললাইন পার হোয়ে গেছে। কেবলমাত্র গোলন্দাজ বাহিনীর শেষ অংশ আর হাইদের সাত নম্বর স্কোয়াডই তখনো পেছনে পড়ে রয়েছে। তারা এখন দু'দিকের খাড়া পাহাড়ের মধ্যেকার সংকীর্ণ গিরিপথের যে অংশ দিয়ে চলছে, তার সামনেই রেললাইনটা হঠাৎ বেঁকে গেছে।
দূর থেকে ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠলো।
"থামো! ট্রেন আসছে! নিরাপত্তামূলক সতর্কতা বজায় রাখো!" নির্দেশ ঘোষিত হোলো।
অগ্রসরমাণ বাহিনীর পিছন দিক থেকে হাই আবার নির্দেশটি বেশ চীৎকার কোরে সবাইকে শুনিয়ে দিলো। তার সঙ্গে সঙ্গে সে সবাইকে নির্দেশ দিলো, পাশের খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁসে চলতে।
সামনে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত রেল লাইনটাকে দেখা যাচ্ছে। তারপরই রেল লাইনটা অদৃশ্য হোয়ে গেছে একটা পাহাড়ের আড়ালে। এখান থেকে ট্রেনটাকে এখনো কেউ দেখতে পাচ্ছে না! কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, ট্রেনটা খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে।
ট্রেনটা সেই গিরিপথের মধ্যে ঢুকে পড়লো। প্রায় হাজারখানেক যাত্রী

ট্রেনটাতে। বিভিন্ন জায়গায় যে সব নির্মাণ কাজ চলছে, সে সব জায়গায় চলেছে তারা। গিরিপথের মধ্যে রেল লাইনের ঠিক পাশেই গণমুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের দেখতে পেয়ে ড্রাইভার ট্রেনের গতি কমিয়ে বাঁশিটা অনবরত বাজাতে লাগলো।

বাঁশির তীব্র একটানা আওয়াজ, ইঞ্জিনের ধোঁয়া-ছাড়ায় আর ট্রেনের চাকার কর্কশ ঘস্‌ঘস্ আওয়াজ—সব মিলিয়ে প্রচণ্ড একটা কান-ফাটানো গর্জন উঠলো, গিরিপথের দু'দিকের খাড়া পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আরও বহু গুণ জোরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হোয়ে উঠলো সেই গর্জন। গোটা গিরিপথটি কেঁপে উঠলো থরথর কোরে, গাছের ডালপালা ও পাতা নড়ে উঠলো, দুলে উঠলো সবার পায়ের তলায় মাটি।

পাহাড়ের আড়াল থেকে ঠিক সেই সময়েই বেরিয়ে এলো ট্রেনটা। সেটা এখন ঠিক বাঁকের মুখেই, হাইদের কাছ থেকে মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ মিটার দূরে। মনে হোচ্ছে, ট্রেনটা যেন লাইন ছেড়ে এক্ষুনি তাদের গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

গোলন্দাজবাহিনীর কামানবাহী একটা ঘোড়া হঠাৎ ভয় পেয়ে প্রচণ্ড হ্রেষা ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিলো, ছুটে বেরিয়ে গেলো লাগাম ছিঁড়ে, রেল লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেনটার দিকে ছুটতে লাগলো। খানিকটা গিয়েই ঘোড়াটা দ্রুত অগ্রসরমান ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হোয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটুও নড়লো না। ঘোড়াটার পিঠে বাঁধা বিরাট কামানটা রোদের আলোয় ঝক্ ঝক্ করতে লাগলো।

ঘটনাটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটে গেলো বটে, কিন্তু ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যেও সেটা ঠিকই নজরে পড়লো হাইয়ের। তার শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল বেড়ে গেলো, ঘন ভুরু গেলো কুঁচকে, ধক্ কোরে যেন লাফিয়ে উঠলো হৃৎপিণ্ডটা। যে গতিতে ট্রেনটা ছুটে আসছে, তাতে তিন-চার সেকেণ্ডের মধ্যেই সেটা ঘোড়াটার ওপর এসে পড়বে··· ঘোড়াটা চাপা পড়বে···আর ট্রেনটা যাবে উল্টে···· একেবারে অবধারিতভাবেই······!

ভাববার সময় নেই তখন একটুও, ইতস্ততঃ করার সময় নেই। এমনই চরম মুহূর্ত সেটা। ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো, কামান থেকে বর্ষিত গোলার মতো, হাই ছুটে গেলো ট্রেনটার দিকে, ঘোড়াটার দিকে, দ্রুত আসন্ন বিপদের দিকে।

আর এক সেকেণ্ডের মধ্যে ট্রেনটা ঘোড়াটার ওপর এসে পড়বে। চরম মুহূর্ত এটা। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও, ঘোড়া। ব্রেক দিয়ে থেমে যাও, ট্রেন। থামো সময়, থেমে যাও। আমাদের ওয়াং হাই এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঘোড়াটা

নড়লো না একটুও। সময় এগিয়ে চললো, সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড। আর সেই বিরাট ট্রেনটা, সেই লম্বা ট্রেনটা, বজ্রের গতিতে ছুটে আসতে লাগলো ঘোড়াটার দিকে··· আমাদের ওয়াং হাইয়ের দিকে.....···ঝাঁপিয়ে পড়লো, ঝাঁপিয়ে পড়লো, ঝাঁপিয়ে পড়লো,······

···সংক্ষিপ্ততম সেই মুহূর্তটিতে কী ভাবছিলো আমাদের ওয়াং হাই ?

সে হয়তো ভাবছিলো তার তেইশ বছরের জীবনের বিভিন্ন সব ঘটনার কথা ···সেই শিশুটির কথা, যে বরফের তলায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলো···সেই বাচ্চাটির কথা, নিজের আসল নাম ব্যবহার করতেও যে ভয় পেতো, শীত আর খিদের যন্ত্রণায় আকুল হোতো, এক হাতে ঝুড়ি আর এক হাতে কুকুর তাড়ানোর জন্য লাঠি নিয়ে ভিক্ষে করতে বের হোতো, যে স্বপ্নের মধ্যেও লিউ জমিদারের সেই হিংস্র কুকুরটার ভয়ে শিউরে উঠতো···...প্রচণ্ড বরফ ঝড়ের মধ্যে তখন এগিয়ে এসেছিলো কমিউনিস্ট পার্টি, তাকে উদ্ধার করেছিলো। চেয়ারম্যান মাও তাকে দেখতে শিখিয়েছিলেন, বুঝতে শিখিয়েছিলেন—কেন গরীব মানুষেরা কষ্ট পায়, কেন তাদের লড়তে হবে। ভিখারীর ছেলে থেকে সে আজ রূপান্তরিত হোয়েছে একজন কমিউনিস্টে। অতীতে তাকে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে কোরে বেড়াতে হোতো শুধু তার ছোট্টো বোনটার পেট ভরাবার জন্য। আর আজ সে জানে, দুনিয়ার সমস্ত নির্যাতিত মানুষের জন্য তাকে লড়াই করতে হবে······সামনের এই ছুটন্ত ট্রেনটায় রয়েছে তার হাজার হাজার কমরেড, মূল্যবান সব সমাজতান্ত্রিক সম্পদ। রেল লাইনের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তার প্রিয় সহযোদ্ধারা, তাদের অস্ত্রশস্ত্র, জিনবপত্র। হয় যৌথ-স্বার্থ, না হয় নিজের জীবন—এ দুয়ের মধ্যে তাকে বেছে নিতে হবে। সে কি এ অবস্থায় ইতস্ততঃ করতে পারে ?

সংক্ষিপ্ততম সেই মুহূর্তটিতে কী দেখছিলো আমাদের ওয়াং হাই ?

দ্রুত অগ্রসরমাণ সেই ট্রেনটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার চোখের সামনে হয়তো ভেসে উঠছিলো বীরদের পদাঙ্ক-চিহ্নিত প্রশস্ত এক পথ। দ্যাখো, ওই যে শত্রুর সেতুর পাহারার দিকে ছুটে চলেছেন তুং সুন-জুই, বাঁ হাতে তার এক প্যাকেট ডিনামাইট, আর ডান হাতে শক্ত কোরে আঁকড়ে-ধরা জ্বালানি পলতে। আর ওই যে ওখানে হুয়াং চি কুয়াং শত্রুর মেশিন গানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, পেছনে তাকিয়ে দেখছেন তাঁর দ্রুত অগ্রসরমাণ কমরেডদের, লাল নিশান এগিয়ে চলেছে বিজয় গৌরবে। তাকাও, সেই প্রশস্ত পথে চ্যাং জু-তেও আছেন, হাসতে হাসতে সেই আনসাই পাহাড় থেকে কাঁধে কোরে বয়ে আনছেন জ্বালানি কাঠ। সেই প্রশস্ত পথ দিয়েই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন সিস্টার চিয়াং, গায়ে তার লাল সোয়েটার, প্রচণ্ড আস্থা ও উদ্দীপনার প্রকাশ তাঁর হাসিতে...

হাইয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো জনগণের অসংখ্য বীরের ছবি। নোতুন চীন গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় মুষ্টিতে ডিনামাইট আঁকড়ে ধরে আছেন একজন, চীন ও কোরিয়ার জনগণের স্বার্থে শত্রুর মেশিনের ওপর বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন আরেকজন, আরেকজন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জনগণের মুক্তির স্বার্থে জনগণের সেবা কোরে চলেছেন, আরেকজন আবার মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শের জন্য হাসি মুখে বধ্যভূমির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছেন·· ····নিজেদের জীবন দিয়ে সেই প্রশস্ত পথের এসব বীরেরা ওয়াং হাইকে শিখিয়ে গেছেন, গড়ে তুলেছেন। ছুটন্ত ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে ওয়াং হাইয়ের কি অন্য কোনো পথ থাকতে পারে?

ট্রেনের চাকার প্রচণ্ড গর্জনধ্বনির মাঝে সে হয়তো শুনতে পাচ্ছিলো চেয়ারম্যান মাও-এর সব শিক্ষা। দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে পার্টি তাকে গড়ে-পিটে তুলেছে, শিক্ষা দিয়েছে। পাঁচ বছর ধরে গণমুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব তাকে হাতে ধরে শিখিয়েছে। তার পরিবারের লোকেরা তাকে উৎসাহ দিয়েছে, বীরদের শপথবাণী তাকে উদ্দীপনা জুগিয়েছে। সেই সমস্ত কিছুই সে মুহূর্তে তার কানে বেজে উঠছিলো।

"জনগণের জন্য মৃত্যুবরণের গুরুত্ব তাই পাহাড়ের ওজনের চেয়েও অনেক বেশি" —চেয়ারম্যান মাও-এর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

"নোতুন চীনের স্বার্থে আক্রমণ করো"—জীবন বিসর্জন দেবার মুহূর্তে তুং সুন-জুই'র চীৎকার।

তার কানে বাজছে সিস্টার চিয়াং-এর দৃঢ়তাব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর: "কমিউনিজমের আদর্শের জন্য আমাদের যদি জীবন দেওয়া দরকার হয়, তবে আমরা সে জন্য প্রস্তুত থাকি—একটুও ভয় পাই না, আমাদের হৃৎপিণ্ড একটুও বেশি দ্রুতগতিতে চলে না······আমরা জানি যে, আমরাই সেটা করতে পারি।"

পলিটিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার শেং বলছে: "সব সময় মনে রাখবে, একজন কমিউনিস্ট তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই পার্টির জন্য লড়াই করে। সে যখন প্রাণ দেয়, তখনও সেটা দেয় পার্টির স্বার্থে।······সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তির জন্য এ রকম লক্ষ লক্ষ লোক দরকার।"

হাইয়ের মা বলছে: "তুমি ঠিক কাজ করতে যাচ্ছো, বিপ্লবের জন্য···।"

চেয়ারম্যান মাও-এর বিপ্লবী শিক্ষা, সর্বহারা শ্রেণী-চেতনার এ সব প্রকাশ, জনগণের বীরদের এ সব নির্ভীক বাণী—এ সব কিছুই হাইকে চিরকাল অভিভূত কোরে তুলেছে। আর আজ এ মুহূর্তে যখন হাজার হাজার প্রাণ বিপন্ন, সমাজতান্ত্রিক সম্পদ বিপন্ন, তখন কি সে আর ভয় পেতে পারে?

সংকটতম সেই মুহূর্তটিতে কী বলছিলো আমাদের ওয়াং হাই?

বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে হয়তো আবার পুনরাবৃত্তি করছিলো সেনাবাহিনীতে ঢোকার সময় তার ঘোষিত সংকল্পটিই : "তুং স্-জুই, কমরেড, তোমার পথ ধরেই এগিয়ে যাবে ওয়াং হাই।" কিংবা সে হয়তো পুনরাবৃত্তি করছিলো কোম্পানি কম্যান্ডারের কাছে তার ঘোষিত বক্তব্যের : "প্রতিক্রিয়াশীলরা বিদ্রোহী হোয়ে জনগণকে খুন করছে। আমি এটা সহ্য করতে পারছি না। আমি তিব্বতে যেতে চাই, প্রতিশোধ নিতে চাই তাদের বিরুদ্ধে।" হয়তো বা সে বলেছিলো : "উঁচুতে তুলে ধরো বিপ্লবের লাল রক্তনিশান! কাজ করো!" শোনো, হৃদয়ের গভীর থেকে সে চীৎকার কোরে ঘোষণা করছে, "কমরেডগণ, আমার কাঁধের দায়িত্বের বোঝাকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম···!" এ ছাড়া কী আর বলতে পারে হাই, তার মাতৃভূমিকে ও পার্টিকে, জনগণকে ও সহযোদ্ধাদেরকে ?

হয়তো সংক্ষিপ্ততম সেই মুহূর্তটিতে হাই কিছুই বলে নি, বা ভাবে নি। হয়তো বা সে দেখে নি কিছুই, কিছুই শোনে নি। এ সব কিছুই সে গত দশ বছর ধরে ভেবেছে, দেখেছে, শুনেছে ও বলেছে। সেগুলোকে আবার নোতুন কোরে তুলে ধরার দরকার ছিলো না তার। চরমতম সেই সংকট-মুহূর্তটিতে একটিমাত্র পরিষ্কার অপ্রতিরোধ্য চিন্তাই তার মনে জেগে উঠেছিলো : "জনগণের জীবনের ও সম্পদের হানি আমি ঘটতে দিতে পারি না। সময় এসেছে, কমিউনিজমের আদর্শের জন্য মরবার। সত্যিকারের একজন কমিউনিস্ট সব সময়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

রেললাইনের ওপর ছুটে গিয়ে হাই গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিলো ঘোড়াটাকে, লাইনের ওপর থেকে সরিয়ে দেবার জন্য।

লাইনচ্যুত হোলো না ট্রেনটা। রক্ষা পেয়ে গেলো যাত্রীদের জীবন। বেঁচে গেলো রেললাইনের পাশে দাঁড়ানো কমরেডরা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পদকেও বাঁচানো গেলো। কিন্তু কমিউনিস্ট ওয়াং হাই চাপা পড়লো বিরাট সেই ট্রেনটার চাকার তলে। রক্তের বন্যার মধ্যে লুটিয়ে পড়লো সে।

"স্কোয়াড-লিডার······!" তার দিকে তীরের মতো ছুটে গেলো তার কমরেডরা, হৃদয় ফাটানো আর্ত চীৎকার আকাশ কাঁপিয়ে। গভীর শোকের প্রতিধ্বনি জেগে উঠলো গিরিপথের বুকে। শিয়াং নদীর জল আর চার পাশের পাহাড় গভীর দুঃখে সাড়া দিলো : "ও য়া ং হা ই········!"

হাইকে রেললাইনের দিকে ছুটে আসতে দেখেই বিদ্যুৎবেগে জরুরীকালীন ব্রেক টেনে দিয়েছিলো ট্রেনের ড্রাইভার। কিন্তু এতোই দ্রুতবেগে ছুটছিলো ট্রেনটা, যে থামাতে থামতে আরও প্রায় দুশো মিটার এগিয়ে এলো সেটা। ট্রেন থেকে

নেমেই তার দিকে ছুটে এলো ট্রেনের ড্রাইভার। ছুটে এলো যাত্রীরা। ছুশেও ছুটে এলো অভিযানের অগ্রবাহিনীর লাইন ছেড়ে।

কমরেডদের কোলে শুয়ে রইলো হাই। চোখ দু'টো খোলা, পরিষ্কার। সদ্য বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া ট্রেনটার দিকে তাকালো সে, নিরাপদ যাত্রীদের দিকে তাকালো, তাকালো উত্তরগামী শিয়াং নদীর দিকে, ঝির্ ঝির্ বৃষ্টি-ঝরানো আকাশের দিকে। দূরে আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের চূড়াগুলো। সাদা বরফের কুঁচিতে আচ্ছাদিত চূড়াগুলো রোদের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে।

মারাত্মকভাবে আহত হাইকে নিয়ে ট্রেনটা ছুটে চললো কাছের কাউন্টির সদর দপ্তরে। অপেক্ষমাণ একটা অ্যাম্বুল্যান্স সেখান থেকে তাকে নিয়ে ছুটে চললো হাসপাতালের দিকে।

সবার চোখে জল। সবার মুখে হাইয়ের নাম। রক্ত দিতে এগিয়ে এলো শত শত যোদ্ধা আর যাত্রীরা। খুব তাড়াতাড়ি হাইকে সাংহাই নিয়ে যাওয়া দরকার। যদি বাঁচানো যায়। প্রাদেশিক সরকার সেজন্য বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করলো। হাসপাতালের সামনে অসংখ্য লোকের ভিড়। সবার চোখে মুখে উদ্বেগ।

হাইকে যে ঘরে রাখা হোয়েছে, তার সামনে অধীরভাবে পায়চারি করছে সেই ট্রেনটার ড্রাইভার। যাকে পাচ্ছে, ডেকে বলছে : "ও আমাদের সবার জীবন আর ট্রেনটাকে বাঁচিয়েছে। ওর মত বীর না থাকলে আমরা কেউ বাঁচতাম না!"

বিছানায় শুয়ে আছে হাই প্রশান্ত মুখে। কাঁচের একটা টিউবের ভেতর দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত সঞ্চারিত হোচ্ছে তার শরীরে—তার শ্রেণী-ভাইদের রক্ত। গভীর প্রসন্নতা ও আনন্দ ফুটে উঠছে তার মুখে। যন্ত্রণার সামান্য চিহ্ন নেই সেখানে। মনে হোচ্ছে, যেন এইমাত্র একটা দায়িত্ব পালন কোরে সে ফিরে এসেছে আর হাসি মুখে ভেবে চলেছে সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির স্বার্থে তার পরবর্তী গুরু দায়িত্বের কথা। গভীর নির্মল দু'টি চোখে উজ্জ্বলতা। কয়েকবার কথা বলার চেষ্টায় ঠোঁটটা নড়ে নড়ে উঠেছে। সে হাসছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন কারখানার গোপন রহস্য যেন জানা হোয়ে গেছে তার।

হঠাৎ বন্ধ হোয়ে গেলো টিউবের মধ্যেকার রক্ত-সঞ্চালন। স্তব্ধ হোয়ে গেলো হাইয়ের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। ধীরে ধীরে বুজে গেলো তার চোখ। মাত্র তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত ও গৌরবময় জীবনের অবসান ঘটলো। দাঁড়কাকের বাসার বরফে ঢাকা পথ পেরিয়ে সে পৌঁছেছিলো কমিউনিজমের প্রশস্ত পথে। এই তেইশ বছরের মধ্যেই সে চালিয়েছে বীরত্বপূর্ণ এক অভিযান। পথের প্রতিটি পদক্ষেপে রেখে গেছে তার পায়ের ছাপ।

ঝোড়ো হাওয়া উঠলো। দুলে উঠলো পাহাড়ের ওপরের সারি সারি মেপ্‌ল গাছগুলো। একটার পর একটা রক্ত-লাল পাতা ঝরে পড়তে লাগলো গাছ থেকে……

হাইয়ের পকেট থেকে ইয়েন-শেং টেনে বের করলো এক কপি "মাও সেতুং রচনাবলী থেকে উদ্ধৃতি"। তার সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা রক্ত-মাখা নোট বই। নোট বইটার প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড়ো বড়ো পরিষ্কার হরফে লেখা :

> যদিও সে দিন আমি আর এ দুনিয়াতেই থাকবো না, তবু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, একদিন না একদিন কমিউনিজমের আদর্শ বিজয় অর্জন করবেই, আরও বেশি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন লোকেরা আরও বেশি বেশি সংখ্যায় সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাবেই।

দূর থেকে ভেসে এলো ট্রেনের তীব্র বাঁশির আওয়াজ। যে যাত্রীবাহী ট্রেনটিকে বাঁচাবার জন্য ওয়াং হাই নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলো, সেটা এখন প্রচন্ড শব্দ তুলে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে প্রচন্ড গতিতে।

ফিনিক্স গ্রামের পাহাড়গুলোর চূড়োয় চূড়োয় তখন প্রখর সূর্যদীপ্তি। কিছুক্ষণ আগের বৃষ্টিতে স্নান কোরে ওঠার পর ওয়াং হাইদের বাড়ীর সামনের পাইন গাছটাকে এখন ঝকঝকে সবুজ আর সোজা লম্বা দেখাচ্ছে।
পাইন গাছটার গোড়ায় পাইন বীজ থেকে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য কচি কচি সবুজ পাইন চারাগুলো রোদে, জলে আর হাওয়ায় বেড়ে উঠছে।
পাইন গাছটা যেন পাহাড়ের চূড়োয় কোনো বীরের স্মৃতিতে গড়ে তোলা একটি স্মৃতিস্তম্ভ, গড়ে উঠেছে জনগণের মনে, চিরকালের জন্য, বংশ-পরম্পরায় বেঁচে থাকার জন্য।